ভারত বিহিত উপদেশমালা ।

শ্রীপশুপতি ঘোষ ।

২৭ নং তাঁতিবাগান রোড, ইটালি ; কলিকাতা ।

ভারত বিহিত

উপদেশ মালা।

শ্রীপশুপতি ঘোষ দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
ও
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া, মহামায়া মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যালয়ে শ্রীহেমশশী সোম কর্ত্তৃক মুদ্রি

১৩২১।

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষিত হিন্দু যুবক "বাল্মিকীকে তুলসী দাসের ভাই" বলিয়া অভিহিত নাই করুন, তিনি যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিরাট বিশাল ভাবপ্রবাহকে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন না এ বিষয় আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, "হোমার কিম্বা ভারজিলের লেখার প্রণালী কি রূপ ছিল" তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিবেন, কিন্তু তৎসঙ্গে মহাভারত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। দোষ আমাদের। আমরা আমাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিকে শাস্ত্রীয় শিক্ষা দিবার জন্য লালায়িত হই না। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ব্যবহারাজীব হইতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সুফল হইল। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; শিক্ষার স্রোতঃ এখন ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে,—শিক্ষার ভিত্তি এখন হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে গঠিত হইয়াছে; জাতীয়তা শিক্ষা দিবার জন্য এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুত, সুতরাং এ শুভক্ষণ, এ মাহেন্দ্রযোগ, আমাদের হারাইবার নহে; এখন হইতে আমরা অনেক সুফলের আশা করিতে পারি।

বিভিন্ন দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও মানবীয় সভ্যতার অভিনব আলোক এই ভারতবর্ষেই প্রথম বিকসিত হইয়া দেশ দেশান্তরে, ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এই ভারতবর্ষেই প্রথম "যেনাহং নামৃতস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্" এই অমৃতময়ী বাণী আকাশকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল; আর এই ভারতবর্ষেই প্রথম "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদ প্রভৃতির জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। (হায়, ভারতবাসী হইয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হই!) আর আমাদের বিরাট বিশাল অভিনব মহাকাব্য অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত—যাহাকে শাস্ত্রকারগণ পঞ্চম বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমাদের প্রত্যেক হিন্দুর মহা আদরের বস্তু—

আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ সামাজিকতা, জাতীয়তা, আচার, ব্যবহার, যপ, তপ, নানাবিধ ক্রিয়া কাণ্ড, ক্ষুদ্র মহৎ, এক কথায় যাহা কিছু সম্ভবপর হইতে পারে,—সকলের অপূর্ব্ব সমাবেশ এই আশ্চর্য্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে" এই কথার সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তোমায় "পাতঞ্জল" পড়িতে হইবে না, তোমায় "জৈমিনী" পড়িতে হইবে না, বেদ বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতির ব্যাখ্যা শিখিতে হইবে না, তোমায় অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িবার আবশ্যক নাই, তোমায় গুরুগৃহে যাইতে হইবে না, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে না; তুমি ঘরে বসিয়া কেবল অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পাঠ কর, পড়, বোঝ, বুঝিবার চেষ্টা কর, এবং তদনুযায়ী কার্য্য কর, দেখিবে তুমি মনুষ্যত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছ।

কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি আর একবার স্বর্গীয় মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত এই মহাগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করি, এবং তৎকালে ইহার মহামূল্য উপদেশ গুলি চিহ্নিত করিয়া একখানি নোটবুকে তুলিয়া লই। ক্রমশঃ নোটবুকের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তৎসঙ্গে মনে হইল যে এই বিক্ষিপ্ত শাস্ত্রীয় বচন সমূহ একত্রে সংগ্রহ করিয়া জন সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলে মাতৃভূমির কিঞ্চিৎ সেবা করা হইবে। এবম্বিধ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অবশেষে ইহা মুদ্রিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মহাভারত গ্রন্থে যে সকল শাস্ত্রীয় বচনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা যে কতদূর মূল্যবান, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক একটী উপদেশ এক একটী রত্ন বিশেষ। এই অপূর্ব্ব খনি হইতে আমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রত্নগুলির একখানি মালা গাঁথিয়া পাঠক বর্গের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহার দোষগুণ তাঁহারা বিচার করিবেন। তবে যদি কেহ এই মালাটী গলায় ধারণ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও শান্তি উপভোগ করেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করিব, কিন্তু আর্থিক অনাটন নিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না, সুতরাং ইহার যৎসামান্য মূল্য ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং আমার দেশবাসীগণের ক্ষমাপাত্র, কিমধিক মিতি—

সংগ্রাহক।

পরম কল্যান ভাজন

শ্রীমান ললিত মোহন দত্ত

স্নেহাস্পদেষু—

বৎস,

তুমি শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া ঘটনা চক্রে আমার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলে; সেই হইতে তুমি আমার গৃহে মানুষ হইতেছ। আমি যতদূর সম্ভব তোমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতেছি। তুমি আজ বড় হইয়াছ, এবং অচিরেই তোমাকে সংসারযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন হইতেই তাহার আয়োজন সুরু হইয়াছে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করা বড় কঠিন। জয়ী হইতে হইলে অনেক শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন; অনেক মাল মসলার আবশ্যক। এই অপূর্ব্ব সংগ্রামে বিজয় পতকা বহন করিয়া খুব অল্প লোককেই ফিরিতে দেখা যায়। তবে ফিরিতেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, যাঁহারা শাস্ত্রক্ষুণ্ণ পথে আজীবন বিচরণ করিতেন। আজ আর সে দিন নাই, এখন পাপেরই প্রাধান্য বেশী; সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভব কোথা? যাহা হউক আজ তোমার সংসার ক্ষেত্রের প্রবেশ মুখে তোমাকে গুটী কতক উপদেশ দিতে চাই; সে উপদেশ গুলি আমার নহে, সে গুলি শাস্ত্রের উপদেশ—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ কৃত মহাভারতের উপদেশ। সমস্ত মহাভারতখানি পড়িবার তোমার অবসর নাই, সুতরাং মহাভারতস্থিত কতক গুলি শাস্ত্রীয় বচন একত্র সংগ্রহ করিয়া তোমার হস্তে উপহার দিলাম। তুমি সে গুলি দেখিবে, পড়িবে, বুঝিবে, তার মত কার্য্য করিবে এবং সংসার সমরে বীরের ন্যায় সতত আত্মরক্ষা করিবে। পরমপিতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ চিরকাল তোমার মস্তকে বর্ষিত হউক। আমিও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি,— তুমি সুখী হও এবং পরকে সুখী কর।

আশীর্ব্বাদক—

তোমার মেসো।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ভারত বিহিত উপদেশ মালা।

১। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিসম্পাতেই কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারে না। অতএব উহাদের নিকট কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে।

২। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনই কুলমর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহারে কৃশ বলা যায় না। যাহার অশ্ব, গো ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে সেই যথার্থ কৃশ।

৩। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থ সংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন।

৫। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খনন পূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্ত গাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধু লোলুপ ব্যক্তির মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণ পূর্ব্বক মধুপান না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীরপুরুষের সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা অতি শোচনীয়।

৬। লোকে আপনার ভাগ্য বলেই সিদ্ধ হয়। অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না, অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধি লাভের উপায় নাই।

৭। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে দেবতারে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধি লাভ সকলেরই প্রার্থনীয়, কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোক গমন, পিতৃলোক গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীট যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। প্রতিদিন যথা নিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহা তপস্যা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক, অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাই বিঘসাশী; বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহে। উহাঁরা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মান ভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

৮। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক।

৯। বেদবিদ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সমুদায় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

১০। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষ কামনায় বনে পরিভ্রমণ করতঃ দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি

তামস সন্ন্যাসী; আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী; আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন তাঁহারে ও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্যঅন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে।

১১। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্যাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অবলম্বন পূর্ব্বক রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে তাহারে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বন্ধন করেন। অভিমান সহকারে কষ্ট করিলে উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্য কলাপ এবং দেবতা অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণ সেবিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাহার কখনই অপকার হয় না।

১২। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

১৩। যিনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন তাঁহার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধূত ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহারে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

১৪। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহ ত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না।

১৫। আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোনরূপেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিক মমকার

পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। মমকার মৃত্যুস্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত ভাবে আত্মারে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না; আর যদি দেহের সহিত আত্মার এককালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পরলোকোদ্দেশে যে ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করা যায় তৎসমুদায় বৃথা; অতএব আত্মা অবিনশ্বর কি বিনশ্বর ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধুলোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

১৬। দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড, ধর্ম্ম অর্থ ও কামে রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; দণ্ড প্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ড ভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার বিনাশ ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জন সমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিত বর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে, তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। অন্যের মর্ম্ম ছেদন, দুষ্কর কার্য্য সাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না

করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাহাদিগকেই ভক্তি সহকারে অর্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের সূর্য্য এবং বসু, [illegible] সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইহাঁরা সকলেই অসুরঘাতী, মনুষ্যেরা ইহাঁদিগের প্রব[illegible] প্রতাপ স্মরণ পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুরগণের নিকট প্রণত হয় না। শান্তি পরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠানতৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে কেহই হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। নকুলমূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুকুর মার্জ্জারকে চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্র ব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায়কে জীবের জীবনধারণোপযোগী অন্নস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসাসহকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হন না।

১৭। ধর্ম্ম লোক যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহারে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুরে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম। সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে। কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পূর্ণ গুণসম্পন্ন হয় না। মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভার বহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহারও করিয়া থাকে। জীব লোকের সমুদায় কার্য্যই এইরূপে দণ্ড প্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে; অতএব নীতিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ জন্মে না। শস্ত্র দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না, কারণ ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত। বিশেষত আত্মা অবধ্য সুতরাং আত্মারে বিনাশ করা কথনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে

প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহারেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১৮। ব্যাধি দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক; ঐ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে তাহাদিগকে সুস্থ; আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক রোগের প্রতিবিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনের ও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের ঐ গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোক-বেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখ সম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে।

১৯। ব্যাঘ্র আপনার উদর পূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভ পরতন্ত্র অন্যান্য মৃগেরা তাহারে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। রাজা ও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন আর অন্যে তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য। ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোকে; আর যাহারা অভিমান শূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করত দেহ

পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন; তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয়।

২০। যে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত-বিষয় বুঝিতে পারেন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বাক্যাববোধে সমর্থ, তিনি সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন; আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। মূর্খ, লঘুচেতা, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠানবিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না; যথার্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন; ফলত সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।

২১। ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। ভিক্ষুকগণ তাহাদিগকেই অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারন করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণ প্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরলভাবে সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

২২। সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনুষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এক কালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে; আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্ট বাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সময়ই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

২৩। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির, কেহ কেহ যুদ্ধের, কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কেহ কেহ দান, কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে; আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে। আর কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ ও প্রজাপ্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জনবাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনু ও অহিংসা, সত্যবাক্য, সম্যক্‌রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অতএব যত্ন সহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই বিধেয়।

২৪। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভৃত্যগণ ও পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিসমুদায় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়; অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না।

২৫। যোগবিদগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস্ বলেন, কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর ব্যক্তিরে দান করিতে ও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎসমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না; আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খের ও ভূরি ভূরি অর্থলাভ হইয়া থাকে; অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধি কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কালসহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল-সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্পপরিশোভিত, সলিলসমুদায় পদ্মপত্র-সমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ কলা পরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদ্গম নদী সমূহের প্রবল বেগ, পশু পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ভ,

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙনিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি, যত্ন সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

২৬। প্রথমত যে বস্তু প্রিয় থাকে, কাল ক্রমে তাহাই আবার দুঃখ জনক হয়, এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখ দুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে, কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না। অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত সুখ লাভে অভিলাষ করেন, তাঁহারে লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্র কলত্রগণের অল্পমাত্র প্রিয় কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হইয়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়।

২৭। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোনকালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই; সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ, লাভালাভ, বিপদ সম্পদ ও জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; এই জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হন না।

২৮। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণদিগস্থ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে; কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণদিগস্থ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তর দিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে

গমন করেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উভয় পথের মধ্যে উত্তর দিগের পথকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

২৯। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি।

৩০। পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছাদ্বেষ শূন্য হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপ স্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্রকলত্রবিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তিলাভের উপযুক্ত পাত্র।

৩১। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা বলবতী, সৎকর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থানলাভে সমর্থ হয় না; অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়; যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোকবিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থ লাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকে ও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে।

৩২। বুদ্বুদ সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ, জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখলাভার্থে আলস্যে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যে নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধু বান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী, ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান হইতে পারে না। যাহা হউক বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, কর্ম্মত্যাগে মনুষ্যের অধিকার নাই।

৩৩। মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মারে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য

বায়ুসঞ্চালিত মেঘ মণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৩। বুদ্ধি বিপর্য্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কাহারই জরা মৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। মানব জাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদায়ই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে বৈদ্যও আতুর, বলবানও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্ট ক্রমেই সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে এবং বলবান, রূপবান্, সুস্থশরীর, সৌভাগ্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা, দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাঁহাদিগের অনেক সন্তান সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি জল, অস্ত্র, বুভুক্ষা, বিষপান, উদ্বন্ধন বা অধঃস্খলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহুকষ্টে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্ ব্যক্তিদিগের ভোজন শক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষনিবন্ধন পাপকার্য্যে রত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রী সমাগম, মদ্যপান ও কলহে আশক্ত হইতে দেখা যায়। এই রূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছু মাত্র কারণ

লক্ষিত হয় না। ঈশ্বরই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ পর্য্যায়সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

৩৫। ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। আমি কে? কোন স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এই রূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে, ফলত এই সংসার, চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুই স্থিরতা নাই।

৩৬। পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ববিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

৩৭। যদি এক ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, উহাতে ধর্ম্মের কিছু মাত্র হানি হয় না। কোন স্থানে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টি যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

৩৮। যে রাজ্যভ্রষ্ট রাজারা রাজ্যউদ্ধারার্থী হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

৩৯। যে দুরাত্মা সতত পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও, তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছু মাত্র লজ্জিত হয় না, তাহারে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। ঐ রূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে।

৪০। যে ব্যক্তি বিধিবিহিতকার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্তযুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার

কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করে, আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণসংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নিপরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার, অকারণে পশুচ্ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

৪১। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবনাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্‌যোনি বধ, ক্ষমতাসত্ত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণা-দানপরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক, তাহাদিগকে ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

৪২। বেদপারগ ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয় তাহারে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপ ভোগ করিতে হয় না। বেদ প্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশত বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুনর্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপ কার্য্য কীর্ত্তিত হইল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদায় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে, তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহারে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলত ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপভোগ করিতে হয়। আপনার

বা অপরের প্রাণরক্ষা, গুরুর কার্য্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং স্ত্রী-লোকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না, কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণিগ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, অতএব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ভিন্ন পশু হত্যা বা পশু হত্যার উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধন দান ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিনী হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে; স্বামীরে ও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে।

৪৩। মনুষ্য যদি একবার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়; তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাঙ্গ ও নরকপাল ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবার মাত্র আহার, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

৪৪। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমিদানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসরশূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৪৫। স্ত্রীলোকেরা আহার বিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

৪৬। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে সে ব্রহ্মহত্যাবিহিত

ব্রত পালন ও ছয় মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তাপহরণ করে, সে সম্বৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপশূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যেকোন উপায়ে হউক, তাহারে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রত পালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতারে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। স্ত্রীলোকেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধিলাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না, কেননা, ভস্ম দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদ মাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাঁদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু পক্ষী বধ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচারপূর্ব্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

৪৭। কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতি নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র, মিতভাষী ও পরিমিতভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রী জপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনীযোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিনবার ও রজনীতে তিনবার বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। সমুদায় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে তাহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়,

অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধনদান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। মহাপাতক ভিন্ন সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধি পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহারে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৮। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্য নিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং সুবর্ণ ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্ব প্রকাশ করিলে, কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞলোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু পান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থলবিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তিনিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফললাভ করিতে পারে। ক্রোধ মোহাদিবশত মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহারে একরাত্রি ও পুরোহিত

দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে তাঁহারে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগাদি শোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতি শ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা, তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশজন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিনজন ধর্ম্মপাঠক পণ্ডিত, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা শ্লেষ্মাত্মক, বিষ, শল্কবর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডূক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, কাকি, মদগু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু, ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবৎসা গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন, সূতিকান্ন ও অনির্দ্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দ্দিষ্ট ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরা স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্রস্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগপরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী, সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল, পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী, বন্দী ও দ্যূতবেত্তাদিগের অন্ন, বাম হস্তে আহৃত পর্য্যুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ, শক্তু, ভৃষ্টযব ও দধিশক্তুর বহুদিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহদেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তিসাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিয়মে আপনার স্ত্রীসমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।

৪৯। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয়প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্য-গীত পরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড, মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও

ব্রতহীন ব্যক্তিরে দান করা বিধেয় নহে। অসম্যক্ দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদিরফলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিরে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক্ দাতা আপনারে ও প্রতিগৃহীতারে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্রকাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায়শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগৃহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নরকপালে জল ও কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিত কোশে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয় ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র, নিব্রত, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিরেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, দারুময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জনশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে। মূর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয় না। দেবতা ও পিতৃগণের হব্যকব্যবিনাশক অর্থাপহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে।

৫০। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ সকলেরই নমস্য। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারপরায়ণ হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইতে হয় না, কেন-

না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ভ্রূণহত্যা অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত করাই কর্ত্তব্য। কষাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।

৫১। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না।

৫২। গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী হন, তাঁহারও দণ্ড বিধান অবিধেয় নহে।

৫৩। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

৫৪। মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ঋত্বিক, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণবমধ্যে ভগ্ননৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

৫৫। মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উৎপত্তির বিষয়।—

বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয়বাসনাপরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দম নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতিবিশারদ ছিলেন; তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিলেন। উহাঁর ঔরসে মৃত্যুর সুনীথা নামে মানসীকন্যার গর্ব্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহারে ক্রোধদ্বেষপরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত

কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহারে এই স্থানে নিষণ্ণ হও বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গকবচধারী শরশরাসনসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গবেত্তা দণ্ডনীতি-কুশল ধনুর্ব্বেদবিশারদ ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উহাঁর নাম পৃথু; পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধিপ্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমারে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতিপাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতিপাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থ পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপন্ন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহারে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। পৃথুর রাজ্যপ্রাপ্তিসময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৬। স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষয়নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডনীতি-বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই

ভূপতিগণ বুদ্ধিমান্ ও মাহাত্ম্যবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিরে রাজ্যপদ প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারে না; প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃতিনিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজারে প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্ ধনশালী ও রূপবান বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই। দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে।

৫৭। ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সম্যক্ রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্তস্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হন।

৫৮। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

৫৯। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজা-

পতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্যরক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের ভার প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটির দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটি গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

৬০। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখলাভ হয়। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহারে পাপগ্রস্ত হইতে হয়; অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ, কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ যুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহারে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্রহীন হইলে তাহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণপোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহারে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থসঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে, প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন আছে, সেই সমুদায় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার, বষট্কার ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্যদেব ও

গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র।

৬১। সমুদায় যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতা স্বরূপ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেবস্বরূপ।

৬২। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে।

৬৩। নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্যবাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয় লোকে সুখভোগ করিতে পারে। গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্রকলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারে ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহারে দাস, কুকুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে। যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে; যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয়লোকে সুখ লাভ করিতে পারে।

৬৫। জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি,

বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদগ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদকার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। ভগবান ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব সমুদায় আশ্রমেই উঁহাদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস, ও ক্ষমাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ; পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারি বর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রমধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

৬৬। যে শূদ্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিনবর্ণের সমতালাভ ও পুরাণ শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে, সে, রাজার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সমুদায় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্যধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়া বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদ পাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণাদান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয় পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্নপূর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তরে গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। রাজা গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন

রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্যধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম নহে।

৬৭। যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হয়।

৬৮। ব্রাহ্মণগণের যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে শত্রুর ন্যায় দমন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য দ্বারাই ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

৬৯। রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদারনিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগের পাপ মোচন করেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয়বিহীন স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইয়া, গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয়; কেহই আর পুত্র কলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না। সংসার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের, যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করে। ধনবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধনজনিত বিষম ক্লেশে নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদায় স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি বাণিজ্যের নিয়ম এককালে

তিরোহিত হইয়া যায়। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থচিত্তে কালযাপন করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তুও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্বস্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

৭০। ভূপতি যথানিয়মে রাজ্যপালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষক বিহীন হইয়াও অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসাবিহীন হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক সমুদায়ের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়; অতএব ভূপতিরে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বলোকহিতার্থ তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয়লোক জয় করিতে সমর্থ হন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে তাহারে নিঃসন্দেহ ইহলোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতাস্বরূপ; অতএব উহাঁরে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কদাপি বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তিধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত মিথ্যাবাদীরে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশন মূর্ত্তি; যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি; যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবসমভিব্যাবহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি; যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবের মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্য কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে

কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্যবস্তু বায়ুসমীরিত হুতাশনে দগ্ধ হইলে উহার কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছু মাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্তু অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব অপহরণেও সেইরূপ ভীত হইবে।

৭১। যাহারা রাজস্বাপহারী, তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। মন্ত্রী কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদারপ্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদরভাজন হন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয়, সে সতত অসুখে আর যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালযাপন করে। রাজা বিবধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয় দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্দ্যসহকারে রাজ্যশাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে পারেন।

৭২। রাজাই কালের কারণ, রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠকাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্ম বিষয়ে আসক্ত থাকে; প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে; বৈদিক কর্ম্ম সমুদায় দোষশূন্য হয়; ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে, মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদায় তিরোহিত হইয়া যায়; প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে; বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে, ঔষধি, ত্বক্, পত্র ও ফল মূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে; অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়; সত্যযুগে এইরূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

৭৩। যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। পাপের একপাদ মাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয়

না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজা পালন করেন, সেই কালকে দ্বাপরযুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের দুই পাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত, তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে। যে সময় নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্টপ্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে; শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; সমুদায় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়; বৈদিককার্য্য সকল অপরিশুদ্ধ এবং ঋতুসমুদায় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানাপ্রকার ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে; রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে; নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদায় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

৭৪। রাজারেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাহা হইতে ত্রেতাযুগ হয়, তিনি ত্রিপাদ স্বর্গসুখভোগে অধিকারী হন। যাহা হইতে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়, তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হন তাঁহারে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তিলাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

৭৫। ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্‌ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষহীনতাদি ষট্‌ত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদায় গুণ সম্পন্ন হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদায় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভূপতি রাগদ্বেষবিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদিশূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিহারপূর্ব্বক কামনা সিদ্ধি,

অদীনভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘাবিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎলোকের সহিত সন্ধি সংস্থাপন, বন্ধুবান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিরে চরকার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সাধন, অসৎব্যক্তির নিকট কার্য্যপ্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ কীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ, অসৎ-ব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, লোভাকৃষ্ট ব্যক্তিরে অর্থ দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রীসম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক মানার্হ ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চ্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তিলাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতা প্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিরে প্রহার, শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধপ্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

৭৬। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরুযুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উঁহার পাদদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। এই রূপে বর্ণ-চতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

৭৭। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব জগতীস্থ সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও যাহা দান করিয়া থাকেন তৎসমুদায়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।

৭৮। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজাদিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন।

৭৯। দুরাত্মাদিগের পাপানুষ্ঠাননিবন্ধন রুদ্রদেব সম্ভূত হইয়া এক কালে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপাত করেন।

৮০। যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উহাঁর আকার উৎপাতবায়ু ও মেঘের ন্যায়।

৮১। হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদায় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশীভূত করেন।

৮২। যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপ পরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রবনিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে, অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।

৮৩। বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপ প্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতা সাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন; ইহাঁদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছু মাত্র ইতর বিশেষ নাই।

৮৪। ইহলোকে সাধু অসাধুর ইতর বিশেষ নাই; কিন্তু যাঁহারা পুণ্যানুষ্ঠান করেন ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমুদায় সুখের আকর ও অমৃতের নাভিস্বরূপ, উহার জ্যোতি হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছু মাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন পূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপলোক নরকের আবাস। উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহুকাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

৮৫। রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোত্থান ও ধন প্রদান

দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগেরও তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মুলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগনিবন্ধন কাহারেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থদান, হোম, ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হন; আর প্রজারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতিরে তাহার ও চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহারে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎ-সমুদায়ই ভোগ করিতে হয়।

৮৬। তস্করেরা কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিক-দিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়, অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষী সমুদায় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিরে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে। কামাত্মা নৃশংস ও ধনলুব্ধ নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হন না।

৮৭। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী, কেহই নির্দ্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প, সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষবিহ নহে। একবারে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্ম-বিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সৎকুলসম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য

করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সৎকুলসম্ভূত বিদ্বান ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তাঁহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।

৮৮। ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি প্রগল্‌ভ, শূর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

৮৯। বিদ্বান, সুলক্ষণসম্পন্ন ও সর্ব্বত্রসমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য, ঋক, যজু ও সামবেদ দীক্ষিত, স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য; আর স্বকর্ম্মবিহীন কদর্য্য ব্রাহ্মণগণ শূদ্রতুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাঁহাদিগকে বিনা বেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্রযাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালতুল্য; ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়তুল্য; অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই করগ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের ন্যায় স্বকার্য্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজারেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিদ্ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তি বিধানপূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য।

৯০। যিনি প্লবস্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদ্ সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহারে অবশ্যই সম্মান

করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহারে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মানলাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়ন-বিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি ও বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, নপুংসক পুরুষ ও উষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ড বিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

৯১। নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার। এককার্য্যসাধন-সমুদ্ভূত, অনুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন না। পক্ষপাতশূন্য অকপট ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে, ভূপতি কদাচ তাঁহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না।

৯২। চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ; অপর দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য; আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান সময়ে সর্ব্ব প্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে; অতএব কাহার ও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সমুদায় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয়। আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলে ও মৃত্যুলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকালমৃত্যুস্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যে যাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতি-মার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি

অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত। পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীরে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৯৩। যাহার উন্নতি দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতিসাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। যাহারা বন্ধুর বিপদ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না, তাহারে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। রূপবান্, স্বরবান্, ক্ষমাবান্, পরদ্বেষশূন্য ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি ও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

৯৪। অলৌহনির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন করিতে হয়। ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই অলৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটুবাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলে স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শান্তি বিধান করিবে।

৯৫। বহুসংখ্যক ব্যক্তিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বটে; কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণসম্পন্ন হয়, তবে তাঁহারে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহারা সতত বলবান্দিগের উপাসনা করেন; যাঁহারা স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তাঁহারাই যথার্থ সাধু। সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীলসম্পন্ন, ক্ষমাবান্, কার্য্য-দক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ করে

৯৬। যে স্থানে মন্ত্রণা করিবে, তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যগ্‌যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশবিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।

৯৭। মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোক সমাজে যশস্বী, গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়; আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। শান্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না; আর মধুরবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলত সান্ত্ববাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়; অতএব দণ্ডবিধান কালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

৯৮। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানদিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ডবিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধনদণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধনদণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিকদণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি রাজার বিনাশ কামনা করে, তাহারে বিবিধ মন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষদূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধ দণ্ড বিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের

কিছুমাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য নহে।

৯৯। কলহ দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ হইয়া থাকে। শত্রুর বধ কামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও দুর্ব্বলক্ষণ সকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ বা মুখরতা প্রকাশ করিবে না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবে। অরাতিরে পরাভব করিয়া নিরত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে।

১০০। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুরে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুরে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুরে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ একবার অতিক্রম হইলে উহা পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃ প্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে।

১০১। কালবশত শত্রু বলবান্ হইয়া উঠিলে প্রথমত তাহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার বধকামনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

১০২। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুরবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থান সকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি

বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; সতত স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র আর কে অমিত্র তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবে।

১০৩। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতিসাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১০৪। পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিতচিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য; তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নিস্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্তচিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। উত্তমরূপে উহাঁদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উহাঁদিগকে অতিক্রম বা উহাঁদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উহাঁদিগের পরিচর্য্যা করাই পরম ধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি ও দুর্লভ লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়; আর যাঁহারা উহাঁদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক, কি পরলোক, কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না।

১০৫। দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদায় পৃথিবী

অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই, কিন্তু উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতামাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতামাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ডবিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতামাতাস্বরূপ; অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহারেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না।

১০৬। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন; অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হন; অতএব কোনরূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদাননিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে; তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, যাহারা পিতামাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি নাই।

১০৭। সত্যবাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়,

সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি, মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে; আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে, তাহাতে কিছু মাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথপূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধনদান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতারে নিশ্চয় বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন; তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়; কিন্তু বিবাহ ও প্রাণসংশয় কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে, তাহারে বিধানানুসারে রাজদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে; অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, উহাদের দণ্ড-বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেততুল্য, অপাংক্তেয়, যাগযজ্ঞশূন্য; তপঃপরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী, অতএব উহাদিগের সহিত কিছু মাত্র সংশ্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধননাশ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্নসহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য; উহাদিগের মধ্যে

কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই ; উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; কারণ উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে, তাহার প্রাণিবধজনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য ; উহারা দেহ ত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু, তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

১০৮। যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থ প্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথিসৎকার করেন, অসূয়াশূন্য স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরমযত্নসহকারে পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

১০৯। একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিরে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহারে বিযোজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিরে পুনরায় আয়ত্ত করিলে, তাহার যে প্রীতি জন্মে তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই।

১১০। কোন ভৃত্যই স্বার্থশূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত সাধন করে না ; সকলেই স্বার্থসাধনতৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। যাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিমাত্র কার্য্যক্ষম নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘবনিবন্ধই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

১১১। যে ব্যক্তি প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশ লাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন হইতে হয় না। অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুরে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।

১১২। যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদায় পুণ্যলাভ এবং তাহাকে আপনার সমুদায় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিরে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল। "আমি অমুক মান্য ব্যক্তিরে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিতভাবে বিষণ্ণবদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল" মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপ কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্নপূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য মধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যেমন একজনকে "তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও" বলিলেই সে প্রাণত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শনপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

১১৩। যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণ ব্যাখ্যানও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও

ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোমকার্য্য কোনক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐরূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংশ্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রখ্যাপন করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহারে ভস্মরাশি মধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কোন সাধু ব্যক্তি, উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পাপপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মা ও দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহা হইলে "তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না" বলিয়া তৎকালে তাঁহারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষনীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক তাহারে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই পরনিন্দাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

১১৪। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদায় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহারেই ব্যবহার কহে। যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিরে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। যথার্থরূপে দণ্ডবিধান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা, উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারিদন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসঙ্খ্য চক্ষু। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল ঊর্দ্ধ মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ, এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে,

দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহপূর্ব্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত, কাহারে বিদারিত, কাহারে বিপাটিত ও কাহারে বা ঘাতিত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণস্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎ রূপ ধারণ করাতে ইহাঁরে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ক্লীবত্ব, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি, ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহারে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিরে সমুন্নত করে, অতএব দণ্ডই সর্ব্ব প্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগযজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণ কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্নদান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায়; অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয়মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে।

দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন।

১১৫। পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। ঐ গর্ভ বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ভ তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ভসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল; তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল; কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের, কিছুমাত্র বিচার রহিল না; সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল; নিজস্ব ও পরস্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্নু কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বলপূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ ও বলবানেরা দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবান্! যাহাতে প্রজাগণ মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতিদেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোকবিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনরায় চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবস্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুরে পর্ব্বত সমুদায়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের, মৃত্যুরে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশভুজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরে প্রদান করিলেন, তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরারে, মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিরে, মরীচি ভৃগুরে, ভৃগু ঋষিগণকে, ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুরে, এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণ পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয়প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত, নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজারক্ষণার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজারক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমত পরাক্রমশালী ভগবান্ ইন্দ্রই সমুদায় প্রজাপালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মার পুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে, রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব, হয়গ্রীব হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে, ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহ সদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন, দণ্ড ও ঐ তিন কালে জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিবেন।

১২৬। পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থকাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এক-কালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহারে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব

কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সঙ্কল্পমূলক আর সঙ্কল্প বিষয়মূলক। বিষয় সমুদায় আহারসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে শরীর রক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাশক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐরূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মলস্বরূপ, দানভোগ-বিমুখতা অর্থের মলস্বরূপ এবং প্রমোদপরাঙ্মুখতা কামের মলস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয়, তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দরূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

১১৭। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে, তাহার বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহপ্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণসংশয় হইয়া উঠে এবং তাঁহারে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণধারণ করা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

১১৮। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা একরাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাঁদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাঁদিগের আয়ত্তা হইয়াছিলেন।

১১৯। যথায় সচ্চরিত্র, তথায় ধর্ম্ম অবস্থান করেন।
যথায় ধর্ম্ম, তথায় সত্য অবস্থান করেন।
যথায় সত্য, তথায় সৎকার্য্য অবস্থান করেন।
যথায় সৎকার্য্য, তথায় বল অবস্থান করেন।
যথায় বল, তথায় লক্ষ্মী অবস্থান করেন।
অতএব সকলেই সচ্চরিত্রের অধীন।

১২০। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয় এবং যাহার দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, ঐরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহাই সচ্চরিত্রত্ব লাভের উপায়।

১২১। আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্ল্লভ আর কিছুই নাই।

১২২। ধৈর্য্যগুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ।

১২৩। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্প মাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয়। সুকুমারমতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশ লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞান প্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

১২৪। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্মলাভ হয় বটে, কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা; অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা

কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না, এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্ন দ্বারাও ধর্ম্মানুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপদ্‌কালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে, ঐরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

১২৫। আপদকাল অতীত হইলে তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনারে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয়, এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারে অবসন্ন করা কদাপি বিধেয় নহে। আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে অযাজ্যযাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হন না, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত? কখনই নহে; তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হউক, পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে।

১২৬। এই জীবলোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকালাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন না।

১২৭। অর্থ দ্বারা ইহলোক, পরলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হউক, ধনগ্রহণ করিবে। এরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্যমধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে; আর যাহারা এই জন সমাজে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন সমুদায় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধনসঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্দ্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবান্‌কে বলবান্ কহিয়া থাকে।

ধনবান্ লোক সমুদায় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থপ্রভাবে ধর্ম্ম কাম ও উভয় লোকে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে; অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থলাভের চেষ্টা করিবে; অধর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।

১২৮। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহারে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বায় সংকৃত ধর্ম্ম চারি প্রকার; বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচারসিদ্ধ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণপূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন; অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় করা উচিত।

১২৯। সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটি প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুত বৃকের পদচিহ্ন কি না, এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নিরর্থক। এই সংসার মধ্যে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদায় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটি সত্যের আশ্রয়লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্ম সম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান্ ব্যক্তিরে অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না; সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন

ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষনিবন্ধন বন্ধুবান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্যযন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যাহার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শনবাক্য প্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টি সম্পাদন, মনের উন্নতি সাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকারপূর্ব্বক অন্যের গুণ কীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক। বহুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে সতত অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে উৎকৃষ্ট সুখলাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়, একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।

১৩০। স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণিমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য, অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্ত, অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গল চিন্তা করেন, ত্রিভুবন মধ্যে তাহারে কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, নিরপরাধী লোকের বধ সাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। পরস্বাপহারী দস্যু হইয়াও এইরূপ নিয়মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

১৩১। যাহারা হবি দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন না করে, তাহাদিগের ধন নিতান্ত নিরর্থক।

১৩২। যে ব্যক্তি ভবিষৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহারে অনাগত বিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে, তাহারে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহারে দীর্ঘসূত্র কহে। এই জগতে অনাগত বিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে পারেন; কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়।

১৩৩। কোন কোন সময় শক্রও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শক্র হইয়া উঠে। কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না; অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত শক্রদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না, আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শক্রদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই।

১৩৪। শক্র ও মিত্র এই উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শক্রগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শক্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কাম ক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শক্র বা কেহ কাহারও মিত্র নাই, কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনই পরস্পরের শক্রতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শক্রতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধননিবন্ধন কালসহকারে শক্রও মিত্র এবং মিত্রও শক্র হইয়া উঠে, অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শক্রতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে, এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতামাতা, কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনেয়, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদায় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অচিরাৎ তাহারে পরিত্যাগ করেন; অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব।

১৩৫। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্নকরা দূরে থাকুক আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না; ফলত, চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্যবশত সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে।

১৩৬। লোকে নিমিত্তবশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদ্যপিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতিশৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপ, দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলত লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে; সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

১৩৭। কাল হেতুকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয়; হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে।

১৩৮। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতিও কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে; কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্ন সহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত; সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না; আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে।

১৩৯। যাহারা একবার বৈরোৎপাদনপূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতাদোষে প্রতারিত হইয়া থাকে; অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয় সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্নমনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীকচিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনারে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীকচিত্তে

অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না, আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনারে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট শতত গমন করিয়া থাকে ; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অতীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

১৪০। ইহলোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ-দুঃখের ভোক্তা ; আর ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণ-নিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধিসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। প্রথমত একজনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থদান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান্ লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমত সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

১৪১। অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে।

১৪২। শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনা বাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়। বলপূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্র প্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধিপ্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।

১৪৩। পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাস্তু, পরুষবাক্য, অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটিরে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতা সংঘটন হইলে প্রকাশ্যরূপেই হউক আর অপ্রকাশ্যরূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহারে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত গূঢ় হুতাশনের ন্যায়, সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে

অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পরুষবাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলত পরস্পরের বৈরানল একবার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিরে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকারই তাহার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারিত করিয়া থাকে।

১৪৪। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয় প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখ লাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পরদুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্রলোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

১৪৫। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, উদার স্বভাব পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন; আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্যবিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রমসহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিত-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বস্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরম সুখে কালহরণে সমর্থ হন। উহাঁরা কাহারেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান্

ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভার্য্যাগণের দোষে সন্তানপ্রসবিণী কর্কটীদিগের ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

১৪৬। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ, কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য. কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না, কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না, কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধনিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহারেই ভার্য্যা; যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, তাহারেই পুত্র; যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয়, তাহারেই মিত্র; যে দেশে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহারেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বলপ্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রগণকে প্রতিপালন করেন, তাঁহারে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে।

১৪৭। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্যসংস্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিদ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত।

মঙ্গলার্থী ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলিবন্ধন, শপথ, মিষ্টবাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রুমোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যতদিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, ততদিন শত্রুরে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহারে প্রস্তরনিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর, কিন্তু তুষানলের ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহুপ্রয়োজনসম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংশ্রব রাখিবেন না; কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে; অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক।

১৪৮। অলস, অভিমানী, উদ্যোগশূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে, অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গ গোপন ও আপনার ছিদ্র সম্বরণে যত্নবান্ হওয়া, বকের ন্যায় অর্থচিন্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায় শত্রুরে আক্রমণ করা উচিত।

১৪৯। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

১৫০। সুচতুর ব্যক্তি মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন, সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশকাল সম্যক বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৫১। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্যকরূপে অবধারণ, উপস্থিত হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং

সম্যক রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক। উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্তচিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য।

১৫২। লোকের কণ্টকস্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার, পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দ্যূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। সবিশেষ না জানিয়া এক জনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহারে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহারে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১৫৩। বিশেষ হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। যাহা-দিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে। আবার যাহাদিগের হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহা-দিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি কোন কারণ-বশত কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ্ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কষায়বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউন না কেন, অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিতচিত্তে তাঁহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও দ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদায় ফল পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্ম পীড়ন, দারুণ কর্ম্ম সাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে কদাচ

মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতিনিবন্ধন কেহ কেহ শত্রু বা মিত্র হয় না; লোকে কার্য্যবশতই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি করুণস্বরে পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্য শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীরে যে কোন প্রকারেঃ হউক বিনাশ করা উচিত। কাহারে প্রহার করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহারে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। যাঁহার সম্পদ্‌লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সাম্যবাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছু মাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

১৫৪। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎলোকের ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবনধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে; অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদায়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূলন না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে।

১৫৫। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয় প্রদর্শন ও লুব্ধকে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত।

১৫৬। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে

ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক আপনারে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ, তিনি অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয় প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকার সাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।

(১৪৭ হইতে ১৫৬ সংখ্যক উপদেশ গুলি আপদ্‌কালের নিমিত্ত, অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে)

১৫৭। বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক, তাহা ভোজন করিলে প্রাণি-হিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলেই পতিত হয়, ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সমুদায় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোরতর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক আপনারে উদ্ধার করিবে। ঘোরতর দুঃখে পড়িয়া বিশ্বামিত্রও কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্যলাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধিপ্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

১৫৮। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণের নানা বিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হওয়া মনুষ্যগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অধ্যয়নকালে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশমাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাঁহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব প্রথমত বুদ্ধি প্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক। মনুষ্য

আপদ্‌কালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞান-সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন. অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থশাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কোন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যালাভের কামনা করে, তাহারা মনুষ্যসমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধানপূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মূর্খের ন্যায় বাক্যবাণ ধারণপূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নররাক্ষস ও বিদ্যার বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়।

১৫৯। কেবল অন্যের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিতে না পারিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রানির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভনিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে; অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয়, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত।

১৬০। সন্দেহসঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান, অতএব সকলেরই অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

১৬১। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিত সাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৬২। অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে।

১৬৩। বিদ্যাবৃদ্ধ তপস্যানিরত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। দেবগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উহাঁদের প্রীতি অমৃত-তুল্য ও ক্রোধ বিষতুল্য। উহাঁদের প্রীতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উহাঁরা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৬৪। গৃহস্থের গৃহ, পুত্র, পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও, ভার্য্যাবিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিনীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিনীই গৃহস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিনীশূন্য গৃহ অরণ্যপ্রায়।

১৬৫। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যতুল্য বোধ হয়। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন-সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশগমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ-বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহাঁর অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

১৬৬। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহারে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে পারে, সমুদায়

দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিরে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহারে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবকসমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়।

১৬৭। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে।

১৬৮। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহারে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না; অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহারে পূজা করা সকলেরই বিশেষত পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। গোহত্যাকারীর বরং নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই।

১৬৯। পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই; ভর্ত্তাই স্ত্রী-জাতির একমাত্র অবলম্বন, ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়।

১৭০। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়াপ্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্রস্থান; কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী, সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক অতি পবিত্র; পৃথূদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর তীর্থ সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানসসরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে; অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন। মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই

উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদিশূন্য ও পাপপুণ্যবর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনামাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপপুণ্যশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবিত থাকাই শ্রেয়।

১৭১। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক।

১৭২। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষ-রূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপ দ্বারা; যাহা দুইবার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে; আর যে পাপ বারম্বার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয়। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধসেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়; আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সম্বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাস তীর্থ ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধনমুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়।

১৭৩। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতানিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপকার্য্য করিয়াও কল্যাণলাভে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যকার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হন।

১৭৪। *বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে।* ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য; বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশিপ্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতিমধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই, অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

১৭৫। একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়-তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণপ্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিলসম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহারে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীরপ্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্মরণ ও অন্যের সংশয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। লুব্ধেরা সততই ক্রোধদ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচার-পরিশূন্য হইয়া থাকে; উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক;

উহাদিগের বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাবপরিপূর্ণ, উহারা কপটধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়; উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যুস্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে; অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলত উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই।

১৭৬। যাহাদিগের পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরকভয় নাই; যাঁহাদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যাহাদের ভোগ্য বস্তুতে কদাচই লোভ জন্মে না; যাঁহারা শিষ্টাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও সত্যব্রতনিরত; যাঁহাদিগের সুখদুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই; যাঁহারা পরমদয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না, সতত ভক্তিসহকারে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের হিতসাধনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধুলোক সমুদয় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কামক্রোধবিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্যব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ; অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধনলোভ বা যশোলোভে ধর্ম্মপরিগ্রহ করেন না; শরীর-রক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন; শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব; অতএব প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষপ্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মলপ্রকৃতি, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী; তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবদিগকে অর্চ্চনা করিবে।

দৈবপ্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

১৭৭। অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ। যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞানপ্রভাবেই লোকে নিরয়গামী, দুর্গতিবিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

১৭৮। অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১৭৯। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্যফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত; অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি; যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল; আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হয়; সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারা যায়।

১৮০। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষত ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম; দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; দমগুণ, দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; দমগুণের তুল্য

পবিত্র আর কিছুই নাই; লোকে দমগুণপ্রভাবেই পাপবিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদলাভ করিয়া থাকে; দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; দমগুণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণবিহীন, তাহারে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৮১। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ প্রিয়বাদিতা, অনসূয়া, গুরুপূজা প্রভৃতি প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ; দমগুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধসংযোগজনিত মমতানিবন্ধন তাঁহারে কখনই ক্লেশভোগ করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমুদায়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথস্বরূপ; অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভীত না হয়, তাঁহারে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সৎকার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া

থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল-তেজোময়লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি যথাবিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয়রাগ-বিবর্জ্জিত, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণপ্রভাবেই হৃৎপদ্মনিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্মনিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের একমাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিরে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণুব্যক্তি ক্ষমাগুণপ্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্যগমনের প্রয়োজন কি! তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

১৮২। পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদ সমুদায় অধিকার করেন; তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে; তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন; ঔষধ ও আরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবী মধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্ল্লভ, তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তপই তাহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্পগমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীরে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন, ধান্য ও ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায়

তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন; তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন; তপঃপ্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক, দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে।

১৮৩। কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। 'সত্য অবিকৃত; সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরমগতি, অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরমব্রহ্মস্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার— অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য ও অক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণসম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্মপ্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ণ হন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদবাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগদ্বেষবিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্নসহকারে রাগদ্বেষবিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না

করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্যধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। সাধুলোকেরা সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সত্যেরগুণ পরিমার পরিসীমা নাই; এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে, সন্দেহ নাই।

১৮৪। কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্য-প্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রুস্বরূপ। উহারা নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিতচিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে; উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে; পরদোষনিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে; উহারে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠাননিবন্ধন আবির্ভূত হয়; কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা একবারে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধু-বিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্যবশত শোকের উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভবশত অকার্য্যপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া

ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গ-নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয় ; কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলিন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষবশত ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞা-প্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষবাক্য শ্রবণনিবন্ধন নিন্দাপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয় ; কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীনজনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে ; কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়। অজ্ঞানপ্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্যবোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না। একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়।

১৮৫। নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সতত্ই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনারে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে ; উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই ; উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে ; উহারা যাহার পর নাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী, কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহারনিরত ; উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে, উহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনা কিছুমাত্র নাই ; উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারেও বিশ্বাস করে না। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয় ; অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিরে শত্রুজ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহারে অর্থদান করিয়া যাহার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের

সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করে, তাহারেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়; কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদ্গণসমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। নৃশংসদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৮৬। যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যনিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক একদিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন, তাঁহার কর্ণগোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতা দোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

১৮৭। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে, বৈশ্য ও শূদ্র অর্থবলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয় তাহার সহিত আপনারে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগযজ্ঞকুশল, বেদবেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু পুণ্যফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্রত্ব লাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্যবোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন,

তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উঁহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি একত্রে শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়।

১৮৮। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্যসাধন ও আত্ম প্রাণরক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে।

১৮৯। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিতমনে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃতপান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন, ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিতসাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্রগ্রহণ করিতে পারে।

১৯০। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মস্ব হরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটি মহাপাতক, প্রাণত্যাগই ঐ পাতক সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সংযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন ও বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সম্বৎসরমধ্যে পতিত হইতে হয়; কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

১৯১। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কামসহকারে পুনরায় তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেতকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিতচিত্তে, আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

১৯২। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহারে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

১৯৩। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৯৪। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষতস্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎসংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তারে তত বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

১৯৫। ব্রাহ্মণঘাতক গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশন মধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্যপানপূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

১৯৬। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত ও বৃষণ ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণত্যাগ, কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মান লাভে সমর্থ হয়।

১৯৭। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে, আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীরে নিপাতিত করে, তাহারে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

১৯৮। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান

বা ব্রহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে।

১৯৯। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর একশত বৃষ ও একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও একশত ধেনু প্রদান করিবে।

২০০। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপ নিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

২০১। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

২০২। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা একবৎসরকাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।

২০৩। শ্রোত্রিয় পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দিবসের চতুর্থভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়।

২০৪। যে ব্যক্তি অকারণে পিতামাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়।

২০৫। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহারে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য।

২০৬। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সম্বৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চার বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে।

২০৭। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহারে, তাহার স্ত্রীরে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে

উহাদের তিনজনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ইহা আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে সেই ভার্য্যারে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়।

২০৮। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে, পশুহিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃণ্ময়পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে, এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ঐরূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে; আর যে ব্যক্তি চমরী-পুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সম্বৎসর ঐরূপ ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য; আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য।

২০৯। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণ জল পান, তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন।

২১০। অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য, ও সংযম এই সমুদায় ধর্ম্মের সম্পত্তি; অতএব সকলেরই অবিচলিতচিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ, ধর্ম্মপ্রভাবে ঋষিগণ সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেবগণ ধর্ম্মবলসহকারে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত, অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অতএব সংযতচিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২১১। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে তাহাদিগের কখনই মুক্তিলাভ হয় না; আর যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হন, তাঁহারাই মুক্তিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সার। এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা যাঁহারে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। ভগবান্ বিধাতা সমুদায় প্রাণিকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলত মনুষ্য যখন ত্রিবর্গবিহীন হইলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হয়, তখন মোক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই।

২১২। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপপরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্যোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক, যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধনলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতানিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিতকার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে, তাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে।

২১৩। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞানবিশারদ, রূপগুণসম্পন্ন, সৎসংসর্গপরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভমোহবর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুলরক্ষক, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র

রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদ্‌কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগনিবন্ধন আত্মাভিমানশূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র।

২১৪। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্রদ্রোহী; কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহারে ভক্ষণ করে না।

২১৫। ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার; যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রম সমুদায়ে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট আছে; তৎসমুদায়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদায়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ। তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহারে নিশ্চয় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; অতএব ইহলোকে মোক্ষলাভার্থ যত্নবান হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

২১৬। অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্রকলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শমগুণাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য।

২১৭। কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্ম-নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। যিনি আপনার আত্মারেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন না; আবার সমুদায় জগৎকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে; ইহাও যিনি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন তাঁহার অন্তঃকরণে

হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্র মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথক্‌ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসার মধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলীন হয়।

২১৮। বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখনাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে; কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখভোগ করে না। হয়ত যিনি পূর্ব্বে সুখভোগ করিয়াছেন, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছেন; কিয়দ্দিন পরে পুনরায় সুখ ভোগ করিতে পারেন। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয়স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহ পাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশ সমুদায় তিলরাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানলতুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসার মধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ

করিয়া থাকে। সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখলাভ হয় না। বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থ নাশের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলত দৈব যাহারে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনামাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি লাভ করিতে পারেন, অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলত সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিসুখ লাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে, সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ; দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে; ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিরেই আশ্রয় করে; অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ কি দুঃখ কি প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থচিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে; ঐ সমুদায় মূঢ় ব্যক্তিদিগকেই অভিভূত করে; পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাস-নিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন, শোকে তাঁহারে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে

মমতা জন্মে, তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে; আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়-সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয়সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতেই বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয় সুখ, বৈরাগ্যজনিত সুখের, ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি বলবান্ কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্ব-জন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে; পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদায়ের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎ-কালে পুরুষের বিষয়বাসনা সমুদায় কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তখনই তিনি আত্মজ্যোতিপ্রভাবে স্বয়ং আত্মারে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরমপদার্থ ব্রহ্ম-পদার্থ লাভ হইয়া থাকে; আর যখন তিনি সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, সেই বিষয়তৃষ্ণারে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

২১৯। এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুক্ষয়কর রাত্রি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করি-তেছে। রাত্রি সকল প্রতিনিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ুক্ষয় করিতেছে, এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কিরূপে অজ্ঞানান্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিবে। যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ু-ক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখলাভে

সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায়, সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্য কর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে; অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য, তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে, তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য, অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখলাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহপ্রভাবে পুত্রকলত্রাদির কার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে ভরণপোষণ করে; কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয়সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদিপরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপনীকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু তাহারে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি শূর, কি ভীরু, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না। যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্তসমুৎপন্ন দুঃখ সমুদায় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিবে। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশসাধনের নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে, অতএব তপস্যা করাই শ্রেয়। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসারবন্ধনের রজ্জু, পুণ্যবান্ লোক, সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা, সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন

করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনাস্বরূপ; কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগমপরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে। মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে; অতএব ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম ক্রোধ ও হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান, এবং সমদুঃখসুখ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিবে। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ; তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই।

২২০। ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্র বিবিধ সুখ দুঃখ মানবগণকে আশ্রয় করে; কিন্তু মনুষ্য যদি সেই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হইবামাত্র উহা দৈবায়ত্ত বলিয়া বোধ করে, তাহা হইলে তাহারে আর আহ্লাদ বা কাতরতায় অভিভূত হইতে হয় না।

২২১। ধনদারাদি সমুদায় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্তত পর্য্যটন করিলে অনায়াসে সুখলাভ হইতে পারে। অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করে। ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখ লাভের একমাত্র নিদান। কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়ন গোচর হয় না। রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষত ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন; আর অকিঞ্চন ব্যক্তি ধনত্যাগনিবন্ধন অগ্নি, অশুভগ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু উপধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করে, দেবতারাও সতত তাহারে সাধুবাদ

প্রদান করিয়া থাকেন। ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধলোভের বশীভূত হইয়া বক্রভাবে দর্শন, মুখবিকার প্রদর্শন, ভ্রূকুটি বন্ধন, অধরোষ্ঠ দংশন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পৃথিবী দানে উদ্যত হইলেও কেহই তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিরে মুগ্ধ করিয়া সমীরণসঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে। তখন আমি কেবল মনুষ্য নহি; রূপবান্, ধনবান্ ও সৎকুলোদ্ভব এই বলিয়া তাঁহার মনোমধ্যে মহা অভিমান জন্মে। ঐ অভিমাননিবন্ধন চিত্তের প্রমাদ উপস্থিত হইলেই লোকে ক্রমে ক্রমে পিতৃসঞ্চিত সমস্ত দ্রব্য নিঃশেষিত করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিলাষী হয়। তখন ব্যাধ যেমন শরনিকরে মৃগকে আহত করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গপ্রস্থিত পরস্বাপহারী দস্যুরে রাজদণ্ড দ্বারা তাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ভিন্ন তাহার অগ্নিদাহ ও অস্ত্রবিদারণ প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ ক্লেশও উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব অনিত্য পুত্রাদি কামনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধিসহকারে সেই সমুদায় দুঃখের প্রতিকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে নির্ভয়ে শয়ন এবং সম্পত্তি বা সুখলাভের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই।

২২২। যে ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাস্থা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হন। পণ্ডিতেরা ঐ পাঁচটিরেই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় ভিন্ন স্বর্গ, ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট সুখলাভের উপায়ান্তর নাই।

২২৩। সুখাভিলাষী পুরুষের বৈরাগ্য আশ্রয় করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি এককালে অর্থসাধনের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। মহাত্মা শুকদেব বলিয়াছেন যে, যিনি স্বীয় সমুদায় অভীষ্টলাভে সমর্থ হন আর যিনি সমুদায় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন, এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয়। কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, তাহাদিগেরই শরীর ও জীবন রক্ষায় মহা যত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

২২৪। অর্থকামুক মনকে আশা হইতে নিবৃত্ত করা এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কি পূর্ব্বে কি এক্ষণে কখনই কেহ আশার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে সমর্থ হয় নাই; অতএব আশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আশা ত্যাগ করিলে আর পরের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না।

২২৫। বাসনার হৃদয় বজ্রের ন্যায় নিতান্ত সুকঠিন, নচেৎ উহার উপর শত শত অনিষ্টাপাত হইলেও উহা শতধা বিদীর্ণ হয় না। উহা সঙ্কল্প হইতেই সম্ভূত হইয়া থাকে, অতএব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই উহা সমূলে উন্মূলিত হয়।

২২৬। অর্থস্পৃহা কখনই সুখাবহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; অর্থলাভ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; অর্থ হস্তগত হইলে চিন্তাতরঙ্গে নিমগ্ন হইতে হয় এবং অধিকৃত ধনের নাশ হইলে উহা মৃত্যুতুল্য ঘোরতর দুঃখাবহ হইয়া উঠে। ফলত অন্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়াও অর্থলাভ না হইলে লোকের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, বোধ হয়, উহা অপেক্ষা গুরুতর ক্লেশ আর কিছুই নাই। কোনক্রমে অর্থলাভ হইলেও তাহাতে লোকের তৃপ্তিলাভ হয় না; প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে অধিক লাভের আশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

২২৭। ধনের অনেক দোষ, মনুষ্যের ধন ক্ষয় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। জ্ঞাতি ও মিত্রগণ নির্দ্ধন ব্যক্তিরে নিরন্তর অবজ্ঞা ও অপমান করে। অর্থে যে অল্পমাত্র সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহাও দুঃখজালে জড়িত। যাহার ধন থাকে, দস্যুগণ তাহারে নিরন্তর বিবিধ ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক উদ্বেজিত করে।

২২৮। অর্থলালসা অতিশয় ক্লেশকর, অতএব বাসনা মনুষ্যকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করে ও অনলের ন্যায় শরীর দগ্ধ করিয়া থাকে। উহা নিতান্ত অদূরদর্শী ও দুরাকাঙ্ক্ষ, উহার যখন যাহাতে অভিরুচি হয়, মনুষ্যকে তৎক্ষণাৎ তাহাতে অনুরক্ত হইতে অনুরোধ করে। কোন্ বস্তু সুলভ আর কোন্ বস্তু দুর্লভ, তাহা উহার কিছুমাত্র বোধ নাই। পাতালের ন্যায় উহারে কোনরূপেই পরিপূর্ণ করা যায় না।

২২৯। যিনি যে পরিমাণে কাম পরিত্যাগ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে সুখ লাভ হয়। কামাধীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দুঃখই ভোগ করে। রজোগুণ-

প্রভাবেই কামের উৎপত্তি হয় এবং কাম ও ক্রোধবশত দুঃখ, নির্লজ্জতা ও অসুস্থতা উপস্থিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ গুণ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কামজনিত ঐহিক সুখ ও পারত্রিক সুখ সমুদায় তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, আশারে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ হয়।

২৩০। যাঁহারা শুভ নক্ষত্র, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুভ তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে যজ্ঞ, দান ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান হইয়াও যাহার পর নাই সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর যাহারা আসুর নক্ষত্রে কুতিথিতে অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই যজ্ঞফলবিহীন হইয়া পরিশেষে অসুরযোনিতে উৎপন্ন হইতে হয়।

২৩১। বুদ্ধি কামক্রোধাদিযুক্ত হইলেই চিত্ত পাপকর্ম্মে নিরত হয় এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অতি ক্লেশকর লোকে অবস্থান করিতে হয়। পাপাত্মা ব্যক্তিরাই দরিদ্র হইয়া বারম্বার দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ, ভয় ও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে; আর দমগুণান্বিত শুভাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধনাঢ্য হইয়া বারম্বার উৎসব, স্বর্গ ও সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ও নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ব্যাল, কুঞ্জর, সর্প ও তস্করপরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিতে হয়; আর যাঁহারা সাধুসহবাসে অনুরক্ত, বদান্য এবং দেবতা ও অতিথিপ্রিয়, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের তুল্য পদবীতে পদার্পণ করেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধান্যমধ্যে পুলাক ও পক্ষিমধ্যে মশকের ন্যায় মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে। ফলত সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়। কাল জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ফল পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ব হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথা সময়ে পরিণত হইয়া থাকে। ফলভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে মনুষ্যকে আর তাহার ফলস্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানবগণ গর্ভশয্যায় শয়ান

থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ফলত মনুষ্য বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকট গমন করে, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় কর্ত্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মনুষ্য বিষয়বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষপদলাভে সমর্থ হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোবনে বাস করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা পাপরাশি দূরীকৃত করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন আকাশমার্গে পক্ষীগণের এবং সলিলমধ্যে মৎস্য সমূহের গমনকালে পাদচিহ্ন দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতিও লক্ষিত হইবার নহে। যাহা হউক, মনুষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার হিতোপযোগী কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে।

২৩২। ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু কহিয়াছেন ও মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানস নামে এক সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অক্ষয়, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয় পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন; মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু একটী তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবামাত্র "সোহং" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারে অহঙ্কার নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতী সকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়-রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশ মণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্ত সমুদায় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। সিদ্ধগণও ঐ মহাত্মারে জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহেন। যে মহাত্মা ভূত সকলকে উৎপাদন করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। অপ্রশস্তমনা

চরাচরেরা তাঁহারে বিদিত হইতে পারে না। তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

২৩৩। আকাশমণ্ডল অনন্ত, রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির উর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর, আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারেন না। উহাঁদিগের যে স্থান অপ্রত্যক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জকলেবর দেবতা বাস করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি; ওদিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজঙ্গলোক, ভুজঙ্গলোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে; অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি, বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না। বস্তুত অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদায় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্রমধ্যে ত্রৈলোক্য ও মহাসাগরের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তারাদিরূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তি বিজৃম্ভিতমাত্র, সন্দেহ নাই। যে বস্তুর চরম সীমা অদৃশ্য ও অগম্য, কোন্ ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? যদিও সিদ্ধ ও দেবগণের আশ্রয়ভূত আকাশের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অনন্ত নামের অনুরূপ রূপসম্পন্ন মহাত্মা মানসের সীমা নাই। যখন তাঁহার দিব্যরূপ কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাঁহার সদৃশ ভিন্ন আর কে তাহা বিদিত হইতে সমর্থ হইবে। এইরূপে সেই মহাত্মা মানসপদ্ম হইতে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মময় প্রজাপতি ব্রহ্মারে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

২৩৪। মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, উহার আসনবিধানার্থ পৃথিবী পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়। গগনস্পর্শী সুমেরু ঐ পদ্মের কর্ণিকা। জগৎপ্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা সেই কর্ণিকামধ্যে বাস করিয়া লোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

২৩৫। ভগবান্ কমলযোনি মানসিক কল্পনা প্রভাবে বিবিধ প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের রক্ষণার্থ প্রথমত সলিলের সৃষ্টি করেন। সলিল প্রজাগণের জীবনস্বরূপ, উহার প্রভাবেই জীবগণ পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহার অভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা দ্বারা এই বিশ্ব-সংসার সমাকীর্ণ রহিয়াছে। ফলত পৃথিবী, পর্ব্বত ও মেঘ প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তিমান পদার্থ আমাদের নয়ন গোচর হয়, তৎসমুদায়ই সলিল হইতে সম্ভূত।

২৩৬। পূর্ব্বে কেবল এই অনন্ত আকাশই বিদ্যমান ছিল, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আর কোন পদার্থই ছিল না। অনন্তর এই আকাশ হইতে অপর আকাশের ন্যায় সলিল ও সলিল হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল। যেমন ছিদ্র-শূন্য পাত্র জলপূর্ণ করিলে সেই জল ভেদ করিয়া শব্দসহকারে বায়ু নির্গত হইতে থাকে, তদ্রূপ আকাশ সলিলযুক্ত হওয়াতে সহসা বায়ু সেই জলরাশি ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে সমুত্থিত হইয়াছিল। সেই সমুদ্রসমুত্থিত বায়ু অদ্যাপি আকাশমার্গে অবিশ্রামে সঞ্চরণ করিতেছে। অনন্তর জল ও বায়ুর সজ্ঘর্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ঊর্দ্ধশিখ হুতাশন নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল এবং সমীরণসংযোগে জল ও আকাশকে একত্র করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ঐ ঘনীভূত পদার্থ আকাশে উত্থিত হইবার সময় উহা হইতে যে স্নেহ নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই স্নেহ আবার ঘনীভূত হইয়া পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৃথিবী নানাবিধ রস, গন্ধ, স্নেহ ও প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান; ইহাতে সমুদায় পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৩৭। অপরিমেয় পদার্থই মহৎশব্দবাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক; চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণিগণের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চভূতাত্মক, শ্রোত্র আকাশাত্মক, ঘ্রাণ পৃথিব্যাত্মক, রসনা জলাত্মক, ত্বক্ বাতাত্মক, ও চক্ষুঃ তেজোময়।

২৩৮। কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

২৩৯। বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ নিতান্ত ঘনীভূত বলিয়া স্থূল দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে আকাশ লক্ষিত হয় না বটে; কিন্তু যখন প্রতিনিয়ত উহাদের ফলপুষ্পোদ্গম হইতেছে, তখন বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহাদের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। যখন উত্তাপ দ্বারা উহাদের পত্র, ত্বক্, ফল ও পুষ্প সমুদায় ম্লান ও বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন আর উহাদের স্পর্শজ্ঞান বিষয়ে সংশয় কি? যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্রের শব্দে উহাদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, উহাদের শ্রবণশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনহীন জন্তু কখনই স্বয়ং পথ চিনিয়া গমন করিতে পারে না; অতএব যখন লতা, সমুদায় বৃক্ষের নিকট আগমন, উহাকে পরিবেষ্টন ও ইতস্তত গমন করে, তখন উহাদের দর্শনশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যখন বৃক্ষলতাদি পবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা রোগবিহীন হইয়া পুষ্পিত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ আঘ্রাণ করিতে পারে। যখন উহারা মূল দ্বারা সলিল পান করিতে সমর্থ হয়, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগের রসনেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। যেমন মুখ দ্বারা উৎপলনাল গ্রহণ করিয়া জল শোষণ করা যায়, তদ্রূপ পাদপগণ পবনসংযোগে মূল দ্বারা সলিল পান করে। এই রূপে যখন উহাদিগকে সুখদুঃখসংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ু সেই জল জীর্ণ করিয়া থাকে। ঐ জলের পরিপাক হওয়াতেই ঐ সকল স্থাবর পদার্থ লাবণ্যবিশিষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

২৪০। পঞ্চভূত জঙ্গমগণের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত থাকাতেই, তাহারা অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে। ঐ পঞ্চভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া জীবগণের শরীরে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুরূপে; তেজ অগ্নি, ক্রোধ, চক্ষু ও উষ্মা জঠরানলরূপে; আকাশ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, মুখ, হৃদয় ও কোষ্ঠরূপে এবং জল শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ, রস ও শোণিতরূপে এবং বায়ু প্রাণ, ব্যান, অপান

উদান ও সমানরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণিগণের গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন ও ব্যান উদ্যমসাধন এবং অপান গুহ্যদেশে ও সমান হৃদয়ে অবস্থান করে, আর উদান বায়ু দ্বারা তাহারা নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে এই পঞ্চবিধ বায়ু দেহিগণের চেষ্টা সমাধান করিয়া থাকে। ভূমি হইতে গন্ধ, জল হইতে রস এবং তেজোময় চক্ষু দ্বারা রূপ ও বায়ু দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। পৃথিবীর পাঁচ গুণ; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; তন্মধ্যে গন্ধ নয় প্রকার, ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, কটু, দূরগামী, বিচিত্র, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ। গন্ধগুণ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলের চারি গুণ; রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। তন্মধ্যে রস ছয় প্রকার; মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু। রসগুণ জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তেজের তিন গুণ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। তেজঃপ্রভাবে যে রূপ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ষোড়শ প্রকার, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল, শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, কঠিন, চিক্কণ, মধুর, স্নিগ্ধ ও অতি দারুণ। রূপ তেজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বায়ুর দুই গুণ; শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ একাদশ প্রকার; উষ্ণ, শীত, সুখকর, দুঃখজনক, স্নিগ্ধ, বিশদ, খর, মৃদু, রুক্ষ, লঘু ও গুরু। স্পর্শগুণ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার; ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্যাদি প্রাণী এবং মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও রথ প্রভৃতি অপ্রাণীদিগের যে সমস্ত শব্দ শ্রবণ করা যায়, তৎসমুদায়ই আকাশসম্ভূত, এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দজ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতাবশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতানিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়। প্রাণীগণের শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বাতাত্মক প্রাণ দ্বারাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফলত জল, অগ্নি ও বায়ু ইহারা নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। উহারা প্রাণিগণের শরীরের মূল।

২৪১। অগ্নি প্রাণীগণের মস্তকে অবস্থানপূর্ব্বক শরীর রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নিসমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ

করিতেছে। প্রাণ ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয়স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিরে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহারে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপান বায়ু বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল, এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে, অধ্যাত্মবিৎপণ্ডিতেরা তাহারে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যান বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও ঊর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটি স্রোত আঁছে; ঐ স্রোতের অন্তভাগই গুহ্য; সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহচর্য্যে ঐ সমুদায় শিরা দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা; উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগপ্রভাবে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমনপূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, ঊর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাঁচ ও নাগকূর্ম্মাদি পাঁচ এই দশবিধ বায়ুপ্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীর মধ্যে ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্‌ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগীদিগের যোগসাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মারে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে অগ্নি প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীরমধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

২৪৫। জীবের ধ্বংস নাই। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে জীব উহা হইতে দেহান্তরে গমন করে; কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়।

ইন্ধন সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয় তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে।

২৪৩। দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু উহার এক কালে ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। ঐরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমাদের নয়ন-গোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময় জীবস্বরূপ; উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহমধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাসপবন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলেই দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের শরীরের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতি বায়ুর অনুগমন করে। আকাশ, অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকাও পরস্পর একত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ।

২৪৪। মন পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ নহে; সুতরাং উহা দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্য সাধন করিতেছে। সেই অন্তরাত্মাই রূপ, গন্ধ, আঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ও আস্বাদন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। উহারই সুখ দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ উপস্থিত হইলে দেহ আর কিছুই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নিস্বরূপ আত্মার বিয়োগনিবন্ধন লোকের রূপ, স্পর্শাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না, তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদায় জগৎ জলময়; জল জীব-গণের মূর্ত্তিস্বরূপ। লোকবিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদায় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। আত্মা পদ্মমধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। উহা সমুদায় জীবের হিতকারী, যোগাদি দ্বারা উহারে বশীভূত করা যায়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি উহার গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন আত্মার সুখ দুঃখ ভোগের

দ্বার। উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নির্গুণ; উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংশ্রব নাই। জীবাত্মার বিনাশ নাই; যাঁহারা আত্মার ধ্বংস নিরূপণ করে, তাহারা মূঢ়। জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।

২৪৫। আত্মা অজ্ঞানে আবৃত হইয়া গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শীরাই কেবল অত্যুৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সতত যোগসাধন ও অল্পাহার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তপ্রসাদনিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া শাশ্বত সুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। শরীরমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশময় যে মানসিক জ্যোতি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারেই জীবাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

২৪৬। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে আপনার তেজঃ হইতে ভাস্কর ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয়েরা রজোগুণ, বৈশ্যেরা রজ ও তমোগুণ এবং শূদ্রেরা নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ প্রাপ্ত হইলেন।

২৪৭। ইহলোকে বস্তুত বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদায় জগতই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব; যাঁহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন; অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া বেদময়

বাক্যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই লোভবশত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ সতত বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকেন; এই নিমিত্তই তপস্যা বিনষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইতে না পারেন, তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পিশাচ, রাক্ষস ও প্রেত প্রভৃতি বিবিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে আদিদেব মনে মনে প্রজা-সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রাচীন মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে বেদোক্ত সংস্কারসম্পন্ন স্বকার্য্যনিশ্চয়জ্ঞ প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলত আদিদেবের মানসী সৃষ্টির পর ক্রমে ক্রমে প্রাচীন লোক হইতে নূতন লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে।

২৪৮। যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত, পরম পবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি সৎকার এই ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যাঁহারা শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য-ব্রতনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সত্যনিরত হইয়া ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, আর যাঁহাদিগকে দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ক্ষমা, ঘৃণা ও তপস্যায় একান্ত আসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান ও প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা পবিত্র হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হন; আর যাহারা বেদবিহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সতত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণনা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারে শূদ্র, ও যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশে সম্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহারে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; অতএব ব্রাহ্মণের বিবিধ উপায় দ্বারা ক্রোধলোভের শাসন ও আত্মসংযম করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ ও লোভ অমঙ্গলের নিদান; অতএব যথোচিত যত্নসহকারে উহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ হইতে শ্রী, মাৎসর্য্য হইতে তপস্যা, মানাপমান হইতে বিদ্যা এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে

রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ফললাভের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং বিধিপূর্ব্বক দান ও হোম করেন, তাঁহারেই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মসন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সমুদায় লোকের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং হিংসা ও অধিকৃত বিভবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিবলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হন। সকলেরই ইহলোক ও পরলোকে ভয়হীন হইবার নিমিত্ত আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোকজয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্রদারাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে। স্থূলপদার্থ সমুদায়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দর্শন করিতে সমর্থ হন; অতএব সূক্ষ্ম শরীর দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিরা অবিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন ও জীবাত্মারে ব্রহ্মপদার্থে লীন করিবেন। বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদ লাভের নিদান। ব্রাহ্মণগণ বৈরাগ্য প্রভাবেই পরম সুখের আস্পদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করাই ব্রাহ্মণজাতির প্রধান লক্ষণ।

২৪৯। সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ এবং সত্য প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাপালন করিয়া থাকে; লোকসমুদায় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ; ঐ অন্ধকারপ্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে। লোকে ঐ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে সত্যরূপ আলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকারস্বরূপ। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য ও অনৃতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রকাশ, অপ্রকাশ, দুঃখ ও সুখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ; এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই সুখ; আর যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অন্ধকার এবং যাহা অন্ধকার, তাহাই দুঃখ। বিজ্ঞলোকেরা এই জগতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ এবং অসুখনিদানভূত সুখ জীবলোককে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে পারিয়া কদাচ বিমোহিত হন না। সতত দুঃখবিমুক্তির নিমিত্ত যত্নবান হওয়াই উচিত। লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য। চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে

তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। লোকে সুখের নিমিত্তই বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই; সুখই সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণবিশেষ; ধর্ম্মার্থই উহার মূলস্বরূপ; উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

২৫০। অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়। যাহারা সেই অন্ধকার-প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ, বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয়, সুতরাং তাহাদের সুখলাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন। দেবলোকে এই সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না। তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশমাত্র নাই। ফলত দেবলোকে প্রতিনিয়তই সুখই রহিয়াছে; নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এবং এই সংসারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান আছে, অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবীস্বরূপ, পুরুষ প্রজাপতিস্বরূপ এবং শুক্র তেজঃস্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রীপুরুষের সহযোগে শুক্রপ্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যগণ তাঁহার সেই নিয়মানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে।

২৫১। হোম দ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তিলাভ, দান দ্বারা ভোগ ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার; ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে।

২৫২। যে মহাত্মারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহারাই স্বর্গফল ভোগে সমর্থ হন; আর যাহারা তাহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্ত মূঢ়।

২৫৩। প্রথমত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণের হিতসাধন ও ধর্ম্মরক্ষণার্থ চারি আশ্রম নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আশ্রমবাসীরা পবিত্রতা, সংস্কার, বিনয়, নিয়ম ও ব্রত-প্রভাবে সংযত হইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্য ও সায়ংকালে অগ্নির উপাসনা এবং নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা, অভ্যর্থনা, বেদাভ্যাস, বেদার্থগ্রহণ, তিনবার স্নান, অগ্নিরক্ষণ ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাঁহারা গুরুর আরাধনা করিয়া বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই স্বর্গফল প্রাপ্তি ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

২৫৪। গার্হস্থ্য দ্বিতীয় আশ্রম। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে নির্গত ও সদাচারে নিরত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য ফললাভে অভিলাষী হন, গৃহস্থাশ্রম তাঁহাদিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে।

গৃহস্থ ব্যক্তি আকর হইতে প্রাপ্ত অথবা স্বীয় বেদাধ্যয়ন প্রভাব, যাজনাদি ক্রিয়া ও হোমাদি নিয়মজনিত দেবতার প্রসাদলব্ধ ধন দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই আশ্রম, সমুদায় আশ্রমের মূল; কি গুরুকুল-নিবাসী কি পরিব্রাজক, কি অন্যান্য ব্রতনিয়ম ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সকলেরই এই আশ্রম হইতে ভিক্ষাদান ও হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের ধনসঞ্চয় নিষিদ্ধ। উহাঁরা প্রায়ই বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ-দর্শনপ্রসঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন। উহাঁদিগকে দর্শনমাত্র অসূয়া-শূন্যচিত্তে গাত্রোত্থান, অভিগমন, অভিবাদন ও মিষ্ট সম্ভাষণপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে আসন, শয়ন, আহার প্রদান ও পূজা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে গৃহস্থ সাধ্যানুসারে অতিথি সৎকার না করে, অতিথি তাহার গৃহ হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় তাঁহারে স্বীয় সঞ্চিত পাপপ্রদানপূর্ব্বক তাহার পুণ্যরাশি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যজ্ঞানু-ষ্ঠান দ্বারা দেবলোক ও শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ঋষিলোক এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতির প্রীতি সম্পাদন করা যাইতে

পারে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে. সকলের সহিত সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিন্দা, পরুষবাক্য প্রয়োগ, অবজ্ঞা, অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। অহিংসা, সত্য ও অক্রোধ সমুদায় আশ্রমেরই উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ। গৃহস্থাশ্রমে মাল্যাভরণ ধারণ, বস্ত্র পরিধান, তৈলমর্দ্দন, গন্ধদ্রব্য সেবন, নৃত্য দর্শন, গীতবাদ্য শ্রবণ, বিহার এবং চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়াদি বিবিধ দ্রব্যের উপভোগে অসীম সুখ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি গৃহাস্থাশ্রমে থাকিয়া ত্রিবর্গ সাধন এবং সত্ব, রজ ও তমোগুণের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তিনি সাধুজনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমে থাকিয়া সতত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে স্বর্গলাভ দুর্ল্লভ হয় না।

২৫৫। বানপ্রস্থেরা স্বধর্ম্মানুসারে, মৃগ, মহিষ বরাহ, শার্দ্দূল ও বন্য মাতঙ্গসমাকীর্ণ অরণ্যে তপোনুষ্ঠান এবং পবিত্র তীর্থ, নদী ও প্রস্রবণ প্রভৃতি বিবিধ প্রদেশ দর্শনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিয়া থাকেন; গ্রাম্য বস্ত্র, আহার ও উপভোগে তাঁহাদিগের অভিরুচি থাকে না। উহাঁরা বন্য ফল মূল, পত্র ও ঔষধি পরিমিতরূপে ভোজন; ভূমি, পাষাণ, বালুকাময় প্রদেশ, কর্কর ও ভস্মের উপর শয়ন; কাশ, কুশ, চর্ম্ম ও বল্কল পরিধান; কেশ, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ; নিয়মিত সময়ে স্নান এবং যথানিয়মে বলি ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সমিৎ, কুশ ও কুসুম প্রভৃতি পূজোপহার সংগৃহীত ও সংমার্জ্জিত না করিয়া কদাচ বিশ্রাম লাভ করেন না; অনবরত শীত, উত্তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু সহ্য করাতে উহাঁদিগের ত্বক্ সমুদায় ভিন্ন এবং বিবিধ নিয়ম ও আহার সঙ্কোচ দ্বারা মাংস ও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। তাঁহারা কেবল কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা অতি সুধীর। যিনি এইরূপ ব্রহ্মর্ষিবিহিত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় দোষ সমুদায় দগ্ধ ও দুর্জ্জয় লোক সমুদায় আপনার আয়ত্ত করিতে পারেন।

২৫৬। পরিব্রাজকেরা অগ্নি, ধন, কলত্র ও অন্যান্য ভোগদ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন; ধর্ম্মার্থকামে কদাচ আসক্ত হন না। কি শত্রু, কি মিত্র, কি উদাসীন সকলেরই প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত

করেন এবং কায়মনোবাক্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিদগণের কোন অপকার সাধন করেন না। তাঁহাদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই; তাঁহারা নিরন্তর পর্ব্বত, পুলিন, বৃক্ষমূল ও দেবগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মারা কখন গ্রামে ও কখন বা নগরে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন, কিন্তু নগরে একাদিক্রমে পাঁচ রাত্রি ও গ্রামে এক রাত্রি ব্যতীত অবস্থান করেন না। তাঁহারা গ্রাম বা নগরমধ্যে গমন করিয়া কোন সদাশয় ব্রাহ্মণের আবাসে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভিক্ষার্থ কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং কদাচ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কারে অভিভূত বা পরনিন্দা ও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি প্রাণিগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, তাঁহার কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না। যিনি আপনাতে শারীর অগ্নি সমাহিত করিয়া সেই অগ্নির উদ্দেশে আপনার মুখে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাতরূপ হবি প্রদান করেন, তিনি সাগ্নিকদিগের লোক লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি সঙ্কল্পহীন বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মোক্ষাশ্রম আশ্রয় করেন, তিনি ইন্ধনশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রশান্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

২৫৬ ক। যে ব্যক্তি দম্ভ, চৌর্য্য, পরিবাদ, অসূয়া, পরপীড়ন, হিংসা, খলতা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার তপস্যা ক্ষয় হইয়া যায়; আর যিনি ঐ সকল কার্য্যে বিরত থাকেন, তাঁহার তপস্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহলোকে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও কর্ম্ম বিবিধ প্রকার। ইহার নাম কর্ম্ম ভূমি; লোকে এই স্থানে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের শুভ ফল; আর যাহারা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের অশুভ ফল লাভ হয়। পূর্ব্বে প্রজাপতি দেবতা ও ঋষিগণসমভিব্যাহারে ইহলোকে তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে যাঁহারা যোগে সমাদর ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে; আর যাহারা পুণ্যকার্য্যে বিরত হয়, তাহারা ক্ষীণায়ু হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। লোভমোহসমন্বিত পর-

স্পর নিপীড়ননিরত পাপাত্মারাই উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিতে না পারিয়া বারম্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে। যাঁহারা সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিধানানুসারে গুরুশুশ্রূষা করেন, তাঁহারাই লোক, সমুদায়ের গতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

২৫৭। দুরাচার, দুশ্চেষ্ট, দুর্ব্বুদ্ধি ও সাহসপ্রিয় লোকেরা অসাধু বলিয়া বিখ্যাত আছে। সাধুদিগকেই আচারপূত দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরা কখনই রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করেন না। যাঁহারা সাধুজনোচিত আচারনিষ্ঠ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর আচমন করিয়া অবগাহন ও অবগাহনের পর তর্পণ করা বিধেয়। সর্ব্বদা সূর্য্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সূর্য্য সমুদিত হইলে আর নিদ্রাসুখ অনুভব করা উচিত নহে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সাবিত্রী উপাসনা করা আবশ্যক। হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করা বিধেয়; অন্নাদি ভোজনদ্রব্যের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। পদ প্রক্ষালন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও রজনীযোগে আর্দ্রপদে শয়ন করা উচিত নহে। দেবর্ষি নারদ এই সমুদায় আচারলক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন যজ্ঞশালা, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কি অতিথি, কি প্রেষ্যবর্গ, কি আত্ম-পরিবার সকলকেই আপনার তুল্য ভোজন প্রদান করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই কালই মনুষ্যদিগের ভোজনের প্রকৃত সময় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন করা বিধেয় নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ নিরূপিত সময়ে ভোজন করিলে উপবাসের ফললাভ হয়। হোমকালে হোমানুষ্ঠান এবং অন্য স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টকে জননীহৃদয়ের ন্যায় হিতকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহারা শাশ্বত ব্রহ্মপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহারা যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকামর্দ্দন, অগ্নি আহরণার্থ তৃণচ্ছেদন, যজ্ঞাবশিষ্ট মাংস নখ দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক ভোজন ও নিত্য সোমরস পান করে, তাহাদিগকে অধিককাল

সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যিনি মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন মাংস যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবেন না। বৃথা মাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিরে উপবাসী রাখা বিধেয় নহে। ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা অন্নাদি যাহা লাভ হয়, তাহা পিত্রাদি গুরুজনদিগকে অর্পণ করা উচিত। গুরুজনদিগকে আসন দান, অভিবাদন ও অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উহা করিলে আয়ু, যশ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিবস্ত্রা পরবনিতারে অবলোকন করা কদাপি বিধেয় নহে। ঋতুকালীন স্ত্রী-সংসর্গ ধর্ম্মানুগত বটে, কিন্তু উহা গোপনে করাই কর্ত্তব্য। তীর্থ সমুদায়ের মধ্যে গুরু এবং পবিত্র বস্তু সমুদায়ের মধ্যে অগ্নিই শ্রেষ্ঠ। সাধু ব্যক্তিরা গোপুচ্ছসংস্পর্শ প্রভৃতি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই স্ব স্ব কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে অভি-বাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দেবালয়, গোষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মানু-ষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ভোজনস্থলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করা শাস্ত্রসম্মত। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণগণের অভিবাদন করিলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের পুণ্য বৃদ্ধি, কৃষিজীবীদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দিব্য বস্ত্র ও অন্নাদি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য-বস্তু প্রদানের সময় "সম্পন্নং" পানীয় প্রদানের সময় "তর্পণং" এবং পায়স, যবাগূ ও তিলৌদন প্রদানের সময় "সুশৃতং" বলিয়া জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। ব্যাধিত ব্যক্তিদিগের ক্ষৌরকার্য্য, ক্ষুতপরিত্যাগ, স্নান ও ভোজনের পর ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক; উহা করিলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনায়াসে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে। সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ এবং আপনার পুরীষ দর্শন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সহিত একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে তুমি বলিয়া সম্ভাষণ বা নামোল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা উচিত নহে। কনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক ব্যক্তির প্রতি তুমি বাক্য প্রয়োগ করিলে উহা দোষাবহ হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তিদিগের অঙ্গবিকার অবলোকন করিলেই মনোগত ভাব বুঝিতে পারা

যায়। মূর্খ ব্যক্তিরা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা গোপন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পরিশেষে সেই পাপগোপননিবন্ধনই তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে হয়। কারণ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উহা কোন ক্রমে মনুষ্যের অগোচরে রাখা যায়; কিন্তু দেবতারা উহা অবশ্যই অবগত হন; পাপানুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে উহা দ্বারা পাপ এবং ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গোপন করিলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা পাপানুষ্ঠান করিয়া আর তাহা চিন্তাও করে না; কিন্তু রাহু যেমন সময়ক্রমে চন্দ্রের সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ পাপও যথাসময়ে সেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। আশার অধীন হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে তাহা উপভোগ করা নিতান্ত সুকঠিন; কারণ মৃত্যু কাহারেও অপেক্ষা করে না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কহেন যে, মনই মানবগণের ধর্ম্মোপার্জ্জনের মূল; অতএব মনোমধ্যে সতত পরের মঙ্গল চিন্তা করাই সাধু ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিয়মানুসারে একাকীই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের উৎপত্তির কারণ ও দেবতাদিগের অমৃত স্বরূপ। ধর্ম্মপ্রভাবে মানবগণ পরলোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

২৫৮। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পাঁচ মহাভূত প্রভাবেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও বিনাশ হইতেছে। ঐ সকল মহাভূত সাগরতরঙ্গের ন্যায় বারম্বার যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন অঙ্গ সমুদায় বারম্বার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বারম্বার জগৎ সৃষ্টি ও হরণ করিতেছেন। জগদীশ্বর সমুদায় প্রাণীর শরীরে পাঁচ মহাভূতকে পৃথকরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আত্মাভিমানশূন্য না হইলে ঐ সকল ভূতের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের; স্পর্শ, চেষ্টা ও ত্বক্ বায়ুর; রূপ, চক্ষু ও পরিপাক তেজের; রস, ক্লেদ ও জিহ্বা জলের এবং ঘ্রেয় বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর পৃথিবীর গুণ। এইরূপে এই পাঁচ মহাভূত ও মন জীবাত্মার বিষয়বোধের দ্বারস্বরূপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পরমাত্মা প্রাণিগণের দেহের

মধ্যে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন; তিনিই এই সমুদায় পরিদৃশ্যমান পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন। স্বত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনগুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে; অতএব মনুষ্যগণ সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের পরীক্ষা করিবে। বুদ্ধিপ্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয়-স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট শান্তিগুণ লাভ করিতে পারা যায়। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিরে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে; অতএব বুদ্ধির প্রভাবে গুণত্রয় ও ইন্দ্রিয়াদি কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় প্রাণী বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধিহীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। বুদ্ধি-প্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল বুদ্ধির বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। চিদাত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত করিতেছে। বুদ্ধি প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতি লাভ, কখন অনুতাপ এবং কখন বা প্রীতি ও অনুতাপ এই উভয় বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। উর্ম্মিমালা-সমাকুল নদীপতি সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখদুঃখাদি ভাবত্রয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কখন কখন সুখদুঃখাদির ভাব হইতে বিরত হয় বটে, কিন্তু তাহারে তৎকালে নিশ্চয়ই মনোমধ্যে অবস্থান করিতে হয় এবং রজোগুণ উপস্থিত হইলেই তাহারে পুনরায় সেই সুখদুঃখাদির অনুসরণ করিতে হয়। বুদ্ধি রজোগুণ-সম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে যাথার্থ্যজ্ঞান ও তমোগুণসম্পন্ন হইয়া মোহাদি উৎপাদিত করিয়া থাকে। শম, দম, কাম, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদ প্রভৃতি সমুদায়ই এই তিন গুণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

২৫৯। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রযত্নসহকারে সমুদায় ইন্দ্রিয়কে পরাজয় করিবে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদাই প্রাণিগণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বজীবেই সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ বুদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে সুখ ও রজোগুণপ্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হয়। তমোগুণ-

প্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত। লোকের শরীরে ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তাহারে সাত্ত্বিক ভাব; যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে, তাহারে রাজসিক ভাব কহে এবং যে মোহযুক্ত ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় করে, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই উচিত; ভয়প্রযুক্ত দুঃখ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। ফলত সত্ত্বগুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমা এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা সমুপস্থিত হইয়া থাকে; যাঁহার চিত্ত দুর্ল্লভ বস্তু লাভে আসক্ত, বিবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত, প্রার্থনানভিজ্ঞ ও নিয়মিত, তিনি উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন।

২৬০। বুদ্ধি গুণ সমুদায় সৃষ্টি করিতেছে; কিন্তু আত্মা ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে। সলিল ও মৎস্য যেমন পরস্পর মিলিত থাকিয়াও পরস্পর পৃথক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর একত্র হইলেও উহাদিগকে স্বভাবত স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গুণ সমুদায় আত্মাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মা গুণ সমুদায়কে অনায়াসে অবগত হইতেছে। আত্মা অহঙ্কারাদি গুণের দ্রষ্টা হইয়া উহাদিগকে আপনা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন ঘটাচ্ছাদিত প্রদীপ ঘটছিদ্র দ্বারা স্বীয় তেজ প্রকাশপূর্ব্বক বস্তু উদ্ভাবন করিয়া দেয়, তদ্রূপ পরমাত্মা চেষ্টাশূন্য আত্মজ্ঞানবিরহিত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত করিতেছেন। বুদ্ধি সমস্ত গুণের সৃষ্টি এবং আত্মা তৎসমুদায় দর্শন করিয়া থাকে। আত্মা ও বুদ্ধির এই চিরপনের সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; বুদ্ধি ও আত্মার আর কেহই আশ্রয় নাই; উহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রিতও নহে। বুদ্ধি মনকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু উহা অহঙ্কারাদি গুণ সমুদায়কে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। যখন আত্মা বুদ্ধির দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিয়ন্ত্রিত করে, তখন ঘটমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ ও ধ্যাননিরত হইয়া আপনারে ব্রহ্মজ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি

লাভ করিতে পারে। জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সঞ্চরণ করিয়াও উহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হন না। যে মহাত্মা এইরূপে সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনি উর্ণনাভি যেমন সূত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন।

২৬১। রূপরসাদি বিষয়ে আসক্ত দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সমুদায় সংযত না হইলে উহাদের দ্বারা আত্মদর্শন লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর কিছুই নাই। মনস্বী ব্যক্তি আত্মারে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপনারে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির যাহাতে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। মুক্তি সকলেরই এক প্রকার হইয়া থাকে; কেন-না, যাঁহারা সগুণ, তাঁহাদিগেরই গুণের তারতম্য হয়, কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যদোষ সমুদায় সংশোধিত হইয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা লোকের মোক্ষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ পরীক্ষক কামক্রোধাদি ব্যসনে আসক্ত ব্যক্তিরে ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকেন। সেই গর্হিত কার্য্যানুষ্ঠাতা জীবিতাবস্থায় সকলের নিন্দাভাজন হইয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি নিকৃষ্ট পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাপাত্মারা পুত্রকলত্রাদিবিরহে শোকাকুল হইয়া থাকে এবং বিবেকী লোকেরা পুত্রাদি নাশেও শোকাকুল হন না। অভিনিবেশ সহকারে এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

২৬২। জ্ঞানতৃপ্ত মোক্ষার্থী মহর্ষিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ধ্যান সমাহিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান এবং সংসারদোষ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে পুনরায় আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। তাঁহারা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি দোষশূন্য, প্রকৃতিস্থ, শীতোত্তাপাদি-সহিষ্ণু, সত্ত্বগুণাবলম্বী ও প্রতিগ্রহশূন্য হইয়া কলত্রাদি সংসর্গবিরহিত প্রতিপক্ষ-শূন্য মনঃপ্রসাদকর স্থানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যেয় বস্তুর

সহিত মনের ঐক্য করিয়া থাকেন। তৎকালে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ, চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং নাসিকা দ্বারা গন্ধ অনুভব করেন না। ফলতঃ তাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য পরিহার করিয়া থাকেন। যাহারা শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে ব্যাকুলিত করে, সেই শব্দাদি বিষয় সকল অনুভব করিতে তাঁহাদিগের আর অভিলাষ হয় না।

২৬৩। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মনোমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উহাদের সহিত উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে স্থিরীকৃত করিবেন। মন সর্ব্বদাই বিষয়সঞ্চারে ব্যাপৃত ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বারস্বরূপ; অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতি প্রযত্নসহকারে সমাহিত করিবে। সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠ অঙ্গভূত মন এইরূপে নিরুদ্ধ হইলেও মেঘমধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বারম্বার বিষয় গ্রহণে স্ফুরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থ সলিলবিন্দু যেমন পত্রের মধ্যে থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপলভাব ধারণ করে। যদিও মনকে ধ্যানপথে কিছুমাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ী-মার্গে প্রবেশ করিলে পুনরায় অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ সময় ধ্যান যোগবিশারদ মহাত্মা আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মৎসরবিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনরায় মনঃসমাধান করিবেন। যোগী ব্যক্তি যোগানু-ষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমত তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী ব্যক্তির যোগবিষয়ে নির্ব্বেদযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। পাংশু, ভস্ম ও শুষ্ক গোময়ের রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না, উহাতে যেমন অনেক-ক্ষণ জলসেক করিতে করিতে উহা ক্রমশ আর্দ্র হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-গ্রামকে ক্রমশ বশীভূত করা আবশ্যক। এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে ধ্যান-পথে অবস্থানপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে পরিণামে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণরূপে শান্তি লাভ হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের শান্তিলাভ হইলেই যোগী অনায়াসে স্বয়ং শান্তি লাভ করিতে পারেন। যোগিগণ যোগপ্রভাবে যেরূপ সুখলাভ করিয়া থাকেন, অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কদাচ

সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হন না। মুনিগণ এইরূপে ধ্যানপ্রভাবে সেই অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরুপদ্রবে মোক্ষপদ লাভ করেন।

২৬৪। মোক্ষধর্ম্মবেত্তা মুনিগণ যে সাংখ্য ও যোগধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যমতে জপত্যাগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মতে মনে মনে ব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, সাংখ্য ও যোগ এই উভয় মতানুসারেই যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রণব জপ করিলে তদ্দ্বারা উপকার দর্শিতে পারে; কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর আর জপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি স্বর্গাদি লাভের কামনা করিয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সত্য ব্যবহার, অগ্নি পরিচর্য্যা, বিশুদ্ধ আহার, ধ্যান, তপোনুষ্ঠান, পরিমিত ভোজন, কামাদি পরাজয়, পরিমিত বাক্য প্রয়োগ, অমৎসরতা, ক্ষমা ও শান্তিগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; আর যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কুশের উপর উপবেশন, কুশধারণ, কুশ দ্বারা শিখাবন্ধন ও গাত্র সমাচ্ছাদন এবং বিষয় পরিত্যাগ ও আত্মাতে মনঃসমাধান করা উচিত; তাঁহারা বীতস্পৃহ হইয়া গায়ত্র্যাদি জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক পরিশেষে জপও পরিত্যাগ করিবেন। সংহিতাবলে সমাধিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধচিত্ত, দান্ত, কামদ্বেষবিহীন এবং রাগ, মোহ ও দ্বন্দ্বপরিশূন্য ব্যক্তিরা কোন দ্রব্যে আসক্ত বা অনুতাপিত হন না; তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বা কর্ম্মজন্য কোন ফল ভোগ করিতে হয় না, উহাঁরা অহঙ্কারবশত অর্থ গ্রহণে অভিলাষ, অন্যের অপমান ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; নিয়ত ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনপূর্ব্বক ক্রমশ তাহাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সমুদায় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা এককালে ব্রহ্মে লীন হন। যদি তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইতেও ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের একেবারে ব্রহ্মলোকে গমন হইয়া থাকে; আর তাঁহাদিগকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।

যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হন, তাঁহারা রজোগুণবিহীন জরামরণশূন্য বিশুদ্ধ আত্মারে লাভ করিয়া থাকেন।

২৬৫। যে জাপক উপরোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া অপূর্ণাঙ্গ জপপরায়ণ হন; যে জাপক শ্রদ্ধাবান, প্রীত ও হৃষ্ট না, হইয়া জপ করেন; যে জাপক অহঙ্কারনিরত ও পরাবমানপরায়ণ হন এবং যে জাপক ফলভোগলোলুপ হইয়া মোহিতচিত্তে জপানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহই নিরয়গামী হইতে হয়। যে জাপক অনিমাদি ঐশ্বর্য্যে অনুরাগী হন, তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যলাভরূপ নরক হইতে কদাপি নিষ্কৃতি নাই; যে জাপক বিষয়রাগে বিমোহিত হইয়া জপ করেন, তাঁহার যে যে বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তৎসমুদায়ই লাভ হয়; যে জাপক দুর্ব্বুদ্ধি, জ্ঞানশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত হন, তাঁহারে চঞ্চল গতি লাভ করিতে হয়। যে জাপক বালকস্বভাব, প্রজ্ঞাবিহীন ও মোহাক্রান্ত হইয়া জপ করেন এবং যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে জপ করিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে পরলোকে নরকগামী হইয়া অনুতাপ করিতে হয়।

২৬৬। জপক্রিয়া অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বুদ্ধিনিবন্ধন নানাবিধ দোষ সকল পরিত্যাগ না করিয়া জপ করেন, তাঁহাদিগকেই নরক প্রাপ্ত হইতে হয়।

২৬৭। দিব্যদেহসম্পন্ন মহামতি লোকপালচতুষ্টয়, শুক্র, বৃহস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎ, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বসু ও অন্যান্য দেবগণের যে সমুদায় দিব্য কামরূপ বিমান, সভা, বিবিধ ক্রীড়াস্থান ও কাঞ্চনময় কমলসুশোভিত সরোবর বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় পরমাত্মার স্থান হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট; সুতরাং ঐ সমুদায়কে নরকস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জাপকেরা ঐরূপ নরকে গমন করেন। পরমাত্মার স্থান ঐ সমুদায় হইতে পৃথগ্‌ভূত। উহা নাশভয়শূন্য, স্বভাবজ ক্লেশহীন, রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত, প্রিয় অপ্রিয়রহিত, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বাসনা কর্ম্ম বায়ু ও অবিদ্যাপরিশূন্য, হেতুবর্জ্জিত, জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতৃভাববিহীন, দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণবিবর্জ্জিত, রূপাদি চতুর্ব্বিধ কারণশূন্য এবং হর্ষ আনন্দ ও রোগশোকবর্জ্জিত। পরমাত্মা কালের অধীন নহেন;

তিনি কাল ও স্বর্গ উভয়েরই অধীশ্বর। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরমাত্মার পরম স্থানে গমন করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই অনুতাপ করিতে হয় না। যে নরক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন হইল ঐ সমুদায় স্থান ব্রহ্মপদ অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়াই নিরয়পদবাচ্য হইয়া থাকে।

২৬৮। লোকের যে বিষয় প্রিয়, তাহাই তাহার সুখজনক এবং যাহা অপ্রিয়, তাহাই দুঃখজনক। লোকে ইহা দ্বারা আমার ইষ্টলাভ হইবে অনিষ্ট হইবে না, বিবেচনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান জন্মে, সে ইষ্ট বা অনিষ্ট কোন বিষয়ই লাভের ইচ্ছা করে না। কর্ম্মযোগ কামাত্মক বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে জ্ঞানপ্রভাবে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরমপদ ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। যাহারা সুখার্থী হইয়া বিবিধ কর্ম্মপথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়।

২৬৯। লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে; এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের স্বর্গাদি ফল হয়; আর যাহারা মোক্ষলাভার্থে কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথস্বরূপ। কর্ম্মপ্রভাবে লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ফলত মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষলাভের প্রধান হেতু। চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমিরনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃ প্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেক-গুণসম্পন্ন হইলেই অশুভ কার্য্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মানবগণ সর্প, কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে অনায়াসে তৎসমুদায় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে; কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞানবশত ঐ সমুদায়ে নিপতিত হয়; অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ, যথোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা দান, অন্ন প্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

আছে। শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক, এই নিমিত্ত কার্য্যমূল মন্ত্রও তিন প্রকার, এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে, তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ জ্ঞানরূপ কর্ম্মফল সমুদায় কর্ম্মলভ্য স্বর্গলোকেই অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতে লাভ করা যায়। দেহিগণ শরীর দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয়। শরীরই লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয়। বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কথনই বাক্য মনের অগোচর পদার্থ লাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারে তদনুরূপ শুভ বা অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। মৎস্য যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমুদায় মনুষ্যের নিকট আগমন করিয়া থাকে। সকল লোককেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতানুরূপ সুখ ও দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

২৭০। যিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মন্ত্র ওঁ শব্দ দ্বারা অপ্রকাশিত, সেই পরাৎপর বিবিধ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত হইয়াও প্রজাগণের নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অব্যক্ত, বর্ণহীন ও গুণাতীত; তাঁহারে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক অথবা পরমাণু, শূন্য বা মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; কোন কালেই তাঁহার ধ্বংস নাই; জিতচিত্ত জ্ঞানবান্ মহাত্মারাই সেই অক্ষয় পদার্থ লাভ করিতে পারেন।

২৭১। সেই অবিনাশী পুরুষ হইতেই আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে জল, জল হইতে এই জগৎ এবং জগৎ হইতে জগতীস্থ সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় শরীরীর পার্থিব শরীর সমুদায় চরমাবস্থায় প্রথমত সলিলে, সলিল হইতে তেজে, তেজ হইতে পবনে ও পবন হইতে অন্তরীক্ষে গমন করে। তন্মধ্যে যাহারা অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া পরমাত্মায় লীন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং তাঁহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হন না। পরমাত্মা উষ্ণ, শীত, মৃদু বা তীক্ষ্ণ নহেন; তিনি অম্ল, কষায়, মধুর ও তিক্তাদি গুণ-

[illegible]রহিত এবং শব্দ, গন্ধ বা রূপসম্পন্নও নহেন। তিনি পরাৎপর ও স্বভাব-[illegible]। ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণ গন্ধ, কর্ণ শব্দ ও চক্ষু রূপ অনুভব করিয়া থাকে। অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা ত্বকাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনাকে, গন্ধ হইতে নাসিকারে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বককে ও রূপ হইতে চক্ষুরে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপনার স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে [illegible] বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, যিনি কর্ত্তা, [illegible], করণ, দেশ, কাল, সুখদুঃখপ্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীব ও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। সেই স্বভাব [illegible]ই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন; সুতরাং তিনিই কারণ ও [illegible] সমুদায়ই কার্য্য। পুণ্য ও পাপ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও [illegible] শরীরে একত্র বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞান জড় না হইয়াও জড় দেহে নিরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত হইয়া অন্যের বিষয় বোধ করিয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান লোকের ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বোধসম্পাদন করিতেছে। অমাত্যগণ যেমন বিবিধ বিষয় রাজার গোচর করিয়া দেয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় বিষয় জ্ঞানের গোচর করিয়া থাকে; সুতরাং রাজার ন্যায় জ্ঞান সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। যেমন হুতাশনের শিখা, সমীরণের বেগ, দিবাকরের করজাল ও নদীর জল বারম্বার গমনাগমন করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের দেহ একবার নষ্ট ও পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি পরশু দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিয়া তন্মধ্যে ধূম বা বহ্নি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ লোকের উদর ও হস্তপদাদি অবয়ব ছেদন করিয়া তন্মধ্যে জ্ঞানময় আত্মারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু সেই কাষ্ঠকে ভেদ করিয়া উপায়বিশেষ দ্বারা যেমন তাহাতে ধূম ও অগ্নি উভয়ই নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা কৌশলক্রমে বুদ্ধি ও পরমাত্মারে এককালে দর্শন করিয়া থাকে। যেমন মনুষ্য স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্যলাভ করিয়া যেমন স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাবে দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ

ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিয়াও পুনরায় উহারে অভিন্ন বিবেচনাপূর্ব্বক দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। পরমাত্মা সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্মপ্রভাবে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু প্রাপ্ত হন না; তিনি অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকেন। চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না; তাঁহার স্পর্শও কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে; তিনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন না; চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তিনি উহাদিগকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন। যেমন সমীপস্থিত অয়ঃপিণ্ডাদিতে প্রজ্বলিত অনলের সন্তাপজনিত রূপ নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ জড়দেহে পরমাত্মার চৈতন্যস্বরূপ রূপই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আপনারে সেই দেহের গুণে গুণবান জ্ঞান করে। দেহীর মৃত্যু হইলে তাহার দেহ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল ও পৃথিবীতে প্রবেশ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলও স্ব স্ব উপাদানকে আশ্রয় করে। শ্রোত্র আকাশের গুণ শব্দকে, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে, চক্ষু তেজের গুণ রূপকে, জিহ্বা সলিলের গুণ রসকে এবং ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শকে আশ্রয় করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদক শব্দাদি পাঁচ গুণ আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতকে এবং আকাশাদি পঞ্চভূত শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; আবার শব্দাদি পাঁচ গুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মনের, মন বুদ্ধির এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত। মনুষ্য স্ব কর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্য বহন করিয়া থাকে এবং জলৌকা যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে, সেইরূপ তাহার মন বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে। লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া গমনকালে যেমন তীরস্থ বৃক্ষগণকে চঞ্চল বোধ করে, কিন্তু নৌকা স্থির হইলে তাহার সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বুদ্ধি স্থির হইলে তিনি অনায়াসে ঈশ্বরের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। যেমন পুস্তকস্থ অক্ষর নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও উহা উপনেত্রপ্রভাবে স্থূল বলিয়া বোধ হয় এবং স্বীয় মুখ আপনার অদৃশ্য হইলেও যেমন দর্পণপ্রভাবে উহা দর্শন করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও

অদৃশ্য হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে উহাঁরে মহান্ বলিয়া বোধ ও উহাঁর দর্শনলাভ করা যাইতে পারে।

২৭১। ইন্দ্রিয়সংস্কৃত জীবচৈতন্য পূর্বানুভূত বিষয় সমুদায় কালান্তরে স্মরণ করিয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয় সমুদায় বিলীন হইলে স্বপ্নযোগে পরম স্বভাবই বিষয়ানুভব করেন। সেই স্বভাব অনেক সময় এককালে ইহজন্ম ও পরজন্মে দৃষ্ট শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় সমুদায় সন্নিহিতের ন্যায় প্রকাশ করিয়া দেন এবং এই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাবই পরস্পর বিভিন্ন অতীত অনাগত প্রভৃতি ভিন্ন অবস্থাতে সাক্ষীরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। আত্মা কেবল পরস্পর-বিরুদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণজনিত সুখদুঃখাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাহারে উহা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু যেমন কাষ্ঠসমুৎপন্ন হুতাশনে প্রবেশ করে, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় সমুদায়ে প্রবিষ্ট হন। পরমাত্মা চক্ষু বা শ্রোত্রের গম্য নহেন; স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে না; তিনি ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়; শ্রোত্রাদি দ্বারা তাঁহার দর্শনাদি লাভের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক; বেদ ও আত্মৈক্য বিচার দ্বারা তাঁহার দর্শনলাভের চেষ্টা করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আত্মারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী পরমাত্মা সতত্তই উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যেমন হিমালয়ের পার্শ্ব ও চন্দ্রের পৃষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতেও কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই, ত সূক্ষ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সত্তা বিদ্যমান থাকিতেও কেহ তাঁহারে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। লোকে যেমন চন্দ্রে সূক্ষ্ম জগৎ অবলোকন করিয়াও তাহা সম্যক্ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মজ্ঞান থাকিলেও সে আত্মারে সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য বিষয়ান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। পণ্ডিতেরা যেমন রূপবান্ বৃক্ষের আদ্যন্তে অরূপত্ব বুঝিতে পারিয়া উহারে অরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং সূর্য্যের গতি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান না হইলেও বুদ্ধিপ্রভাবে তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় অবগত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা আত্মা নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইলেও বুদ্ধিরূপ প্রদীপ দ্বারা উহা নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং জ্ঞানস্বরূপ নিকটস্থ হইলেও উহা জ্ঞেয় পরমাত্মাতে বিলীন করিতে অভিলাষ করেন।

উপায় উদ্ভাবন না করিলে কোন অর্থই সুসিদ্ধ হয় না। ধীবরেরা সূত্র দ্বারা মৎস্য ধারণ করিয়া থাকে ;, মৃগ দ্বারা মৃগ, পক্ষী দ্বারা পক্ষী ও গজ দ্বারা গজ ধৃত করা যায়, সেইরূপ জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ভুজঙ্গ যেমন স্বয়ংই তাহার চরণ নিরীক্ষণ করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞানই দেহমধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞেয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায় না, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরম বোধ্যকে জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে বিদ্যমান থাকিয়াও নিরীক্ষিত হয় না, তদ্রূপ আত্মা মনুষ্যের শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও কেহ উহারে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। চন্দ্র অমাবস্যাতে যেমন স্থূল শরীর বিমুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন না, সেইরূপ আত্মা মনুষ্যের কলেবরপরিভ্রষ্ট হইয়া আর প্রকাশিত থাকে না, চন্দ্র যেমন স্থূল দেহ লাভ করিয়া পুনরায় বিরাজিত হন, সেইরূপ আত্মা দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ নিরীক্ষিত হয় ; উহা চন্দ্রের স্থূল দেহেরই গুণ ; ঐ সমস্ত গুণ মনুষ্যের স্থূল দেহেই আরোপিত করা যায় ; আত্মাতে কদাচ আরোপিত করা যাইতে পারে না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যার পর ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহারে সেই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহারে সেই মনুষ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। রাহু যে চন্দ্রকে কিরূপে আক্রমণ ও কিরূপে পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা যে কিরূপে লোকের দেহে প্রবেশ ও কিরূপে উহা পরিত্যাগ করে, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হয় না। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া থাকিলেই নিরীক্ষিত হয়, তদ্রূপ আত্মা শরীরকে আশ্রয় করিলেই অনুমিত হইয়া থাকে। রাহু যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলে আর নিরীক্ষিত হয় না, সেইরূপ আত্মা দেহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলে আর অনুমিত হয় না। চন্দ্র যেমন অমাবস্যাতে অদৃশ্য হইলেও নক্ষত্রগণ তাহারে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মা শরীরনির্ম্মুক্ত হইলেও কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

২৭৩। লোকের স্বপ্নাবস্থায় যেমন তাহার স্থূলদেহ শয্যায় নিপতিত থাকে ও লিঙ্গশরীর উহা হইতে পৃথক্ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে, তদ্রূপ কর্ম্মশীল ব্যক্তি নিহত হইলে তাহার স্থূল শরীর ধরাসাৎ হয় ও লিঙ্গশরীর পাপপুণ্যের

ফল ভোগ করিয়া থাকে; আর যেমন লোকে সুসুপ্তিপ্রাপ্ত হইলে তাহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির নিধন হইলে তাঁহার জ্ঞানমাত্র লিঙ্গশরীর হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। নির্ম্মল জলে যেমন প্রতিবিম্ব নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে তদ্দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সলিল কলুষিত হইলে যেমন প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করা যায় না, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম আকুলিত হইলে তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানপ্রভাবে অবুদ্ধির উৎপত্তি হয়; অবুদ্ধিপ্রভাবে চিত্ত দূষিত হইয়া যায় এবং চিত্ত দূষিত হইলেই শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া উঠে। মোহান্ধ ব্যক্তি বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া কোনরূপেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। জীবগণ কেবল স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অনুষ্ঠাননিবন্ধন বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করে। পাপসত্ত্বে কখনই বিষয়পিপাসার শান্তি হয় না। যখন পাপের নাশ হয়, তখনই বিষয়তৃষ্ণা তিরোহিত হইয়া থাকে। নিয়ত বিষয়সংসর্গ করিলে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধিই হইতে থাকে; কখনই মোক্ষলাভ হয় না। পাপের ধ্বংস হইলেই লোকের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তখন সুনির্ম্মল আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, তদ্রূপ সে স্বীয় বুদ্ধিতে আত্মসন্দর্শন করিতে পারে। ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়লিপ্ত হইলেই দুঃখে এবং সংযত হইলেই সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়; অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা এবং জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ; পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা, জীবাত্মা হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইলেই শব্দাদি বিষয়ে বিলিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই শব্দাদি বিষয় ও স্থূল কারণ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই অমৃতের রসাস্বাদনে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন সমুদিত হইয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তৎসমুদায় প্রতিসংহার করিয়া অস্তগমন করেন, তদ্রূপ অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় উহাদিগকে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ হইতে অন্তরিত হন। মানবগণ বারম্বার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্য ও পাপপ্রবৃত্তির অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে; বিষয়-

ভোগ পরিত্যাগ করিলে বিষয়বাসনা এককালে দূরীভূত হইয়া যায়; আর যখন আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তখন বাসনাত্মক রস পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের সহিত মিলিত হইলেই লোকের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্ম শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন ও অনুমানের অগোচর। বুদ্ধি কেবল সেই উৎকৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে। ঘটাদি স্থূল পদার্থ যেমন মনঃকল্পিত বলিয়া মনোমধ্যে লীন থাকে, তদ্রূপ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবাত্মাতে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহারা কেহই স্ব স্ব কারণ অবগত হইতে সমর্থ নহে; কিন্তু সূক্ষ্মস্বরূপ জ্ঞানময় আত্মা উহাদের সকলকেই সন্দর্শন করিতেছেন।

২৭৪। শারীরিক বা মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না; অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ। দুঃখ চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের উপশম হয় না; বরং উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবলে মানসিক এবং ঔষধবলে শারীরিক দুঃখ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বালকত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক দুঃখে নিমগ্ন হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসম্পত্তি, আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস প্রভৃতি অনিত্য বিষয়ের বাসনা করেন না। সাধারণ দুঃখের নিমিত্ত একাকী দুঃখ প্রকাশ করা বিধেয় নহে; বরং যদি উহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে শোক প্রকাশ না করিয়া তাহাই করা কর্ত্তব্য। জীবিতাবস্থায় সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিকাংশ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহবশত ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে নিশ্চয়ই শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়; আর যিনি এককালে সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হন। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহার জন্য কখনই শোক প্রকাশ করেন না। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর; অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে; আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব অর্থনাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। মন জ্ঞানের ধর্ম; মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয়-বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে; ঐ বুদ্ধি সংস্কারসংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে

বিরাজিত হইলেই যোগ সমাধিসহকারে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। সলিল যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকার হইতে নির্গত হইয়া রূপাদি গুণগ্রামে প্রবাহিত হয়। যখন সেই বুদ্ধিতে নির্গুণ ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সময় নিকষগুস্থ স্বর্ণরেখার ন্যায় অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মন কেবল ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদির প্রবোধক, উহা দ্বারা রূপাদি গুণবিহীন ব্রহ্ম লাভ করা সম্ভাবিত নহে। সমুদায় ইন্দ্রিয় বোধ করিয়া উহাদিগকে কল্পনাত্মক মনে ও মনকে বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক একাগ্রতা অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। যেমন শব্দাদি গুণ সমুদায় বিলুপ্ত হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলীন হইয়া যায়। যখন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অহঙ্কারে অবস্থান করে, তখন মনের সহিত উহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকে না। অহঙ্কার ধ্যানপ্রভাবে উৎকর্ষলাভ করিয়া রূপাদি বিষয়ের সহিত সত্ত্বাদি মূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই গুণাত্মক সামগ্রী সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্গুণ বস্তু লাভ করিতে পারে। অব্যক্তের স্বরূপ কীর্ত্তন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তপস্যা, অনুমান, শমদমাদি-গুণ, বেদান্ত শ্রবণ ও বিশুদ্ধ মনোবৃত্তি-দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে বাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা সেই অতর্কনীয় আনন্দস্বরূপ পরম-ব্রহ্মকে কি বাহ্য কি অন্তরে সর্ব্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। হুতাশন যেমন অপ্রতিহতবেগে কাষ্ঠে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিও শব্দাদি বিষয়ের উপর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যখন সেই বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়বাসনা-বিহীন হয়, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, আর যখন বিষয়-বাসনায় বিলিপ্ত হয়, তৎকালে ঐ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুষুপ্তি-কালে ইন্দ্রিয়সমুদায় যেমন স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম সর্ব্বদা সকল কার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ অজ্ঞানবশত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; উহাদের মধ্যে যাহারা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া থাকে; আর যাহারা উহাতে আসক্ত থাকে, তাহারা স্বর্গগমনে সমর্থ হয়। জীব, প্রকৃতি, বুদ্ধি, রূপরসাদি, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও অভিমান এই সমুদায়ই বিনশ্বর পদার্থ। ঐ

সমস্ত পদার্থের প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে। তৎপরে ঐ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতেই আবার সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। ঐরূপ পদার্থ সমুদায়ের ধর্ম্ম-প্রভাবে শ্রেয় ও অধর্ম্মপ্রভাবে অমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মরণের পর পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে এবং বীতস্পৃহ ব্যক্তিরা আত্ম-জ্ঞানপ্রভাবে একবারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

২৭৫। শব্দাদি পঞ্চগুণের সহিত পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরে সংযত করিতে পারিলেই আত্মারে মণিমধ্যে নিহিত সূত্রের ন্যায় দর্শন করিতে পারা যায়। আর সূত্র যেমন সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, রজত ও মৃন্ময় বস্তুতে নিহিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে গো, অশ্ব, মনুষ্য, হস্তী, মৃগ, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি যোণিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।" যে প্রাণী যে দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি অন্তরাত্মা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াও আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অনুসরণ করে। জ্ঞান হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে অভিসন্ধি, অভিসন্ধি হইতে কার্য্য ও কার্য্য হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ফল কর্ম্মসম্ভূত, কর্ম্ম বুদ্ধিসম্ভূত, বুদ্ধি জ্ঞানসম্ভূত ও জ্ঞান আত্মসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান, ফল, বুদ্ধি ও কর্ম্মের ক্ষয় হইলে যে দিব্যজ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরমপদার্থকে দর্শন করিতে পারেন; বিষয়াসক্ত নির্ব্বোধেরা কখনই তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। পৃথিবী হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ, আকাশ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে কাল ও কাল হইতে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বাধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মরূপী ভগবান্ অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত বলিয়া অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দুঃখ বিনশ্বর পদার্থ; সুতরাং উহা কদাচ তাঁহারে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরমব্রহ্ম ও পরমপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তাঁহারে অবগত ও বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমপদ মুক্তিপদ লাভ করেন। নিবৃত্তিই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে; সে নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

২৭৬। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ লোকের লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমুদায় যত্নসাধ্য ও বিনশ্বর, কিন্তু ব্রহ্মপদার্থ লোকের জ্ঞান-নেত্রে আবির্ভূত হয়। উহার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, সুতরাং উহা যত্ন-সাধ্য নহে। ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মের আদি ও অন্ত নাই। সেই পরমপদার্থ অনাদি ও অনন্ত প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত হইয়াছেন। শূন্যময়ত্বপ্রযুক্ত তাঁহারে অর্থবিহীন ও অনামনির্দ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও ক্রিয়াকলাপ প্রভাবে কদাচ পবিত্র উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না। সিদ্ধপুরুষেরা সেইরূপভাবে অজ্ঞান নাশের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে আপনাদের যোগৈশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন। নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের বিষয় দর্শনানন্তর বিষয় ভোগলালসা উৎপন্ন হয়, সুতরাং তাহারা কোন প্রকারে বিষয়াতীত পরমব্রহ্ম লাভ করিতে বাসনা করে না। নিকৃষ্ট বা গুণাসক্ত মত্ত ব্যক্তিরা কখন যোগিগণের লোভনীয় পরম গুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট আন্তরিক গুণ-সমূহ দ্বারাই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। আমরা কেবল মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি; বাক্য দ্বারা কখনই উহা প্রকাশ করিতে পারি না। মন দ্বারা মনকে ও দর্শন দ্বারা দর্শনকে নিগৃহীত এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিরে সংশয়বিহীন, বুদ্ধি দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায়কে স্থির করিতে পারিলেই ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্যানের পরিপাকনিবন্ধন যাঁহার বিষয়বাসনা তিরোহিত ও মন উন্নত হয়, তিনি প্রার্থনাশূন্য নির্গুণ আত্মারে প্রাপ্ত হইতে পারেন। বায়ু যেমন কাষ্ঠান্তর্গত হুতাশনকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ধ্যানবলে বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করিতে পারিলে বুদ্ধির অতীত ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। ধ্যান-কালে বিষয় সমুদায় আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হইলে বুদ্ধিকল্পিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিষয় সমুদায় আত্মাতে লীন করে, সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মা অব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্ত-কর্ম্মা; লোকের নিধনসময়ে উহা অব্যক্তভাবেই তাহার দেহ হইতে বহির্গত হয়। আমরা কেবল ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ও সুখদুঃখ অবগত হইয়া ঐ

কার্য্য ও সুখদুঃখ আত্মার বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু বস্তুত আত্মা কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা সুখদুঃখভাজন নহে; আত্মা মনুষ্যের দেহে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণের প্রভাবেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে সে আর কোন কর্ম্মই করিতে সমর্থ হয় না। যেমন মনুষ্য পৃথিবীর অন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার অন্ত হয়. তদ্রূপ আপাতত সুখদুঃখাদির অন্ত প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সুখদুঃখাদি যখন জন্য-পদার্থ, তখন অবশ্যই উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিরে প্রবাহ দ্বারা পরপারে লইয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে। দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয়ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়বাসনা সঙ্কুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরমব্রহ্মে লীন হয়। ফলত যাঁহার জন্ম নাই, ধামও নাই; যিনি পুণ্যবান্‌দিগের পরম গতি, কার্য্য সমুদায় যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, মোক্ষস্বরূপ অবিনশ্বর এবং আদি, মধ্য ও অন্তবিহীন সেই পরম ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যাইতে পারে।

২৭৭। প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত আত্মতুল্য মানসপুত্রগণের উৎপত্তি হয়। পুরাণে এই সাত মহর্ষিরে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে মরীচি হইতে কশ্যপ, বেদবিদ্যা-বিশারদ মরীচি মুনির জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বে ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে আর একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষ হইতে প্রথমে ত্রয়োদশ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ কন্যাগণের মধ্যে দিতিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ মহাযশস্বী মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ কন্যাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৭৮। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ আর দশটি কন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মকে সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদের গর্ভে বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্র সমুদায় উৎপন্ন হইল; ঐ দশ কন্যার জন্মের পর দক্ষের আর সপ্তবিংশতি কন্যা জন্মিয়া ছিল; ভগবান্ চন্দ্রমা তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন। কশ্যপের পত্নীগণের মধ্যে অদিতি হইতে মহাবলপরাক্রান্ত দেব-

শ্রেষ্ঠ আদিত্যগণ উৎপন্ন হইলেন; ঐ আদিত্যগণের মধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বামনদেবের বিক্রমপ্রভাবে দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি এবং দানব ও অসুরগণের অবনতি হইতে লাগিল। দনু বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দানবগণকে ও দিতি মহাবলপরাক্রান্ত অসুরগণকে এবং কশ্যপের অন্যান্য পত্নীগণ গন্ধর্ব্ব, তুরঙ্গ, পক্ষী, গো, কিম্পুরুষ, মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ সমুদায় উৎপাদন করিলেন।

২৭৯। অনন্তর ভগবান মধুসূদন বিবেচনা করিয়া দিবা, রাত্রি, কাল, ঋতু, পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহার মুখ হইতে একশত ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে একশত ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে একশত বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে এক শত শূদ্র সমুৎপন্ন হইল। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে চারি বর্ণের সৃষ্টি বিধান করিয়া পরিশেষে বেদবিধাতা ব্রহ্মারে সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ, ভগবান্ বিরূপাক্ষকে ভূত ও মাতৃগণের অধ্যক্ষ, যমরাজকে পাপাত্মাদিগের নিয়ন্তা, কুবেরকে ধনরক্ষিতা, জলেশ্বর বরুণদেবকে জলজন্তুগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে সমুদায় দেবগণের অধীশ্বর করিলেন। ঐ সময় যাহার যতদিন জীবিত থাকিবার অভিলাষ হইত, সে ততদিন জীবিত থাকিতে সমর্থ হইত; কাহাকেও শমনের শাসনশঙ্কায় শঙ্কিত হইতে হইত না। স্ত্রীসংসর্গের আবশ্যকতা ছিল না; ইচ্ছা করিলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিত। ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ; সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রীসংসর্গ প্রথা প্রচলিত ছিল না; তৎকালে লোকে কামিনীগণকে স্পর্শ করিলেই তাহাদের গর্ব্তে পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত। দ্বাপরযুগ হইতেই মৈথুনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

২৮০। দক্ষিণাপথসম্ভূত নরবর, অন্ধ্রক, গুহ, পুলিন্দ, শবর, চুচুক ও মদ্রক এবং উত্তরাপথসম্ভূত যৌন, কাম্বোজ, গান্ধার, কিরাত ও বর্ব্বরগণ নিয়ত পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে বিচরণ করে; উহাদের ব্যবহার চাণ্ডাল, কাক ও গৃধ্রগণের ন্যায় নিতান্ত কদর্য্য। সত্যযুগে উহাদিগের নামগন্ধও ছিল না, ত্রেতাযুগ হইতে ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। দ্বাপরে উহাদের সংখ্যার নিতান্ত আধিক্যনিবন্ধন পৃথিবী

একান্ত নিপীড়িত হওয়াতে ভগবান্ ভূতভাবনের ইচ্ছানুসারে উহারা সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিয়াছে।

২৮১। মহাত্মা অত্রির বংশে ব্রহ্মযোনি ভগবান্ প্রাচীনবর্হির উৎপত্তি হইয়াছিল; প্রাচীনবর্হি হইতে দশ প্রচেতার উৎপত্তি হয়; সেই দশ জন প্রচেতার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল; ঐ পুত্রের নাম দক্ষ। দক্ষ জনসমাজে ক নামেও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মরীচি পুত্র কশ্যপও অরিষ্টনেমি নামে প্রথিত হন। অত্রির ঔরসপুত্র বীর্য্যবান সোমরাজ দিব্য সহস্র যুগ জীবিত ছিলেন। ভগবান্ অর্য্যমা ও তাঁহার সন্তানগণ নিখিল ভুবনের উৎকর্ষসাধন করিয়া নিয়ম সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছেন; মহাত্মা শশবিন্দুর দশ সহস্র ভার্য্যা ছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহাত্মা শশবিন্দুর দশ লক্ষ পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের হইতেই অন্যান্য প্রজাগণের সৃষ্টি হয়। পুরাতন ব্রাহ্মণগণ শশবিন্দুর সেই পুত্রগণকে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

২৮২। ভগ, অংশ অর্য্যমা মিত্র বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য মহাত্মা কশ্যপের পুত্র। নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহাত্মা অষ্টম মার্ত্তণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারা দেব ও পিতৃগণ বলিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ যশস্বী অজৈকপাৎ অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ ও রৈবত ইঁহার পুত্র। হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরেশ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত ইঁহারাও অষ্টবসু বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। প্রজাপতি মনুর অধিকারকালে ইঁহারাই দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদিগকেই দেবগণ ও দ্বিবিধ পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। ঋভু ও মরুদ্গণ আদিদেবতা। উহাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র ও অঙ্গিরার কুল-সম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ। এইরূপে দেবগণও চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সমস্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি কি স্বকৃত, কি অন্য সংসর্গজ, সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

২৮৩। অঙ্গিরার পুত্র যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, ঔষিজ, কক্ষীবান্ ও বল, ত্রিলোকপাবন, সপ্তর্ষিগণ এবং মহর্ষি মেধাতিথির পুত্র

কণ্ব ও বর্হিষদ ইহাঁরা পূর্ব্বদিকে; উন্মুচ বিমুচ, স্বস্ত্যাত্রেয়, প্রমুচ, ইধ্মবাহ ও মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য এই সমুদায় ব্রহ্মর্ষি দক্ষিণদিকে, উষঙ্গু, কবষ, ধৌম্য, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত, ও অত্রিপুত্র ভগবান্ সারস্বত এই সমস্ত মহাত্মা পশ্চিমদিকে, এবং ভগবান্ আত্রেয় বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম ভরদ্বাজ, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও ঋচীককুমার জমদগ্নি এই সাত জন মহর্ষি উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন। এই ভুবনভাবন মহাত্মারাই ভুবনের সাক্ষীভূত; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই মহর্ষিগণের অধিষ্ঠিত দিক্ সমুদায়ে গমন করিয়া তাঁহাদের শরণাপন্ন হয়, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় গৃহে গমন করিতে পারে।

২৮৪। বাসুদেব সাক্ষাৎ কালচক্র, অনাদি ও অনন্ত। এই ত্রৈলোক্য তাঁহাতেই চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লোকে তাঁহারেই অবিনাশী, অব্যক্ত ও নিত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সেই মহাত্মা হইতেই পিতৃ, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসুর ও মনুষ্যগণের সৃষ্টি হইতেছে। উনিই যুগারম্ভে বেদশাস্ত্র শাশ্বত লোকধর্ম্ম ও প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন ঋতুসন্ধি উপস্থিত হইলে নানাবিধ ঋতুচিহ্ন প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রতি কল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তৃত্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যুগারম্ভে কালযোগে যে সমস্ত বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সেই বস্তুতেই লোকযাত্রাবিধানজ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৮৫। মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাস সকল তপোবলে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগতের হিতজনক নীতিশাস্ত্র, দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্ব্বিদ্যা, গার্গ্য দেবর্ষিগণের চরিত, কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং অন্যান্য মহর্ষি ন্যায় ও তন্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা যুক্তি, বেদ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ঋষিগণ সেই অনাদি সূক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই; একমাত্র লোক বিধাতা ভগবান্ নারায়ণই তাঁহারে বিদিত ছিলেন। পরে নারায়ণ হইতে মহর্ষি ও সুরাসুরগণ

এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিসকল সেই দুঃখনাশের ঔষধিস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছিলেন। প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাব সমুদায় প্রকাশ করিয়া থাকে; প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে। যেমন একটি দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। অনন্তত্বনিবন্ধন প্রকৃতির নাশ হইতেছে না। সূক্ষ্মস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি, ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অহঙ্কার প্রভৃতি আটটি পদার্থ সকলের মূল প্রকৃতি, জগৎ এই সমস্ত পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ আট প্রকৃতি হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয় ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত ও বাক্য এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে মন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনই জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন ও বাগিন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়যুক্ত মনই বুদ্ধ্যাদি আন্তরিক, আকাশাদি বাহ্য ও মহদাদি ব্যক্তপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হয়। এই ষোড়শ ইন্দ্রিয় দেবতাত্মক; ইহারা দেহমধ্যে দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করিতেছে। রস সলিলের, গন্ধ পৃথিবীর, শ্রোত্র আকাশের, চক্ষু তেজের, স্পর্শ বায়ুর, মন সত্ত্বের ও সত্ত্ব প্রধানের গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সত্ত্ব সর্ব্বভূতের আত্মভূত ঈশ্বরে অবস্থান করিতেছে। এই সত্ত্বাদি ভাব সমুদায় প্রকৃতির পরবর্ত্তী প্রবৃত্তিশূন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

২৮৬। মহান্ আত্মা নবদ্বারসম্পন্ন সত্ত্বাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ান রহিয়াছেন, এই নিমিত্ত উহাকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি অজর ও অমর, তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী গুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম এবং তিনিই সকল প্রাণীর গুণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক, সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধিভেদে মহৎই

হউন আর হীনই হউন, সকল প্রাণীতেই জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তু সকল উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি শ্রোত্র ও নেত্রকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ংই শ্রবণ ও দর্শন করিতেছেন। এই দেহই তাঁহার শব্দাদি বিষয় লাভের কারণ; কিন্তু তিনি সকল কার্য্যের কর্ত্তা। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শনলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; আর কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাসিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই দেহমধ্যস্থ আত্মারে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। দেহের অনুস্তত্ত্বনিবন্ধন আত্মার দেহসম্বন্ধ নিরন্তর নিবদ্ধই রহিয়াছে; যোগ ব্যতিরেকে উহার দেহসম্বন্ধ ছেদনের উপায়ান্তর নাই। লোকের স্বপ্নযোগে যেমন তাহার আত্মা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ তাহার মরণান্তেও তাহার দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য দেহকে আশ্রয় করে। আত্মা স্বকৃত কর্ম্মবলেই পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; আবার স্বকর্ম্মপ্রভাবেই অন্য শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

২৮৭। সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই লোকের সুখ দুঃখ নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি ও স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প ও অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদায় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে।

২৮৮। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি দোষ সমুদায়ের মূলচ্ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ধ্যানসংস্কৃত বুদ্ধি মহাত্মার রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদায়ের বিনাশসাধনপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। গুণত্রয় দেহ-প্রাপ্তির বীজস্বরূপ, কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায়; অতএব আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যের রজ ও তমোগুণ তিরোহিত হইলে সত্ত্বগুণ সমধিক নির্ম্মল হইয়া উঠে। কেহ কেহ চিত্তশুদ্ধির নিদানভূত মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকে দুষ্কৃত বলিয়া কীর্ত্তন করেন; কিন্তু বস্তুত যজ্ঞাদি কার্য্য বৈরাগ্য

উৎপাদন ও অনশনাদি সংস্কার নিদান। রজোগুণপ্রভাবে অধর্ম্ম, অর্থ ও কামাত্মক কার্য্য সমুদায়ের ফল লাভ হয়। হিংসাদিবিহারপরতন্ত্র, আলস্য ও নিদ্রাপরায়ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই তমোগুণপ্রভাবে লোভ ও ক্রোধযুক্ত কার্য্যের ফলভোগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ নিষ্পাপ ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

১৮৯। রজোগুণপ্রভাবে মোহ এবং তমোগুণপ্রভাবেই ক্রোধ, লোভ, ভয় ও দর্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি ঐ সমস্ত বিনাশ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ শুচি; শুচি ব্যক্তি ই সেই বিনাশবিহীন, হ্রাসশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মস্বরূপ পরমাত্মারে অবগত হইতে পারেন। মনুষ্যেরা তাঁহারই মায়াবলে রূপাদি বাহ্য পদার্থে অভিভূত, জ্ঞানভ্রষ্ট ও বিচেতন হইয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে এবং ক্রোধপ্রভাবে কাম, লোভ ও মোহপ্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাদের অভিমান, দর্প ও অহঙ্কার উদ্ভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতে কার্য্য, কার্য্য হইতে স্নেহ ও স্নেহ হইতে শোক উপস্থিত হয়। মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিতসম্ভূত পুরীষমূত্রাক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিত করিতেছে; উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। লোকে যেমন স্বদেহজ কৃমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয় বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা কৃমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্ কৃমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন। সত্ত্বগুণ রজোগুণে ও রজোগুণ তমোগুণে অবস্থান করিতেছে; সেই অব্যক্ত

তমোগুণ অধিষ্ঠানভূত স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিলে বুদ্ধি ও অহঙ্কারের জ্ঞাপক হয়; উহা দেহীদিগের উৎপত্তির বীজ এবং উহাই জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; উহা কালযুক্ত কর্ম্মপ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। জীব স্বপ্নাবস্থায় যেমন মনোবৃত্তি লইয়া শরীরীর ন্যায় ক্রীড়া করে, তদ্রূপ সে কর্ম্ম সম্ভূত অহঙ্কারাদি গুণের সহিত মাতৃগর্ভে বাস করিয়া থাকে; তথায় বীজভূত কর্ম্মপ্রভাবে উঁহার যে যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, অনুরাগসহকৃত মনোবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কার হইতে তৎসমুদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বাসনাসম্পন্ন ব্যক্তির শব্দানুরাগনিবন্ধন শ্রোত্র, রূপানুরাগনিবন্ধন চক্ষু, গন্ধানুরাগনিবন্ধন ঘ্রাণ এবং স্পর্শানুরাগনিবন্ধন ত্বক্ উৎপন্ন হয়, আর প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চবায়ু উহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে মনুষ্য কর্ম্মজনিত ইন্দ্রিয়ের সহিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারে আদি, মধ্য ও অন্তে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ঐ দুঃখ মনুষ্যের মাতৃগর্ভে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অঙ্গীকারনিবন্ধন উৎপন্ন এবং অভিমানপ্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। লোকের মৃত্যু হইলেও উহার কিছুই হ্রাস হয় না; অতএব দুঃখ নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য। যিনি দুঃখ রোধ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। রজোগুণই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ও নাশের নিদান; অতএব সেই রজোগুণকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ হইলেই দুঃখনাশ হইয়া যায়। তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ লাভ করিলেও তাহারে অভিভূত করিতে পারে না; অতএব যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহারে আর পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

১৯০। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ের উপায় অবগত হইয়া জ্ঞানসহকারে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারিলেই পরমগতি লাভ হইয়া থাকে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণমধ্যে মন্ত্রজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বভূতের আত্মভূত বেদশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সতত পরমার্থ অবগত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি অন্ধ পাথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশভোগ করে; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ধার্ম্মিক পুরুষেরা যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদি ধর্ম্মের উপাসনা করেন;

কিন্তু তাহাদের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মাত্মারা বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ক্ষমা, সত্য, ধৃতি ও স্মৃতি এই সমুদায় সদ্‌গুণকে সকল ধর্ম্মের নিদান বলিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা কেবল ঐ সমুদায় সদ্‌গুণ লাভ হইয়া থাকে। যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই; উহা শব্দাদিবিহীন এবং রূপাদির অনুভবাত্মক। মনুষ্য অধ্যবসায়সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে। যিনি সম্যক্‌রূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক ও যিনি মধ্যমরূপে উহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যলোক লাভ হয়; আর যিনি নিকৃষ্টরূপে উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি বিদ্যাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

২৯১। ব্রহ্মচর্য্য অতি দুষ্কর। উহার উপায়, ব্রাহ্মণ রজোগুণ উৎপন্ন বা পরিবর্দ্ধিত হইবামাত্র উহা পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিবসনা স্ত্রীরে দর্শন করা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীদিগের কদাপি বিধেয় নহে। যদি কখন ঐরূপ কামিনী দর্শনে তাঁহাদের মনেও অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তিন দিন কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন ও সলিলপ্রবেশ করিবেন; আর যদি স্বপ্নাবস্থায় রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে জলমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞানযুক্ত মন দ্বারা অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরন্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন। মলনাড়ীর ন্যায় দেহ আত্মার দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ! রস সমুদায় শিরাজাল দ্বারা মনুষ্যদিগের বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক্‌, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও মেদকে বর্দ্ধিত করে। মনুষ্যদিগের দেহে বাতাদিবাহিনী দশটি নাড়ী আছে; উহারা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ দশটি নাড়ীরে আশ্রয় করিয়া শরীরমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সমুদায় যেমন যথাকালে সাগরকে পরিবর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাঁহাদিগের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। সর্ব্বগাত্রব্যাপিনী অন্যান্য শিরা সমুদায় ঐ শিরা হইতে বিনির্গত হইয়া তৈজসগুণ

বতন্যাত্মক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন করে। মন্থানদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসদ্ভাবেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিসর্জ্জনী বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। অন্নরস, মনোবহা নাড়ী ও সঙ্কল্প এই তিনটি শুক্রের বীজভূত। ইন্দ্র শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এই নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয়। যাঁহারা শুক্রের উদ্রেকই প্রাণিগণের বর্ণসঙ্করের কারণ বলিয়া বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই বিরাগী ও বাসনাবিহীন হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য মহাত্মারা যোগবলে ক্রমে, ক্রমে গুণের সাম্যলাভ করিয়া অন্তকালে সত্যলোক-পদ সুষুম্নানাড়ীমার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়; অতএব মনুষ্য মনকে নিগৃহীত করিবার নিমিত্ত রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে। মনুষ্যের যৌবনাবস্থায় উপার্জ্জিত জ্ঞান বার্দ্ধক্যে জরাপ্রভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়; কিন্তু বিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্যপ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিরূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন।

২৯২। মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়াই একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারাই পরমগতি লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদায় জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া মোক্ষপদলাভে যত্নবান হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মিতে পারে; অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা করাও জ্ঞানবান-দিগের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগও করিতে হয়,

তথাপি কায়মনোবাক্যে তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যিনি অহিংসা, সত্য বাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও যথার্থ সুখী হইতে পারেন; অতএব অবিহিতচিত্তে সমুদায় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; দৃঢ়তর যত্নসহকারে জ্ঞান সাধনে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অমোঘ বেদবাক্য অনুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সূক্ষ্ম ধর্ম্ম দর্শন ও সদ্বাক্য প্রয়োগ করিতে বাসনা করেন, অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা ও ক্রূরতা-পরিশূন্য পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ঐহিক কার্য্য সমুদায় বাক্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে; অতএব সাধুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয়। যাঁহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি স্বমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্য সমুদায় প্রকাশ করিবেন। যিনি রজোগুণপ্রভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে যাহার পর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া নরকে নিপতিত হইতে হয়। দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরা তদ্রূপ সংসারভার বহন করিয়া থাকে; আর চোরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমনপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্যসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, যিনি বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি জ্ঞানপ্রভাবে সমুদায় ক্লেশ নিবারণ ও যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিরে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তিপ্রভাবে মনকে এবং মনঃপ্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমুদায়কে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রসন্ন হইয়া পরমাহ্লাদে ঈশ্বরে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তির জনসমাজে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরবলাভ করা বিধেয় নহে; যোগতন্ত্র-প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি রোধ করিতে যত্ন করাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধবুদ্ধি

অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ব মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্ব যবচূর্ণ, শক্তু ও ফলমূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা বিধেয়। দেশকালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহারনিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যোগকার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশ তাঁহার উত্তেজনা করাই বিধেয়, তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে; আর বুদ্ধিবৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মারে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল তাঁহার কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না; আর যখন তাঁহার পৃথকত্ব ও অপৃথকত্ব বিষয় বিশেষরূপ বিদিত হইতে সক্ষম হয়, তখন তাহার স্পৃহা এককালে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সে কাল, জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হয়।

২৯৩। যিনি নিরন্তর নিষ্পাপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হন, স্বপ্নজনিত সুখদুঃখানুভব পরিহারার্থ সর্ব্বতোভাবে নিদ্রা পরিত্যাগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বপ্নযোগে রজ ও তমোগুণে অভিভূত হয় এবং সে নিস্পৃহ হইলেও যেন দেশদেশান্তরে সঞ্চরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। জ্ঞানের অভ্যাস ও জ্ঞানের অনুসন্ধাননিবন্ধন লোকের জাগরণ অভ্যাস হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানে অভিনিবেশ হইলেই লোকে সতত জাগরিত থাকিতে পারে। যাহা হউক, মনুষ্য স্বপ্নযোগে ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতানিবন্ধন আপনারে বিষয়ব্যাসক্তের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; অতএব জিজ্ঞাস্য, স্বপ্ন সত্য কি অসত্য? যোগীশ্বর হরি এই বিষয়ে কহিয়াছেন যে, স্বপ্নভাব সঙ্কল্পমাত্র। মহর্ষিগণও এই বাক্যের সবিশেষ পোষকতা করেন। ইন্দ্রিয় সমুদায় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্পস্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না; তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সংকল্পমূলক; জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতাবশত স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে।

বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কারনিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন। পূর্ব্বতন কর্ম্মপ্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনকে যে যে বিষয়ে প্রবল করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূত সমুদায় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহারে সুখদুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয়। মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাবপ্রভাবে যে বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান দেহসমুদায় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ববাসনার প্রাবল্য-নিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়-গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদের অপ্রসন্নতাবশত মন তৎসমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকে। মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহতপ্রভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; অতএব আত্মারে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য; আত্মজ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূলদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয়। যোগীগণ আত্মার সুপ্রসন্নতা-নিবন্ধন জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশিকগুণ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগীর মন বিষয়ালোচনে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তাহারই ঐরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়; আর যাহার মন অজ্ঞান অতিক্রম করে, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাত্মা হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। দেবগণ অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করেন এবং অসুরগণ ঐ সমুদায়ের প্রতিবন্ধকীভূত দম্ভদর্পাদি অবলম্বন করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাদিগের একান্ত দুষ্প্রাপ্য সন্দেহ নাই। দেবতারা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করেন এবং অসুরগণ রজ ও তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান-স্বরূপ, যাঁহারা তাঁহারে অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যাহার পর নাই উৎকৃষ্ট গতি লাভে সমর্থ হন। তিনি অমৃত, স্বপ্রকাশ ও অবিনাশী। তত্ত্ব-দর্শী ব্যক্তি হেতুবাদ দ্বারা তাঁহারে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সেই অব্যক্ত স্বরূপকে অবগত হইতে সমর্থ হন।

২৯৪। যে ব্যক্তি স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং নারায়ণ-প্রোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ অবগত না হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আত্মার ব্যক্তভাব মৃত্যুর মুখ এবং অব্যক্তভাব অমৃতপদ। বিষয়প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিষয়নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে অব্যক্তস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল নিবদ্ধ আছে। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, প্রবৃত্তিই ধর্ম্মের মূল; কিন্তু প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চিরকাল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়; আর নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম সংসাধন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। শুভাশুভদর্শী আত্মতত্ত্বপরায়ণ নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক মুনিই সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি ও পুরুষকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; আর যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও মহৎ, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই ক্লেশাদিশূন্য পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অনন্ত, অশরীরী, নিত্য, নিশ্চল এবং মহৎ হইতেও মহত্তর। উঁহাদের উভয়ের গুণের ইতরবিশেষ এই যে, প্রকৃতি গুণত্রয় অবলম্বন-পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতেছেন; কিন্তু পুরুষ উহাতে বিরত রহিয়াছেন, তিনি প্রবৃত্তি ও মহদাদি পদার্থের দ্রষ্টা এবং ত্রিগুণবিরহিত। ঈশ্বর ও জীবচক্ষুর অগ্রাহ্য, গুণাদি রহিত এবং পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। উঁহাদের এই ভেদ ঔপাধিক-মাত্র; প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়। জীব কর্ত্তা, উনি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, উঁহারে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করা যায়। জীব আত্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে আপনারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হওয়াতে ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহার অনুসন্ধান করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে আপনারেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করেন। যেমন উষ্ণীষধারী ব্যক্তি উষ্ণীষ হইতে পৃথক্, সেইরূপ মনুষ্য সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত হইলেও তৎসমুদায় হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা যথার্থ-রূপে অবগত হইতে পারিলে সিদ্ধান্তকালে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাসনা করিবেন, কায়মনোবাক্যে কঠোর নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্কাম যোগের অনুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

চৈতন্যপ্রকাশাত্মক আন্তরিক তপস্যা দ্বারা ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্র তপঃপ্রভাবে নভোমণ্ডলে কিরণজাল বিস্তার করিতেছেন। যোগের ফল জ্ঞান ; রজ ও তমোগুণনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ। ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি হইতে যে অন্ন গ্রহণ করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। সেই অন্ন নিয়মিতরূপে আহার করিলে রাজসিক পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সমুদায়ের বিষয়ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া পড়ে ; অতএব রাজসিক পাপ অপনোদনের নিমিত্ত ধনাদি গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল শরীররক্ষণোপযোগী অন্ন গ্রহণ করাই যোগিগণের কর্ত্তব্য। যোগযুক্ত মন দ্বারা ক্রমশ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তকালে অনাতুর হইয়া কাশীবাস করিলে সদ্য সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীর বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়, আর যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হয় ; বিশুদ্ধ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আর সম্পর্ক থাকে না ; আর যাহারা প্রকৃতি প্রভৃতিরে আত্মবোধ করিয়া থাকে, তাহাদের বুদ্ধি মহদাদি পদার্থের ক্ষয় ও উদয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের মুক্তিলাভ সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। যে সমস্ত যোগীরা কেবল ধৈর্য্যপ্রভাবে দেহ ধারণ করিতে পারেন, যাঁহারা বুদ্ধিবলে চিত্তবৃত্তিরে কেবল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিরে দেহ হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া উহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। উহাঁদের মধ্যে অনেকে আগমানুসারে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির উপাসনা অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে পরমস্থানে গমনপূর্ব্বক উহা অবগত হইতে পারেন। কেহ কেহ আচার্য্যের উপদেশপ্রভাবে যোগ দ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ নিরাশ্রয় পরমপুরুষকে লাভ করেন, কেহ কেহ সেবকভাবাপন্ন হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ও কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ অন্তকালে তপঃপ্রভাবে নিষ্পাপ

হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন, ইহাঁদের সকলেরই মোক্ষ লাভ হয়। শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণ সমুদায় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতির লয়ের অধিষ্ঠান; স্থূলদেহাভিমানশূন্য পরিগ্রহবিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমতঃ মর্ত্ত্যদেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণবিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্রহ্মলাভ জনক ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানানুসারে ঐ ধর্ম্মের উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞানপ্রভাবে যাঁহাদের রাগাদি তিরোহিত হয়, তাঁহারাও উৎকৃষ্ট লোক লাভে সমর্থ হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্মমৃত্যুবিরহিত ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহারে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদায় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচি দ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে পারিলেই তৃষ্ণা পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়। ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

২৯৫। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির নাশনিবন্ধন যে মোক্ষ হয়, এরূপ নহে এবং ঐ সমুদায় থাকিলেও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধি মন প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশজনিত স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শরীর,ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে; উহাদের মধ্যে একের নাশ হইলেই সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়। জল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি ও পৃথিবী এই পঞ্চ ধাতু স্বভাবতঃ মনুষ্যের দেহে অবস্থান ও উহা পরিত্যাগ করে। ফলত মনুষ্যের শরীর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর সমাহারমাত্র। মানবদেহে

জ্ঞান, জঠরাগ্নি ও প্রাণ এই তিনটিরে কর্ম্মসংগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তিনটি হইতেই ইন্দ্রিয়, শব্দাদিবিষয়, অর্থপ্রকাশকতাশক্তি, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও অন্নাদিপরিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত হইতে সমুৎপন্ন হয়। চিৎপ্রতিবিম্বসংযুক্ত, চেতনাবৃত্তি তিন প্রকার। সুখযুক্ত, দুঃখযুক্ত ও সুখদুঃখবিরহিত। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও মূর্ত্তি এই ষড়গুণ দ্বারা মনুষ্যের যাবজ্জীবন জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রোত্রাদিই স্বর্গসাধন কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকপ্রদ সংন্যাস ও তত্ত্বার্থবিনিশ্চয়ের নিদান। পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিরে ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় গুণকে আত্মভাবে দর্শন করেন, তাঁহারে অসম্যক্ দর্শননিবন্ধন অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়; আর যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

২৯৬। উৎকৃষ্ট ত্যাগশাস্ত্রপ্রভাবেই মনের সন্দেহ দূর হয়। মোক্ষলাভার্থী মাহাত্মাদিগের কর্ম্ম ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত হইয়াও ত্যাগপরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা দ্রব্যত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদিকার্য্য, ভোগত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা ও সমুদায় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় না করেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। মন ও কর্ণনেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে; আর প্রাণ এবং আকুঞ্চনাদিসম্পাদক হস্ত, গতিসম্পাদক চরণ, অপত্যোৎপাদক আনন্দজনক উপস্থ, মলত্যাগসম্পাদক পায়ু ও শব্দসম্পাদক বাক্য এই সমুদায় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ বুদ্ধির সহিত মনকে পরিত্যাগ করিবে। যেমন শ্রবণজ্ঞানের কর্ণ, শব্দ ও চিত্ত এই তিনটি কারণ, তদ্রূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞানেরও তিন তিন কারণ বিদ্যমান আছে। ঐ পঞ্চদশ গুণ দ্বারাই

শব্দাদিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চদশ গুণ আবার সত্ত্ব, রজ ও তমো-ভেদে তিন তিন প্রকার হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রভাবে লোকের মনে অকস্মাৎ বা কোন কারণবশত হর্ষ, সুখ ও শান্তি প্রভৃতি আবির্ভূত হয়। রজোগুণপ্রভাবে অসন্তোষ, পরিতাপ, শোক, লোভ ও অক্ষমার উদয় হয় এবং তমোগুণপ্রভাবে অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন ও তন্দ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ভাব লোকের শরীর ও মনের প্রীতিকর হয়, তাহার নাম সাত্বিক ভাব; যে ভাব শরীর ও মনের অসন্তোষজনক, তাহার নাম রাজসিক ভাব; আর যে ভাব দ্বারা লোকের মোহ উৎপন্ন হয় তাহার নাম তামসিক ভাব। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে সাত্বিক ভাব উপাদেয় ও অন্য ভাবদ্বয় হেয়। শ্রোত্র আকাশাখ্য ভূতস্বরূপ, শব্দ ঐ আকাশের আশ্রয়; সুতরাং আকাশ ও শ্রোত্র শব্দের আধার। শব্দবিজ্ঞান আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ নহে; কিন্তু যদি আধারাধেয়ের ঐক্য স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে শব্দবিজ্ঞানকে আকাশ ও শ্রোত্রজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এইরূপ ত্বক বায়ুনামক, চক্ষু তেজোনামক, জিহ্বা জলনামক ও নাসিকা পৃথিবীনামক ভূতস্বরূপ। ত্বক্ ও বায়ু স্পর্শের, চক্ষু ও তেজ রূপের, জিহ্বা ও জল রসের এবং নাসিকা ও পৃথিবী গন্ধের আশ্রয়। স্পর্শাদি জ্ঞান ত্বক্ ও বায়ু প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু আধার আধেয়ের ঐক্য স্বীকার করিলে স্পর্শাদি জ্ঞানকে ত্বক ও শব্দাদি জ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়; এই দশ পদার্থে মন অবস্থান করিতেছে; কারণ বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবামাত্র উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি-সময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না; কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে। কারণ সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য; উহাতে ইন্দ্রিয় সমুদায় কেবল কার্য্যাক্ষম হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না। স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কারপ্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সম্বন্ধ চিন্তা-নিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয়। যে সময় তমোগুণসমাচ্ছন্ন

চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তি প্রকাশ সংহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য; লোকে তমোগুণপ্রভাবেই মোহে অভিভূত হইয়া দেবনিন্দিত কর্ম্মের পরিণামদুঃখ বিবেচনা না করিয়া উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

২৯৭। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্রসংযোগকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আর ঐ ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; অতএব যখন সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলেন, তখন দেহাদির নাশনিবন্ধন তাঁহার নাশ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। ক্ষুদ্র নদী যেমন মহানদীতে এবং মহানদী যেমন সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে লীন হয়, তদ্রূপ জীবের স্থূল উপাধি সকল সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম উপাধি সমুদায় শুদ্ধ আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। জীব যখন উপাধিযুক্ত থাকে, তৎকালেই তাহারে স্থূল কৃশ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যখন তাহার উপাধিসমুদায় আত্মায় লীন হয়, তৎকালে কিরূপে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূল কৃশাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি এই মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি পরিজ্ঞাত ও অপ্রমত্ত হইয়া আত্মারে জানিতে ইচ্ছা করেন, সলিলসিক্ত পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারে অনিষ্টকর কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও অপত্যাদির স্নেহপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখদুঃখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে বিমুক্ত ও লিঙ্গশরীরবিহীন হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। আগমোক্ত মঙ্গলসাধন শমদমাদি দ্বারা লোকের পাপপুণ্য ক্ষয় ও তজ্জনিত ফল সমুদায় বিনষ্ট হইলে, সে জরা মৃত্যু হইতে ভীত না হইয়া সুস্থচিত্তে কালাতিপাত এবং আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত অশরীরী পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়।

২৯৮। শ্রুতিপরায়ণ বৃদ্ধেরা দমগুণেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন; দমগুণ আশ্রয় করা সর্ব্ববর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে দমগুণান্বিত না হইলে বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়া সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না; ক্রিয়া, তপস্যা ও সত্য সমুদায়ই দমগুণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; দমগুণ দ্বারা লোকের তেজ পরি-

বর্দ্ধিত হয়; পণ্ডিতেরা ঐ গুণকে পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাপবিহীন, নির্ভয় ও উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হন। দান্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হউন বা জাগরিত থাকুন; সকল সময়েই সুখানুভব করিতে পারেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। দান্ত ব্যক্তি দমগুণ দ্বারা স্বীয় তেজের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন; কিন্তু অদান্ত ব্যক্তি উহাতে অসমর্থ হইয়া কামাদি রিপুগণের বশীভূত হয়। প্রাণিগণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সমুদায়ের ন্যায় অদান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সতত ভীত হইয়া থকে। এই নিমিত্তই বিধাতা সেই দুর্দ্দান্তদিগের দমনার্থ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষেই দমগুণ শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সমুদায় আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দমগুণ দ্বারা তদপেক্ষায় সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে। অদীনতা, বিষয়ে অনভিনিবেশ, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অক্রোধ, সরলতা, অতিবাদ পরিত্যাগ, অনভিমানিতা, গুরুপূজা, অনসূয়া, প্রাণিগণের প্রতি দয়া, অকপটতা এবং রাজাদির বৃত্তান্ত কীর্ত্তন, স্তুতি, নিন্দা ও মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ এই সমস্ত গুণ দমগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। দান্ত ব্যক্তিরা মোক্ষার্থী হইয়া পূর্ব্বতন অদৃষ্টজনিত উপস্থিত সুখভোগ করিবেন; ভাবি সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবেন না। বৈরবর্জ্জিত, শঠভাবিহীন, সচ্চরিত্র, বিশুদ্ধচিত্ত, ধৃতিমান্, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই ইহলোকে সৎকারলাভ ও পরলোকে স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুঃখের সময় প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করেন, তাঁহারা পরম সুখে কালযাপনে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত হন ও দ্বেষভাব পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি অবিচলিত মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্নভাবে অবস্থান করেন। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেই তাঁহার কোন ভয় নাই; এই জ্ঞান সর্ব্বভূতপূজনীয় দান্ত ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রভূত অর্থলাভ করিয়াও পরিতুষ্ট এবং অতিশয়, বিপন্ন হইয়াও অনুতাপিত না হন, তাঁহারেই পরিমিত প্রজ্ঞ দান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসম্পন্ন দমগুণান্বিত ব্যক্তি সাধুগণাচরিত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দুরাত্মারা অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, সত্য, দান ও অনায়াস এই সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা ও গর্ব্ব আশ্রয় করিয়া

থাকে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতপরায়ণ হইয়া কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ ও কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেহাভিমানশূন্য হইয়াও কালপ্রতীক্ষায় দেহাভিমানীর ন্যায় সমুদায় লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

২৯৯। যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী। উহাঁরা ইহলোকে পতিত বলিয়া গণ্য হন; আর যাঁহারা বেদোক্ত বিধি অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রতানুরাগী। তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগের পর পুনরায় পতিত হইতে হয়।

৩০০। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এক মাস বা এক পক্ষ উপবাসকে যে তপস্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সাধুদিগের মতে তাহা তপস্যা নহে; উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। ধর্ম্মার্থী ব্রাহ্মণ পুত্রকলত্রাদিপরিবৃত হইয়াও সতত উপবাসী, ব্রহ্মচারী, মুনি, দেবতানিষ্ঠ, নিদ্রাত্যাগী ও বিঘসাশী হইবেন এবং অমাংসাশী হইয়া সতত পবিত্রভাব ধারণ, দেবতার ন্যায় দ্বিজগণের পূজা, অতিথিদিগের যথোচিত সৎকার ও অমৃত ভোজন করিবেন।

৩০১। যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার ও রাত্রিকালে একবার এই দুইবার মাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবারাত্রিমধ্যে আর আহার করেন না, তাঁহারে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হন এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী; যিনি বৃথামাংস ভোজন না করেন, তাঁহারেই অমাংসাশী বলা যায়; যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাবসম্পন্ন হন এবং কদাচ দিবসে নিদ্রিত না হন, তাঁহারে নিদ্রাত্যাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; যিনি ভৃত্য ও অতিথিবর্গের ভোজনাবসানে আহার করেন, তিনি অমৃতাশী; যে ব্রাহ্মণ অতিথিগণ ভোজন না করিলে প্রাণান্তেও আহার করেন না, তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন; যিনি দেবতা, পিতৃলোক, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তিনি বিঘসাশী। এই সমুদায় ব্রাহ্মণের অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ অপ্সরাদিগের সহিত তাঁহার আবাসে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করেন। যিনি দেবতা ও পিতৃগণের সহিত ভোজন করিয়া

পুত্রপৌত্রের সহিত সুখে কালযাপন করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

৩০২। সরলতা, অপ্রমাদ, চিত্তশুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা অবলম্বন করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। সত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

৩০৩। লোকের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ইহাই জগতের চিরপ্রচলিত প্রথা। সম্পত্তিলাভ হওয়া আর না হওয়া কখনই আপনার আয়ত্ত নহে। এইটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমুদায় পরিত্যাগ করিবে।

৩০৪। কালই পর্য্যায়ক্রমে লোকদিগকে পালন ও সংহার করিয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা কালকে পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাস ও পক্ষ ঐ কালরূপী ঈশ্বরের শরীর; ঐ শরীর দিবারাত্রি দ্বারা সমাবৃত; গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায় উহার ইন্দ্রিয় এবং বৎসর উহার মুখ। কোন কোন মহাত্মা স্বীয় ধীশক্তিপ্রভাবে এই দৃশ্যপদার্থ সমুদায়কেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু বেদে অন্নময়াদি পঞ্চকোষকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় অগম্য ও দুরবগাহ; তিনি জড় ও চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি লিঙ্গশরীর-বিহীন হইয়াও প্রাণিগণের লিঙ্গশরীরে অবস্থান করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা উঁহারে নিত্য বলিয়া অবগত আছেন। তিনি অবিদ্যাপ্রভাবে চৈতন্যস্বরূপ জীবের জড়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুত ঐ জড়ত্ব জীবের স্বরূপ নহে। কারণ তত্ত্বজ্ঞানের পর আর উহার উদ্ভব হয় না; অতএব সেই জীবের একমাত্র গতি কালরূপী পরমব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? পুরুষ মহাবেগে ধাবমান বা দণ্ডায়মান হইলেও তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারে না; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহে। তাঁহারে কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ প্রজাপতি, কেহ কেহ ঋতু, কেহ কেহ মাস, কেহ কেহ পক্ষ, কেহ কেহ দিবস, কেহ কেহ ক্ষণ, কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণ, কেহ কেহ মধ্যাহ্ণ, কেহ কেহ অপরাহ্ণ এবং কেহ কেহ মুহূর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। লোকে সেই একমাত্র ব্রহ্মকে নানারূপে নির্দ্দেশ করে; কিন্তু তিনি কালস্বরূপ।

তাঁহার অধীনে সমুদায়ই অবস্থান করিতেছে ; সেই কালের প্রভাবে বলবীর্য্য-সম্পন্ন কত শত ইন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছে ; উহার প্রভাবে সকলকেই অতীত হইতে হইবে। কালই সমুদায় পদার্থের সংহার করিতেছে ; অতএব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হওয়া কর্ত্তব্য। কেহই কালকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। লোকে যে রাজশ্রীরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী বলিয়া বিবেচনা করেন, উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অচিরস্থায়ী। লক্ষ্মী কখনই এক স্থানে অবস্থান করেন না ; অতএব বৃথা গর্ব্বিত হইয়া কাহারও নিন্দা করিও না, এবং শান্তভাব অবলম্বন করিবে।

৩০৫। পণ্ডিতেরা লক্ষ্মীকে দুঃসহা, বিধিৎসা, ভূতি, লক্ষ্মী ও শ্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩০৬। ধাতা বা বিধাতা লক্ষ্মীকে এক স্থান হইতে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারেন না। তিনি কালপ্রভাবেই এক স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন ; অতএব লক্ষ্মীভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

৩০৭। যেখানে সত্য, দান, ব্রত, তপস্যা, পারাক্রম ও ধর্ম্ম, লক্ষ্মী সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি সত্যবাদীতায়, জিতেন্দ্রিয়তায় ও ব্রাহ্মণের হিতকারীতায় বিমুখ ; ব্রাহ্মণগণের প্রতি ঈর্ষাপ্রদর্শন করেন ও স্বয়ং উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করেন, এবং কাল কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমিই নিরন্তর লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকি এই বাক্য মনুষ্যসমাজে কীর্ত্তন করেন, লক্ষ্মী উহাঁরে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন।

৩০৮। কি দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই একাকী চিরকাল লক্ষ্মীকে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীর বর-প্রভাবে বেদদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহারে চারি অংশে বিভাগ করিয়া চারি স্থানে রাখায়, লক্ষ্মী চিরকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনানু-সারেই লক্ষ্মী তাঁহার প্রথম অংশ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় অংশ সলিলে, তৃতীয় অংশ অনলে ও চতুর্থাংশ সাধু পুরুষে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

৩০৯। লোক পিতামহ স্বয়ম্ভুর নিয়ম অনুসারেই সূর্য্যদেব নিরন্তর লোক সমুদায়কে তাপ প্রদান পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছেন। মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস উহাঁর

দক্ষিণায়ন হইয়া থাকে। দিবাকরের ঐ অয়নদ্বয়প্রভাবেই সমুদায় লোকের শীত, গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে।

৩১০। অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়; কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে হৃদ্গত কল্যাণময় পরমাত্মারে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়; পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই; তিনি গর্ভস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে মনুষ্যকে কখন ধর্ম্মের ও কখন অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যাহার যাহা প্রাপ্তব্য, তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারম্বার যে যে গর্ত্তবাসে নিযুক্ত করেন, তাহাদিগকে সেই সেই গর্ত্তে বাস করিতে হয়; কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ত্ত আশ্রয় করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না। প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিরে সুখ দুঃখ প্রদান করিতে পারে না; অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনারে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য। কি তপস্বী, কি দেবতা, কি মহাসুর, কি ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কি বনবাসী, আপদ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সদসদ্বিচারজ্ঞ মহাত্মারা সেই আপদ দর্শনে কখনই ভীত হন না। মহতী অর্থসিদ্ধি যাঁহারে হৃষ্ট করিতে পারে না, যিনি ঘোরতর ব্যসনেও মুগ্ধ হন না এবং যিনি অবিচলিতচিত্তে সুখজনক, দুঃখজনক ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা ভোগ করেন, তাঁহারেই ধুরন্ধর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখজনক মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লবনিবন্ধন ভীত

না হয়, তাহারে সভা বা তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব সবিশেষ আলোচনা করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কার্য্য অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, তাঁহারা মোহকালেও মুগ্ধ হন না। যখন মনুষ্য মন্ত্র, বল, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, পৌরুষ, চরিত্র, ব্যবহার বা অর্থ সম্পত্তিপ্রভাবেও অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, তখন কোন দ্রব্য লাভ হইল না বলিয়া পরিতাপ করা নিতান্ত নিষ্ফল। বিধাতা পূর্ব্বে যাঁহারে যে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছেন। মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখদুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়েও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে পারেন এবং তাঁহারেই সমুদায় ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৩১১। এই বিশ্বসংসারমধ্যে কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেই লক্ষ্মীকে লাভ করিবার বাসনায় যত্ন করিয়া থাকে; তিনি সমুদায় লোকের ভূতির নিমিত্ত সূর্য্যকিরণ বিকসিত পদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি পদ্মা, লক্ষ্মী, ভূতি, শ্রী, শ্রদ্ধা, মেধা, সন্নতি, বিজিতি, স্থিতি, ধৃতি, সিদ্ধি, স্বাহা, স্বধা, নিয়তি ও স্মৃতি এবং ইন্দ্রের সম্পত্তিস্বরূপ। তিনি জয়শালী ধার্ম্মিক নরপতিদিগের সেনামুখ, ধ্বজ, রাজ্য ও অন্তঃপুরে এবং সংগ্রামে পলায়ন-পরাঙ্মুখ, জয়শালী, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুবুদ্ধি, ব্রহ্মনিষ্ঠ, দানশীল বীরগণের নিকট বাস করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ব্বে সত্যধর্ম্মপ্রভাবে সংযত হইয়া অসুরগণের নিকট বাস করিয়াছিলেন এবং যে সময়ে তাহাদিগের বুদ্ধিবিপর্য্যয় অবলোকন করিয়া ইন্দ্রের নিকট অবস্থান করিতে অভিলাষিণী হইলেন, সেই সময়ে ইন্দ্র কহিলেন দেবি! আপনি কি নিমিত্ত দৈত্যদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং কি অপরাধেই বা এক্ষণে তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলেন? লক্ষ্মী কহিলেন, দেবরাজ! যাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ধৈর্য্যশালী ও স্বর্গলাভে অনুরক্ত, আমি সেই সমস্ত পুরুষের প্রতিই অনুরক্ত থাকি। পূর্ব্বে দৈত্যগণের দান, অধ্যয়ন, সত্য, যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের আরাধনা এবং গুরু ও অতিথিদিগের সৎকারবিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল; তাহারা

গৃহমার্জ্জনতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, হোমপরায়ণ, গুরুশুশ্রূষা নিরত, দান্ত, ব্রাহ্মণের হিতকারী, শ্রদ্ধান্বিত, জিতক্রোধ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যত্নপূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও অমাত্যদিগের প্রতিপালন করিত, তাহারা কখনই পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিত না। কেহই পরস্ত্রী দর্শনে কাতর হইত না। সকলেই দাতা, গ্রহীতা, মান্য, বিনয়জ্ঞ, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সরল, দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত, ভৃত্য ও অমাত্যগণের পরিতোষক, কৃতজ্ঞ, প্রিয়বাদী, লজ্জাশীল, যতব্রত, সুস্নাত, সুগন্ধচর্চ্চিত, বিদ্যালঙ্কারসমলঙ্কৃত, উপবাস-পরায়ণ, তপোনুষ্ঠাননিরত, বিশ্বস্ত, ব্রহ্মবাদী এবং সমুচিত মান ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ ছিল। তাহারা সকলেই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিত; কেহই প্রাতঃকালে শয়ন, দিবসে নিদ্রাসেবন এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করিত না। তাহারা প্রযত ও ব্রহ্মবাদী হইয়া প্রাতঃকালে ঘৃত ও মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন; ব্রাহ্মণগণের পূজা; নিশীথসময়ে শয়ন; দীন, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, পীড়িত ও স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও তাহাদিগকে ধনদান এবং ভীত, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, ব্যাধিযুক্ত, কৃশ, হৃতসর্ব্বস্ব ও দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা আশ্বাস প্রদান করিত; পরস্পর হিংসাপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের অতিক্রম করিত না; সতত তপস্যায় অনুরক্ত এবং গুরু ও বৃদ্ধদিগের শুশ্রূষায় নিরত থাকিত; দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথিগণের যথাবিধি সৎকার ও তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিত; একাকী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও পরস্ত্রীগমনে পরাঙ্মুখ ছিল; সর্ব্বজীবের প্রতি আত্মবৎ দয়া প্রকাশ করিত; শূন্যস্থানে, পশুযোনিতে বা অযোনিতে অথবা পর্ব্বকালে বীর্য্যত্যাগ করিত না; সকলেই দান, দক্ষতা, সরলতা, উৎসাহ, অনহঙ্কার, সৌহার্দ্দ্য, সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা, প্রীতিকর বাক্য ও মিত্রগণের প্রতি অদ্রোহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ সমুদায়ে সমলঙ্কৃত ছিল; নিদ্রা, অসম্প্রীতি, অসূয়া, অনবধানতা, বিষাদ ও অন্যান্য স্পৃহা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না। পূর্ব্বে দানবগণ এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়াতে আমি সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি অনেক যুগ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। কালক্রমে এক্ষণে উহারা ঐ সমুদায় গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিক

বৃদ্ধ সভাসদ্গণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকদিগের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদিগের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতন ব্যতীত দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাত্রিযোগে, তাহাদিগের চীৎকারধ্বনি শ্রুত এবং অগ্নির প্রভা মন্দীভূত হইয়া থাকে। পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে; সকলেই সন্তানপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথি-দিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধান্য সমুদায় ইতস্তত বিকীর্ণ ও দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে; তাহারাও উচ্ছিষ্টহস্তে ঘৃতস্পর্শ করে। তাহাদিগের গৃহিণীগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্যপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলে কেহই আর তাহার সংস্কার করে না; সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন ও শস্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদায় পাক করিয়া থাকে; সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতিগৃহে দিবারাত্রি কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিরে কেহই আর সম্মান করে না; সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছে। শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই; তাহাদের মধ্যে জাতিসঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; তাহারা আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান বা

বেদহীন ব্রাহ্মণদিগের শাসন করে না। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; স্ত্রীলোকেরা পুরুষবেশ এবং পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে; পূর্ব্বপুরুষেরা উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিলে পুত্রপৌত্রাদিরা তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু নাস্তিকতা নিবন্ধন উহাদের মধ্যে কেহই আর সে ফলভোগে অধিকারী হইতেছে না; কাহার কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে সে অতি বিশ্বাসের পাত্র মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহারে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্পমাত্র ধন দ্বারা সম্ভূয়সমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। সদ্বংশজাত ব্যক্তিরাও পরধনাপহরণ মানসে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; শূদ্রগণ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেকেই বিনা নিয়মে এবং কেহ কেহ বা বৃথা নিয়ম ধারণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছে, শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে; গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখ্য ব্যবহার করিতেছেন; বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদ্রতুল্য গাম্ভীর্য্যশালী বেদবিদগ্রগণ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মূর্খেরা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিতেছে। আচার্য্যগণ শিষ্যের মতানুসারে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও তাহাদিগের কথানুসারে ইতস্তত গমনাগমন করিয়া থাকেন। কুলবধূরা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীরে আহ্বানপূর্ব্বক গর্ব্বিত-ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্নসহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধনবিভাগপূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্তৃক অপহৃত অথবা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধুবান্ধবগণও বিদ্বেষপ্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। ফলত দৈত্যকুলে সমুদায় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, গুরুদারাপহারী, অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়ম-বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। হে দেবেন্দ্র! দানবগণ এক্ষণে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আর আমি তাহাদিগের নিকট অবস্থান করিব

না স্থির করিয়া স্বয়ং তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার সংবর্দ্ধনা কর, তাহা হইলে সকল দেবতাই আমার সম্মান করিবেন। আমি যে স্থানে অবস্থান করি, আমার প্রিয়সহচরী জয়া, আশা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষান্তি, বিজিতি, সন্নতি ও ক্ষমা এই অষ্ট দেবীও সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। উহাদের মধ্যে জয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি আমি উহাদিগকে লইয়া অসুরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি অতঃপর ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত দেবগণমধ্যে অবস্থান করিব; এই আমার অভিলাষ। অতএব লোকের ভাবী সম্পদ ও বিপদের পূর্ব্বলক্ষণ কি তাহা এই উদাহরণস্বরূপ ইতিহাস পাঠ করিয়া ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবধারণ করিবে।

৩১২। যাঁহারা স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা অন্যকৃত স্তুতিনিন্দা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করেন না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রু কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিরেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কখনই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন না। পূজাকাল সমুপস্থিত হইলে ব্রতনিরত হইয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। সতত জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। কায়মনোবাক্যে কখন অপকার বা সমকক্ষের প্রতি ঈর্ষা করেন না এবং অন্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া কখনই অনুতাপিত হন না। যাঁহারা অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা না করেন, তাঁহাদিগকে কখনই অন্যকৃত নিন্দা ও প্রশংসা শ্রবণ করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী প্রশান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরাই ঈর্ষ, ক্রোধ ও পরাপকার পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবকে দেহ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া পরমসুখে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদিগের একজনও বান্ধব বা শত্রু নাই এবং যাঁহারা কাহারও বন্ধু বা শত্রু নহেন, তাঁহারা সর্ব্বদা পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথ আশ্রয় করেন, তাঁহারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; আর যাহারা ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করে, তাহারা সততই বিষাদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হন না। যে ব্যক্তি যাহা হইতে

যে বস্তুর বাঞ্ছা করে, সেই ব্যক্তি তাহা হইতে তাহাই লাভ করিলে ধার্ম্মিক ব্যক্তির কিছুমাত্র ঈর্ষা হয় না। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অবমানিত হইলে অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট ও সম্মানিত হইলে সম্মানকে বিষতুল্য বিবেচনা করিয়া উদ্বেজিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বদোষবিমুক্ত মহাত্মা অন্য কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া সুখে নিদ্রিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহারে অবজ্ঞা করে, তাহার নিদ্রা হয় না। যে মহাত্মারা পরম গতি লাভ করিতে প্রার্থনা করেন, এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলেই তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

৩১৩। মহর্ষিগণ পঞ্চদশ নিমেষপরিমিত কালকে কাষ্ঠা; ত্রিংশৎ কাষ্ঠা-পরিমিত কালকে কলা, সার্দ্ধদ্বাবিংশতি পলাধিক ত্রিংশৎ কলাপরিমিত কালকে মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তপরিমিত কালকে দিবারাত্রি, ত্রিংশৎদিবারাত্রি পরিমিত কালকে মাস ও দ্বাদশ মাস পরিমিত কালকে সংবৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সংবৎসরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দ্বারা বিভাগ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় গতি দ্বারা মানবগণের এই দিবারাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। প্রাণিগণ দিবাভাগে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং রাত্রিযোগে নিদ্রাসুখ অনুভব করে। মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়। তন্মধ্যে শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিন ও কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি। মানবগণের এক সম্বৎসরে দেবলোকের এক দিন ও এক রাত্রি হয়; তন্মধ্যে উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিবা ও দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের চারি সহস্র আটশত বৎসরে সত্য; তিন সহস্র ছয়শত বৎসরে ত্রেতা; দুই সহস্র চারিশত বৎসরে দ্বাপর এবং এক সহস্র দুইশত বৎসরে কলিযুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগরূপ কাল প্রতিনিয়ত লোকসমুদায়কে ধারণ করিতেছে। এই কালই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত পরব্রহ্মস্বরূপ। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎকালে কোন ব্যক্তিই কোনরূপ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। অন্যান্য যুগে ক্রমে ক্রমে বেদবিহিত ধর্ম্মের এক এক অংশ ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে ক্রমশঃ চৌর্য্য, মিথ্যা ও হিংসাদি দ্বারা অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ রোগবিহীন ও সিদ্ধকাম হইয়া চারিশত বৎসর জীবিত থাকে। ত্রেতাযুগে তিনশত, দ্বাপর যুগে দুইশত ও কলিযুগে একশত বৎসর মানবগণের পরমায়ু হয় এবং ঐ

সমুদায় যুগে তাহাদের বেদবিহিত ধর্ম্ম, ক্রিয়াফল ও বেদের ফল ক্ষয় হইয়া যায়। ক্রমশঃ যুগহ্রাসনিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে চারিযুগে দেবমানের দ্বাদশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে। এইরূপ সহস্রযুগ অতীত হইলে ব্রহ্মার একদিন ও আর সহস্রযুগ অতীত হইলে তাঁহার একরাত্রি হয়। ব্রহ্মার দিবসে জন্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হয় ও রাত্রিতে প্রলয় হইয়া থাকে। প্রলয়ের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই বিশ্ব-সংসার আপনাতে লীন করত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শয়ন করেন এবং প্রলয়ের অবসান হইলেই জাগরিত হন। নিদ্রার অবসানে সেই অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর জাগরিত হইয়া অহঙ্কারের সৃষ্টি করেন, সেই অহঙ্কারে পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হয়।

৩১৪। তেজোময় ব্রহ্মই সকলের বীজস্বরূপ; তাঁহা হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি সহায়বিহীন হইয়াও প্রথমত জড়-স্বরূপা মায়া ও চেতনস্বরূপ পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ পুরুষ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল। দূরগমন-শীল বহুধাগামী এবং প্রার্থনা ও সংশয়াত্মক মন সৃষ্টিবিধানাভিলাষে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত ঐ মন হইতে শব্দগুণ আকাশের উৎপত্তি হয়, তৎপরে আকাশ হইতে অতি পবিত্র, বলবান্ স্পর্শগুণ বায়ুর; বায়ু হইতে দ্যুতিমান্ রূপগুণ অগ্নির; ঐ অগ্নি হইতে রসগুণ সলিলের এবং সলিল হইতে গন্ধগুণ পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চমহাভূতমধ্যে যে ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার গুণও লাভ করিয়াছে। আকাশ কোন মহাভূত হইতে সম্ভূত হয় নাই, সুতরাং উহা আপনার গুণ ভিন্ন অন্য কাহার গুণলাভে অধিকারী নহে; একমাত্র শব্দই উহার গুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান

রহিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় মূঢ়তানিবন্ধন জল ও বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি করিয়া ঐ গন্ধকে ঐ উভয়েরও গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ গন্ধ কেবল পৃথিবীরই গুণ; উহা জল ও বায়ুতে মিশ্রিত থাকে বলিয়া ঐ দুই পদার্থ গন্ধযুক্ত হয়; বস্তুত গন্ধ উহাদিগের গুণ নহে।

৩১৫। মহত্তত্ত্বাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। পরিশেষে তাহারা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া হস্তপদাদিবিশিষ্ট স্থূলশরীরে পরিণত হইল। ঐ স্থূল শরীরকে পুরী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; সুতরাং উহাতে যিনি বাস করিলেন, তাঁহার নাম পুরুষ। তৎপরে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মন এই ষোড়শ পদার্থবিরচিত লিঙ্গশরীর স্বীয় অদৃষ্টের সহিত স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইল। পরে সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত মায়া প্রভৃতিরে লইয়া সেই লিঙ্গশরীরে প্রবেশ করিলেন। লোকে উহাঁরে প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করে; উনি প্রথমে স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিয়া পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, নদী, সমুদ্র, দিক্, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প এবং নিত্য অনিত্য সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সৃষ্টি-কালে যে যে পদার্থ যে যে গুণ অধিকার করিল, উহারা পুনরায় উৎপন্ন হইবার সময়েও সেই সেই গুণে অধিকারী হইল। লোকে অদৃষ্টানুসারে হিংসা, অহিংসা, মৃদুতা, ক্রূরতা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা প্রভৃতি যাহা চিন্তা করে, সে পরজন্মে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে রত হয়। জগদীশ্বরই আকা-শাদি ভূত, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্যসমুদায়ের আকৃতি সমুদায় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে ও কেহ কেহ বা স্বভাবকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ কেহ ঐ তিনের প্রত্যেকের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উহারা একত্র হইয়াই সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়েই কারণ এবং কেহ বা এ উভয়েই কারণ নহে

বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমব্রহ্মকেই সমুদায় কার্য্যের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

৩১৬। মনুষ্যেরা তপস্যা দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন। মন ও বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল। মনুষ্য বিশুদ্ধসত্ব হইয়া তপোবলেই সমুদায় কামনা পূর্ণ করিতে পারে। তপস্যা দ্বারাই জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তপোবলে সেই পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন, তিনিই সকলের প্রভু হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ তপোবলেই দিবানিশি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রথমে জগদীশ্বর আদ্যন্তশূন্যা বেদরূপা বাঙ্ময়ী বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋষিদিগের নাম, দেবগণের সৃষ্টি, প্রাণিগনের নানারূপ কার্য্য প্রবৃত্তির মন্ত্র সমুদায়ের নাম কল্পনা করিয়াছেন। লোক সমুদায় সেই বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। বেদশাস্ত্রে বেদাধ্যয়ন, গার্হস্থ্য, তপস্যা, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যজ্ঞ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই দশবিধ জীবের মুক্তি লাভের উপায় যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। বেদ ও বেদান্তে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি উক্ত দশবিধ উপায় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। দেহাভিমানী জীবগণ কার্য্য দ্বারা সুখদুঃখযুক্ত ভেদবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তত্বজ্ঞানী পুরুষ বলপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারেন। বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্র বিশেষরূপে অবগত হইতে পারেন, তিনিই অনায়াসে পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোপাসনা, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেব দ্বিজের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের উপাসনাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল না। ত্রেতাযুগেই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দ্বাপরে যজ্ঞের নাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিতে আর যজ্ঞের সম্পর্কও থাকিবে না। সত্যযুগে মানবগণ অদ্বৈতনিষ্ঠ হইয়া ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদোক্ত কাম্য যজ্ঞ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল যোগবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যে সমস্ত পরাক্রান্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্থাবরজঙ্গম সমুদায় প্রাণীর শাসন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে

সমুদায় লোক বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় অনুরক্ত ছিল। দ্বাপরযুগে লোকসমুদায়ের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত বেদাধ্যয়নাদি হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিযুগে বেদ সমুদায় কখন লক্ষিত ও কখন অলক্ষিত হইবে। মানবগণ কেবল অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যজ্ঞের সহিত উৎসন্ন হইয়া যায়। বেদজ্ঞ ব্যক্তি স্বধর্ম্মচারী হইয়াও যুগধর্ম্মনিবন্ধন কামনাপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র যজ্ঞব্রত ও তীর্থস্নানাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা নূতন নূতন বিবিধ স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগেই নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন শীতাদি ঋতু একবার বিগত হইয়া পুনরায় সমাগত হইলে তৎসমুদায়ে তাহাদের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সকল আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ প্রলয়াবসানে ব্রহ্মাদিতেও পূর্ব্ববৎ আধিপত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রজাগণ কাল প্রভাবেই উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে সমস্ত প্রাণী সুখদুঃখ-নিরত হইয়া সর্ব্বদা স্বভাবানুসারে অবস্থান করে, কালই তাহাদের আশ্রয় ও পোষণকর্ত্তা।

৩১৭। প্রলয়সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয় এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থিত সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পাদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে; জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিলরাশি চতুর্দ্দিক আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক গভীর শব্দসহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতি সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজালমধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু, জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতি প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তির স্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়; তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবিবর্জ্জিত ও আকারপরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত শব্দের

ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে; ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়। তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালের চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সঙ্কল্পকে আয়ত্ত করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানরূপ সঙ্কল্প সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই সঙ্কল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিরে এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত শব্দে এবং সেই অব্যক্ত শব্দ আত্মায় প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরমব্রহ্ম। এইরূপে ভূতসমুদায় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩১৮। ব্রাহ্মণের পিতা তাঁহার জাতকর্ম্ম অবধি সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিবেন। সমাবর্ত্তন সুসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ বেদপারদর্শী আচার্য্যের নিকট নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় নিরত হইয়া গুরুঋণ হইতে বিমুক্ত হইবেন। তৎপরে গুরু অনুমতি প্রদান করিলে তিনি দেহের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, বাণপ্রস্থে ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা যতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিবেন। গৃহী ব্যক্তি এই সমুদায় ধর্ম্মেরই মূল কারণ। গৃহস্থ ব্যক্তি দমগুণান্বিত, কামক্রোধাদিবর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ পুত্রবান, বেদপারদর্শী ও যাজ্ঞিক হইয়া পিতৃলোক, ঋষি ও দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক অন্যান্য আশ্রমে গমন করিবেন। এই পৃথিবীমধ্যে যে যে স্থান তাঁহার পবিত্র বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থানে অবস্থান করা এবং কীর্ত্তিবিষয়ে আদর্শস্বরূপ হইতে যত্নবান হওয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দুষ্কর তপোনুষ্ঠান, বিদ্যার পারদর্শিতা এবং যজ্ঞ ও দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি যতকাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকে, তিনি ততদিন পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃথা দান ও বৃথা প্রতিগ্রহ করা কদাপি বিধেয় নহে। যজমান হইতে ধনাগম হইলে তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান, শিষ্য হইতে

ধনাগম হইলে তাহা দান এবং কন্যার শ্বশুরাদির নিকট হইতে ধনাগম হইলে তাহা বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; গৃহী ব্রাহ্মণের দেবতা, পিতৃলোক, ঋষি ও গুরুজনদিগের অর্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং তাঁহার প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের উপায়ান্তর নাই। যাহার পর নাই ক্লেশ স্বীকার করিয়াও বৃদ্ধ, আতুর বুভুক্ষ ও শত্রুসন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে আহার প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যথার্থ যোগ্যপাত্রে কিছুমাত্র অদেয় নাই।

৩১৯। মুক্তি যদি প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানবান্, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞদিগকে মোক্ষলাভে অধিকারী করিতে সমর্থ হন, কিন্তু যাহারা কিছুমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জন করে নাই, তাহারা আপনারে বা অন্যকে কদাচ বিমুক্ত করিতে পারে না। যিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবেন; পরিচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থান, যোগসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগে অনুরাগপ্রদর্শন, শরীরযাত্রানির্ব্বাহক ফলমূলভক্ষণ, আসনাদি যোগ, বৈরাগ্য অবলম্বন, বেদবাক্যে সিদ্ধান্তবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, আহারের নিয়ম, স্বাভাবিক বিষয়প্রবৃত্তি সংকোচ, মনঃসংযম ও দুঃখদোষাদি দর্শন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করেন, বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া বাক্য ও মনঃসংযম করা তাঁহার আবশ্যক; আর যিনি শান্তিলাভের অভিলাষ করেন, জ্ঞানবলে আত্মসংযম করা তাঁহার শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ বা নিতান্ত নির্গুর ও বেদানভিজ্ঞ, পাপস্বভাব বা ধার্ম্মিক ও যাজ্ঞিক অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরন্তর ক্লেশে নিপতিত যে কোনরূপ হউক না কেন, যদি তিনি বাগাদিসংযম করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জরামৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যোগযুক্ত হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইলেও স্বকর্ম্মত্যাগজনিত দোষে আর লিপ্ত হইতে হয় না।

৩২০। মনুষ্যের দেহ রথস্বরূপ; যজ্ঞাদিধর্ম্ম উহার সারথির উপবেশন-স্থান; অকার্য্যনিবৃত্তি উহার বরূথ, বৈরাগ্য ও আসনাদিযোগ উহার কুবরদ্বয়; অপান উহার অক্ষ; প্রাণ উহার যুগকাষ্ঠ; প্রজ্ঞা উহার সার; জীব উহার বন্ধন, সাবধানতা উহার ফলকদ্বয়ের সংশ্লেষ; চরিত্র উহার নেমি; দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও শ্রবণ উহার চারি অশ্ব; প্রজ্ঞা উহার রথীর উপবেশনস্থান;

সমস্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্র উহার প্রতোদ, জ্ঞান উহার সারথি; আত্মা উহার অধিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উহার পুরঃসর; ত্যাগ উহার পরম উপকারী চেট এবং ধ্যান উহার প্রাপ্য অর্থ। ঐ রথ মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্তৃক যোজিত হইলে বিশুদ্ধ মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া বিরাজমান হয়। ইহাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়।"

৩২১। যিনি অতি ত্বরায় অক্ষয় ব্রহ্মলাভের মানস করিয়া ঐ রথ যোজন করিতে অভিলাষী হন, তাঁহার নিমিত্ত এক সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। এক বিষয়ে চিত্তসন্নিবেশকে ধারণা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ধারণার বিষয় সাতটি; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। সংযমী ব্যক্তি ক্রমশ এই সাত প্রকার ধারণা করিয়া উহাদের ফল ক্রমশ প্রাপ্ত হইবেন। এই সপ্তবিধ ধারণা ব্যতীত দূরস্থ চন্দ্র, সূর্য্য এবং সন্নিকৃষ্ট নাসাগ্র প্রভৃতি পদার্থে বিবিধ ধারণার বিষয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক অব্যক্ত ধারণার ফল লাভ করাও সংযমীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩২২। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে যোগসিদ্ধি অনুভব করিয়া থাকেন। স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদবুদ্ধি-বিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশসমাশ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়া-কাশে জলরূপ দর্শন হয়। জলাকার অন্তর্ধান করিলে বহ্নিরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয় এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ উর্ণাতন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগীদিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে, যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন; যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীরে কম্পিত করিতে পারেন; আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের স্বারূপ্যলাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হন; সলিলসিদ্ধ ব্যক্তির স্বেচ্ছানুসারে কূপতড়াগাদি পান করিতে পারেন; অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয়

না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীর অহঙ্কার পরাজিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চভূত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বুদ্ধি পরাজিত হইলে সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য জ্ঞান প্রাদুর্ভূত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত অব্যক্ত ব্রহ্মভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৩২৩। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তুল্যরূপে নির্ণীত আছে। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু এই চারি লক্ষণসম্পন্ন মহত্তত্ত্বাদিজনিত দেহের নাম ব্যক্ত; আর জন্মাদিলক্ষণচতুষ্টয়বর্জ্জিত প্রকৃতিরে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদ ও অন্যান্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মানিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবাত্মা মহদাদি তত্ত্বরূপ উপাধিযুক্ত, চতুর্ব্বর্গফলাকাঙ্ক্ষা ও পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত; শাস্ত্রে ইহারেও ব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই চেতনস্বরূপ হইয়াও জড়দেহাদির সাহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকেন। বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই বেদে উভয়বিধ আত্মার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তত্ত্বজ্ঞানীরা একমাত্র পরমাত্মারেই দর্শন করিয়া থাকেন।

৩২৪। উপনিষদ্বেত্তা জ্ঞানীরা বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মমতা ও অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবর্জ্জিত ও নিঃসংশয়; যাঁহার শরীরে ক্রোধ বা দ্বেষের লেশ মাত্র নাই; যিনি কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না; তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও যিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন; যিনি কদাচ অন্যের অশুভচিন্তা করেন না; যিনি কায়মনোবাক্যে পরপীড়াপ্রদানে পরাঙ্মুখ থাকেন এবং যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। যিনি বিষয় লাভে অভিলাষী না হইয়া অযত্নসুলভ বস্তু প্রতিগ্রহপূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; যিনি লোভপরাঙ্মুখ, দুঃখশূন্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, যজ্ঞাদিকার্য্যবিহীন; যিনি কদাচ অন্যকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করেন না; যিনি সত্যসঙ্কল্প; যিনি সকলের প্রতি সমভাবে মিত্রভাব স্থাপন করেন; লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্যজ্ঞান; প্রিয় বা অপ্রিয় উপস্থিত

হইলে যিনি হৃষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না; নিন্দা ও স্তুতিবাদকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং যিনি স্পৃহাশূন্য, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও অহিংসক, সেই যোগী মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি অনিমাদি যোগৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে অধিকারী হন। এই রূপে যিনি কায়মনোবাক্যে যোগানুষ্ঠানে নিরত হইয়া সুখদুঃখাদিশূন্য হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।

৩২৫। যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল স্বভাবকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে মুমুক্ষু শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারা মূঢ়। স্বভাব কারণ বলিয়া যাহাদিগের দৃঢ়সংস্কার হইয়াছে, ঋষি বা অন্যান্য ব্যক্তিদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলেও তাহাদিগের কিছুমাত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না; আর যাহারা স্বভাবেই কারণ এই মত অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহারাও কথন আপনার হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না; অতএব মূঢ় ব্যক্তিদিগের মনোমধ্যে স্বভাবই সমুদায়ের কারণ বলিয়া যে বুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা কেবল তাহাদের বিনাশের নিমিত্তই হইয়া থাকে। স্বভাব জগতের কারণ নহে। যদি স্বভাবই সমুদায় পদার্থের কারণ হইত, তাহা হইলে কৃষ্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত লোকের আর যত্ন করিবার আবশ্যক থাকিত না; সকল বস্তুই স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারিত; কিন্তু দেখ, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্যসমুৎপন্ন শস্য সংগ্রহ এবং যান, আসন, আবাসগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ও রোগের ঔষধ সমুদায় প্রস্তুত করিতেছেন। প্রজ্ঞাবলে অর্থসিদ্ধি ও শ্রেয়োলাভ হয়; নরপতিরা প্রজ্ঞাবলেই রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবলে ভূত-সমুদায়ের স্থূলসূক্ষ্মভেদ অবগত হইতে পারা যায়। বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে সমুদায় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে; আবার বিদ্যাতেই সমুদায় লয়প্রাপ্ত হয়। জীব সমুদায় চারিপ্রকার; জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জঙ্গম পদার্থ সমুদায়ের চেষ্টা আছে বলিয়া উহারা স্থাবর পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ। জঙ্গমের মধ্যে দ্বিপাদ ও বহুপাদসম্পন্ন অনেক জীব বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিপাদ প্রাণিগণ বহুপাদ জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দ্বিপাদ আবার দুই প্রকার; মনুষ্য ও পিশাচাদি। তন্মধ্যে পার্থিব মনুষ্যগণ অন্নাদি ভোগসুখে নিরত থাকে বলিয়া উহারা পিশাচাদি অপেক্ষা প্রধান। পার্থিব মনুষ্যগণ আবার দুই প্রকার; উত্তম ও মধ্যম। উত্তমেরা বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভনিবন্ধন মধ্যমগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মধ্যমেরা

আবার জাতিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে বলিয়া নিকৃষ্ট অপেক্ষা প্রধান। মধ্যম দুই প্রকার; ধর্ম্মজ্ঞ ও অধর্ম্মজ্ঞ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য ও অকার্য্যের অবধারণে সমর্থ বলিয়া উহারা অধর্ম্মজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও আবার বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে বেদের প্রতিষ্ঠা-নিবন্ধন বেদজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও বেদবক্তা ও বেদবক্তৃতাবিহীন এই দুই শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে বেদবাদী ব্যক্তিরা বেদ এবং বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞবিধি সমুদায় বিশেষ বিদিত হইয়া ঐ সমুদায়ের প্রচার করিয়া দেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বেদবক্তাও আবার আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানবিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ বলিয়া আত্মজ্ঞানবিহীন অপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়কে অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মারে অবলোকন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই দেবতা; ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহাঁদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহাঁরা জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্ম সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

৩২৬। সত্যযুগে সমুদায় মনুষ্য তপোনুষ্ঠাননিরত, সংশয়বিহীন ও সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতা হইতে সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়া আসিতেছে। সত্য-যুগে মানবগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অভেদবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কাম দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগের প্রথমে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম বিশেষরূপে বিহিত ছিল; দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণের আয়ুর অল্পতাপ্রযুক্ত তৎসমুদায়ের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিযুগের শেষে ঐ সমুদায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; কলিযুগে বেদাদি কখন বা ঈষৎ প্রকাশিত ও কখন বা একবারে অপ্রকাশিত হইবে; কলিযুগে মানবগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও অধর্ম্মনিপীড়িত এবং গো, ভূমি ও

ওষধি সমুদায় হীনরস হইবে। জলের মধুরত্ব থাকিবে না; বেদাধ্যয়ন, বেদোক্ত ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সমুদায় তিরোহিত হইয়া যাইবে ও স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা দুঃখভোগ করিবে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই বিকারযুক্ত হইবে। পার্থিব উদ্ভিজ্জগণ যেমন বৃষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রতিযুগে বেদ দ্বারা যোগাঙ্গ সমুদায় পুষ্ট হইয়া থাকে। আদ্যন্তশূন্য বিবিধরূপধারী কাল হইতেই সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহার হইতেছে; কালই প্রাণিগণের নিয়ন্তা এবং উৎপত্তিনাশের কারণ; জীবগণ এই কালকেই আশ্রয় করিয়া স্বভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

৩২৭। ব্রাহ্মণের জপ, ক্ষত্রিয়ের দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ পশুহিংসা, বৈশ্যের দেবদ্বিজের তৃপ্তিসাধনার্থ শস্যোৎপাদন ও শূদ্রের তিন বর্ণের সেবাই যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়পরতন্ত্র, স্বকার্য্যনিষ্ঠ ও সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তাঁহারে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৩২৮। বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জগদীশ্বর পৃথিব্যাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায় জীবগণের শরীরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীবগণ সেই মহাভূত সকলকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রাণিগণের ভূমি হইতে দেহ, জল হইতে স্নেহ ও জ্যোতি হইতে চক্ষু লাভ হইয়াছে; বায়ু প্রাণ ও অপানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং আকাশ শ্রোত্রাদিতে অবস্থান করিতেছে। জীবগণের চরণে বিষ্ণু, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি, কর্ণে দিক্ ও জিহ্বায় সরস্বতী ভোগবাসনায় অবস্থান করিতেছেন। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। সারথি যেমন বশীভূত অশ্ব সকলকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। জীব আবার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিয়া থাকে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টিসংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়। ইন্দ্রিয়, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ, শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম, চেতনা, মন, প্রাণ, অপান ও জীব নিরন্তর মনুষ্যের

দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। সত্ত্বাদি গুণসমুদায় ও বুদ্ধ্যাদি জীবের আশ্রয় নহে ; পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। পরমাত্মা জীবের স্রষ্টা ; গুণসমুদায় জীবের সৃষ্টিবিধানে কদাচ সমর্থ নহে। মনীষী ব্রাহ্মণ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শ গুণপরিবৃত জীবাত্মারে মন দ্বারা বুদ্ধিমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন ; কেবল দীপস্বরূপ বিশুদ্ধ মন দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা অব্যয়, অশরীরী, ইন্দ্রিয়বিরহিত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশূন্য। যোগিগণ তাঁহারে দেহ-মধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন। জড়দেহে অব্যক্তভাবে অবস্থিত পরমাত্মারে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পণ্ডিতেরা বিদ্বান্ সৎকুল-সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডালকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন জীব আপনাতে সমস্ত ভূত ও ভূত-সমুদায়ে আপনারে অভিন্নভাবে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি আত্মারে আত্মদেহে ও পরদেহে তুল্যরূপ জ্ঞান করেন, তিনিই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। যিনি ব্রহ্মভাবলাভার্থী হইয়া সকল ভূতকেই আত্মতুল্য বিবেচনা করেন এবং যিনি সকল ভূতের হিতাভিলাষী, দেবতারাও সেই অলৌকিকপথগামী মহাত্মার গমনপথ অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন আকাশে পক্ষীর ও জলমধ্যে মৎস্যের গমনচিহ্ন কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের গতি অন্যের অনুভূত হইবার নহে। কাল সকল ভূতকেই বিনষ্ট করিতেছে ; কিন্তু যাঁহার প্রভাবে সেই কাল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারে কেহই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। সেই পরম-স্বরূপ পরমাত্মা ঊর্দ্ধ, অধ, মধ্য বা তির্য্যক্স্থানে অবলোকিত হন না। এই সমুদায় লোকই তাঁহার অন্তরস্থ ; তাঁহার বহির্ভাগে কিছুই নাই। যদি কেহ মন ও কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় অপ্রতিহতবেগে গমন করে, তাহা হইলেও সেই সকলের কারণ ঈশ্বরের অন্তপ্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ; অথচ স্থূল হইতেও স্থূল ; তাঁহার ইয়ত্তা করা কাহারই আয়ত্ত নহে। সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপাদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, চক্ষু ও মস্তক এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ বিকীর্ণ রহিয়াছে ; তিনি সমস্ত লোক আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন ;

তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেও কেহ তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। পরমাত্মা অক্ষর ও ক্ষর এই দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হন। তন্মধ্যে অবিনাশী চৈতন্য অক্ষর এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক জড়দেহ ক্ষর বলিয়া অভিহিত হয়। "স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের অধিপতি নিশ্চল, নিরুপাধিক, পরমাত্মা নবদ্বারযুক্ত পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হংসরূপে নির্দ্দিষ্ট হন; আর পণ্ডিতেরা মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি পদার্থসঞ্চিত, ক্ষয়, সুখদুঃখ, বিপর্য্যয় ও বিবিধ কল্পনাসম্পন্ন শরীরমধ্যে জন্মরহিত জীবাত্মারেও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অভিন্ন জ্ঞান করেন। যিনি সেই পরমাত্মারে প্রাপ্ত হন, তিনি উপাধি ও জন্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

৩২৯। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগদোষ যোগিগণের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শান্তপ্রকৃতি হইলেই ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগী হইলেই কাম ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেই নিদ্রা ক্ষয় করা যায়। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা কাম ও বুভুক্ষা, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং সৎকার্য্য দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সতত অপ্রমত্ত হইয়া ভয় এবং জ্ঞানবান্‌দিগের শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইয়া দম্ভগুণ পরিত্যাগ করা উচিত। মনোভঙ্গকর হিংসাযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ, অগ্নি ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা এবং দেবগণকে প্রণাম করা যোগিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধ্যান, বেদাধ্যয়ন, দান, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দ্বারা তেজোবৃদ্ধি, পাপধ্বংস, অভীষ্ট সংসাধন ও বিজ্ঞানলাভ হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট, পাপবিহীন, তেজস্বী, অল্পাহারানরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কামক্রোধকে বশে আনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করিবেন। যোগজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা নিবিষ্টচিত্তে মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাত্রির পূর্ব্বভাগ ও শেষভাগে বুদ্ধির সহিত মনকে সংযোজিত করিবেন। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত থাকিলেই মনুষ্যের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সেই ইন্দ্রিয়রূপ একমাত্র দ্বার অবলম্বন করিয়া সচ্ছিদ্র চর্ম্মময় জলাধারস্থ সলিলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায়; অতএব ধীবর যেমন প্রথমে জালদংশক্ষম মৎস্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া অন্যান্য মৎস্য সমুদায়কে আক্রমণ করে, তদ্রূপ যোগশীল ব্যক্তি প্রথমে মনকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবেন। যোগবিদ্ পুরুষ চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা ও জিহ্বা এই চারি ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া মনে ও মনকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবেন। মন ইন্দ্রিয়-গণের সহিত সমবেত হইয়া বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইলেই যোগী ব্যক্তি ধূমবিহীন প্রজ্বলিত অনলশিখার ন্যায় সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় ও গগনমণ্ডলস্থ বিদ্যুদগ্নির ন্যায় হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতহিতৈষী ধৃতিমান্ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই যোগবলে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে ছয় মাস পূর্ব্বোক্তরূপে যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৩৩০। যোগশীল ব্যক্তি অনন্যমনে বাস করিবার নিমিত্ত শূন্য গিরিগুহা, দেবস্থান অথবা নির্জ্জন গৃহ আশ্রয় করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে অন্যসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক উপেক্ষানিরত, নিয়মিতাহারী ও লাভালাভে সমজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন।

৩৩১। বেদে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ এই দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। জীব কর্ম্মপ্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। জীব কর্ম্মপ্রভাবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানপ্রভাবে তাহার নিত্য অমৃতত্ব লাভ হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যেরা কর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে বারম্বার দেহপরিগ্রহ করিতে হয়। কর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হয়; কিন্তু যে স্থানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই এবং যথায় গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; জ্ঞান ভিন্ন সেই স্থান উপলব্ধ হইবার উপায়ান্তর নাই। লোকের জ্ঞান জন্মিলেই তাহার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, নিশ্চেষ্ট, অমৃত ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখদুঃখ অনুভব করিতে হয় না এবং তাহার সঙ্কল্পও আপনার মোহজাল বিস্তার করিতে পারে না। সেই অবস্থায় জীব সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে এবং সকলের প্রতি তুল্যরূপে মিত্রভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মময় পুরুষ ও জ্ঞানময় পুরুষ ইঁহারা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন। অমাবস্যায় সূক্ষ্মকলাসম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন

অদৃশ্য থাকে, অথচ উহা বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্যকাল অবিনষ্টই থাকেন; আর নভোমণ্ডলে বক্রাকার অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাস-বৃদ্ধিসম্পন্ন হন, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের এইরূপই ফল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৩৩২। মন ও ষোড়শ কলাসঞ্চিত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গশরীরে পদ্মপত্রস্থ সলিলবিন্দুর ন্যায় যে দেবতা অবস্থান করিতেছেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ; লোকে যোগবলে তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি বুদ্ধির গুণ; বুদ্ধি জীবাত্মার গুণ এবং জীবাত্মা পরমাত্মার গুণ। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, দেহ স্বভাবত জড়; উহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের সহিত যুক্ত হইলেই সচেতন হইয়া থাকে। জীবই দেহকে সচেষ্ট ও জীবিত করে। ঐ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক পরম বস্তু আছেন; তাঁহা হইতেই সপ্তভুবন কল্পিত হইয়াছে।

৩৩৩। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি কামদ্বেষশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুরূপ ব্যবহার করেন, তিনিই পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। চারি আশ্রমের সোপান ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সেই সোপানে আরোহণ করিলেই ব্রহ্মলোকে গমন করা যাইতে পারে। ধর্ম্মার্থকোবিদ ব্রহ্মচারী ঈর্ষাশূন্য হইয়া গুরু বা গুরুপুত্রের নিকট জীবনের চতুর্থভাগ অতিবাহিত করিবেন। গুরুভক্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী গুরুর অনুমতি ক্রমে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় তাঁহারে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করিবেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যসময়ে যে সমুদায় রস ও গন্ধসেবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সমাবর্ত্তনের পর তাঁহার সেই সকল ব্যবহার করা ধর্ম্মানুগত। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর যে সমুদায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিয়ত সেই সমুদায়ের আচরণ করা এবং আচার্য্যের বশবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সাধ্যানুসারে গুরুর প্রীতিসাধন করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও উপবাসাদি দ্বারা গুরুগৃহে জীবনের চতুর্থভাগ গত হইলে আচার্য্যকে দক্ষিণা দান করিয়া যথাবিধানে গুরুগৃহ হইতে সমাবৃত্ত হইবেন এবং তৎপরে গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নীসমভিব্যাহারে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রতচর্য্যা দ্বারা জীবনের দ্বিতীয় ভাগ অতিবাহিত করিবেন।

৩৩৪। পণ্ডিতেরা গৃহীদিগের চারিপ্রকার জীবনোপায় নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তদনুসারে কেহ কেহ ত্রৈবার্ষিক ধান্য ও কেহ কেহ এক-বার্ষিক ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, কেহ কেহ প্রতিদিন ভক্ষ্যবস্তু আহরণ করিয়া ভোজন করেন এবং কেহ কেহ বা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ। উহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যজনাদি ষট্‌কার্য্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন দান ও প্রতিগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন ও দান এবং চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যয়নমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহীদিগের ব্রত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মোদর-পূরণার্থ অন্ন পাক ও পশুহত্যা করিতে অনুজ্ঞা করা গৃহস্থের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন। দিবাভাগে এবং প্রথমরাত্রি ও শেষরাত্রিতে নিদ্রানুভব করা, দিবারাত্রির মধ্যে দুইবারের অধিক ভোজন করা ও ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীসম্ভোগ করা গৃহস্থের কথনই কর্ত্তব্য নহে। গৃহী ব্যক্তিরা গৃহাগত ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারে ভোজন করাইবেন এবং বেদবিদ্যা-বিশারদ স্বধর্ম্মোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্, তপস্বী শ্রোত্রিয়গণ অতিথি হইলে তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার করিয়া হব্য কব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। কি স্বধর্ম্মজ্ঞাপনার্থ বৃথা নখলোমধারী, অগ্নিহোত্র পরিত্যাগী, গুরুর অপ্রিয়-কারী ব্যক্তি, কি চণ্ডাল যে হউক না কেন, গৃহে উপস্থিত হইলেই তাহাকে ভোজন প্রদান করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তিরা প্রত্যহ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগকে এবং অন্যান্য প্রাণিগণকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিবেন। প্রত্যহ বিঘস ও অমৃতভোজন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যবস্তুই অমৃতস্বরূপ। যে গৃহস্থ পোষ্যবর্গের ভোজনাবসানে ভোজন করেন, তাঁহারে বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। স্বদারনিরত, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থগণ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, পিতা, মাতা, সগোত্রা স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, কন্যা ও

দাসবর্গের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ ও সমুদায় লোক জয় করিতে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে ব্রহ্মলোকের, পিতারে প্রজাপতিলোকের, অতিথিরে ইন্দ্রলোকের, ঋত্বিক্‌গণকে দেবলোকের, সগোত্রা স্ত্রীরে অপ্সরোলোকের, জ্ঞাতিদিগকে বিশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে দিক্‌সমুদায়ের, মাতা ও মাতুলকে পৃথিবীর এবং বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগকে আকাশের অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব গৃহস্থগণ আচার্য্যাদির উপাসনা করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মলোকাদি জয় করিতে পারেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার তুল্য; ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় দেহস্বরূপ; ভৃত্যবর্গ ছায়াস্বরূপ এবং দুহিতা অনুগ্রহের ভাজন; অতএব জিতক্লম ধর্ম্মশীল গৃহধর্ম্মনিরত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ সহোদরাদি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অকাতরে উহা সহ্য করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মপরায়ণ গৃহীদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেমন ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্য অপেক্ষা বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থ অপেক্ষা ভৈক্ষ্য শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ গৃহিদিগের ধান্যসঞ্চয় অপেক্ষা অসঞ্চয় ও অসঞ্চয় অপেক্ষা কপোতবৃত্তি উৎকৃষ্ট। গৃহস্থ ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষোপযুক্ত ধান্য-সংগ্রহকারী কপোতবৃত্তিসমাশ্রিত ও উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ গৃহস্থগণ যে রাজ্যে সৎকৃত হইয়া অবস্থান করেন, সেই রাজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। যাঁহারা অব্যথিতচিত্তে এই প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা সম্রাট্‌দিগের গতি লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ পুরুষ পরমপবিত্র হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় উদারস্বভাব গৃহস্থগণের নিমিত্ত বিমানসংযুক্ত পরমরমণীয় স্বর্গলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বিধিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অতিক্রম করিয়া গার্হস্থ্যবৃত্তি আশ্রয় করিলে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে পারে। এই গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকের তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ আশ্রয় করা উচিত।

৩৩৫। যখন গৃহস্থ আপনার মাংস লোল ও কেশজাল শুক্লবর্ণ নিরীক্ষণ করিবেন এবং যখন তাঁহার অপত্যের অপত্য উৎপন্ন হইবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমী আয়ুর তৃতীয়ভাগ অরণ্য-মধ্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া গার্হপত্য প্রভৃতি

তিন অগ্নির পরিচর্য্যা, দেবগণের অর্চ্চনা, আহার নিয়ম, দিবসের ষষ্ঠভাগে ভোজন, অগ্নিহোত্র রক্ষা, ধেনু প্রতিপালন, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গের অনুষ্ঠান, অকৃষ্টপচ্য ধান্য, যব, নীবার ও বিঘস আহার এবং পঞ্চযজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বানপ্রস্থাশ্রমেও চারিপ্রকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে; তদনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও অতিথিসৎকারের নিমিত্ত কেহ কেহ এক দিনের, কেহ কেহ এক মাসের, কেহ কেহ এক বৎসরের এবং কেহ কেহ বা দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। বানপ্রস্থেরা বর্ষাকালে বৃষ্টিবেগ সহ্য করিবেন এবং হেমন্তে সলিলমধ্যে অবস্থিত ও গ্রীষ্মের সময় পঞ্চতপা হইবেন। পরিমিত আহার, ধরাসনে শয়ন, পাদাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া অবস্থান, ভূতলে বা আসনে উপবেশন ও তিনসন্ধ্যা স্নান করিবেন। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দন্ত ও কেহ কেহ প্রস্তর দ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকেন; কেহ কেহ শুক্লপক্ষে, কেহ কেহ কৃষ্ণপক্ষে একবার মাত্র যবাগু ভক্ষণ করেন; কেহ কেহ বা উহা প্রাপ্ত হইলেই ভোজন করিয়া থাকেন এবং কেহ মূল, কেহ ফল ও কেহ বা পুষ্পমাত্র দ্বারা জীবনযাত্রানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থদিগের এই রূপ ও অন্যান্যরূপ নিয়ম সমুদায় নির্দ্দিষ্ট আছে।

৩৩৬। সন্ন্যাস চতুর্থ ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম উপনিষদ্ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে; উহাতে সকলেরই অধিকার আছে। জরাজীর্ণ ও ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া শেষাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা উচিত।

৩৩৭। মনুষ্যের যতদিন যোগাভ্যাসে অধিকার না জন্মে, ততদিনই তাঁহার ব্রহ্মযজ্ঞ ও দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আপনাতে গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নি বিলীন করিয়া তাহাতে যাগ করিবেন। অন্নের নিন্দা না করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পাঁচ বা ছয় গ্রাস ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রভাবে পবিত্র হইয়া কেশ ও লোম মুণ্ডন এবং নখচ্ছেদনপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করা বানপ্রস্থদিগের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ সকলকে অভয়দানপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহার তেজোময় লোক সমুদায় লাভ হয় এবং তিনি দেহান্তে পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুশীল নিষ্পাপ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ইহলোক বা পরলোকের নিমিত্ত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ক্রোধ,

মোহ ও সন্ধিবিগ্রহশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যিনি অহিংসা প্রভৃতি সংযম ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মপালনে অপরাঙ্মুখ হন এবং যিনি সন্ন্যাসবিধি অনুসারে আত্মান্বেষণ ও যজ্ঞোপবীত নিক্ষেপ করেন, সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সদ্য বা ক্রমশ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

৩৩৮। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে চিত্তদোষ সংশোধন করিয়া চারি আশ্রমের মধ্যে উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে। সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত সহায়-শূন্য হইয়া একাকাই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। যিনি আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া একাকী বিচরণ করেন, আত্মা কখন তাঁহারে পরিত্যাগ করেন না এবং ঐরূপ ব্যক্তিরে কখন মোক্ষপদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না। নিরগ্নি ও বাসস্থানপরিশূন্য হইয়া অন্নার্থে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, প্রাত্যহিক আহারসঞ্চয়, চিত্তের একাগ্রতাসাধন, অল্পাহার, একাহার, করঙ্গ-ধারণ, বৃক্ষমূল আশ্রয়, কষায়বস্ত্রপরিধান সহায়পরিত্যাগ এবং সমুদায় জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সন্ন্যাসীর চিহ্ন। যিনি অন্যের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ না করেন, তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কখন কাহারও কুৎসিত কার্য্য দর্শন ও কুৎসা শ্রবণ বিশেষত স্বয়ং ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করা কদাপি বিধেয় নহে; সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যের মুখে ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই উচিত। যিনি আপনারে সর্ব্বব্যাপী এবং জনাকীর্ণ স্থানকে শূন্যময় বলিয়া বোধ করেন; যিনি যথাকথঞ্চিৎ আহার, যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান ও যথা তথা গমন করিয়া থাকেন, যিনি জনসমাজ সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তিরে নরকের ন্যায় এবং কামিনীগণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন; যাঁহার সম্মান হইলে হর্ষ বা অপমান হইলে ক্রোধের লেশমাত্র জন্মে না এবং যিনি সমুদায় জীবকে অভয় প্রদান করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। জীবনে বা মৃত্যুতে আহ্লাদ প্রকাশ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কালকে প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করাই বিধেয়। চিত্ত ও বাক্যের দোষ পরিহার করা এবং স্বয়ং সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া উচিত। যাহার শত্রু নাই, তাহার

ভয়ের লেশ মাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। ফলত মোহশূন্য ব্যক্তির কিছুতেই আশঙ্কা নাই। যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদায় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মাঙ্গ বিলীন রহিয়াছে। যিনি হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত না হন, তিনি অনায়াসে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শান্তগুণাবলম্বী, সত্যবাদী, ধৈর্য্যশালী, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের রক্ষায় যত্নবান হন, তিনি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। মৃত্যু কখনই এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, নির্ভীক ও নিস্পৃহ ব্যক্তিরে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তিনিই মৃত্যুরে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যিনি সমুদায় বিষয়সংসর্গ হইতে বিমুক্ত ও শান্ত হইয়া আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন, যাঁহার কেহই আত্মীয় নাই, যিনি একাকী বিচরণ করেন, ধর্ম্মার্থই যাঁহার জীবনধারণ, অন্যের উপকারই যাঁহার ধর্ম্ম, যিনি পুণ্যকার্য্য দ্বারা দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকেন, যাঁহার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা কোন কার্য্যে উদ্যোগ নাই, যিনি স্তুতি বা নমস্কারজন্য সুখানুভব করেন না এবং সমুদায় বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহারেই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। জীবমাত্রেই সুখে সন্তুষ্ট ও দুঃখে একান্ত ভীত হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে তাহাদিগের দুঃখ জন্মে, এমন কার্য্য কদাপি কর্ত্তব্য নহে। জীবগণকে অভয়প্রদান করা সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি প্রথমেই হিংসাধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি প্রাণিগণের নিকট অনন্তকাল অভয়লাভ করিয়া থাকেন। মুখব্যাদন করিয়া পঞ্চগ্রাসরূপ প্রাণাহুতি প্রদান করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। ত্রিলোকের আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর সন্ন্যাসীর সর্ব্বশরীরে অবস্থান করেন। তিনি সেই প্রাদেশপরিমিত হৃদয়াকাশস্থিত বৈশ্বানরে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, ঐ আহুতি প্রদানে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা ত্রিগুণসমাবৃত মায়াময় জীবাত্মারে অতি শ্রেষ্ঠ পরমাত্মরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারা কি ভূলোক, কি দ্যুলোক, সর্ব্বত্রই পূজা ও সাধুবাদ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি আত্মাতেই চারি বেদ, কর্ম্মকাণ্ড, আকাশাদি পদার্থ, পরলোক ও পরমার্থ

বিষয় রহিয়াছে বলিয়া অবগত হন এবং নির্লিপ্ত, অপরিমেয়, জ্ঞানময়, শরীরমধ্যে আবির্ভূত পরমাত্মারে হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারেন, দেবতারা তাঁহারে সেবা করিবার জন্য নিয়ত যত্নবান হইয়া থাকেন। যিনি সতত লোকের নিকট অনিন্দনীয় এবং স্বয়ং অন্যকে নিন্দা না করেন, তিনিই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন। নিষ্পাপ ও মোহপাশশূন্য ব্যক্তি কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি ভোগনিবন্ধন সুখ অনুভব করেন না। যে ব্যক্তির লোষ্ট্র ও কাঞ্চন, প্রিয় ও অপ্রিয় এবং নিন্দা ও স্তুতি সর্ব্বত্রেই সমান জ্ঞান হইয়া থাকে; সন্ধি, বিগ্রহ, রাগ ও মোহের লেশমাত্রও থাকে না এবং যিনি সম্পদ্বিহীন হইয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক।

৩৩৯। জীবাত্মা প্রকৃতির বিকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণে যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইতেছেন; কিন্তু তাহারা তাঁহারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শব্দস্পর্শাদিবিষয়, বিষয় অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্তপ্রকৃতি ও অব্যক্তপ্রকৃতি অপেক্ষা পরব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই সকলের প্রাপ্য বস্তু ও পরম গতি। সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন; তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রভাবেই তাঁহারে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তি চিন্তা ও প্রভুত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সমুদায় মহত্তত্ত্বে লীন এবং মনকে তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি দ্বারা সংস্কৃত ও ধ্যান দ্বারা উপরত করিয়া স্বয়ং প্রশান্তচিত্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া কামক্রোধাদিতে আত্মসমর্পণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইতে হয়; অতএব যোগী ব্যক্তি সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে স্থূল বুদ্ধি সন্নিবেশিত করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি হইবেন। যোগিগণ চিত্তপ্রসাদপ্রভাবেই সমুদায় পাপপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত ও স্বরূপস্থ হইয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ ব্যক্তির ন্যায় সুখদুঃখবিহীন এবং নিবাতস্থ দীপ্যমান দীপের ন্যায় নিশ্চল হওয়াই প্রসন্নচিত্ত পুরুষের লক্ষণ।

যে ব্যক্তি অল্পাহারনিরত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপে রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করেন, তিনিই জীবাত্মাতে পরমাত্মারে দেখিতে পান।

৩৪০। সাগরের তরঙ্গ সমুদায় যেমন পরস্পর অভিন্ন পদার্থ হইয়াও বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূমি জল প্রভৃতি মহাভূত সমুদায় অভিন্ন হইয়াও জরায়ুজাদি ভূতসমূহে ভিন্ন ভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে। মহাভূত সমুদায় দেহে অবস্থানপূর্ব্বক সৃষ্টি ও সংহার করিতেছে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ পঞ্চভূতময়। এই পঞ্চভূত হইতেই সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। ভূতস্রষ্টা ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীতেই তারতম্যানুসারে মহাভূত সমুদায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

৩৪১। শব্দ, শ্রোত্র ও দেহস্থ ছিদ্র সমুদায় আকাশ গুণ; প্রাণ, চেষ্টা ও স্পর্শ বায়ুর গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরাগ্নি জ্যোতির গুণ; রস, আস্বাদন ও স্নেহ সলিলের গুণ; ঘ্রেয়, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ। ইহাই ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত পাঞ্চভৌতিক বিকার। স্পর্শ বায়ুর, রস সলিলের, রূপ জ্যোতির, শব্দ আকাশের ও গন্ধ ভূমির গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও পূর্ব্ববাসনা লিঙ্গশরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং ইহারা ইন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া শব্দাদি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসমুদায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া প্রত্যাহার করিয়া থাকে। বুদ্ধিপ্রভাবেই মনুষ্যের দেহে আত্মাভিমান জন্মে। বুদ্ধি শব্দাদিগুণকে প্রকাশিত ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে প্রবর্ত্তিত করিয়া দেয়। বুদ্ধির অভাবে শব্দাদি গুণ, মন ও ইন্দ্রিয় সমুদায় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনুষ্যের দেহে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত রহিয়াছেন। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয় সমুদায়ের আলোচনার, মন তদ্বিষয়ক সংশয়ের ও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কারণ এবং আত্মা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাক্ষী। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় চিত্ত হইতে আবির্ভূত হয়। এই তিনটি গুণ সমস্ত প্রাণীতে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। কার্য্য দ্বারাই উহাদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যাহা আত্মার একান্ত প্রীতিকর, প্রশান্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণের কার্য্য। যাহা বাক্য

মনের নিতান্ত সন্তাপজনক বোধ হইয়া থাকে, তাহাই রজোগুণের কার্য্য; আর যাহা মোহজালজটিল, অব্যক্তস্বরূপ অচিন্তনীয় ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই তমোগুণের কার্য্য। কোন নিমিত্ত বা অনিমিত্তবশত যে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, মমতা ও সুস্থচিত্ততা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিকগুণের, কোন কারণ বা অকারণে যে অভিমান, মিথ্যাবাক্য ব্যবহার, লোভ মোহ ও অসহিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাই রাজসগুণের আর মোহ, প্রমাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা ও জাগরণ তামস গুণের কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৩৪২। কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার। প্রথমত মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে অহঙ্কারপ্রভাবে উহা অনুকূল বা প্রতিকূল, তাহার উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদন করে, তখন উহারে মন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমুদায়ের পৃথক্‌ভাবনিবন্ধন এক বুদ্ধি নানাপ্রকার হইয়া থাকে। বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রসজ্ঞানযুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়। ঐ সমুদায় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জ্ঞানময় আত্মা ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। বুদ্ধি মনুষ্যের দেহে তিনভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাহারে কখন প্রীতিসম্পন্ন, কখন দুঃখযুক্ত ও কখন সুখদুঃখবিহীন করিয়া থাকে। তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র যেমন নদীর বেগ তিরোহিত করে, তদ্রূপ এই বুদ্ধি সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয়কে তিরোহিত করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য যখন কিছু প্রার্থনা করে, তখন তাহার বুদ্ধি মনোরূপে পরিণত হয়। দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত বিবেচনা করা উচিত। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধির সহিত অনুগত হয়, তখন ঐ স্থিরবুদ্ধি বিকৃত হওয়াতে মনোমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের আশ্রয়ে কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। যদি ইন্দ্রিয় সমুদায় বিষয়-

সংসর্গে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাও আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হন না; কিন্তু যখন মনঃপ্রভাবে সেই ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সংযত করা হয়, তখনই প্রদীপপ্রভায় প্রকাশিত পদার্থের ন্যায় আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জলচর পক্ষী যেমন সলিল মধ্যে সঞ্চরণ করিয়াও সলিলে নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ দেহাভিমানপরিশূন্য জ্ঞানবান যোগী বিষয় ভোগ করিয়াও কখন বিষয়দোষে লিপ্ত হন না। যাঁহারা পূর্ব্বকৃত কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মার প্রতি অনুরক্ত হন, যাঁহাদিগের বিষয়বাসনা কিছুমাত্র নাই এবং যাঁহারা সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি বিষয়-বাসনা বিস্তার না করিয়া কেবল জ্ঞানকেই বিস্তার করিয়া থাকে। আত্মা গুণের পারদর্শক ও নিয়ন্তা বলিয়া গুণসমুদায় কখন আত্মারে অবগত হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু আত্মা উহাদিগকে অনায়াসেই অবগত হইয়া থাকে, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন; কিন্তু পুরুষ ঐ সমুদায়ের সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হন না। যেমন জল ও মৎস্য পরস্পর বিভিন্ন হইলেও একত্র মিলিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ, স্বভাবত স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরপরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ হইয়া একত্র অবস্থান করিয়া থাকেন।

৩৪৩। যিনি গন্ধ ও রসাদভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগদ্বেষ প্রকাশ না করেন এবং কীর্ত্তি ও সম্মানলাভে যাঁহার কিছুমাত্র বাসনা নাই, তিনিই যাথাথ ব্রহ্মজ্ঞ। কেবল ঋক্, যজু ও সামাদি বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষাও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায় না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান, সর্ব্বজ্ঞ সমুদায় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুরে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানাপ্রকার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না। যাঁহা হইতে কোন প্রাণী ভীত না হয়, যিনি স্বয়ং কোন প্রাণীরে ভয় না করেন, যাহার কিছুতেই স্পৃহা বা দ্বেষ থাকে না এবং যিনি কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ করেন না, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ইহ-লোকে বিষয়বন্ধন ভিন্ন আর কোন বন্ধনই বিদ্যমান নাই। বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমুদায় বাসনা

পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু বিষয়াভিলাষী ব্যক্তির কখন উহা পূর্ণ হয় না; সে বাসনানিবন্ধন স্বর্গলাভ করিয়া পুনরায় তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বেদ অপেক্ষা সত্য, সত্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষা দান, দান অপেক্ষা তপস্যা, তপস্যা অপেক্ষা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য অপেক্ষা আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সমাধি ও সমাধি অপেক্ষা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি উৎকৃষ্ট। শোক, সন্তাপ ও বিষয়বাসনা মনকে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব সন্তুষ্টচিত্তে মোক্ষের উপায়ভূত সত্ত্বগুণ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যিনি বিশোক, নির্ম্মমতা, নির্ম্মৎসরতা, সন্তোষ, শান্তি ও প্রসন্নতা এই ছয় গুণ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানপরিতৃপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

৩৪৪। আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও পৃথিবী এবং উৎপত্তি বিনাশ ও কাল সমস্ত প্রাণীতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশ ছিদ্রাত্মক ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশাত্মক। মূর্ত্তিশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চরণ, প্রাণ, অপান ও ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর কার্য্য ও স্পর্শ উহার গুণ। তাপ, পাক, প্রকাশ, উষ্মা ও চক্ষু তেজের কার্য্য এবং শ্বেত, গৌর ও কৃষ্ণাদি রূপই উহার গুণ। ক্লেদ, দ্রবীকরণ, রসন, জিহ্বা ও রক্ত মজ্জা প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থ সমুদায় সলিলের কার্য্য এবং রস উহার গুণ। ধাতু, অস্থি, দন্ত, নখ, শ্মশ্রু, রোম, কেশ, শিরা, স্নায়ু ও চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই সমুদায় পৃথিবীর কার্য্য এবং গন্ধ উহার গুণ। আকাশের শব্দ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলের শব্দ, স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণ এইরূপে পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্য ও গুণ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে ঐ পঞ্চভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, মন সংশয়াত্মক ও দেহাভিমানী জীব কর্ম্মের আশ্রয়। জীব সত্যাদি কালকৃত পুণ্যপাপসংযুক্ত হইলেও যদি আপনারে পুণ্যপাপে নির্লিপ্ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহা হইলে আর তাহারে বিমোহিত হইতে হয় না।

৩৪৫। স্থিরতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য, উৎপাদিকাশক্তি, গন্ধ, ঘ্রাণশক্তি, সংঘাত, মনুষ্যাদির আশ্রয়ভাব, সহিষ্ণুতা, স্থূলতা এই সমুদায় পৃথিবীর গুণ;

শৈত্য, রস, ক্লেদ, দ্রবত্ব, স্নেহ, সৌম্যতা, প্রস্রবণ, জিহ্বা, হিমকরকাদিরূপে সংঘাতত্ব ও তণ্ডুলাদির পাচকতা এই সমুদায় সলিলের গুণ ; দুর্দ্ধর্ষতা, জ্যোতি, তাপ, পাক, প্রকাশন, শোক, রোগ, শীঘ্রগামিতা, তীক্ষ্ণতা ও উর্দ্ধপ্রয়াণ এই সমুদায় অগ্নির গুণ ; স্পর্শ, বাগিন্দ্রিয়স্থান, গমনাগমনবিষয়ে স্বাধীনতা, শীঘ্রগামিতা, শৌর্য্য, মোচন, উৎক্ষেপণ, নিশ্বাসাদিচেষ্টা, জন্ম ও মৃত্যু এই সমুদায় সমীরণের গুণ; শব্দ, সর্ব্বব্যাপকতা, ছিদ্রসম্পন্নতা, অনাশ্রয়ত্ব, অনালম্বত্ব, অব্যক্তত্ব, বিকৃতি, অবিকারিতা, অপ্রতিঘাত ও ভূতত্ব এই সমুদায় আকাশের গুণ ; পঞ্চভূত এই পঞ্চাশৎ গুণে অলঙ্কত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ধৈর্য্য, তর্কবিতর্ককৌশল, স্মরণ, ভ্রান্তি, কল্পনা, সহিষ্ণুতা, সৎপ্রবৃত্তি, অসৎপ্রবৃত্তি ও অস্থিরতা এই নয়টি মনের গুণ ; সুষুপ্তি, উৎসাহ, চিত্তের একাগ্রতা, সংশয় ও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণকারিতা, বুদ্ধি এই পাঁচ গুণে অলঙ্কৃত। বুদ্ধির পাঁচ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল বটে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধির ষষ্টিগুণ ; পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ মহাভূতের যে পঞ্চাশৎ গুণ ও নিদ্রা উৎসাহাদি পাঁচ, সমুদায়ে ষাটটি বুদ্ধির গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ঐ গুণ সমুদায় চৈতন্যের সহিত মিলিত থাকে।

৩৪৬। প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা বিপদকালে অল্পমাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সকলের হিতানুষ্ঠান করিয়াথাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। অনুরোধ, বিরোধ, দ্বেষ ও কামনা পরিত্যাগ এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে দৃষ্টিপাত এই সমুদায়ই প্রধান ধর্ম্ম। আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদিসংযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন ইহা বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্য দর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। সমুদায় লোককে সমান বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। বৃদ্ধ, আতুর ও কৃশ ব্যক্তিদিগের ন্যায় অর্থ, কাম ও ভোগবিষয়ে স্পৃহা রাখা কর্ত্তব্য নহে। লোকে যখন স্বয়ং কাম, বিদ্বেষ ও ভয় পরিত্যাগ করে, অন্যকে ভয় প্রদর্শন না করে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। অভয়দানের তুল্য পরমধর্ম্ম আর নাই। যে ব্যক্তি নিতান্ত ক্রূরভাষী ও কঠিন দণ্ডকারী এবং লোকে

মৃত্যুমুখের ন্যায় যাহা হইতে ভীত হয়, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূঢ়েরা সদাচারের কিয়দংশ বিরুদ্ধ দেখিয়া সমুদায় সনাতনধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, কিন্তু বিদ্বান জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা সদাচারের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে যে ব্যক্তি দমগুণ অবলম্বন ও দ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুজনাচরিত আচার আশ্রয় করে তাহারই অচিরাৎ ধর্ম্ম লাভ হয়। যাঁহারা অভয়দানরূপ আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সহায়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট ভোগশালী ও সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে অল্পমাত্র ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিহিত আছে, তাহারা কীর্ত্তিলাভের নিমিত্ত অভয়দানরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; আর যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাহারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্তই লোকদিগকে অভয়দান করিয়া থাকেন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণীরে অভয়দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদায় যজ্ঞের ফল ও অভয়লাভ হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাহার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই; আর লোক সমুদায় গৃহগত সর্পের ন্যায় যাহার ভয়ে সতত উদ্বেগযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি কি ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদায় প্রাণীরে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাহার সর্ব্বলোকাতিগ পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।

৩৪৭। পঞ্চেন্দ্রিয়সংযুক্ত প্রাণিমাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন; অতএব যাহারা প্রাণিগণের বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া দেহযাত্রা করে, তাহারা অতিশয় নিন্দনীয়। ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, অতএব যে ব্যক্তি এই সমুদায় বিক্রয় করে, তাহার কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। গাভি মাতৃতুল্য ও বৃষ প্রজাপতিতুল্য, উহা-

দিগকে বিনষ্ট করিলে নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। যে কার্য্য দ্বারা সমুদায় জীবের অভয় লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না।

৩৪৮। জগতস্থ সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়, সমুদায় লোকেরই সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের অন্যতমে শ্রদ্ধা থাকে; তন্মধ্যে যাহার সত্বগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে সাত্বিক; যাহার রজোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে রাজস ও যাহার তমোগুণে শ্রদ্ধা থাকে, সে তামস বলিয়া বিখ্যাত হয়। ধর্ম্মার্থদর্শী সাধু ব্যক্তিরা এইরূপে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩৪৯। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞ-ভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্মধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিত-গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদায় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উপবাস হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মফল ও গৃহস্থাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ, বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথা মাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, তালরস ও যবাগুতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদায় ভক্ষণের বিধি নাই; বস্তুত কাম, লোভ ও মোহবশতই লোকের ঐ সকল দ্রব্যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদায় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ, পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদায়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। মানবগণ যাহাতে শরীর বিনষ্ট না হয় এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

৩৫০। পিতা স্বয়ং স্বীয় শীল, গোত্র ও কুলের রক্ষার্থ পত্নীতে পুত্ররূপে আত্মারে সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা উভয়কেই আপনার উৎপত্তির প্রধান হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। পিতা জাতকর্ম্ম ও

উপনয়নকালীন যে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহার গৌরব দৃঢ়রূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। ভরণপোষণ ও অধ্যাপনানিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। বেদে ইহাও কীর্ত্তিত আছে যে, পিতা পুত্রকে যাহা অনুমতি প্রদান করেন, তাহা প্রতিপালন করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পুত্র পিতারে কেবল প্রীতিদান করে; কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদায় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব অবিচারিতচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পুত্র সমুদায় পাপ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। পিতা পুত্রকে জন্মদান, অশনবশনাদি প্রদান, বেদাধ্যাপন ও লোকাচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন; পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও তপস্যাস্বরূপ; পিতারে প্রীত করিলেই দেবগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়। তিনি পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই পুত্রের আশীর্ব্বাদরূপে পরিণত হয়। পিতা আহ্লাদিত হইলেই পুত্র সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া থাকে। পিতা ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

৩৫১। অরণি যেমন হুতাশনের উৎপত্তির হেতু, তদ্রূপ জননীই এই পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রধান কারণ। আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের জননীই সুখের একমাত্র আধার। মাতা বর্ত্তমান থাকিলে আপনারে সনাথসম্পন্ন এবং মাতৃবিয়োগ হইলেই আপনারে অনাথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। লোকে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াও জননীরে সম্বোধনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহারে আর শোকাবেগ সহ্য করিতে হয় না। যাহার জননী বিদ্যমান থাকে, সে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও শতবর্ষবয়স্ক হইলেও আপনারে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম বা অক্ষম হউক, স্থূল বা কৃশই হউক, মাতা সতত্তই তাহারে রক্ষা করিয়া থাকেন; মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণকর্ত্তা আর কেহই নাই; মাতৃবিয়োগ হইলেই লোক আপনারে বৃদ্ধ ও দুঃখিত বলিয়া জ্ঞান এবং সমুদায় জগৎ শূন্যময় অবলোকন করিয়া থাকে; মাতার সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই; মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্র প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শৈশবাবস্থায় জননী পুত্রকে প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতারে সেবা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র মাতা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া মাতা পুত্রের অপর দেহস্বরূপ। মৈথুনসময়ে পিতা ও মাতা উভয়েই উৎকৃষ্ট পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ অভিলাষ পিতা অপেক্ষা মাতারই সমধিক হয়, সন্দেহ নাই। পুত্র যাহার ঔরসে ও যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহা মাতার অপরিজ্ঞাত থাকে না। ভরণপোষণনিবন্ধন পুত্রের প্রতি জননীর সমধিক প্রীতি ও স্নেহ জন্মে। স্ত্রীলোকমাত্রেই অবধ্য। পিতাতে দেবতা সকলই অধিষ্ঠান করিতেছেন; কিন্তু জননীতে দেবতা ও মনুষ্য উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন; সুতরাং পিতা কেবল পারলৌকিক শুভদাতা; কিন্তু মাতা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভ প্রদান করিয়া থাকেন।

৩৫২। মিত্রবধ ও কার্য্যপরিত্যাগ সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। অনেকদিন বিবেচনার পর যে মিত্রতা স্থাপিত হয়, তাহা বহুকাল-স্থায়ী হইয়া থাকে। ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অপ্রিয়ানুষ্ঠান ও পাপাচরণবিষয়ে বহুকাল বিলম্ব করাই বিধেয়। লোকে ভৃত্য ও স্ত্রীলোকের অপরাধ অস্পষ্টরূপে অবগত হইলে তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ বিচার করিবে। কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে বহুকাল বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বহুকাল ক্রোধ সম্বরণ ও বহুবিলম্বে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারে পরিশেষে আর সন্তাপসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না। বহুকাল বৃদ্ধবর্গের সহবাস করিবে; দেবতারে বহুকাল ধ্যান করিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য; বহুক্ষণ কার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে; বহুকাল পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপাসনা, শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সেবা ও আত্মার একাগ্রতা সম্পাদন করিলে মনুষ্য সকলের সমাদরভাজন হইতে পারে। যিনি সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর পশ্চাত্তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না।

৩৫৩। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন। জীব হস্তাদি দ্বারচতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা;

অতএব ঐ দ্বার সমুদায় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ ও নীচজাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশত কাহারেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সত্যব্রত মিতভাষী ও অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাগ্দ্বার সুরক্ষিত হয়; যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শরীররক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন; যে ব্যক্তি এক পত্নীসত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতুসময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থদ্বার পরিরক্ষিত হয়। যে মহাত্মা এইরূপে চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহারেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদায় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদায় কার্য্যই নিষ্ফল হয়; সে তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৩৫৪। সমুদায় লোক বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে: কেহ কখন বেদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না। ব্রহ্ম দুই প্রকার; শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের নাম বেদ, সেই শব্দব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হইল কি না, অনুষ্ঠানকর্ত্তাই তাহা অবগত হইতে পারেন; অন্য ব্যক্তি বেদ বা অনুমান দ্বারা কখনই উহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না।

৩৫৫। কর্ম্ম সমুদায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের শুদ্ধিসম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তদোষের পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, অনভিমান, লজ্জা ও তিতিক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে; ঐ সমুদায় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায়স্বরূপ; মনুষ্য ঐ সমুদায় গুণ দ্বারাই পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈরাগ্য উৎপত্তি হইলেই চিত্তদোষের পরিপাকই যে কর্ম্মের ফল, তাহা স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারেন; বিশুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহারেই পরমগতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

৩৫৬। সাধু ব্যক্তিরা ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপায়ী, তস্কর ও ব্রতবিহীন মানবদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তই নাই। আশার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ ও নিকৃতির পুত্র লোভ; কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা; উহার অপত্য কেহই নহে।

৩৫৭। লোকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ ভোগ্য বিষয়ের আস্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রথমে তৎসমুদায় ভোগ করিতে ইচ্ছা করে; ঐ সমুদায় ভোগ্য বিষয়ের প্রভাবেই লোকের কাম ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তখন সে অভিলষিত বস্তু লাভ ও দ্বেষ্য ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে যত্নবান্ হইয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং বারম্বার রূপরসাদি ভোগ করিতে যত্নবান্ হয়। তৎপরে তাহার অন্তঃকরণে ক্রমে ক্রমে লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মনুষ্য লোভ মোহে অভিভূত ও রাগদ্বেষে সমাক্রান্ত হইলে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন কপটধর্ম্মাচরণ ও ছলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। ছলসহকারে অনায়াসে অর্থ সংগৃহীত হইলে তাহার ঐরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে নিতান্ত স্পৃহা জন্মে; তাহার সুহৃদ ও পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে নিবারণ করিলে সে বিবিধ হেতুবাদ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্যে উত্তর করে; ঐ পাপাত্মার রাগ ও মোহজনিত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান, পাপ কার্য্যের চিন্তা ও পাপকার্য্য প্রকাশনিবন্ধন কায়িক, মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়। সাধু ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট চিত্তে সেই অধার্ম্মিকের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন। পাপাত্মারা আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রতা করে; উহারা ইহলোক বা পরলোকে সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না। এই সমস্ত পাপাত্মার দোষ ও কার্য্য।

৩৫৮। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অন্যের কুশলাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বয়ং কুশল লাভ করিয়া থাকেন। পরোপকাররূপ ধর্ম্ম দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি সুখদুঃখবিচারক্ষম হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে পাপাত্মার দোষ সমুদায় দর্শনপূর্ব্বক সাধুদিগের সহবাস করেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াই অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন; যে কার্য্য দ্বারা

গুণলাভ হয়, তাহাই সতত অনুশীলন করেন এবং আত্মতুল্য সুশীল ব্যক্তির সহিতই মিত্রতাসংস্থাপন করিয়া থাকেন। সুশীল মিত্র ও ধর্মার্জ্জিত ধনলাভ-নিবন্ধন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে যাহার পর নাই আনন্দলাভ হয়। মনুষ্য ধর্মপ্রভাবেই উৎকৃষ্ট রূপ দর্শন, রস আস্বাদন, গন্ধ আঘ্রাণ, শব্দশ্রবণ ও স্পর্শসুখানুভব করিতে পারে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ধর্মানুষ্ঠানের ফললাভ করিয়াও উহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। যখন রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, সেই সময়ই তিনি সকাম হইতে বিমুক্ত হন এবং সমুদায় লোক বিনশ্বর দর্শন করিয়া কাম্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন। ফলত যে ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে পাপকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে; ধার্ম্মিক ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

৩৫৯। ক্ষমাবলে ক্রোধ, সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা কামনা, সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা নিদ্রা, সাবধানতা দ্বারা লজ্জা, আত্মচিন্তাপ্রভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ধৈর্য্যগুণে কাম ও দ্বেষ, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ভ্রম প্রমাদ ও বিষয়বাসনা, জ্ঞানাভ্যাসপ্রভাবে অনুসন্ধান ও অকার্য্য পর্য্যালোচনা, পরিমিত পরিমাণে হিতকর ও লঘুপাক বস্তুর ভোজন দ্বারা শারীরিক ক্লেশ, সন্তোষপ্রভাবে লোভ ও মোহ, দয়াপ্রভাবে অধর্ম্ম, নিত্য অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম, অদৃষ্ট পর্য্যালোচনা দ্বারা আশা, স্পৃহা পরিত্যাগ দ্বারা অর্থ, সমুদায় বস্তু অনিত্য বিবেচনা করিয়া স্নেহ, যোগপ্রভাবে ক্ষুধা, করুণা দ্বারা আত্মাভিমান, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা, বেদপ্রত্যয় দ্বারা সন্দেহ, মৌনাবলম্বন দ্বারা বাচালতা এবং ষড়্‌বর্গের বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা পরাজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমত বুদ্ধিবলে বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই বুদ্ধিরে বশীভূত করিবে; তৎপরে আত্ম-জ্ঞান প্রভাবে সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়া পরিশেষে জীবাত্মারে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিবে। শান্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটিরে যোগানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; অতএব ঐ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগসাধনের উপায়ভূত দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য,

লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদায় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপনিহত, সঙ্কল্প সমুদায় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহারনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কাম, ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ লাভের বাসনা করেন। ফলত কায়, মন ও বাক্যের সংযম এবং মৃদুতা, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ, এই সমুদায় মোক্ষলাভের প্রধান উপায়।

৩৬০। পরমাত্মা সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে যে সমস্ত বস্তু হইতে ভূত সৃষ্টি করেন, বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা তৎসমুদায়কে পঞ্চ মহাভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীবাত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঐ সমস্ত মহাভূত হইতে অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি করেন। ঐ পঞ্চ মহাভূত তেজঃস্বরূপ নিত্য ও নিশ্চল; জীব উহাদের ষষ্ঠ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূত; এই পাঁচ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই নাই। পঞ্চভূত হইতেই দেহাদি কার্য্য উৎপন্ন হয়; এই পঞ্চভূত ও জীব যাহার কারণ, তাহা বিনশ্বর, সন্দেহ নাই। পঞ্চভূত, জীব, পূর্ব্বসংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ; প্রাণিগণ এই আটটি পদার্থ হইতে উদ্ভূত ও ঐ সমুদায়েই লীন হইয়া থাকে। জন্তু বিনষ্ট হইলে তাহার শরীর পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়; আবার উহার উৎপত্তিকালে ভূমি হইতে দেহ, আকাশ হইতে শ্রোত্র, তেজ হইতে চক্ষু, বায়ু হইতে বেগ ও জল হইতে শোণিত উৎপন্ন হয়। চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের জ্ঞানসাধক দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও আস্বাদন এই পাঁচটি উহাদের ক্রিয়া; ঐ পাঁচ ইন্দ্রিয় রূপ রস প্রভৃতি আপনাদিগের বিষয় সমুদায় স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; আত্মাই উহাদের দ্বারা ঐ সমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি ও বুদ্ধি হইতে আত্মাই শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি বিষয় সমুদায় জ্ঞাত হয়। পরে মনোবৃত্তি দ্বারা ঐ সমস্ত সম্যক্ বিচার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা ঐ সমুদায়ের নিশ্চয় করিয়া থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয় চিত্ত মন ও বুদ্ধি এই আটটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মুখ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্যপ্রয়োগ ও অভ্যবহারার্থ মুখ, গমনের নিমিত্ত চরণ, কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত হস্ত, পুরীষত্যাগের নিমিত্ত পায়ু ও রেতনিঃসারণের নিমিত্ত উপস্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিন্ন আর একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে; উহার নাম প্রাণ। উহারে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৩৬১। ইন্দ্রিয় সমুদায় শ্রান্তিনিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নির্বৃত্ত হইলেই মনুষ্য নিদ্রিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রামকালে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি তিন প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই সবিশেষ প্রশংসনীয়; ঐ বৃত্তিত্রয়ের প্রভাবে লোকে জাগ্রদবস্থাতে যাহা যাহা বাসনা করে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষের অন্তরে জাগ্রদ্দশাতে সুখ, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই চারিটি সতত বিরাজিত থাকে; এই নিমিত্ত তাহারা স্বপ্নযোগেও ঐ সমুদায় অনুভব করেন। সাত্ত্বিক পুরুষের ন্যায় রাজস ও তামস পুরুষের অন্তরে জাগ্রদবস্থায় তাহাদের মনোবৃত্তির অনুরূপ যে যে ভাব সমুদিত হয়, তাহারা স্বপ্নযোগেও তৎসমুদায় অনুভব করিয়া থাকে। ফলত জাগ্রদবস্থাতে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয়ের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নে এবং স্বপ্নে যাহার অনুভব হয়, তাহা জাগ্রদবস্থাতে অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও প্রাণ আর সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবত্রয় এই সপ্তদশ গুণ বিদ্যমান আছে; জীবাত্মা উহাদের অষ্টাদশ। তিনি নিত্য ও অবিনশ্বর। যে সপ্তদশ গুণ মনুষ্যের শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, জীবাত্মা অদর্শন প্রাপ্ত হইলে তৎসমুদায় আর দেহে অবস্থান করিতে পারে না। এই অষ্টাদশ গুণ, দেহ ও জঠরানল এই বিংশতি পদার্থের একত্র অবস্থানকেই পাঞ্চভৌতিক সংঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীব প্রাণবায়ুর সহিত সমবেত হইয়া এই শরীরকে রক্ষা করিতেছেন, আবার তিনিই এই দেহনাশের কারণ। জীব এক পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া প্রারব্ধের ক্ষয় হইলেই দেহ পরিত্যাগ করেন এবং তৎপরে ঐ দেহে সঞ্চিত পুণ্যপাপপ্রভাবে পুনরায় অন্য দেহে অধিষ্ঠিত হন। লোকে যেমন জীর্ণ গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন গৃহে গমন করে, সেইরূপ জীব কর্ম্মফলসমুৎপন্ন এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তর পরিগ্রহ

করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা এই বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারা বন্ধুবিয়োগনিবন্ধন কিছুমাত্র অনুতাপ করেন না। নির্ব্বোধ লোকেরাই তদ্বিষয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বস্তুত এই জীবলোকে কেহই কাহার সম্বন্ধী নহে। একমাত্র জীবই লোককে সুখ দুঃখ প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর তাহার দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। জীবের জন্মমৃত্যু নাই। উনি সময়ক্রমে পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করেন। কর্ম্মের নাশ হইলেই উঁহার পুণ্যপাপময় দেহ হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে। পুণ্যপাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত সাঙ্খ্যশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। পুণ্যপাপ ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৩৬২। বিবেকশীল মহাত্মারা ব্রহ্মলোককেও নিতান্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অল্পমাত্র বিষয়েই নিরন্তর বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। কি ঐহিক সুখ কি স্বর্গীয় সুখ, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত হইতে পারে না। যেমন বলীবর্দ্দের বৃদ্ধির সহিত তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয়, বিষয়তৃষ্ণা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। লোকের অতি অল্পমাত্র পদার্থের প্রতি মমতা জন্মিলেও সেই পদার্থের নাশনিবন্ধন তাহারে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। কামাসক্ত হওয়া কাহারও বিধেয় নহে; কামে অনুরক্ত হইলে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব অর্থলাভ করিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্যয় করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সমুদায় প্রাণীরে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্য সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, প্রিয়, অপ্রিয় এবং ভয় ও অভয় পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রশান্তচিত্ত ও নিরাময় হইতে পারে। দুর্ম্মতি মূঢ়েরা যাহারে পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ না হয় এবং মহাত্মারা যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বিষয়তৃষ্ণারে পরিত্যাগ করিতে পারিলে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা বিশুদ্ধ সদাচারসম্পন্ন হইয়া ইহলোক ও পরলোকে অসাধারণ সুখানুভব ও কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন।

৩৬৩। যাঁহার বাক্য ও মন সতত সংযত থাকে, এবং তপস্যা, দান ও যজ্ঞই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, তিনি অনায়াসে ঐ সকল সৎকর্ম্মপ্রভাবে সমুদায় মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিদ্যার সমান চক্ষু ও ফল, ত্যাগের তুল্য সুখ এবং বিষয়স্পৃহার সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। একাগ্রতা, সর্ব্বভূতে সমভাব, সত্য, স্বধর্ম্মে অবস্থান, দণ্ড পরিত্যাগ, সরলতা ও কার্য্যবিরতি এই সমুদায় ব্রাহ্মণের পরম ধন।

৩৬৪। প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষেই হউক, বাক্য মন ও ইঙ্গিত দ্বারাও কোন ব্যক্তির নিন্দা করা উচিত নহে; হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলের সহিত মিত্রতা করা অবশ্য কর্ত্তব্য; এই বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কোন ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করা কদাপি বিধেয় নহে; কেহ নিন্দা করিলে তাহা সহ্য করা উচিত; অন্য অপেক্ষা আপনারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা নিতান্ত গর্হিত; কেহ নিন্দাদি দ্বারা ক্রোধ উদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য এবং কেহ প্রহার করিলে তাহার প্রতি হিতবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কোন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া ব্রহ্মপদ লাভার্থীদিগের ধর্ম্ম নহে।

৩৬৫। কতকগুলি জীব কালপ্রেরিত হইয়া নরকে নিমগ্ন হয়, আর কতকগুলি দেবলোকে গমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে কালযাপন করিয়া থাকে। জীবগণ স্বর্গে ও নরকে নির্দ্দিষ্ট কাল নিঃশেষিতপ্রায় করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যপাপপ্রভাবে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করে; উহাদিগকে সহস্র সহস্রবার তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ ও নরকে বাস করিতে হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। মনুষ্য কর্ম্মানুসারেই তির্য্যক্‌, মনুষ্য ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মফলেই সে বার বার নরকযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই তাহারে মৃত্যুর পর সুখদুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় লাভ করিতে হয়। সকল প্রাণীই পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরায় ভূতলে আগমন করে।

৩৬৬। জীবগণের বর্ণ ছয় প্রকার; কৃষ্ণ, ধূম্র, নীল, রক্ত, হারিদ্র ও শুক্ল। এই সমস্ত বর্ণ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও সুখসম্পাদক; তমোগুণের প্রাধান্যে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থাবরযোনি, রজ ও তমোগুণের প্রাধান্যে ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ তির্য্যক্‌যোনি, রজোগুণের প্রাধান্যে নীলবর্ণ অর্থাৎ মনুষ্যযোনি,

রজ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে রক্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাজাপত্য, সত্ত্বপ্রাধান্যে হারিদ্রবর্ণ অর্থাৎ দেবত্ব এবং কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শুক্লবর্ণপ্রভাবেই জীব নিষ্পাপ, বিগতশোক ও শ্রমবিহীন হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে; কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ। কেননা, জীব সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক শুভপ্রদ শাস্ত্র অবগত হইয়া পরিশেষে সেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আত্মানুভবাত্মিকা গতি লাভ করিয়া থাকে। গতি শুক্লাদি বর্ণের এবং বর্ণ সত্যাদি কালের প্রভাবেই হইয়া থাকে। শুক্ল ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ সমুদায়ের গতি চতুর্দ্দশ প্রকার; ঐ চতুর্দ্দশ প্রকার গতির আবার অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে। গুণপ্রভাবেই জীবের উন্নত লোকে আরোহণ, অবস্থান ও তথা হইতে অবরোহণ হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণের গতি অতি নিকৃষ্ট, ঐ বর্ণপ্রভাবে জীব নরকে বাস ও লক্ষ লক্ষ বৎসর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পশ্চাৎ ধূম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়; ঐ ধূম্রবর্ণের প্রভাবে জীবকে শীতোত্তাপাদি সহ্য করিয়া কালযাপন করিতে হয়। পরিশেষে পাপক্ষয় হইলে উহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই জীব নীলবর্ণ লাভ করে। যখন তাহার সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তখন সে তমোগুণবিমুক্ত ও রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আপনার বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রেয়োলাভার্থ যত্নসহকারে মনুষ্যলোকে পরিভ্রমণ করে; তৎপরে সে এককল্প পুণ্যপাপশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ হারিদ্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়; তৎপরে শতকল্প দেবত্ব ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই মনুষ্যযোনি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দেবত্ব লাভ করিয়া অসংখ্যকল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে একোনবিংশতি সহস্র গতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভোগপ্রদ কর্ম্মসমুদায় হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উত্তরোত্তর উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে। জীব সতত দেবলোকে বিহার করিয়া পশ্চাৎ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং অষ্টকল্প সেই মনুষ্যদেহে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বিমুক্ত হয়। যদি জীব কালসহকারে দেবত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় পাপাচরণ করে, তাহা হইলে তাহারে নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইতে হয়।

৩৬৭। যে ব্যক্তি হুতাশন প্রজ্বলিত দেখিয়া তমোগুণপ্রভাবে বীজ, ওষধি ও রস লইয়া উহাতে আহুতি প্রদান না করে; যে ব্যক্তি পর্ব্বকাল

উপস্থিত হইলে মোহক্রমে উদ্ভিদগণকে ছেদন করে; যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করে; আর যে ব্যক্তি সলিলকে সামান্য জ্ঞান করিয়া উহার উপর মূত্র বা পুরীষ নিক্ষেপ করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৩৬৮। নাগগণের শিরঃসন্তাপ, পর্ব্বতের শিলা, সলিলের শৈবাল, ভুজগের নির্ম্মোক, গো সমুদায়ের পাদরোগ, পৃথিবীর উষরতা, পশুদিগের দৃষ্টিপ্রতিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখাভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা এবং শার্দ্দূলের শ্রমই জ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে; আর ঐ জ্বর স্বনামে প্রসিদ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য সময়ে মানবদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

৩৬৯। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি ও নাশের কারণ। যেমন ঊর্ম্মিমালা সাগরে উদ্ভূত ও সাগরেই বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণীগণের শরীর পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। কূর্ম্মের অঙ্গ সমুদায় যেমন একবার তাহার শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূত সমুদায় মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকাশ হইতে শব্দ, পৃথিবী হইতে কঠিনাংশ, বায়ু হইতে প্রাণ, জল হইতে রস ও তেজ হইতে রূপ সমুদ্ভূত হয়। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রাণীই শব্দাদি গুণসম্পন্ন; উহারা বারম্বার ভূতকর্ত্তা পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন ও প্রলয়কালে তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ভূতভাবন পরমেশ্বর পাঁচ মহাভূত দ্বারাই শরীরের সমুদায় অংশ কল্পিত করিয়া দিয়াছেন। শব্দ, শ্রোত্র ও ছিদ্র সমুদায় আকাশের গুণ; রস, মেদ ও জিহ্বা জলের গুণ; রূপ, চক্ষু ও জঠরানল তেজের গুণ; ঘ্রেয়বস্তু, ঘ্রাণ ও শরীর ভূমির গুণ এবং প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা বায়ুর গুণ।

৩৭০। জগদীশ্বর ঐ সমুদায় শব্দাদিগুণের সৃষ্টি করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এবং কাল, কর্ম্ম, বুদ্ধি ও মনের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি মনুষ্যদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যশরীরে পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব অবস্থান করিতেছে। সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণ সমুদায় ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া

থাকে ; অত এব ইন্দ্রিয়সমুদায় কোন্ গুণের বশীভূত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। মানবগণ চক্ষু দ্বারা দ্রব্য অবলোকন, মন দ্বারা তাহাতে সংশয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার নিশ্চয় করে ; আত্মা কেবল সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কাল, কর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ ইহারা বুদ্ধিরে ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বিষয়ের প্রতি প্রেরণ করে ; বুদ্ধি না থাকিলে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইত, বুদ্ধিই চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা গন্ধগ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন ও ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। যখন বুদ্ধি কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তখন তাহারে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির আশ্রয় ; অতএব ইন্দ্রিয় সমুদায় ও মন দূষিত হইলে বুদ্ধিও দূষিত হইয়া উঠে ; বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ জীবে অধিষ্ঠিত হইয়া সাত্ত্বিকাদি ভাবত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক কখন প্রীতিযুক্ত, কখন শোকসম্পন্ন ও কখন সুখদুঃখ এই উভয় বিরহিত হইয়া থাকে। সরিৎপতি সাগর যেমন বেলা অতিক্রম না করিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি ভাবত্রয় অতিক্রম না করিয়া তাহাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ সমুদিত হইলে হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও বিশুদ্ধচিত্ততা ; রজোগুণ উপস্থিত হইলে খেদ, শোক, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও অক্ষমা এবং তমোগুণ উপস্থিত হইলে অজ্ঞান, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, অসমৃদ্ধি, দৈন্য, প্রমোহ, স্বপ্ন ও তন্দ্রাদি সমুৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাবের উদয় হয়, তাহারে সাত্ত্বিক ; যে দুঃখযুক্ত প্রীতিকর ভাবের উদয় হয়, তাহারে রাজসিক এবং যে মোহযুক্ত অপ্রতর্ক্য অবিজ্ঞেয় ভাবের উদয় হয়, তাহারে তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই সমুদায় অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

৩৭১। দেহ ও জীবাত্মা এই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিভেদ যে, দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হয় ; জীবাত্মা হইতে তাহা হয় না। দেহ ও আত্মা স্বভাবত পৃথক্, কিন্তু মৎস্য যেমন সলিল হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও নিয়ত জলমধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা দেহমধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকে। বিষয় সকল আত্মারে অবগত হইতে অসমর্থ হয় না, কিন্তু আত্মা সর্ব্বতোভাবে বিষয় সমুদায় অবগত হইয়া থাকে। লোকে

আত্মারে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অনুমান করে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে; আত্মা বিষয় সমুদায়ের পরিদর্শকমাত্র। চেতনাযুক্ত দেহ ভিন্ন বুদ্ধির অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই; কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ হইতেই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে; ঐ সমুদায় কারণভূত গুণের স্বরূপ অবগত হওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আত্মা ও দেহে এইরূপ নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে যে, দেহ বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি এবং আত্মা ঐ সমুদায়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। অচেতন ইন্দ্রিয় সমুদায় বুদ্ধিসহকারে প্রদীপের ন্যায় পদার্থ সমুদায়কে প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়ের এইরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া কিছুতেই শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই যথার্থ নিরহঙ্কারী। উর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্রের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ দেহ হইতে বিষয় সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৩৭২। যাহারা শাস্ত্রের যথার্থতত্ত্ব নিরূপণে একান্ত অসমর্থ, সর্ব্বদা সংশয়ারূঢ় ও শমদমাদির অনুষ্ঠানবিহীন; তাহাদের গুরুপূজা, জ্ঞানবৃদ্ধদিগের উপাসনা ও সতত শাস্ত্র শ্রবণ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৭৩। মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ, অমিত্রের নিগ্রহ, ত্রিবর্গ সংগ্রহ, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্যসঞ্চয়, সাধুদিগের সহিত সদ্ব্যবহার, সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ, সরল ব্যবহার, মধুরবাক্য প্রয়োগ, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির অর্চ্চনা, ভৃত্যগণের প্রতি নিরহঙ্কার ব্যবহার, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যজ্ঞান অবলম্বন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, সাবধানতা, সন্তোষ, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত শাস্ত্রজিজ্ঞাসা শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। যাহারা শ্রেয়োলাভের অভিলাষ করেন, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সেবনে অনুরাগ, রাত্রিকালে বিচরণ, দিবানিদ্রা, আলস্য, শঠতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাঁহারা যোগে নিতান্ত আসক্ত বা এককালে অনাসক্ত হইবেন না। অন্যের নিন্দা দ্বারা আপনার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের কদাপি বিধেয় নহে; আপনার গুণ দ্বারাই নির্গুণদিগকে পরাজয় করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ অনেক আত্মাভিমানী নির্গুণ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা গুণবান্ ব্যক্তিদিগের তুল্য হইতে মানস করিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করে; তাহারা মহাজনগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলেও একান্ত দর্পিত হইয়া আপনাদিগকে যথার্থ

গুণবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক গুণশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। গুণবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্বমুখে স্বীয় গুণ কীর্ত্তন বা নিন্দাবাদে একান্ত পরাঙ্মুখ বলিয়া জনসমাজে ভূয়সী কীর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন। পুষ্পসমুদায় যেমন আত্মশ্লাঘা না করিয়া সুগন্ধ দ্বারা দশদিক্ সুবাসিত করে, সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় কিরণজালপ্রভাবে অম্বরতলে দেদীপ্যমান হন, তদ্রূপ মহৎব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বীয় যশঃপ্রভাবে ভূমণ্ডলমধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন। মূর্খেরা কেবল আত্মপ্রশংসানিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিলেও লোকসমাজে তাহাদের খ্যাতি প্রকাশিত হয়। মূঢ়েরা উচ্চৈস্বরে বাক্যপ্রয়োগ করিলেও অসারতানিবন্ধন উহা ব্যর্থ হইয়া যায়; আর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অতি মৃদুস্বরে বাক্যোচ্চারণ করিলেও সারবত্তানিবন্ধন উহা সমধিক শোভমান হইয়া থাকে। সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্ত মণিসংযোগে আপনার তেজঃপ্রদর্শন করেন, তদ্রূপ মূঢ় ব্যক্তিরা কুবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের নীচাশয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তিরা বিবিধ জ্ঞানলাভার্থ সম্পূর্ণ যত্নবান্ হন। সকলের পক্ষে জ্ঞানলাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা না করিলে বা অন্যায় প্রশ্ন করিলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির জড়ের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রেয়োলাভের কামনা করে, স্বধর্ম্মনিরত বদান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে বাসনা করাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে বর্ণসঙ্কর বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে বাস করা তাহাদিগের কোনরূপেই বিধেয় নহে। ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারে তদনুরূপ পুণ্যপাপে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখলাভ হইয়া থাকে। বিষয়াশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগাদি-বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না; আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়। যেস্থলে শিষ্য জ্ঞানলাভার্থ গুরুর নিকট গমন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরু তাহারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সে স্থান পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে শাস্ত্রানুসারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থাকে; সে স্থান

পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে জনপদের লোকেরা প্রতিষ্ঠালাভার্থ যথার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, সে সমাজে বাস করা পণ্ডিত ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত ; লোভপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দেশের ধর্ম্মসেতু বিলোড়িত হয়, প্রজ্বলিত বস্ত্রান্তের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; মাৎসর্য্যবিহীন মহাত্মারা যে দেশে বাস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই দেশে পুণ্যশীল সাধুদিগের নিকট বাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ জন্মে ; অতএব যে দেশের মনুষ্যেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তথায় বাস করা কদাপি বিধেয় নহে ; যে দেশের মানবগণ পাপকর্ম্ম দ্বারা জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করে, সসর্প গৃহের ন্যায় অবিলম্বে সেই দেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। মনুষ্য পূর্ব্ববাসনাপ্রভাবে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দুঃখভোগ করে, শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির সেই কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের ব্রাহ্মণগণ আচারভ্রষ্ট ও অপবিত্র, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় সেই দেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; যে দেশের মানবগণ অযাচিত হইয়া প্রীতমনে দান করিয়া থাকেন, জিতচিত্ত মহাত্মারা সেই দেশে সুস্থচিত্তে বাস করিবেন ; যে দেশে অবিনীত ব্যক্তিদিগের দণ্ড ও সাধু ব্যক্তিদিগের সৎকারলাভ হয়, সেই দেশে পুণ্যবান্ মহাত্মাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; যে দেশের নরপতি বিষয়লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ, সাধুদিগের অত্যাচারনিরত, লোভপরতন্ত্র, অবিনীত ব্যক্তিদিগের কঠিন দণ্ড করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করেন, অবিচারিতচিত্তে সেই রাজ্যে বাস করা উচিত। ঐরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন ভূপালগণ নিরন্তর অধিকারস্থ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

৩৭৪। যথাকালে পুত্রোৎপাদন এবং পুত্রগণ জীবনধারণে সমর্থ ও যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদনপূর্ব্বক স্নেহপাশবিমুক্ত হইয়া যথাসুখে পরিভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা পুত্রবতী পুত্রবৎসলা ও বৃদ্ধা হইলে বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থের অন্বেষণ করা উচিত। পুত্র হউক বা না হউক, প্রথমে যথাবিধি ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিয়া পরিশেষে বিষয়তৃষ্ণা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ ও যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তোষলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৭৫। ইহলোকে যাহারা বিষয়বিমুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহারা পরমসুখে কালাতিপাত করে; আর যাহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকে. তাহাদিগকে জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেখ, আহারসঞ্চয়নিরত কীট ও পিপীলিকাগণও নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে; অতএব ইহলোকে বিষয়নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। মুমুক্ষু ব্যক্তি, আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ এইরূপে জীবন ধারণ করিবে, এই চিন্তা এককালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখদুঃখভোগী ও স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মান্তরীণ অদৃষ্টবলেই পিতামাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কার্য্য করে, বিধাতা তাহার তদনুরূপ ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন; অতএব সকল লোকেই স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। যখন সকল মনুষ্যই স্বয়ং মৃৎপিণ্ডস্বরূপ ও সতত পরাধীন, তখন তাহাদিগের পরিজনপোষণের চিন্তা করা নিতান্ত নিষ্ফল। যখন তুমি স্বজনরক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইলেও মৃত্যু তোমার পরিজনদিগকে গ্রাস করিতে পারে, যখন তুমি পরিবারদিগের ভরণপোষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পার, যখন তোমার স্বজনগণ মৃত হইলে তুমি তাহাদিগের সুখদুঃখ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হও না এবং যখন তুমি জীবিত থাক বা না থাক তোমার পরিজনদিগকে অবশ্যই স্বকার্য্যনিবন্ধন সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তখন অদৃষ্টকেই বলবান্ বিবেচনা করিয়া আপনার মঙ্গলচিন্তা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে, ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা তোমার নিতান্ত উচিত।

৩৭৬। যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ক্ষুৎপিপাসাদি জয় করিতে পারে; যে ব্যক্তি মোহবশত দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়াবিষয়ে আসক্ত না হয়; যে ব্যক্তির মন স্ত্রীলোক দর্শনে বিকৃত না হয়; যে ব্যক্তি প্রাণিগণের জন্ম, মরণ ও জীবনধারণের ক্লেশ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে; যে ব্যক্তি ধান্যপরিপূর্ণ সহস্রকোটি শকট প্রাপ্ত হইয়াও জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্তমাত্র ধান্য গ্রহণ করে; প্রাসাদ ও মঞ্চে যাহার সমজ্ঞান হয়; যে ব্যক্তি

সমুদায় লোককে মৃত্যুসমাক্রান্ত, ব্যাধিনিপীড়িত ও জীবিকাকর্ষিত দর্শন করে, অন্নমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয় এবং সমুদায় জগৎকে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া স্বয়ং মায়াময় সুখদুঃখে আসক্ত না হয়; কি পর্য্যঙ্ক-শয্যা, কি ভূমিশয্যা, কি উৎকৃষ্ট অন্ন. কি কদন্ন, কি পট্টবস্ত্র, কি তৃণনির্ম্মিত বস্ত্র, বা বল্কল, কি কম্বল, কি চর্ম্ম সমুদায়েই যাহার সমান জ্ঞান; যে ব্যক্তি সমুদায় লোক পঞ্চভূতসমুদ্ভূত বিবেচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে; সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, অনুরাগ বিরাগ এবং ভয় ও উদ্বেগে যাহার সমান বুদ্ধি; যে ব্যক্তি এই শরীর যে রক্ত, মূত্র ও পুরীষপরিপূর্ণ ও নানাবিধ দোষের আকর এবং জরানিবন্ধন ইহাতে যে বলীপলিত সংযোগ, কৃশতা, বিবর্ণতা, জরা-নিবন্ধন কুব্জভাব, পুংস্ত্বের উপঘাত, অন্ধত্ব, বধিরতা ও দৌর্ব্বল্যাদি জন্মে ইহা সবিশেষ অবগত হইতে পারে; যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি ও অসুরগণও লোকান্তরে গমন করিয়া থাকেন বিবেচনা করিয়া সমুদায় অনিত্য জ্ঞান করে; প্রভাবসম্পন্ন অসংখ্য নরপতিও পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া থাকে বলিয়া যাহার বিবেচনা হয়; যে ব্যক্তি ইহলোকে অর্থ নিতান্ত দুর্লভ এবং কষ্ট নিতান্ত সুলভ এবং কুটুম্বভরণপোষণ অনর্থক ক্লেশজনকমাত্র বলিয়া বোধ করে এবং যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদায় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

৩৭৭। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবে মানবগণ স্বর্গলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম; স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কর গ্রহণ, বৈশ্যের কৃষ্যাদিকার্য্য এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা এই চারি প্রকার উপায় বিহিত হইয়াছে; মানবগণ ঐ সমুদায় উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। উহারা জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ নানাপ্রকার পুণ্য ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে বলিয়া উহাদের গতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্র যেমন সুবর্ণ বা রজতরসে অভিষিক্ত হইলে তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়, তদ্রূপ মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে পুণ্যপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। বীজ ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি ও

কর্ম্ম ব্যতীত সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কায়মনোবাক্যে যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। ভোগ ব্যতীত কখনই পুণ্য ও পাপের নাশ হয় না। মানবগণ স্বস্ব কর্ম্মগুণেই কেবল সুখ, কেবল দুঃখ ও সুখদুঃখমিশ্রিত অবস্থা লাভ করে। সংসারসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের দুঃখভোগের সময় সুখ আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; দুঃখের অবসান হইলেই সেই সুখের উদয় হয়; আবার সুখের ক্ষয় হইলেই পুনরায় দুঃখের আবির্ভাব হয়। দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজঃ, সন্তোষ, সত্যবাদিতা, লজ্জা, অহিংসা, বাসনাপরিত্যাগ ও দক্ষতা মনুষ্যগণের সুখের আদি কারণ। মনুষ্য-মধ্যে কাহারেও নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয় না। সতত চিত্ত-সংযত করা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। একের পুণ্য বা পাপ অন্যকে ভোগ করিতে হয় না। যে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তদনুরূপ ফল-লাভ করিয়া থাকে। যাহারা সুখদুঃখ বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, আর যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক্ পৃথক্। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা কদাপি বিধেয় নহে; করিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভীরু রাজা, মিথ্যা-বাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চেষ্টাবিহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান্, অসদ্ব্যবহারযুক্ত কুলীন, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, রাগযুক্ত যোগী, মূর্খ বক্তা এবং রাজ্য বিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

৩৭৮। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা দুর্ল্লভ আয়ু বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব মানবগণ পুণ্য কার্য্য দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বর্ণ লাভ করিয়া তামসকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে বর্ণ হইতে পরিভ্রষ্ট ও সম্মানলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। পাপাত্মারা কখনই পুণ্যোৎপাদ্য দুর্ল্লভ উৎকৃষ্টবর্ণলাভ করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত পাপকার্য্য দ্বারা আত্মারে নরকভাগী করিয়া থাকে। অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়; আর জ্ঞানকৃত পাপ দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; অতএব দুঃখজনক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্

ব্যক্তিরা পাপ কার্য্য দ্বারা মহৎফল লাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন। পাপকার্য্যের ফল অতি কুৎসিত; পাপাত্মারা পাপকার্য্যনিবন্ধন বিপরীতদৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহারে নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়, কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতা সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক পাপকার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহারে প্রায়শ্চিত্তজনিত স্বর্গ ও পাপজনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি দর্শন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে, অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসাব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু মহাত্মা পরাশরের মতে পাপপুণ্য অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, ভোগ ব্যতীত কখনই বিনষ্ট হয় না। ইহলোকে জ্ঞানকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম কর্ম্ম সমুদায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ফলরূপে পরিণত হয়, কিন্তু অজ্ঞানকৃত হিংসাকর উৎকট কার্য্য সমুদায়ও ক্ষুদ্র ফল রূপে পরিণত হইয়া থাকে। দেবতা বা মহর্ষিগণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম দর্শন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বা তাঁহাদের নিন্দা করা ধর্ম্মাত্মাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মনে মনে বিচার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই মঙ্গললাভে সমর্থ হয়। যেমন অপক্ব মৃৎপাত্রস্থ জল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়, কিন্তু পক্বমৃৎপাত্রস্থ জলের কোন হানি হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য ক্রমে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিচার করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিলে ঐ কার্য্য সমভাবে অবস্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যেমন কোন পাত্রস্থিত জলে জল প্রদান করিলে সেই জলের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের পুণ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৩৭৯। ইহলোকে কেহ কাহার উপকার বা কেহ কাহারে কিছুই প্রদান করে না। সকলেই স্ব স্ব উপকারসাধনার্থ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব

অন্যের কথা দূরে থাক, সহোদর ভ্রাতাও যদি স্নেহপরিশূন্য ও লঘুচেতা হয়, তাহা হইলে তাহারেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎপাত্রে ধনদান ও সৎপাত্র হইতে ধনগ্রহণ এই উভয় কার্য্যেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে প্রতিগ্রহ অপেক্ষা দানের পুণ্য অধিক। যে ধন ন্যায়পথে উপার্জ্জিত ও ন্যায়পথে পরিবর্দ্ধিত হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৃশংস কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করা ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অর্থচিন্তায় অভিভূত না হইয়া আপনার শক্তি অনুসারেই সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। তৃষ্ণার্ত্ত অতিথিরে শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক, সাধ্যানুরূপ সলিল প্রদান করিতে পারিলে অন্নদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। মানবগণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র দেবতা, ঋষি, পিতৃ, অতিথি ও পুত্রাদি পোষ্যগণ এবং স্ব স্ব আত্মার নিকট ঋণী হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য মাত্রেরই যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিদিগের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের, সৎকার দ্বারা অতিথিকুলের, জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রাদির এবং বেদশাস্ত্র শ্রবণ, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন ও সাধ্যানুসারে রক্ষা দ্বারা আত্মার ঋণ পরিশোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনবিহীন মুনিগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া উন্নতিলাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে ধিক্। ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য পদার্থ; ধনলাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। আহিতাগ্নি ব্যক্তিরা পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য। দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নিতেই বেদ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি ক্রিয়া বিহীন নহেন, তিনিই যথার্থ সাগ্নিক। ক্রিয়াবিহীন হইয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি, আত্মা, পিতা, মাতা ও গুরু ইহাঁদিগকে বিধিপূর্ব্বক সেবাকরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সর্ব্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা এবং কামনাপরিশূন্য হইয়া স্নেহসহকারে সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহারেই সাধু বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

৩৮০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই শূদ্রের শ্রেয়স্কর। ঐ সেবা দ্বারা শূদ্রেরা সময়ক্রমে বিপুল ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন শূদ্রের পিতৃপিতামহাদি কখন তাহার সেবা না করিয়া থাকে, তথাপি সেবা ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার কদাপি বিধেয় নহে। সেবাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম; ধর্ম্মদর্শী সাধুদিগের সংসর্গে বাস ও অসৎসংসর্গ পরিত্যাগ করা তাহাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। উদয়াচল-স্থিত মণিমুক্তাদি যেমন সূর্য্যের সন্নিধানবশত সমধিক শোভমান হয়, তদ্রূপ শূদ্রজাতিও সাধুসংসর্গনিবন্ধন সমধিক শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। শুক্লবস্ত্র নীলপীতাদি যে বর্ণে রঞ্জিত করা যায়, সেই বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব দোষ পরিহারপূর্ব্বক গুণসমূহে অনুরাগ প্রকাশ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহলোকে মানবদিগের জীবন নিতান্ত অস্থির ও অনিত্য। যিনি সুখ ও দুঃখ এই উভয় অবস্থাতেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী। অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি উচিত নহে। যে নরপতি সহস্র সহস্র গাভী অপহরণ করিয়া সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, তাঁহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারে তস্করতা পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৩৮১। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিলোক পূজিত বিধাতার সৃষ্টি করেন; তৎপরে বিধাতা লোক রক্ষনার্থ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশ্যগণ সেই দেবতার অর্চ্চনা করিয়া কৃষি-গোরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। বৈশ্যের শস্যোৎপাদন, ক্ষত্রিয়ের শস্যরক্ষা, ব্রাহ্মণের উপভোগ এবং শূদ্রের ক্রোধ ও শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ ও যজ্ঞস্থান মার্জ্জনাদি করাই কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে কখনই ধর্ম্ম নষ্ট হয় না; ধর্ম্ম নষ্ট না হইলেই প্রজাগণ সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং প্রজাগণ সুখী হইলেই দেবগণের পরম পরিতোষ জন্মে। ফলত নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র শুশ্রূষানিরত হইলেই সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই নিয়মের অন্যথাচরণ করে, তাহারে নিশ্চয়ই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। ন্যায়পথে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভূরিদান করা দূরে থাকুক, অতিকষ্টে কাকিনীমাত্র দান করিলেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের

মধ্যে যিনি সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যেরূপ ধন দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ মহাফল লাভ হয়। স্বয়ং প্রতিগ্রহীতার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহার সন্তোষসাধনার্থ যাহা দান করা যায়, সেই দান উৎকৃষ্ট। গ্রহীতা যাচ্ঞা করিলে যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; আর যাহা অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞাসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সংসারনিমগ্ন ব্যক্তিদিগের এই ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যত্নসহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ব্রাহ্মণ দমগুণান্বিত, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনী এবং শূদ্র নিয়ত ইহাদিগের সেবাতৎপর হইলেই সমধিক সম্মানভাজন হইয়া থাকেন।

৩৮২। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ, ক্ষত্রিয়ের জয়প্রাপ্ত, বৈশ্যের ন্যায়ার্জ্জিত ও শূদ্রের শুশ্রূষা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও ধর্ম্মফলপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। সর্ব্বদা ত্রিবর্ণের সেবা করা শূদ্রেরই পরমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম বা বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পতিত হন না; কিন্তু শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। শূদ্র ত্রিবর্ণ সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে বাণিজ্য, পশুপালন বা শিল্পকর্ম্ম করিতে পারে। যে ব্যক্তি কদাপি নাট্য বহুরূপ প্রদর্শন এবং মদ্যমাংস ও লৌহচর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে নাই, তাহার জীবিকার্থ ঐ সমুদায় অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; আর যে ব্যক্তির বহুকালাবধি ঐ সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, সে যদি ঐ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পরমধর্ম্ম লাভ হয়। ইহলোকে মানবগণ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে ধার্ম্মিক লোকেরাই প্রশংসনীয় ও নানাগুণের আধার হন।

৩৮৩। মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তপস্যার অপকর্ষনিবন্ধন মানবগণের উত্তরোত্তর হীনজাতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধার্ম্মিক ও পিতামাতার পাপেই সন্তান অধার্ম্মিক হয়। ধর্ম্মবিদ্‌ পণ্ডিতেরা কহেন, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়,

উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহারা এই চারি বর্ণ হইতে পৃথক্, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজপুত্র, বৈশ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৮৪। জন্মনিবন্ধন মহর্ষিদিগের অপকর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। বিশেষত তাঁহাদের পিতারা যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে উৎপাদন করিয়া তপোবলে তাঁহাদিগের ঋষিত্ব বিধান করেন। মহাত্মা পরাশরের পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুমদ ও মাৎস্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তপোবলে ঋষিত্ব লাভপূর্ব্বক বেদবিদগ্রগণ্য ও দমগুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চারি মহর্ষি হইতেই চারি মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গোত্র কার্য্য দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি সেই সমুদায় গোত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

৩৮৫। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন; ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা; বৈশ্যের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ঐ তিন বর্ণের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধক্রিয়া, অতিথিসেবা, সত্যানুষ্ঠান, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে অনুরাগ, শৌচ, অসূয়াপরিত্যাগ, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই কয়েকটি সমুদায় বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদোক্ত ধর্ম্মে ইহাদিগের অধিকার আছে। কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ধার্ম্মিকেরা স্বকর্ম্মনিরত সাধু ব্যক্তিরে আশ্রয়পূর্ব্বক উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ সংস্কার লাভের যোগ্য নহে এবং কুকর্ম্মনিবন্ধন তাহাদিগকে পতিত হইতেও হয় না। তাহারা অনৃশংসতাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে তাহাদিগের অধিকার নাই। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অনৃশংসতাদি ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং মহাত্মা পরাশর ঐরূপ শূদ্রকে বিষ্ণুতুল্য

জ্ঞান করিয়া থাকেন। শূদ্রগণ উন্নত হইবার মানসে সাধুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইতর ব্যক্তিরা যেরূপ সদ্ব্যবহার অবলম্বন করে, ইহলোক ও পরলোকে তদনুরূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

৩৮৬। কর্ম্ম ও জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীনদশা উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মই হীনত্বের প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি নীচজাতি হইয়াও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রধান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে হীনদশা প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

৩৮৭। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্তাপবিহীন ও শ্রেষ্ঠপদ-সমারূঢ় হইতে পারিলে অনায়াসে মোক্ষলাভজনক পথ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শ্রদ্ধাবান্, বিনয়ান্বিত, দমগুণসম্পন্ন ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মারা সর্ব্বকর্ম্ম শারত্যাগপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মপদলাভ করিয়া থাকেন। ফলত অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

৩৮৮। ইহলোকে যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা কখনই পিতা, মাতা, গুরু, গুরুপত্নী ও সুহৃদগণের সেবাজন্য ফললাভে সমর্থ হয় না। যাহারা তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্, প্রিয়বাদী এবং তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠান-তৎপর ও বশবর্ত্তী হয়, তাহারাই ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকে। পিতা পুত্রের পরম দেবতা এবং মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা জ্ঞানকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন ও উহা লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরমপদ অধিকার করেন।

৩৮৯। শ্রান্ত, ভীত, ভ্রষ্টশস্ত্র, রোরুদ্যমান, সমরপরাঙ্মুখ, সহায়বিহীন, উদ্যোগশূন্য, রোগী, শরণাপন্ন, বালক ও বৃদ্ধকে প্রহার করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপানুষ্ঠাননিরত দুরাত্মাদিগের হস্তে নিহত হইলে নিশ্চয়ই নরকগামী হইতে হয়। কালসমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; আর যাহার পরমায়ু থাকে, তাহারে কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না।

মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা অন্য ব্যক্তির প্রাণহিংসা দ্বারা অপত্যাদির জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে, জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। “মুমূর্ষু গৃহস্থমাত্রেরই তীর্থস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক” মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হওয়া উচিত। আয়ুঃশেষ হইলে কেহ কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ বা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। দেহিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা পুনর্ব্বার দেহলাভ করে। যেমন এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করা যায়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মপথ দ্বারা পুনর্ব্বার এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীব যোগযুক্ত হইলে তাহার ক্রমশ মুক্তিলাভ হয়। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা দেহকে শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ; বিকৃত ও অপবিত্র পদার্থে পরিব্যাপ্ত; পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ত্বক্ দ্বারা আবৃত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যখন জীব দেহকে পরিত্যাগ করে, তখন উহা নিশ্চেষ্ট ও বিচেতন হইয়া ভূমিতে নিপাতিত হয় এবং জীব আপনার কর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। দেহত্যাগের পর জীবাত্মা কিয়ৎকাল যাতনাদেহ আশ্রয় করিয়া বিমানচারী মেঘের ন্যায় পরিভ্রমণ করে এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ; আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; আত্মা সর্ব্বশরীরে সমভাবে অবস্থান করিলেও উপাধিভেদে প্রাণিগণের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ প্রাণীর মধ্যে জঙ্গম, জঙ্গমমধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞানবান্, জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে মানাপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ।

৩৯০। যাহারা ইহলোকে স্ব স্ব গুণানুসারে নশ্বর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তের পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশ্যই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। যে মহাত্মা কাহারেও ক্লেশ প্রদান না করিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তরায়ণে পবিত্র নক্ষত্রে ও পবিত্র মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারেই পুণ্যবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষভোজন, উদ্বন্ধন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা যাহাদিগের মৃত্যু হয়, এবং যাহারা দস্যু-

হস্তে নিপতিত বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের মৃত্যুরে অপমৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপকৃষ্ট। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা অতি উৎকট পীড়াদি দ্বারা সমাক্রান্ত হইলেও কদাপি ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মে নিরত থাকেন তাঁহাদিগের প্রাণ ঊর্দ্ধদেশ, যাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কার্য্যেই নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মধ্যদেশ এবং যাহারা কেবল পাপকর্ম্মে নিরত থাকে, তাহাদিগের প্রাণ অধোদেশ ভেদপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া থাকে।

৩৯১। মনুষ্য অজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই ঘোরতর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; অতএব অজ্ঞানের তুল্য শত্রু আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি ঐ শত্রুরে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বেদশাস্ত্রানুসারে বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তিনিই প্রজ্ঞা-শর দ্বারা উহারে উচ্ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া কেবল বেদাধ্যয়ন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরিশেষে পুত্রাদির প্রতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভারার্পণপূর্ব্বক মোক্ষলাভের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিবেন। আত্মারে এককালে উপভোগবিহীন করিয়া অবসন্ন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করা অপেক্ষা মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডালত্ব লাভ করাও শ্রেয়ঃ। আত্মা যে যোনি প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই যোনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মপরায়ণ মানবগণ যাহাতে কোনক্রমেই মনুষ্যযোনি হইতে পরিভ্রষ্ট না হন, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ হইয়া বেদপ্রমাণানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্লভতর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া কামপরায়ণ হইয়া মনুষ্যের দেষ ও ধর্ম্মের অবমাননা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সমুদায় কামনা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যে মহাত্মারা বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিষয় দর্শনে বিমুখ ও শান্তস্বভাব হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে প্রাণিগণকে দর্শন, অন্নদান, তাহাদিগের প্রতি প্রিয়-বাক্য প্রয়োগ এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব করেন, তাঁহা-দিগকে পরলোকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সরস্বতী, নৈমিষ ও পুষ্কর প্রভৃতি পৃথিবীস্থ পুণ্যতীর্থ সমুদায়ে গমনপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি হইয়া বৈরাগ্য

অবলম্বন ও তপস্যা দ্বারা দেহের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ধনদান করা মনুষ্য-গণের নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা স্বীয় গৃহে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা-দিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও যান দ্বারা শ্মশানে নীত করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহ করা আত্মীয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ আপনাদিগের হিতসাধনার্থই যজ্ঞ, পুষ্টিজনক ক্রিয়া, যজন, যাজন, দান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুণ্যবান্দিগের মঙ্গলের নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও শিক্ষাকল্পাদি ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে।

৩৯২। সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থান লাভ হয়; তথা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

৩৯৩। জন্মগ্রহণ করিলে জীবকে মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতে হয়; জন্ম মৃত্যুর অধিকৃত; যাহারা মোক্ষধর্ম্মে একান্ত অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেই জন্মমৃত্যুর বশীভূত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ লোকেরা কি ইহলোক, কি পরলোক সর্ব্বত্রই সুখ লাভ করেন। যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ক্লেশভোগ করিতে হয়; আর যাঁহারা একবারে সর্ব্বত্যাগী হন, তাঁহাদিগের সুখের পরিসীমা থাকে না। অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্যের হিতানুষ্ঠান করা যায়; কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিলে আপনারই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

৩৯৪। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহারে নিশ্চয়ই পর-লোকে ভোগসুখে বঞ্চিত হইতে হয়; আর যে মহাত্মা ইহলোকে বিষয়সুখে অভিভূত না হন, তিনিই পরলোকে পরমসুখ অনুভব করিতে পারেন। জন্মান্ধ যেমন পথ দর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তিরা অজ্ঞান-নীহারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে।

৩৯৫। বণিকেরা যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া আপনাদিগের মূলধনানুরূপ অর্থলাভ করে, তদ্রূপ প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, তদ্রূপ মৃত্যু এই অহোরাত্র-পরিব্যাপ্ত লোকে জরারূপে পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে।

মানবগণ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যেরই ফলভোগ করিয়া থাকে; ইহলোকে কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম ব্যতীত অনুমাত্র প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য কি শয়ান, কি গমনে প্রবৃত্ত, কি উপবিষ্ট, কি বিষয়াসক্ত যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, তাহার অনুষ্ঠিত, শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় সততই তাহারে ফল প্রদান করিতেছে। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানবলে এই সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম বাসনা না করেন, তাঁহারে আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করিতে হয় না।

৩৯৬। মন সত্ত্বগুণের অভিনিবেশ দ্বারা সংসারে নিমগ্ন দেহাভিমানী জীবকে উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যেমন নদী সমুদায় সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ যোগসময়ে মন মূল প্রকৃতিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মানবগণ অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন ও বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াই সলিলস্থিত বালুকাময় গৃহের ন্যায় বিনষ্ট হইতেছে। যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ ও শৌচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করে, সেই ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয়। অগ্নিহোত্রাদি বিস্তর কার্য্য ক্লেশকর। ঐ সমস্ত দ্বারা কেবল শারীরিক সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু একমাত্র সর্ব্বত্যাগই আত্মার সুখলাভের কারণ। মনুষ্য যতদিন পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে পারে, ততদিন মিত্রবর্গ, জ্ঞাতি, পুত্র, কলত্র ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিজনগণ তাহার অনুগত থাকে; অতএব যোগমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিবারপালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; পিতা মাতা হইতে পরলোকের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। প্রাণিগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যের অনুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। কেবল দানই মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তির পাথেয়, সন্দেহ নাই। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্র প্রভৃতি পরিজনগণ সুবর্ণরেখার ন্যায় দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা পারত্রিক সুখলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্যসমুদায় আত্মারে আশ্রয় করিয়া থাকে। অন্তরাত্মা উপস্থিত কর্ম্মফল পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুরূপ ফলভোগের নিমিত্ত বুদ্ধিরে বিবিধ কার্য্যে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সহায়বান্ ও উদ্যোগী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার কোন কার্য্যই কখন নিষ্ফল হয় না। কিরণজাল যেমন সূর্য্য হইতে কদাপি অন্তরিত হয় না, তদ্রূপ শ্রী কখনই একাগ্রচিত্ত

উদ্যোগী ধীরচিত্ত পণ্ডিতদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আস্তিক্য, উদ্যোগ, গর্ব্ব পরিত্যাগ, উপায় ও বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। সমুদায় প্রাণীই গর্ভবাসকালে আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ু যেমন কাষ্ঠচূর্ণকে অন্যত্র নীত করে, তদ্রূপ দুর্নিবার্য্য মৃত্যু জীবননাশক কালকে সহায় করিয়া প্রাণিগণকে লোকান্তরে লইয়া যায়। মানবগণের জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য দ্বারাই রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রপৌত্র প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

৩৯৭। তপস্যা, দমগুণাবলম্বন, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও চিত্তজয় করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাগাদি হৃদয়গ্রন্থি সমুদায় মোচনপূর্ব্বক প্রিয় বিষয়ে হর্ষ ও অপ্রিয় বিষয়ে বিষাদ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মর্ম্মভেদী নৃশংস বাক্য প্রয়োগ ও নীচ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে বাক্যে অন্যের মনোব্যথা উপস্থিত হয় এবং যে বাক্য উচ্চারণ করিলে পাপস্পৃষ্ট হইতে হয়, তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বদন হইতে বাক্শল্য বিনির্গত হইলেই তন্নিবন্ধন দিবানিশি অনুতাপ করিতে হয়; অতএব কুবাক্য পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি ইতর ব্যক্তি পণ্ডিতের প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করে; তাহা হইলে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহারে ক্ষমা করাই পণ্ডিতের উচিত; কারণ অন্যে রোষিত করিবার চেষ্টা করিলে যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তৎকৃত পুণ্যে অধিকারী হন। সাধু ব্যক্তিরা ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও অনৃশংসতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বেদের ফল সত্য; সত্যের ফল দমগুণ এবং দমগুণের ফল মোক্ষ। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তাঁহারেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ক্রোধনস্বভাব অপেক্ষা ক্রোধহীন, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানুষ অপেক্ষা মানুষ এবং অজ্ঞান হইতে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কেহ আক্রোশ করিলে যিনি তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে পারেন, তিনি আক্রোশকর্ত্তার সমুদায় পুণ্য সংগ্রহে সমর্থ হন; আর আক্রোশকর্ত্তারে আপনার কুকার্য্যনিবন্ধন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি অন্যে কটুবাক্য

প্রয়োগ করিলে কটুবাক্য প্রয়োগ বা স্তুতিবাদ করিলে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং প্রহার করিলে প্রতিপ্রহার বা প্রহারকর্ত্তার অনিষ্টবাসনা না করেন, তিনিই দেবতাদিগের সালোক্যলাভে সমর্থ হন। পাপাত্মা ব্যক্তি অপমান বা প্রহার করিলে পুণ্যবান্ ব্যক্তির ন্যায় তাহারে ক্ষমা করা বিধেয়; তাহা হইলে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। ধীর ব্যক্তিরা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্ব স্ব ধৈর্য্য গুণ প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তিরা মানবগণের দোষ দর্শন করিবামাত্র উহা কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যেমন ব্যগ্র হয়, গুণ দর্শন করিলে তাহা কীর্ত্তন করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় না। যিনি বাক্য ও মনকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে বেদ, তপস্যা ও দানজনিত ফললাভে সমর্থ হন। মূঢ় ব্যক্তিরা আক্রোশ বা অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার অনুরূপ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। আত্মার ও অন্য ব্যক্তির হিংসা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা অবমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরমসুখে নিদ্রাগত হইতে পারেন; কিন্তু অবমন্তারে অবমাননানিবন্ধন অবশ্যই অনুতাপ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও হোম করিলে মৃত্যু ঐ সমুদায় কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সমুদায় পরিশ্রমই নিষ্ফল হয়, সন্দেহ নাই। যাঁহার উপস্থ, উদর, হস্ত ও বাক্য এই চারিটি সুরক্ষিত থাকে, তাঁহারেই ধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়নিরত, পরধনে নিস্পৃহ ও সংস্বভাবসম্পন্ন হইয়া সত্য, দম, সরলতা, অনৃশংসতা ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। বৎস যেমন গাভীর চারি স্তন হইতেই দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ সত্য, দম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞা এই চারি গুণেই অনুরক্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্যের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই। সত্যই স্বর্গ গমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ। যে ব্যক্তি যে রূপ লোকের সহবাস, যেরূপ লোকের উপাসনা ও [illegible] হইবার বাসনা করে, সে নিশ্চয়ই তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দেবগণ সর্ব্বদাই সা[illegible]দিগের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত সাধুগণ লৌকিক বিষয় [illegible]র্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয়ের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু। যে ব্যক্তির

হৃদয়স্থ জীব রাগদ্বেষপরিশূন্য হয়, দেবগণ তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন; আর যে ব্যক্তি শিশ্নোদরপরায়ণ, তস্কর ও অপ্রিয়বাদী, সে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দেবতারা তাহারে পরিত্যাগ করেন। নীচবুদ্ধি সর্ব্বভোজী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, ব্যক্তিরা কখনই দেবগণকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সত্যব্রতপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন। বাচালের ন্যায় অনর্থ বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ এবং কেবল সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম্মসংযুক্ত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ; আবার সেই ধর্ম্ম-সংযুক্ত সত্য বাক্য যদি লোকের প্রিয় হয়, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

৩৯৮। মনুষ্যেরা অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মাৎসর্য্যনিবন্ধন অপ্রকাশিত, লোভবশত মিত্রত্যাগে প্রবৃত্ত ও সংসর্গদোষেই স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া থাকে।

৩৯৯। ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই সতত পরিতৃপ্ত থাকেন; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বহুলোকের সহিত বাস করিতে পারেন; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই দুর্ব্বল হইয়াও বলবান্ বলিয়া পরিগণিত হন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই কদাপি কাহার সহিত বিরোধ করেন না।

৪০০। বেদপাঠ ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব; ব্রত উঁহাদের সাধুত্ব, অপবাদ উঁহাদের অসাধুত্ব এবং মৃত্যু উঁহাদের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিয়া থাকে।

৪০১। রূপ দৃষ্টিরে, গন্ধ ঘ্রাণকে, শব্দ কর্ণকে, রস জিহ্বাকে, স্পর্শ ত্বক্‌কে, বায়ু আকাশকে, মোহ তমোগুণকে, লোভ অর্থকে, বিষ্ণু গমনকে, ইন্দ্র বলকে, অনল জঠরকে, পৃথিবী সলিলকে, সলিল তেজকে, তেজ বায়ু, বায়ু আকাশকে, আকাশ মহত্তত্ত্বকে, মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিরে, বুদ্ধি তমোগুণকে, তমোগুণ রজোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্বগুণকে, সত্ত্বগুণ আত্মারে, আত্মা দেবদেব নারায়ণকে, এবং নারায়ণ মোক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মোক্ষ কাহারও আশ্রিত নহে; এই বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া মোক্ষার্থীদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

৪০২। সমুদায় প্রাণীর শরীরেই কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পাঁচ দোষ বিদ্যমান্ আছে। ক্ষমাশীল হইলেই ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগী হইলে কামকে

সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলে নিদ্রাকে, অপ্রমত্ত হইলে ভয়কে ও অল্পাহারনিরত হইলে শ্বাসকে জয় করিতে পারা যায়।

৪০৩। তমোগুণ দ্বারা তামসিক, রজোগুণ দ্বারা রাজসিক ও সত্ত্বগুণ দ্বারা সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়া থাকে। প্রকৃতিসৃষ্ট যাবতীয় প্রাণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রভাবে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়; উহাদের মধ্যে তমোগুণাবলম্বীরা নরকে, রজোগুণাবলম্বীরা মনুষ্যলোকে এবং সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিরা পরমসুখে দেবলোকে অবস্থান করে। যাহারা কেবল পাপানুষ্ঠান করে, তাহারা তির্য্যগ্যোনি; যাহারা পুণ্য ও পাপ উভয় কার্য্যে রত হয়, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা নিরন্তর পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা মায়াসমুদ্ভূত বস্তুরেই ক্ষর এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত মায়াতীত পদার্থকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সেই অক্ষর পদার্থ লাভ করা যায়।

৪০৪। পিতা হইতে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন কেবল শুক্র হইতেই ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ুযুক্ত দেহ সমুৎপন্ন হয়।

৪০৫। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা;—

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা;—

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

পঞ্চভূত, যথা;—

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ।

পঞ্চ বিষয় বা গুণ, যথা;—

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও ঘ্রাণ।

শব্দ শ্রোত্র ছিদ্র	আকাশের গুণ।	স্পর্শ চেষ্টা ত্বক্	বায়ুর গুণ।
রূপ চক্ষু পরিপাক	তেজের গুণ।	রস ক্লেদ জিহ্বা	জলের গুণ।

ঘ্রেয় বস্তু
ঘ্রাণেন্দ্রিয় } পৃথিবীর গুণ।
শরীর

মন।

বুদ্ধি।

অহঙ্কার।

প্রকৃতি।

জীবাত্মা।

এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্পষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদায় হইতে পৃথক্ ষড়্বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন।

৪০৬। যোগীদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রাণায়াম এই দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রাণায়াম দুই প্রকার; সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজজপযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও জপবিহীন প্রাণায়ামকে নির্গর্ভ প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ ও ভোজন সময় ব্যতীত আর সকল সময়েই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিবৃত্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর স্তম্ভন দ্বারা জীবাত্মারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মাতে নীত করিবেন। এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যসম্পাদন করিতে পারিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। পণ্ডিতগণ জীবন্মুক্ত যোগীদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহাদিগের মন সতত প্রাণায়ামে একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন এবং ঐ যোগরূপ ব্রতানুষ্ঠান তাঁহাদিগেরই উপযুক্ত। বিষয়বাসনাবিমুক্ত, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধি দ্বারা মন ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামকে সুস্থির করিয়া পাষাণের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে সন্ধ্যাসময়ে ও রাত্রিশেষে আত্মাতে মনঃসমাধান করা যোগীব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ যখন পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প হইয়া উঠেন; যখন তাঁহাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং মনোমধ্যে সঙ্কল্পের লেশ-

মাত্রও থাকে না, সেই সময়ই তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ যোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ সময়ই তাঁহারা নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশিত, অচল ও লিঙ্গশরীরবিহীন হন; তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আর কি উদ্ধতন, কি অধস্তন কোন লোকেই গমন করিতে হয় না। যিনি পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার স্বরূপকথনে অসমর্থ হন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী। পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; আত্মা প্রকাশিত হইলে হৃদয়মধ্যে বিধূমপাবকের ন্যায় রশ্মিসংযুক্ত দিবাকরের ন্যায় এবং বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাববোধক শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ধৈর্য্যশীল মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যে অনাদি অমৃতময় পরব্রহ্মকে অবলোকন করেন, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ও মহৎ হইতে মহত্তর। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহারে অবলোকন করিতে সমর্থ নহে, কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিযুক্ত মন দ্বারাই তাঁহারে অনুমান করা যায়। তিনি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্। বেদপারগ মহাত্মারা সেই নির্ম্মল নিরুপাধি ব্রহ্মকে সংসারচ্ছেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগীরা এইরূপ প্রকারে সাধন করিতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। ইহাই যোগের বিষয়।

৪০৭। প্রকৃতিবাদী সাঙ্খ্যবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিরেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহারা কহিয়া থাকেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাঙ্খ্যবাদীরা এই আটটিরেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটি ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণসমুদায় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বর প্রলয়কালেই একমাত্র থাকেন; সৃষ্টিসময়ে তাঁহারে বিবিধরূপ ধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়-

কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন; এইনিমিত্ত তিনি অধিষ্ঠাতা, পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন; পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরে ক্ষেত্র, চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত আত্মারে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুরে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতিরে অব্যক্ত, ক্ষেত্র, তত্ত্ব ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সাঙ্খ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরেই জগৎসৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে শাস্ত্রে চতুর্বিংশতিতত্ত্ব নিরূপিত আছে, তাহারেই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায়। জীবাত্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তাঁহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই সাঙ্খ্যমত। যাঁহারা এই সাঙ্খ্যমত বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারাই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

৪০৮। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেই সম্যক্‌দর্শন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব ও নিরুপাধি স্বপ্রকাশনিবন্ধন দেহত্যাগী মুক্ত পুরুষদিগকে ইহলোকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা ভেদবুদ্ধি বশত ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারাই ইহলোকে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগবলে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা কখনই দেহের বশবর্ত্তী হন না। ফলত জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির কার্য্য ও আত্মা উহা হইতে পৃথক্। যাঁহারা সেই আত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কখনই সংসার ভয়ে ভীত হইতে হয় না।

৪০৯। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিপ্রলয়বিধায়িনী প্রকৃতিরে অবিদ্যা এবং ঐ সৃষ্টিপ্রলয় হইতে অতীতা প্রকৃতিরে বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বিদ্যা চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হইতে অতীত; সাঙ্খ্যমতাবলম্বী মহর্ষিগণ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠকেও বিদ্যাশব্দে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধীন্দ্রিয়, ভূস্থূলত ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের

মধ্যে স্থূলভূত, মন ও স্থূলভূতের মধ্যে মন, সূক্ষ্মপঞ্চভূত ও মনের মধ্যে সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত, অহঙ্কার-সূক্ষ্মপঞ্চভূতের মধ্যে অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের মধ্যে প্রকৃতি এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। জ্ঞান প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় ও বিজ্ঞাতা চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত।

৪১০। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা ঐ উভয়কে জন্মমৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদননিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদিগুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারম্বার বিকৃত হইয়া ঐ সমুদায় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্র অধিষ্ঠান করেন বলিয়া উহাঁরে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহদাদি গুণসমুদায় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদায় গুণের সহিত চতুর্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণ সমুদায় বিলীন হইলে একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদিগুণ-সংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থাননিমিত্ত নির্গুণতা লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে স্বভাবত নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিরে গুণবিশিষ্ট ও আপনারে নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন এবং আপনারে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিরে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে তাঁহারে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রাকৃত গুণ সমুদায়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিস্মৃত না হন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞানবশত জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশত এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবনলাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য

হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিরেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞানবশত পরমাত্মারে পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি; অতএব আমারে ধিক্! পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু; তাঁহারে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি; তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্ম্মল ও অব্যক্ত। মোহবশত প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম; অতএব আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? প্রকৃতি কখন দেবযোনি, কখন মনুষ্যযোনি ও কখন তির্য্যগ্‌যোনি আশ্রয় করিতেছে; অতএব উহার সহিত একত্র বাস করা আমার কদাপি বিধেয় নহে। অতঃপর আমি স্থির নিশ্চয় হইলাম; আর কখন আমি উহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইব না। আমি নির্ব্বিকার হইয়াও এতকাল এই বিকারযুক্ত প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে প্রকৃতির কোন অপরাধ নাই; আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। আমি স্বয়ংই পরমাত্মা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতে আসক্ত হইয়াছি; আমি রূপহীন মূর্ত্তিহীন হইয়াও মমতাবশত রূপবান্ হইয়া বিবিধ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি, আমি নির্ম্মম হইয়াও মমতাসহকারে বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কি অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম। প্রকৃতি অহঙ্কার দ্বারা আমারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে এবং স্বয়ং বহু অংশে বিভক্ত হইয়া আমারে নানাদেহে নিয়োগ করিতেছে; এক্ষণে আমি অহঙ্কার ও মমতাপরিশূন্য হইয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়াছি; আর আমার প্রকৃতিরে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি উহাঁরে এবং অহঙ্কারকৃত মমতারে পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিহীন পরমাত্মারে আশ্রয় করিব। পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়াই আমার শ্রেয়ঃ; অতএব আমি উহাঁর সহিত মিলিত হইব। প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়া আমার কদাপি বিধেয় নহে। জীবাত্মা এইরূপে তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মারে অবগত হইতে পারিলেই ক্ষরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নির্গুণ জীব দেহরূপে পরিণত প্রকৃতিতে

অবস্থান করিলেই সগুণ হয় এবং পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বাদিভূত নির্গুণ পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হইলেই পুনরায় নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪১১। সাঙ্খ্য ও যোগশাস্ত্র উভয়ই একরূপ। তন্মধ্যে সাঙ্খ্যশাস্ত্রে মনুষ্যের অনায়াসে জ্ঞানলাভ হয়; কিন্তু যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যোগশাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ ও দুরবগাহ বটে, কিন্তু বেদে উহার সমাধিক সমাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা ষড়্বিংশকে পরমতত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কারণেই বেদশাস্ত্রে সাঙ্খ্যের সম্যক্ সমাদর নাই। যোগমতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন, এই নিমিত্ত যোগমতাবলম্বীরা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

৪১২। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যের নামই মোক্ষ। অজ্ঞানপ্রকৃতি হইতে জীবাত্মারে মুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরমাত্মার সহিত ঐক্য হইলেই জীবের মুক্তি হয়; অন্যরূপে উহার মুক্তিলাভের উপায় নাই। এই জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও যখন যেরূপ দেহের সহিত মিলিত হন, তখন তাহারই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ জীবাত্মা বিশুদ্ধধর্ম্মা ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে বিশুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, বুদ্ধিমানের সহিত মিলিত হইলে বুদ্ধিমান্, সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসী, অনুরাগবিহীনের সহিত মিলিত হইলে বিরাগী, মুমুক্ষুর সহিত মিলিত হইলে মুমুক্ষু, পবিত্রকর্ম্মার সহিত মিলিত হইলে পবিত্রকর্ম্মা, নির্ম্মলের সহিত মিলিত হইলে নির্ম্মল, সঙ্গবিহীনের সহিত মিলিত হইলে নিঃসঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলে স্বাধীন হইয়া থাকেন।

৪১৩। জ্ঞানফলার্থী ব্যক্তি যেমন সতত জ্ঞানের আলোচনা করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিরন্তর ধর্ম্মের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অসৎ-ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাহার পক্ষে উহা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে; আর সাধুব্যক্তি ধর্ম্মকামনায় বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা অতিশয় সহজ হয়। যে ব্যক্তি বনে বাস করিয়া গ্রাম্য সুখভোগে নিরত হয়, তাহারে গ্রাম্য বলিয়াই পরিগণিত করা যায়; আর যিনি গ্রামে থাকিয়াও গ্রাম্যসুখে বিরত হন,

পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহারে গ্রাম্য না বলিয়া বনচারীর মধ্যেই পরিগণিত করিয়া থাকেন। সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। দান করিয়া অনুতাপ বা আপনার মুখে উহা কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। অনৃশংস, শুচি, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরল, ত্রিবেদবেত্তা, (যিনি সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই তিন বেদ জানেন) ষট্‌কর্ম্মশালী, (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ কর্ম্মবিশিষ্ট) ও পিতার সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। পাপ শরীরস্থ মলের ন্যায় অল্প প্রয়াস দ্বারা অল্প পরিমাণে ও অধিক প্রয়াস দ্বারা অধিক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া থাকে। লোকে যেমন বিরেচন দ্বারা শরীর মলশূন্য করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিলে সেই ঘৃত তাঁহার ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি দানাদি দ্বারা দোষশূন্য হইয়া যাগাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ধর্ম্ম তাহার পরকালে অতি উৎকৃষ্ট সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেরই মন শুভ ও অশুভ এই উভয় কর্ম্মেই ধাবমান হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনকে অশুভ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। ধর্ম্মজনিত তেজঃপ্রভাবে ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করা যায়। ধৈর্য্য সেই তেজের মূল কারণ।

৪১৪। প্রকৃতি আট ও বিকার ষোড়শ প্রকার; অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও জ্যোতি এই আটটিরে প্রকৃতি; আর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, মেঢ্র ও মন এই ষোলটিরে বিকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র বিশেষ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টি সবিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ ও সবিশেষ সমুদায় পঞ্চ মহাভূতেই অবস্থান করে।

৪১৫। অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে; পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিরে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মন হইতে মহাভূত সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম সৃষ্টি; ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহারে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি; ইহারে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; পণ্ডিতগণ ইহারে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃক্ষ ও আরণ্যক পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি; এই উভয় সৃষ্টিরেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

৫১৬। দশ সহস্র কল্পে ভগবান্ নারায়ণের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তিনি রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমত জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্যাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ঐ ব্রহ্মা সমুদায় ভূতের মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি এক বৎসরকাল অণ্ড-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদায় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির (স্বর্গ ও পৃথিবী) মধ্যবর্ত্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র কল্পে উহাঁর এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাঁর এক রাত্রি হয়। ঐ মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে অহঙ্কার ও তৎপরে মন, বুদ্ধি ও চিত্তের সৃষ্টি করেন। অহঙ্কারাদি হইতে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ ও জ্যোতি এই পাঁচ মহাভূতের এবং ঐ পাঁচ মহাভূত হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায়ের উৎপত্তি হয়; ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায় এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। পঞ্চসহস্র কল্পে অহঙ্কারের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহার এক রাত্রি হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটির নাম বিশেষ; ইহারা পঞ্চমহাভূতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাদিগের প্রভাবেই প্রাণীসমুদায় পরস্পর পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরকে স্পৃহা এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাবান্ হইয়া পরস্পরকে অতিক্রম ও বধ করিয়া থাকে। এই সমুদায় কার্য্যনিবন্ধনই মনুষ্যগণকে দেহত্যাগের পর তির্য্যগ্‌যোনিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইহলোকেই পরিভ্রমণ করিতে হয়। তিন

সহস্র কল্পে পঞ্চমহাভূত সমুদায়ের এক দিন এবং ঐ পরিমাণে উহাদিগের এক রাত্রি হইয়া থাকে।

৪১৭। সমুদায় ইন্দ্রিয়মধ্যে মন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না; মনের সাহায্য ভিন্ন চক্ষু কখনই রূপ সন্দর্শনে সমর্থ হয় না; মন ব্যাকুল হইলে চক্ষু অতি নিকটস্থ বস্তুও দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। লোকে কহিয়া থাকে, ইন্দ্রিয়েরই দর্শনাদি জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। মনই সমুদায় জ্ঞানের মূলকারণ; মন বিষয়-বোধে উপরত হইলে ইন্দ্রিয়গণও উপরত হইয়া থকে। মন সমুদায় ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরস্বরূপ; উহা সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।

৪১৮। চরণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গমন উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; পায়ু ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, মলত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; উপস্থেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, আনন্দ উহার অধিভূত এবং প্রজাপতি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; করদ্বয় অধ্যাত্ম, কার্য্য উহার অধিভূত এবং ইন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; বাগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, বক্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং বহ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; শ্রোত্রেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, শব্দ উহার অধিভূত এবং দিক্-সমুদায় উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; রসনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং সলিল উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং পৃথিবী উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ত্বগিন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত এবং বুদ্ধি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, জ্ঞাতব্য বিষয় উহার অধিভূত এবং আত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

৪১৯। প্রকৃতি নানা প্রপঞ্চ বিস্তার করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে বারম্বার গুণসমুদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। মনুষ্যেরা যেমন একটিমাত্র প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বালিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের এক এক গুণ হইতে নানাপ্রকার গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সত্ত্ব, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, প্রীতি, প্রকাশিত্ব, সুখ, বিশুদ্ধতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকৃপণতা, অক্রোধ,

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, আনৃণ্য, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, ঋজুতা, আচার, অভ্রান্ততা, ইষ্টানিষ্টবিয়োগে নিরপেক্ষতা, লোকরক্ষা, অলুব্ধতা, পরোপজীবনার্থ অর্থোপার্জ্জন ও সর্ব্বভূতে দয়া এই, কয়েকটি গুণ সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিগ্রহ, বৈরাগ্যাভাব, অকরুণতা, সুখদুঃখোপভোগ, পরনিন্দায় অনুরাগ, বিবাদে প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, অসম্মান, চিন্তা, শত্রুতা, পরিতাপ, চৌর্য্যবৃত্তি, নির্লজ্জতা, অসরলতা, ভেদজ্ঞান, পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও অতিবাদ এই কয়েকটি গুণ রজোগুণ হইতে সম্ভূত হয়। মোহ, অপ্রকাশ, মরণ, ক্রোধ, অনবধানতা, বিবিধ ভক্ষদ্রব্যে অভিরুচি, পানভোজনে অপরিতৃপ্তি, উৎকৃষ্ট গন্ধ, বস্ত্র, শয্যা, আসন, বিহার, দিবানিদ্রা ও পরনিন্দায় অনুরাগ, অজ্ঞাত নৃত্যগীতবাদ্যে অভিরুচি ও ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ এই কয়েকটি গুণ তমোগুণসমুদ্ভূত।

৪২০। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া নিরন্তর ত্রিলোকে অবস্থান করিতেছে। এই তিন গুণের কখনই ধ্বংস হয় না; অব্যক্তরূপ পরমাত্মা এই সমুদায় গুণের বিকার দ্বারা অসংখ্যরূপে আপনারে প্রকাশিত করিতেছেন। অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের উৎকৃষ্ট স্থান, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যমস্থান এবং তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের অধম স্থান লাভ হয়। যাহারা কেবল পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দেবলোক; যাহারা পাপ পুণ্য এই উভয়েরই অনুষ্ঠান করে, তাহারা মনুষ্যলোক এবং যাহারা কেবল অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪২১। সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ অথবা তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ সংযুক্ত হইলেই গুণের দ্বন্দ্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দেবলোক, সত্ত্ব ও রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মনুষ্যলোক এবং রজ ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগের তির্য্যগ্‌যোনি লাভ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজ ও তম তিন গুণের একত্র সংযোগকেই সন্নিপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহারা এই তিন গুণেই আসক্ত হইয়া, কালহরণ করে, তাহাদিগকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পুণ্যাপাপবিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা জন্মমৃত্যুনাশন, ইন্দ্রিয়াতীত, সনাতন অক্ষয়স্থান লাভ করিতে পারেন।

৪২২। পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ নহেন; তিনি শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও তাঁহারে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি স্বভাবতই অচেতন; উহা পরমাত্মার-অধিষ্ঠান দ্বারা সচেতন হইয়াই প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে। কেহই নির্গুণকে সগুণ করিতে সমর্থ হয় না।

৪২৩। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহারে সগুণ, আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহারে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি গুণাত্মক; সুতরাং গুণকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতাদোষেই গুণসমুদায় আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞানী; তিনি আপনারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। নিত্যত্ব ও অক্ষরত্বপ্রযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিরে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন পুরুষ অজ্ঞানবশত বারম্বার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনারে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তিলাভে অসমর্থ হন। পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে সর্গধর্ম্মাবলম্বী; যখন যোগানুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারে যোগধর্ম্মাবলম্বী; যখন প্রাকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহারে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহারে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তিনি গুণসমুদায়ের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময় এবং দেহাদি হইতে পৃথক্; এই নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহারে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিরে অনিত্য এবং নানাপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য মহাত্মার মত। কোন কোন ব্যক্তি প্রকৃতিরে এক এবং পুরুষকে অসংখ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের মতে পুরুষ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া কেবল জ্ঞানাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকেন।

৪২৪। যেমন ইষীকা ও শরমুঞ্জ, উডুম্বর ও মশক, মৎস্য ও জল, চুল্লী ও অগ্নি এবং পদ্মপত্র ও সলিল একত্র অবস্থিত হইলেও পরস্পর নির্লিপ্ত থাকে, তদ্রূপ অনিত্যপ্রকৃতি ও নিত্যস্বরূপ পুরুষ উভয়ে একত্র অবস্থান করিলেও পৃথগ্ বলিয়া পরিগণিত হন। যাহারা সম্যক্‌রূপে প্রকৃতি পুরুষের পৃথগ্‌ভাব পরিজ্ঞাত হইতে না পারে, সেই অধম ব্যক্তিদিগকে বারম্বার ঘোর নরকে

নিপতিত হইতে হয়। সাঙ্খ্যবিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে কুশল, তাঁহারা সাঙ্খ্যমত দ্বারা অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

৪২৫। সাঙ্খ্যজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান এবং যোগবলের সদৃশ বল আর কিছুই নাই। ঐ উভয় মতেই শমদমাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে এবং এই উভয় মতই মুক্তিসাধক, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই এই উভয়ের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করে। যোগী ও সাঙ্খ্যমতাবলম্বী উভয়েরই সৰ্ব্বদশাতে এক বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সাঙ্খ্য এবং যোগশাস্ত্রকে যাঁহারা তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ পণ্ডিত। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় যোগসাধনের প্রধান অবলম্বন। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমুদায়কে বশীভূত করিয়া যোগসিদ্ধ হইতে পারিলে অণিমাদি অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করা যায়। বেদে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ যম-নিয়মাদি অষ্টগুণ সূক্ষ্ম; আর অণিমাদি অষ্টগুণ ইহা অপেক্ষা স্থূল। যোগ দুই প্রকার; সগুণ ও নিগুণ। প্রণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগকে নিগুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রাণায়াম আবার দুই প্রকার; সবীজ ও নির্ব্বীজ। মূলাধারাদি চক্রস্থিত দেবতাসকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হয়; অতএব তাহা কদাপি কৰ্ত্তব্য নহে। রজনী উপস্থিত হইলে প্রথম প্রহরে দ্বাদশ এবং নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া শেষযামে দ্বাদশ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বায়ুধারণার বিষয় যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সেই চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বায়ুধারণা দ্বারা দুর্দ্দান্ত মনকে নিগৃহীত করিয়া জীবাত্মারে পরমাত্মায় সংযোগ করা দমগুণান্বিত শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসীদিগের অবশ্য কৰ্ত্তব্য। যোগপরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতি মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, অক্ষত, স্থির, জরা-মৃত্যুবিহীন ও অভেদ্য। যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তর অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত জ্বলনতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য একমাত্র যোগ দ্বারাই এই বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।

৪২৬। জীবাত্মা চরণ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক, জঙ্ঘা দ্বারা নির্গত হইলে অষ্টবসুর লোক, জানু দ্বারা নির্গত হইলে সাধ্যগণের লোক, পায়ু দ্বারা নির্গত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্য-লোক, উরু দ্বারা নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক, পার্শ্ব দ্বারা নির্গত হইলে মরুল্লোক, নাসাপথ দ্বারা নির্গত হইলে চন্দ্রলোক, বাহু দ্বারা নির্গত হইলে ইন্দ্রলোক, বক্ষঃস্থল দ্বারা নির্গত হইলে রুদ্রলোক, গ্রীবা দ্বারা নির্গত হইলে মহর্ষিদিগের লোক, মুখ দ্বারা নির্গত হইলে বিশ্বদেবগণের লোক, শ্রোত্র দ্বারা নির্গত হইলে দিগ্‌দেবতাদিগের লোক, ঘ্রাণ দ্বারা নির্গত হইলে বায়ুলোক, নেত্র দ্বারা নির্গত হইলে সূর্য্যলোক, ভ্রূ দ্বারা নির্গত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের লোক, ললাট দ্বারা নির্গত হইলে পিতৃলোক, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।

৪২৭। যাহারা অরুন্ধতী, ধ্রুবতারা এবং অন্যের নেত্রতারামধ্যে স্বাত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায় এবং যাহারা পূর্ণচন্দ্র ও দীপের প্রভা দক্ষিণাংশে খণ্ডিত দর্শন করে, তাহারা এক বৎসর মাত্র জীবিত থাকে। যাহারা লাবণ্য-শালী হইয়া লাবণ্যবিহীন, জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞান, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানবান্ ও শ্যামবর্ণ হইয়া ধূসরবর্ণ হয় এবং যাহারা দেবগণকে অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগের পরমায়ু ছয়মাসের অধিক থাকে না। যাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে উর্ণনাভি চক্রের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দর্শন করে এবং দেবালয়স্থ সুরভি বস্তু সমুদায়ের সৌরভ যাহাদিগের শবগন্ধের ন্যায় বোধ হয়, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। যাহাদিগের নাসাকর্ণ অবনত, দন্ত বিবর্ণ, জ্ঞান বিলুপ্ত, সমুদায় অঙ্গ উষ্ম রহিত, অকস্মাৎ বাম চক্ষু হইতে জলধারা ক্ষরিত ও মস্তক হইতে ধূম উত্থিত হয়, তাহাদিগকে সত্বই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

৪২৮। যাজ্ঞবল্ক্য মহাত্মার মত, জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ; জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক্ অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা

অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইয়াছে; অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং সকল বর্ণেরই বেদপাঠে অধিকার আছে। ফলত সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মার আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বারম্বার জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে; অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান সকল কালেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

৪২৯। বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা যোগাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞানপ্রভাবেই মনুষ্য যোগাভ্যাসনিরত হইয়া সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ ও মৃত্যুরে অতিক্রমপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করিতে পারে। সলিলসিক্ত-ক্ষেত্র যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মই মনুষ্যগণকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভর্জ্জিত বীজ যেমন সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়জ্ঞান-রূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অঙ্কুরিত হয় না।

৪৩০। রাজা ব্রাহ্মণ বা গুণবতী স্ত্রীর নিকট কপটতা কাহারও বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি উঁহাদের নিকট কপটতা প্রকাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। নরপতিদিগের ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান এবং স্ত্রীজাতিদিগের রূপ ও যৌবন অতি উৎকৃষ্ট বল; ঐরূপ বলসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট সরল ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

৪৩১। বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষশূন্য ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্ম্য, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদ-সমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম সৌক্ষ্ম্য; যাহা দ্বারা গুণদোষ সঙ্খ্যা করা যায়, তাহার নাম সাঙ্খ্য; যদ্দ্বারা পৌর্ব্বাপৌর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম; পূর্ব্বপক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয় এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষনিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জন-

সমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদায় সার্থক, প্রসিদ্ধ-পদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর, অসন্দিগ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি-কটু, অশ্লীলপদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গতপদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদিদোষযুক্ত, ক্রমবিবর্জ্জিত, অন্যপদসাপেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত, অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

৪৩২। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিতভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না; আর যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে; কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্য-বিন্যাস করেন, তাঁহারেই যথার্থ সুবক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৪৩৩। যেমন জতু ও কাষ্ঠ এবং ধূলি ও জলবিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রতি অভিমান কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করে না; উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। চক্ষু আপনারে দেখিতে পায় না এবং শ্রোত্রও আপনারে শ্রবণ করিতে পারে না। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ন্যায় পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্যগুণসমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; শ্রবণাদি ক্রিয়ারও এইরূপ তিন তিনটি হেতু বিদ্যমান আছে। পদার্থজ্ঞানবিষয়ে মনকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উহা সতত সদসদ্বিচার করিয়া থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই একাদশটিরে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ; উহা বিষয়জ্ঞানসময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ; উহার কার্য্য দ্বারা

মনুষ্যগণের বিশুদ্ধ ভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ; ইহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনামধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শ গুণ; মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ; সুখাস্বাদ, অনাসক্তি, লালসাদি ও দিব্যাপ্রাণাত্মক সংযোগ উনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কাল বিংশ গুণ; এই কালপ্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি এই দশটিরেও গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়; অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল। ঐ সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিরে, কেহ কেহ পরমাণুরে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এবং জীব ও অবস্থা এই চারিটিরে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪৩৪। সমুদায় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়; শুক্রশোণিতের সংযোগকে কলল বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কলল হইতে বুদ্বুদ জন্মে; বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; গর্ভমধ্যে শুক্রশোণিতের সংযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে ঐ গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হয়; ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উহারে চিহ্নানুসারে স্ত্রী বা পুরুষ নামে নির্দ্দিষ্ট করা যায়। ঐ সময়ে উহার পাণিতল, নখ ও অঙ্গুলিদল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে কৌমারাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়; পরে কৌমারাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া উহারে আক্রমণ করে। প্রাণীর যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয় না। যেমন প্রদীপশিখার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কৌমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। এইরূপে যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন্ স্থান হইতেই

বা উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফলত আপনার দেহের সহিত প্রাণিগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যেমন অয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দস্পর্শাদি গুণসমুদায় হইতে প্রাণিগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনারে যেরূপ জ্ঞান করে, অন্যকে সেইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য।

৪৩৫। যাহারা ইহলোকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুদিগের বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, পরলোকে ভীষণকায় কুক্কুর, অয়োমুখ, বক ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী এবং শোণিতলোলুপ কীটগণ তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই দশবিধ বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করে, পরলোকে সেই পাপাত্মাদিগকে যমালয়স্থ অসিপত্র নামক নরকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা ইহলোকে লুব্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, কপটতাপরায়ণ ও চৌর্য্যপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি নীচকর্ম্মে নিরত হয়, তাহাদিগকে পরলোকে উষ্ণ বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন, অসিপত্র নরকে প্রবিষ্ট ও পরশুবন নরকে শয়ান হইয়া যার পর নাই ক্লেশভোগ করিতে হয়।

৪৩৬। যাহারা অনর্থকারিণী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। পাপকর্ম্মানরত ব্যক্তিদিগকে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া অশেষবিধ দুর্ভিক্ষক্লেশ, ভয় ও মরণতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পরজন্মে শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও ধনবান্ হইয়া সচ্ছন্দে অনুপম উৎসব ও স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পাপাত্মা নাস্তিকদিগকে নিরন্তর ব্যাঘ্র, হস্তী ও সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ তস্করগণে সমাকীর্ণ দুর্গমপথে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবাতিথিপ্রিয় বদান্য দানশীল সাত্ত্বিক শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ধান্যের মধ্যে যেমন তুচ্ছধান্য ও পক্ষীর মধ্যে যেমন দুর্গন্ধ কীট নিতান্ত নিকৃষ্ট, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে অধার্ম্মিক ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয়। মানবগণ গমন, শয়ন বা অন্যান্য যে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই পাপপুণ্যজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পরে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। কাল সর্ব্বদাই

ভূতসমুদায়কে আকর্ষণ করিতেছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অপ্রার্থিত হইয়াও ফলপুষ্পের ন্যায় যথাকালে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মান অপমান, লাভ অলাভ এবং ক্ষয় ও অক্ষয় এই সমুদায় প্রাক্তনিয়ত মানবগণকে আশ্রয় করিতেছে; কেহই উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যগণ গর্ভবাসকালেও প্রাক্তন সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, লোকে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। সহস্র সহস্র ধেনু একত্র সমবেত থাকিলেও বৎস যেমন অন্যান্য ধেনুগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভূমণ্ডলস্থিত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কর্ত্তারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মলিন বস্ত্র যেমন সলিল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ মহাত্মারা উপবাসাদি দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া পরিণামে অনন্তসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সমুদায় মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। যেমন পক্ষিগণের আকাশ-মার্গে ও মৎস্যগণের সলিল মধ্যে গতি নিরূপিত করা যায় না, তদ্রূপ পুণ্যবান্-দিগের গতি নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অন্যের কথা শুনিয়া অধর্ম্মপথ অবলম্বন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; প্রত্যুত আপনার হিতকর সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

৪৩৭। পণ্ডিতেরা অনাবৃত্তিরে বেদের, অব্রতকে ব্রাহ্মণের, বাহীক-জাতিরে পৃথিবীর ও কৌতূহলকে স্ত্রীগণের কলঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৪৩৮। পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পথকে দেবযান ও তমোগুণসম্ভূত পথকেই পিতৃযান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহান্তে যাঁহারা দেবযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদের অতি উৎকৃষ্ট গতিলাভ হইয়া থাকে; আর যাঁহারা পিতৃযানে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে বারম্বার অধঃপতিত হইতে হয়।

৪৩৯। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান বায়ুরে ইন্দ্রিয়গণের, উদান বায়ুরে সমানের, ব্যান বায়ুরে উদানের, অপান বায়ুরে ব্যানের এবং প্রাণ বায়ুরে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ বায়ু অনপত্য।

সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটি বায়ুর অপর পাঁচটি নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ। এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে।

৪৪০। প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘজালকে সঞ্চালনপূর্ব্বক আকাশপথে বিচরণশীল হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে। ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদায় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণ নামে অভিহিত হয়। আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়ক্রিয়া সম্পাদন করে; উহার অপর নাম অপান। উদ্বহ নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণপূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া সেই মেঘসমুদায়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে; উহার আর একটি নাম উদান। সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘসমুদায়কে পৃথক্‌রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে। মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারিবর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষন করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে; উহার অপর নাম সমান। বিবহনামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ড বেগে বৃক্ষ সমুদায় উৎপাটিত এবং প্রলয়কালীন মেঘ ও ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে, উহার অপর নাম ব্যান। পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছে; সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎপ্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণসংহার করে। মৃত্যু ও যম উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা উহারে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃতরূপে পরিণত হয়। এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র; ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে।

৪৪১। বিদ্যার সদৃশ চক্ষু, সত্যতুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের সমান দুঃখ আর কিছুই নাই। পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তি, পুণ্যকার্য্যের

অনুষ্ঠান, সদাচার ও সদ্ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃপদার্থ। এই দুঃখনিদান মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যিনি বিষয়ে আসক্ত হন, তাঁহারেই মুগ্ধ হইতে হয়; তিনি আর কখন দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভে সমর্থ হন না। ফলত বিষয়াসক্তিই দুঃখের মূল কারণ; বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি সতত বিচলিত হয় এবং সে মোহজালে জড়িত হইয়া কি ইহলোক, কি পরলোক উভয়লোকেই অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে। কাম ও ক্রোধ শ্রেয়োনাশের আদিকারণ; অতএব ঐ দুই শত্রুকে নিগৃহীত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধ হইতে তপস্যারে, মৎসরতা হইতে আত্মশ্রীরে, মানাপমান হইতে বিদ্যারে, এবং প্রমাদ হইতে আত্মারে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অনৃশংসতার সদৃশ ধর্ম্ম, ক্ষমার তুল্য বল, আত্মজ্ঞানের সমান জ্ঞান এবং সত্যের সমান শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই; সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু যে স্থলে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই উচিত। ভগবান্ সনৎকুমারের মতে যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই সত্য বাক্য। যাহারা শান্তচিত্ত ও নির্বিকার হইয়া ইন্দ্রিয়সমুদায়কে আত্মার বশীভূত করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ করেন, তাহারা অচিরাৎ মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। যাঁহাদিগের কোন জীবের সহিত সন্দর্শন, সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভের উপযুক্ত পাত্র। কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে; সকলের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করা বিধেয় নহে। আত্মতত্ত্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সমুদায় বিষয়ে অনৈশ্বর্য্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচপলতাই পরম শ্রেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রেয়োলাভার্থীর পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হওয়াই কর্ত্তব্য। যাহারে আশ্রয় করিলে কি ইহলোকে কি পরলোকে কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশ মাত্র থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লোভবিহীন ব্যক্তিরা কিছুতেই শোকযুক্ত হন না; অতএব লোভ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি তপোনুষ্ঠাননিরত, দমগুণসম্পন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া ব্রহ্মপদলাভের বাসনা করেন, সঙ্গপরিত্যাগ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বিষয়াসক্ত না হইয়া সদাচারনিষ্ঠ হইলে তাঁহারে কখনই দুঃখভোগ

করিতে হয় না। যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিরে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত; তাহারে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না। কর্ম্মবশীভূত মানবগণ শুভকার্য্যবলে দেবত্ব, শুভাশুভকার্য্যবলে মনুষ্যত্ব এবং অশুভ কর্ম্মফলে অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। সকল মনুষ্যই জরামৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। মূঢ় ব্যক্তি অহিতকে হিত, অধ্রুবকে ধ্রুব ও অনর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করে এবং মোহবশতঃ কোষকার কীটের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হয়। পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর; অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে। স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গে একান্ত অনুরক্ত হইলে পঙ্কনিমগ্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইতে হয়। মানবগণ জ্ঞান দ্বারা জল হইতে সমুদ্ধৃত মৎস্যের ন্যায় স্নেহজালে জড়িত হইয়া বিবিধ দুঃখভোগ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদায় পরলোকে সহগামী হয় না; কেবল পুণ্যপাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন মনুষ্যকে সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন কি নিমিত্ত স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হইয়া অনর্থকর বিষয়ে আসক্ত হইবে? অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কিরূপে একাকী পরলোকগমনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে গমন করিবে? পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত ব্যতীত আর কেহই অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থ-সিদ্ধি হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হয়; পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু দুরাত্মারা কোনক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ; রূপ ঐ নদীর কূল, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপণীসম্পন্ন ধর্ম্মস্থৈর্য্যরূপ আকর্ষণরজ্জুযুক্ত দানবায়ুপরিচালিত শরীরনৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভ পরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা এবং

পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংসশোণিতলিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মূত্রপুরীষপরিপূর্ণ, জরাশোকসম্পন্ন রোগের আকরস্বরূপ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিবে। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুদ্ভূত; পঞ্চমহাভূত, পাঁচ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্তদশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চবিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় নামেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জীবাত্মা এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে সংসক্ত হইলেই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, [illegible]ম এই ত্রিবর্গ অতি সুখকর এবং জীবন ও মৃত্যু এই উভয় নিতান্ত দুঃখাবহ। যিনি যথার্থরূপে এই সমুদায় বিষয় অবগত হইতে পারেন, নিত্য ও অনিত্য উভয় বস্তুই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞেয় পদার্থ সমুদায় পারম্পর্য্যক্রমেই পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থকে ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুমেয় পদার্থকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মারে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও আত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না; তিনি সেই শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বদা সমুদায় জীবকে সন্দর্শন করেন। যিনি জ্ঞানবলে মোহজনিত বিবিধ ক্লেশ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই অশুভ সন্দর্শন করিতে হয় না এবং তিনি কখনই স্বীয় বুদ্ধি প্রকাশ দ্বারা চিরাচরিত মার্গ অতিক্রম করেন না। মোক্ষতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমাত্মারে জন্মমৃত্যুবিহীন শরীরস্থিত নিরাকার নির্লিপ্ত পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন তাহারে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশভোগ করে; তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারমধ্যে চক্রের ন্যায় বারম্বার পরিভ্রমণ করিতে হয়।

৪৪২। বুদ্ধিরে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায় ; অল্পবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয় ; অতএব অতীত বস্তুর গুণ চিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোনকালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতি কষ্টে কালহরণ করিতে হয়। অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না ; সমুদায় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে। ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদায় ঘটনা দ্বারা শোকযুক্ত হয় না। যাহারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয়বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে, তাহারা দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা ইহলোকে জন্মমরণ প্রবাহ অবলোকন করিয়া ইষ্ট-বিয়োগে শোক প্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন, তাঁহারাই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী। কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্ন করিয়াও উহা নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিন্তা না করাই দুঃখ শান্তি করিবার মহৌষধ। চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাস্ত্র-জ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। নিতান্ত বালকের ন্যায় শোকহর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে ; পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদায় বিষয়ে আসক্ত হন না। ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে ; অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যদি পুত্রাদিবিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে প্রায় সমুদায় মনুষ্যকেই সুখের পর বিবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুরে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে। উঁহাদের মধ্যে

যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থলাভে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা তাঁহারে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না। অর্থ উপার্জ্জন, রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে ; অতএব অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতিলাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয় ; কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদায় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদায় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ হইবে। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই। সন্তোষই পরমসুখের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরমধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে ; নিমেষমাত্রও উহার বিশ্রাম নাই ; অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে, তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়েই চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনের অগোচর সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মারে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমগতি লাভে সমর্থ হন। ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থান্বেষণ-পরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ; অতএব মৃত্যু-যন্ত্রণা মোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ শোক-বিহীন হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান, কি নির্ধন, যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপরসাদি বিষয় সমুদায় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয় ; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না। যখন পরস্পর সংযোগের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর সমুদায় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বনিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মারে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

৪৪৩। যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরুষ, কি প্রজ্ঞা, কি নীতিবল কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায় না। যাহা হউক, স্বভাবত সর্ব্বদা সাবধান হওয়া আবশ্যক ; সাবধান ব্যক্তিরে প্রায়ই অবসন্ন হইতে হয় না। জরা, মৃত্যু ও রোগ হইতে প্রিয়তম আত্মারে উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক ও মানসিক রোগসমুদায় ধনুর্ব্বেদবিশারদ ধনুদ্ধরনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কের ন্যায় শরীরকে নিতান্ত নিপীড়িত করে। রোগার্ত্ত একান্ত অবসন্ন জীবিত-তৃষ্ণাপরায়ণ মানবদিগের শরীর ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। দিবা ও রজনী জীবগণের আয়ু গ্রহণ করিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত অপক্রান্ত হইতেছে ; কখনই প্রত্যাগত হইবে না। কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনবরত গমনাগমন করিয়া মানবগণকে জীর্ণ করিতেছে। সূর্য্য স্বয়ং অজর ; কিন্তু উনি পর্য্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হইয়া জীবগণের সুখদুঃখ জীর্ণ করিতেছেন। রাত্রিও মানবদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ইষ্টানিষ্ট ঘটনা সমুদায়কে সহচর করিয়া প্রস্থান করিতেছে।

৪৪৪। যদি ক্রিয়াফল সমুদায় পরাধীন না হইত, তাহা হইলে যে যাহা বাসনা করিত, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইত। অনেক সময় অনেক নিয়মধারী কার্য্যদক্ষ মতিমান্ ব্যক্তিও সমুদায় সৎকর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ফললাভে বঞ্চিত হয় ; আবার অনেক সময় অনেক নির্গুণ নরাধম মূর্খেও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকে। ইহলোকে কেহ কেহ সর্ব্বদা লোকের হিংসা ও বঞ্চনা করিয়াও পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে। কেহ কেহ বিনা চেষ্টায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে ; আবার কেহ কেহ বা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

৪৪৫। মানবদিগের বীর্য্য একস্থানে সম্ভূত হইয়া পুনরায় অন্য স্থানে গমনপূর্ব্বক সন্তানোৎপাদন করিতেছে। উহা অনেক সময় যথাস্থানে নিবেশিত হইয়াও গর্ভ উৎপাদন না করিয়াই চ্যুতকুসুমের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কেহ পুত্রার্থে নানাবিধ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না ; আবার কেহ কেহ বা গর্ভকে ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্লেশকর জ্ঞান করিয়াও দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করিতেছে। অনেকানেক কুলকামিনী পুত্রকামনায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক দশ মাস গর্ভধারণ করিয়া কুলাঙ্গার পুত্র প্রসব করে। কেহ

কেহ জন্মাবধি পিতৃসঞ্চিত ধনধান্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছে; আবার কেহ কেহ বা চিরকাল দুঃখে অতিবাহিত করিতেছে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহযোগসময়ে পুরুষের শুক্র জীবরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীর গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সেই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন হইলে সে নৌকার উপর সংস্থাপিত নৌকার ন্যায় মাতৃগর্ভে অবস্থান করে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই শুক্র উদরমধ্যে থাকিয়া অন্ন, পানীয় ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তুর ন্যায় জীর্ণ হইয়া যায় না। সকলকেই মূত্রপুরীষের আধার গর্ভমধ্যে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়; কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে গর্ভমধ্যে বাস ও উহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না। কেহ কেহ গর্ভস্রাব, কেহ কেহ জন্মপরিগ্রহের সময় এবং কেহ কেহ জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থাবির্য্য ও প্রাণরোধ প্রভৃতি দশা সমুদায় দেহকেই আক্রমণ করে; আত্মারে কখনই আশ্রয় করে না। লোকে রোগে একান্ত আক্রান্ত হইলে তাহার উত্থানশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন সে আরোগ্যলাভের নিমিত্ত সুনিপুণ চিকিৎসকগণকে বিপুল অর্থ প্রদান করে; কিন্তু চিকিৎসকগণ যাহার পর নাই যত্নবান্ হইয়াও উহাকে সুস্থ করিতে সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঔষধসঞ্চয়নিরত সুবিজ্ঞ বৈদ্যগণকে ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগগণের ন্যায় দারুণরোগে সমাক্রান্ত হইতে হয়; তাঁহারা বিবিধ কটুকষায় রস ও ঘৃত পান করিয়াও জরার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যাহাদিগের চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা থাকে, রোগ তাহাদিগকেই আক্রমণ করে। দেখ, মৃগপক্ষী শ্বাপদ ও দরিদ্রগণকে কেহই চিকিৎসা করে না; অথচ তাহারা প্রায়ই সুস্থশরীরে কালহরণ করিতেছে; কিন্তু উগ্রতেজা দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ নিরন্তর বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশ পাইতেছেন। এইরূপে মানবগণ সংসারসাগরে প্রবল স্রোতে নিক্ষিপ্ত ও প্রবাহিত হইয়া সতত শোকমোহে পরিব্যাপ্ত ও বেদনায় নিতান্ত সমাক্রান্ত হইতেছে; কেহই ধন, রাজ্য বা কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যদি সকল কার্য্যেরই উদ্যোগ সফল হইত, তাহা হইলে ইহলোকে কাহারেও জীর্ণ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত না; সকলেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিত। ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। অনেকানেক অপ্রমত্ত

সরলস্বভাব পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সুরাপানে উন্মত্ত ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত মূঢ়দিগের উপাসনা করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্লেশ সমুপস্থিত হইলে উহার নিবারণের উপায়বিধান করিবার পূর্ব্বেই অনায়াসে উহা হইতে বিমুক্ত হয় এবং কেহ কেহ বা আপনার বিপুল অর্থ থাকিতেও উহা প্রাপ্ত না হইয়া যাহার পর নাই ক্লেশভোগ করে। ইহলোকে কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য-নিবন্ধন ফলের বিষম বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, কেহ কেহ শিবিকায় আরোহণ, আবার কেহ কেহ বা শিবিকা বহন করিয়া গমন করিতেছে; কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিতেছে; আবার কেহ কেহ বা রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে। শত শত পুরুষ স্ত্রীবিরহিত হইয়া কালযাপন করিতেছে; আবার শত শত স্ত্রীও পুরুষবিরহে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এইরূপে সমুদায় প্রাণীরেই কামনানিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়; অতএব মোহবিহীন হইয়া প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবে। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।

৪৪৬। ব্রহ্মা, মহাদেব, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য্য, চন্দ্র, কর্দ্দম, ক্রোধ, বিক্রীত ও প্রচেতা এই একবিংশতি প্রজাপতি পরমাত্মার প্রসাদে দৈব ও পৈত্র কার্য্য-সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার সনাতন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন। স্বর্গবাসী প্রাণিগণ তাঁহারে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীর, পঞ্চদশকলাত্মক স্থূলশরীর, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও কর্ম্মসমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মা স্বভাবত নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন। সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহারে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে হয়। বেদাধ্যয়নিরত ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ ভক্তিসহকারে তাঁহার

পূজা করিয়া তাঁহার প্রসাদে পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরমপদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদলাভ করেন।

৪৪৭। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজা বশিষ্ঠ এই সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনু উহাঁদিগের অষ্টম; ঐ সমস্ত একাগ্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সংযমী ত্রিকালজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি লোকসকলকে স্ব স্ব নিয়মে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাঁরা একমতাবলম্বনপূর্ব্বক লোকের হিতকর বিষয় সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া বেদচতুষ্টয়সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন; ঐ শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় কীর্ত্তিত এবং ভূলোক ও দ্যুলোকের নানাপ্রকার নিয়মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্রই সর্ব্বশাস্ত্রের অগ্রে প্রস্তুত হয়।

৪৪৮। যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা মহারাজ উপরিচর বসুর ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয় বলিয়া ঐ ঘৃতধারারে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করে।

৪৪৯। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল ও তেজ এই পঞ্চভূত একত্র মিলিত হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়। যেমন পঞ্চভূত ব্যতীত শরীর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ জীব ভিন্ন শরীরস্থ বায়ু কোনক্রমেই সঞ্চালিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। পণ্ডিতেরা সেই জীবাত্মারেই ভগবান্, অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ; প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীই তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। ঐ প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্ব্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ; তাঁহা হইতে কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য ও স্থাবরজঙ্গমপরিপূর্ণ সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয়। তাঁহারেই ঈশান ও সর্ব্বকার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন ও প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪৫০। নারায়ণের হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশ রূপে অবতীর্ণ হওয়াকেই দশ অবতার কহে।

৪৫১। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র। ইহাঁরা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন।

৪৫২। সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন এই সাতজন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা যোগ ও সাঙ্খ্যজ্ঞানবিশারদ, মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। প্রকৃতি হইতে অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ সেই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। ক্ষেত্রজ্ঞই কর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তিপথ ও জ্ঞানীদিগের নিবৃত্তিপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি যেরূপ পথ অবলম্বন করে, তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হয়।

৪৫৩। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পিতৃ, দেবতা, গুরু, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণ এবং পৃথিবী, গো ও জননীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুপূজার ফললাভ হইয়া থাকে।

৪৫৪। ভারপীড়িত ব্যক্তির ভারাবতরণ, পথশ্রান্তের শয়ন, দণ্ডায়মান ব্যক্তির আসন, তৃষ্ণার্ত্তের পানীয়, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন, অতিথির প্রকৃত সময়ে অভীষ্ট ভোজন, পুত্রার্থী বৃদ্ধের পুত্র ও মনঃকল্পিত প্রীতিকর বস্তুর দর্শনলাভ নিতান্ত সন্তোষজনক হইয়া থাকে।

৪৫৫। গুরুশুশ্রূষা শিষ্যগণের, বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণের, প্রভুবাক্য প্রতিপালন ভৃত্যের, প্রজাশাসন নরপতির, বিপন্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ ক্ষত্রিয়ের, যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অতিথিসেবা বৈশ্যের, ত্রিবর্ণ শুশ্রূষা শূদ্রের, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা গৃহস্থের, পরিমিতাহার যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়সংযম সমুদায় বর্ণের, আমি কাহার, কোথা হইতেই বা উদ্ভূত হইলাম, আমার সহিতই বা কাহার সম্বন্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করা মোক্ষাশ্রমীর এবং পাতিব্রত্য স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৪৫৬। রাজা বা রাজপুত্র যদি আশাযুক্ত ব্যক্তিদিগের আশা পরিপূরণপূর্ব্বক নেত্রজল পরিমার্জ্জন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। মৌন দ্বারা জ্ঞানলাভ, দান দ্বারা যশোলাভ এবং সত্যবাক্য দ্বারা বাগ্মীতা ও পরলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। ভূমি দান করিলে পুণ্যাশ্রমবাসীদিগের তুল্য সদ্গতি ও ন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করিলে শুভফল লাভ হয়। আত্মহিতকর ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে কথনই নিরয়গামী হইতে হয় না।

৪৫৭। বীজ ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না; বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফল লাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কথন সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভকার্য্যবলে সুখ এবং পাপকর্ম্মপ্রভাবে দুঃখভোগ করে, ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকারপ্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনীষিতা প্রভৃতি সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। জ্যোতিম্মণ্ডল, নাগগণ, যক্ষ সমুদায় এবং চন্দ্র সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি দেবতা সকল একমাত্র পৌরুষবলে মনুষ্যলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই

অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীকতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণ শৌচ, ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম, বৈশ্যেরা পৌরুষ এবং শূদ্রেরা সেবা দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্‌লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবাসুরসঙ্কুল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও স্বয়ং সমুদ্রে শয়ন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না; সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, কামিনীর ক্লীবপতি সহবাসের ন্যায় তাহার সমুদায় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকারপ্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। যখন দেবলোকেরও স্থান সমুদায় অনিত্য বলিয়া স্থির করা যাইতেছে, তখন দেবতারা যে কর্ম্মের অধীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভবশঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। দেবগণ মহর্ষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মহর্ষিগণও তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া থাকেন। এইরূপে যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছজ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ; লোকে দৈবপ্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে। যাহা হউক, দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, আপনার সাধ্যানুরূপ পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। আত্মাই মনুষ্যগণের বন্ধু ও শত্রু; আত্মাই মানবগণের সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ; যে ব্যক্তির পুণ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহারে স্বর্গনরকরূপ পুণ্যপাপের ফলভোগ করিতে হয় না। মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদায় দেবলোক লাভ করিতে পারে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়। তপোনিয়মসম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ

তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন; কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধমদিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ুসহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। যেমন তৈলক্ষয় হইলে দীপশিখার হ্রাস হয়, তদ্রূপ কর্ম্মক্ষয় হইলে দৈবের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু উদ্যোগ-পরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকারপ্রভাবে পাতালগত দেবরক্ষিত রত্নও লাভ করিতে পারেন। দানশীল মহাত্মারা নির্দ্ধন হইলেও দেবগণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করেন। দেবতারা মনুষ্যদিগের বিবিধ রত্ন-ভূষিত গৃহও শ্মশানভূমিসদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকেন; সুতরাং দেবলোক যে মনুষ্যলোক হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ইহলোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা দৈববলে কখনই তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয় না; আর যাহারা কুপথে পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না, সুতরাং দৈবের প্রভুত্ব নাই। যেমন শিষ্য গুরুর অনুগমন করে, তদ্রূপ দৈবকে নিরন্তর পুরুষকারের অনুসরণ করিতে হয়। লোকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনিত দৈবের অনুকূলতাপ্রভাবে ঐহিক সুখ ও ইহলোককৃত শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

৪৫৮। মনুষ্য যে যে শরীরে যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারে পরজন্মে সেই সেই শরীরে সেই সেই অবস্থায় তৎ তৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়; ফলভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কদাচই বিনষ্ট হয় না। পাঁচ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সেই কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। অভ্যাগত ব্যক্তির কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত চক্ষু ও মনকে নিয়োগ এবং তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্ত মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং তাঁহার অনুগমন ও উপাসনা করাও গৃহস্থের কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ এই পাঁচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। পথপরিশ্রান্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব পথিককে সুস্বাদু অন্ন প্রদান করিলে প্রচুর ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিত্রয়ের সন্নিধানে শয়ন এবং স্থণ্ডিলশায়ীদিগকে

গৃহ ও শয্যা, চীরবল্কলপরিধায়ীদিগকে বসন ও আভরণ, আর যোগনিযুক্ত তপোধনকে যান ও বাহন প্রদান করিলে রাজার পৌরুষ লাভ হয়, সমুদায় রস আস্বাদনে বিরত হইলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি এবং আমিষ পরিত্যাগ করিলে পশু ও পুত্র লাভ হইয়া থাকে। যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হন, যিনি জলে বাস করেন এবং যিনি নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহার অভীষ্ট গতিলাভ হয়। অতিথিসংকারের নিমিত্ত পাদ্য, আসন, প্রদীপ অন্ন ও গৃহ প্রদান করাকেই পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দান দ্বারা ধন, মৌনাবলম্বন দ্বারা অপ্রতিহত আজ্ঞা, তপস্যা দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন এবং অহিংসা দ্বারা রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ করিবে। যাঁহারা কেবল ফলমূল ভক্ষণ করেন, তাঁহারা রাজ্য; যাঁহারা পত্রমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গ এবং যাঁহারা আহারাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সুখলাভ করিয়া থাকেন। শাকমাত্র ভক্ষণ করিলে গোধন, তৃণমাত্র ভক্ষণ করিলে স্বর্গ, স্ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনবার স্নান ও বায়ুভক্ষণ করিলে যজ্ঞফল, সত্যবাক্যপ্রয়োগ করিলে স্বর্গ এবং যজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট কুললাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া সলিলমাত্র পান ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্য এবং অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া গায়ত্র্যাদি মন্ত্রপাঠ করিলে সুরলোক লাভ করিতে পারেন। দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে উপবাস, ব্রতসাধনের নিমিত্ত ক্ষীরাদি আহার ও দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিলে, ব্রহ্মলোক লাভ হয়। সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলে দুঃখনাশ ও মানসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সুরলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নির্ব্বোধেরা যাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, কলেবর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তকর রোগবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে অকপটে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ করা যায়। বৎস যেমন সহস্র সহস্র ধেনুমধ্যে আপনার জননীর নিকট গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম জন্মান্তরে কর্ত্তারেই প্রাপ্ত হয়। যেমন পুষ্প ও ফল প্রেরিত না হইয়াও যথাসময়ে বিকসিত ও সুপক্ব হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কার্য্যসমুদায় প্রকৃত সময়ে নিঃসন্দেহ পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্য জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশকলাপ জীর্ণ ও দন্ত সমুদায় শীর্ণ এবং কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমুদায় বিকল হইয়া যায়; কিন্তু

তাহার বিষয়বাসনা কিছুতেই অপনীত হয় না। পিতার প্রীতি উৎপাদন করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মারে ও মাতার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীরে পরিতৃপ্ত করা যায়; উপাধ্যায়কে প্রীত করিতে পারিলে ব্রহ্মের সৎকার করা হইয়া থাকে। যিনি এই তিনটি বিষয়ের সবিশেষ সমাদর করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মই প্রতিপালন করা হয়; আর যে ব্যক্তি এই তিন বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করে না, তাহারই সমস্ত কার্য্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে। জয়লাভাদির নিমিত্ত মন্ত্রপ্রয়োগ, দক্ষিণাদান ব্যতিরেকে সোমযাগ অনুষ্ঠান ও মন্ত্র ব্যতীত হোম করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মিয়া থাকে।

৪৫৯। নীচ জাতিরে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে উপদেশ প্রদান করিলে কখনই দূষিত হন না; কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মের গতি নিতান্ত সূক্ষ্ম; পাপাত্মারা কখনই তাহার অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। মুনিগণ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগভয়ে বাঙ্নিষ্পত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। লোকে ধার্ম্মিক ও সত্যসরলতাদিগুণযুক্ত হইয়াও একমাত্র দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ঘোরতর পাপে লিপ্ত হয়। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যকে উপদেশ প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; কারণ উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি দৈবাৎ উপদেষ্টার বাক্যানুসারে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে উপদেষ্টারে নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই বিধেয়। ধনলোভনিবন্ধন উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মক্ষয় হয়। কেহ প্রশ্ন করিলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে ধর্ম্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশ প্রদান করাই উচিত। নীচজাতিরে উপদেশ প্রদান করিলে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়; অতএব নীচজাতিরে উপদেশ প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

৪৬০। লক্ষ্মী সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈবপরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট অবস্থান করিয়া থাকেন। যাহারা অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, লম্পট, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ়স্বভাব, কপট এবং বলবীর্য্য বুদ্ধি ও সারাংশবিহীন; যাহাদিগের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই; যাহারা কিছুমাত্র অর্থলাভের প্রত্যাশা

করে না এবং অল্পমাত্র অর্থলাভ হইলেই পরিতুষ্ট হয় ; লক্ষ্মী সেই সমুদায় ক্ষুদ্র-চিত্ত মানবগণের নিকট কখনই অবস্থান করেন না। যাহারা স্বধর্ম্মনিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধদিগের সেবায় একান্ত আসক্ত, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান্, লক্ষ্মী তাহাদিগের নিকটেই সতত অবস্থান করিয়া থাকেন। যে কামিনীগণ গৃহোপকরণ সমুদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে, কার্য্যানুষ্ঠানসময়ে যাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা থাকে না, যাহারা সতত স্বামীর প্রতিকূল বাক্য বিন্যাস করে, পরভবনে অবস্থান করিতে যাহারা একান্ত অনুরক্ত, যাহাদিগের ধৈর্য্য ও লজ্জার লেশমাত্র নাই এবং যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্তচিত্ত, কলহপ্রিয় ও নিদ্রাপরায়ণ, লক্ষ্মী সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যে কামিনীগণ পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, সত্য-সরলতাদি গুণসম্পন্ন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ, সৌভাগ্য-সম্পন্ন ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মী সতত তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করেন। যান, কন্যা, ভূষণ, যজ্ঞ, সলিলসংযুক্ত মেঘ, প্রফুল্ল পদ্মবন, শারদীয় নক্ষত্রমণ্ডল, হস্তী, গোষ্ঠ, আসন, বিকসিত পঙ্কজপরিপূর্ণ সরোবর, হংস বকাদির স্বরে নিনাদিত ক্রমবিভূষিত করিকরসমালোড়িত, সিদ্ধতাপসসেবিত নদী, মত্তহস্তী, বৃষভ, নরপতি, সিংহাসন, সৎপুরুষ, স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ, প্রজাপালননিরত ক্ষত্রিয়, কৃষিকার্য্যপরায়ণ বৈশ্য, সেবানিরত শূদ্র লক্ষ্মীর প্রধান আবাসস্থান। যে গৃহে প্রতিনিয়ত হোম এবং দেবতা, গো ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা সম্পাদিত হয়, লক্ষ্মী কদাচ সেই গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ্যতা এবং লোকানুরাগের একমাত্র আধার ; এই নিমিত্ত লক্ষ্মী একতান-মনে অভিন্নদেহে উহাঁর শরীরে অবস্থান করেন ; নারায়ণ ভিন্ন আর কুত্রাপি লক্ষ্মী সশরীরে অবস্থান করেন না। লক্ষ্মী সদয়ভাবে যাহার নিকট অবস্থান করেন, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশ ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

৪৬১। ধর্ম্মার্থদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, মৃদুত্ব, কোমলত্ব ও কাতরত্ব এই তিনটি স্ত্রীলোকের এবং ব্যায়ামসহিষ্ণুতা ও বীর্য্যবত্তা এই দুইটি পুরুষের প্রধান গুণ।

৪৬২। মনুষ্য পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ ; অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্যপ্রয়োগ, পরদোষপ্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই

চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্টচিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ পরিত্যাগ করিলে উভয়লোকেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে; অতএব কায়মনোবাক্যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা না করাই সকলের পক্ষে শ্রেয়। ফলত ইহলোকে যে ব্যক্তি শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শুভ ফল ও যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন।

৪৬৩। মনুষ্য অসঙ্খ্য জন্ম সংসারমধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পাপবিহীন হইতে পারিলে পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বকারণ সনাতন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। দেবলোক ও মনুষ্যলোক প্রভৃতি সমুদায় লোকেকেই এইরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ঐকান্তিক শিবভক্তি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ পিনাকপাণি প্রসন্ন হইলেই মানবগণ তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যাহারা একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, দীনবৎসল ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সংসারপাশ হইতে বিমুক্ত করেন; দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোন দেবতারই মনুষ্যকে সংসার হইতে বিমুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবল স্বর্গবেশ্যাপ্রেরণ প্রভৃতি অকার্য্য দ্বারা মানবগণের তপোবল বিনষ্ট করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই মহাত্মা তণ্ডি অন্যান্য দেবতার উপাসনায় বিরত হইয়া সেই সর্ব্বময় সনাতন পশুপতির স্তব করিয়াছিলেন। তিনি স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভীম, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, শর্ব্ব, সর্ব্বকর, ভব, জটাধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, শিখণ্ডী, বিরাটমূর্ত্তিধারী, বিশ্বকর্ত্তা, হর, হরিণাক্ষ, সর্ব্বভূতবিনাশক, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানবাসী, ভগবান্, খেচর, বিষয়গোচর, পাপাত্মাদিগের পীড়নকর্ত্তা, সর্ব্বনমস্ত, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, মায়ারূপ, মায়াকায়, বৃষরূপ, মহাযশা, মহাত্মা, সর্ব্বভূতাত্মা, বিশ্বরূপ, মহাহনু, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, আনন্দময়, হয়গার্দ্দভি, পবিত্র, মহান্, নিয়মাশ্রিত, নিয়ম, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূত, আদি, আদিকর, নিধি, সহস্রাক্ষ, বিশালাক্ষ, সোমরস, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, রাহু, মঙ্গল, বৃহস্পতি, অত্রি, নমস্কর্ত্তা, মৃগধারী, শরত্যাগী, নিষ্পাপ, মহাতপা, ঘোরতপা,

অদীন, দীনসাধক, সম্বৎসরকর্ত্তা, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপস্যা, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহারেতা, মহাবল, সুবর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বীজবাহন, দশবাহু, অনিমেষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ; স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলবীর, বল, গণ, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগম্বর, কাম, মন্ত্রবিৎ, পরমমন্ত্র, জগৎকারণ, সংহারকর্ত্তা, কমণ্ডলুধারী, ধনুদ্ধর, বাণহস্ত, কপালধারী, অশনিধারী, শতঘ্নীধারী, খড়্গপাণি, পট্টিশহস্ত, শূলপাণি, পূজ্য; স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজঃ, তেজস্কর, নিধি, উষ্ণীষধারী, সুবক্ত্র, উজ্জিতরূপ, বিনয়ান্বিত, দীর্ঘ, হরিকেশ, সুতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপী, সিদ্ধার্থ, মুণ্ড, সর্ব্বশুভঙ্কর, অজ, বহুরূপ, গন্ধধারী, কপর্দ্দী, উদ্ধরেতা, উদ্ধলিঙ্গ, উদ্ধশায়ী, নভস্থল, ত্রিজটি; চীরবাসা, রুদ্র, সেনাপতি, সর্ব্বব্যাপী, অহশ্চর, রাত্রিচর, তীক্ষ্ণক্রোধ, সুবর্চ্চা, গজাসুরহন্তা, দানবঘাতী, কাল, লোকবিধাতা, গুণাকর, সিংহশার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মাবৃত, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বকাম, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, রাহু, অনন্ত, গতি; নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, নর্ত্তক, বিশ্ববন্ধু, ঘোররূপা, মহাতপা, মায়াপাশধারী, ধ্বংসরহিত; পর্ব্বতারূঢ়, নিঃসঙ্গ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অতন্দ্রিত, অপ্রকম্প্য, ভয়স্বরূপ, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সৌম্য, ঈষৎসৌম্য, অতিক্রূর, বলসূদন, নিত্যানন্দময়, অর্থনীয়, অজিত, অবর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীরবলবাহন, ন্যগ্রোধরূপী, অশ্বত্থবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষপত্রস্থিত, ভক্তবৎসল, সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র, মহাকায়, মহানল, বিশ্বঘ্ন, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সৃষ্টির বীজস্বরূপ, বৃষবাহন, তীক্ষ্ণচাপ, হর্য্যশ্ব, সহায়, কর্ম্মকালবেত্তা, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, বায়ু, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, সংগ্রামনিপুণ, বিজয়কালবেত্তা, জ্যোতিষ্মান্দিগের গতিপ্রকাশক শাস্ত্র, সিদ্ধি, সর্ব্ববিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটাধারী, জ্বালাবৃত, মূর্ত্তিজ, মূদ্ধগ, বলী, বৈণবী, পণবী, তালী-খলী, কালমায়ার ছেদনকর্ত্তা, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, আনন্দস্বরূপ, আনন্দবিধাতা, হরি, নদীশ্বর, নন্দন, নন্দিবর্দ্ধন, কালচক্রের পরিচালক, জীবরূপী, ঈশ্বর, অচঞ্চল, প্রজাপতি, বিশ্ববাহু, বিভাগকর্ত্তা, সর্ব্বগ, অমুখ, সংসারমোচক, সুশরণ, দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা, মেঢ্রজ, বনচারী, ভূচর, সর্ব্বস্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, পশুপতি; ব্যালরূপ, গুহবাসী, গুহ, হেমমালী, বিষয়সুখের রসজ্ঞ, ত্রিদশ, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, দৈত্যদিগের সংহারকর্ত্তা, শত্রুনাশন, সাঙ্খ্যজ্ঞানপ্রদ, দুর্ব্বাসা,

সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, কর্ম্মফলের বিভাজক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞভাগবিৎ, সর্ব্বস্থানগত, সর্ব্বস্থানচারী, বাসবিহীন, বাসব, অমর, হিমালয়রূপী, হেমকর, নিষ্কর্ম্মা, সমুদায় কর্ম্মফলের আধার, সকলের অবলম্বনস্বরূপ, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিজয়াক্ষ, পণ্ডিত, সংগ্রহীতা, নিগ্রহীতা, কার্য্যসম্পাদক, ভুজঙ্গবেষ্টিতবস্ত্র, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অতিশয়পুষ্ট, কাহলবাদ্যধারী, সর্ব্বকামপ্রদ, সর্ব্বকালপ্রসন্ন, মহাবল, বলদেবরূপধারী, মোক্ষস্বরূপ, সর্ব্বপ্রদ, সর্ব্বতোমুখ, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসংহারক, অনায়ত্ত, হৃদয়াকাশগত, মহাভৈরব, সূর্য্যকিরণ, সূর্য্য, বহুরশ্মি, অতুলতেজঃসম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, মহাবেগসমন্বিত, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী, বিষয়ভোগনিরত, সর্ব্বদেহবাসী, শ্রীমান্, উপদেষ্টা, মৌনী, মুনি, জীবের শুভাশুভ বিচারকর্ত্তা, সর্ব্বসেব্য, বদান্য, গরুড়, মিত্ররূপী, অতিদীপ্ত, প্রজাপতি, উন্মাদ, মদন, কাম্যবিষয়, সংসারবৃক্ষ, অর্থের আধার, কীর্ত্তিদাতা, বামদেব, কর্ম্মফলস্বরূপ, সকলের আদি, ত্রিলোকাক্রমণসমর্থ, বামন, সিদ্ধযোগী, মহর্ষি, সিদ্ধসন্ন্যাসী, জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরমহংস, ব্যবহারবিহীন, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, জাগ্রদবস্থা প্রভৃতি ষষ্টিতত্ত্বের ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, বজ্রহস্ত, বিস্তৃত, দৈত্যসেনার স্তম্ভনকর্ত্তা, সমরবিজয়ী, সংসারাশ্রয়-বেত্তা, বসন্ত, পিঙ্গললোচন, বৃহস্পতির আরাধ্য, যজুর্ব্বেদ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহচারী, সর্ব্বগত, বিচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, মহাপ্রলয়ে অবস্থিত, পিনাকধারী, সর্ব্বকারণস্থ, কারণ, সমৃদ্ধি, আনন্দকর, হরি, নন্দীশ্বর, নন্দী, আনন্দবর্দ্ধন, ঐশ্বর্য্যহর্ত্তা, হন্তা, কাল, ব্রহ্মা, পিতামহ, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চারুলিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্ম, সাধক, বলবান্, ইতিহাস, কল্প, গৌতম, চন্দ্র, দন্ত, অদন্ত, দন্তবিহীন ব্যক্তির প্রাপ্য, ভক্তাধীন, বশীকরণসমর্থ, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, পৃথিবীর স্রষ্টা, ভোগবিহীন, অক্ষর, পরব্রহ্ম, বলশালী, শক্র, নীতি, অনীতি, নির্ম্মলচিত্ত, দোষবিহীন, মান্য, সংসারস্বরূপ, প্রসাদগুণ-সম্পন্ন, স্বপ্নাভিমানী, পুরুষদর্পণ, শক্রবিজয়ী, বেদকর্ত্তা, মন্ত্রকর্ত্তা, বিদ্বান্, সমস্ত-মর্দ্দন, মহামেঘনিবাসী, মহাঘোর, বশীকর, অগ্নিপ্রভ, মহাতেজস্বী, কালাগ্নি, আহুতি, হবনীয় দ্রব্য, ধর্ম্মরূপী, শঙ্কর, তেজস্বী, বহ্নিস্বরূপ, নীল, স্বলিঙ্গাবির্ভূত, কল্যাণহেতু, প্রতিবন্ধশূন্য, স্বস্তিদাতা, স্বস্তিভাব, যজ্ঞভাগাবশিষ্ট, বিভাজক,

দীপগামী, সঙ্গবিহীন, মহালিঙ্গ, কন্দর্প, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহামাত্র, মহানেত্র, অবিজ্ঞানাশস্থান, মহান্তক, মহাকর্ণ, মহোষ্ঠ, মহাহনু, মহানাশ, মহাকণ্ঠ, মহাগ্রীব, মহাবক্ষা, মহাহৃদয়, শ্মশানবাসী, অন্তরাত্মা, মৃগচিহ্নধারী, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, লম্বিতোষ্ঠ, ক্ষীরসমুদ্র, মহাকায, মহানক্ষ, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, দীর্ঘজটাধারী, সুপ্রসন্ন, প্রসন্নতা, অনুভব, গিরিধন্বা, স্নেহবান, স্নেহবিহীন, অজিত, মহামুনি, সংসারবৃক্ষস্বরূপ, বৃক্ষকেতু, অনল, বায়ুবাহন, গণ্ডশৈলগামী, সুমেরুনিবাসী, দেবাধিপতি, অথর্ব্বশীর্ষ, সামাস্য, ঋক্সহস্রচক্ষু, যজুঃপাদভুজ, উপনিষদের স্বরূপ, কর্ম্মকাণ্ডবেদস্বরূপ, মহানাদকাল, পশ্চিমপূরক, দয়ালু, সুখপ্রাপ্য, সুদর্শন, উপকার, প্রিয়, সর্ব্ব, সুবর্ণবর্ণ, সর্ব্বাদিধাতু, যজ্ঞ, আনন্দকর, যজ্ঞশ্রদ্ধা, ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাতা, স্থির, দ্বাদশসূর্য্যস্বরূপ, ভয়জনক, আদ্য, যজ্ঞ, যজ্ঞভোক্তা, মহামোহ, কলহ, কাল, মকর, কালপূজিত, সগণ, গণকর্ত্তা, ব্রহ্মসারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষক, ভস্মভূত, কল্পবৃক্ষ, গণ, লোকপাল, লোকাতীত, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুদ্ধ, শুদ্ধদেহ, শুদ্ধান্তঃকরণ, নিত্যমুক্ত, পারগ, ভূতনিবাসিক, আশ্রমবাসী ক্রিয়াবস্থিত, বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু, তাম্রোষ্ঠ, অর্ণব, নিশ্চল, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, আয়ু, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন, গন্ধ, অদিতি, গরুড, সুবিজ্ঞেয়, প্রিয়বাদী, কুঠারহস্ত, দেব, অনুকারী, সুবান্ধব, তুম্বীফলযুক্ত বীণাধারী, মহাক্রোধ, ঊর্দ্ধরেতা, জলশায়ী, উগ্র, বংশকর, বংশ, বংশনাদ, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মায়াবী, সুহৃদ, অনিল, অনল, সংসারপাশ, বন্ধনকর্ত্তা, বন্ধমোচক, যজ্ঞহন্তা, কামনাশন, মহাদংষ্ট্র, মহায়ুধ, দক্ষনিন্দিত, শর্ব্ব, শঙ্কর, সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, নির্দ্ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, অসুরহন্তা, অনন্ত সর্পরূপী, বায়ুসদৃশ, জ্ঞানবান্, হরি, অজৈকপাদ, কপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিত, শিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, কার্ত্তিকেয়, কুবের, ধাতা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, মিত্র, বিশ্বকর্ম্মা, ধ্রুব, ধারণকর্ত্তা, প্রভাব, সর্ব্বগত, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উষ্ণকিরণ, বিধাতা, মান্ধাতা, বিভু, ভূতভাবন, চাতুর্ব্বর্ণ্যসংস্থাপক, সর্ব্বকামগুণপ্রাপক, পদ্মনাভ, মহাগর্ভ, চন্দ্রানন, অনিল, অনল, বলবান, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যজ্ঞেয়, কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা, কুরুক্ষেত্রবাসী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিগুণোৎপাদক, সর্ব্বান্তঃকরণ, গর্ভধারী, সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর দেবদেব, সুখাসক্ত, কার্য্যকারণবেত্তা, সর্ব্বরত্নবেত্তা, কৈলাসপর্ব্বতবাসী,

হিমালয়নিবাসী, কুলহারী, কুলকর্ত্তা, বহুবিদ্য, বহুপ্রদ, বণিক, কাষ্ঠচ্ছেদনকর্ত্তা, বৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ, চন্দনবৃক্ষ, সর্ব্বাচ্ছাদক, সারগ্রীব, মহাজত্রু, মহৌষধ, সিদ্ধার্থ-কারী, সিদ্ধার্থ, ছন্দ ও ব্যাকরণজ্ঞ, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগামী, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগদ্গ্রাসকর্ত্তা, ভোজনপাত্র, লোকহিতকর, পরিত্রাণকর্ত্তা, সারঙ্গ-পক্ষী, নবহংস, কেতুমালা, ধর্ম্মস্থানপালক, সর্ব্বভূতাশ্রয়, ভূতপতি, অহোরাত্র, আনন্দিত, সর্ব্বভূতবহনকর্ত্তা, সর্ব্বভূতগৃহস্বরূপ, সর্ব্বসংযোগী, ভব, অমোঘ, সংযত, অশ্ব, অন্নদাতা, প্রাণধারণ, ধৃতিমান, মতিমান, দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, ইন্দ্রিয়পালক, গোপতি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, ভক্তক্লেশহারী, হিরণ্যবাহু, যোগী-দিগের শরীররক্ষক, শত্রুঘাতক, মহাহন, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধারস্বর, সুবাস, তপোনুষ্ঠাননিরত, প্রীত, মর্ত্ত্যরূপী, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণ-সেবিত, মহাকেতু, মহাধাতু, বহুশিখরবাসী, চঞ্চল, জ্ঞানগোচর উপদেশ, সর্ব্বগন্ধ-সুখাবহ, তোরণ, তারণ, বাত, খেচরেশ্বর, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্য, আত্মা, সহায়, দেবাসুরপতি, পতি, যুক্ত, যুক্তবাহু, দেবদেব, আষাঢ়, সুসহিষ্ণু, ধ্রুব, অচঞ্চল, হরিণ, হর, সমাগত ব্যক্তিদিগের ধনদাতা, বস্তুশ্রেষ্ঠ, মহাপথ, ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা, বিশেষ বিচারক্ষম, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, রথাক্ষ, রথযুক্ত, সর্ব্বসংস্পর্শী, মহাবল, বেদ, বেদোত্তম, তীর্থ, দেব, মহারথ, নির্জীব, জীবনোপায়, মন্ত্র, প্রশান্তদৃষ্টি, বহুকর্কশ, রত্নের উৎপত্তিস্থান, রক্তাঙ্গ, মহার্ণব-পানকর্ত্তা, সর্ব্বকারণ, বিশাল, অমৃত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, তপোনিধি, পরমপদারোহণে অভিলাষী, পরমপদারূঢ়, সদাচারনিরত, মহাযশা, সৈন্যগণের পরাক্রম, মহাকল্প, যোগ, যুগকর্ত্তা, হরি, যুগরূপ, মহারূপ, গজাসুরহন্তা, মৃত্যু, যথাযোগ্যদানশীল, শরণ্য, পণ্ডিত, অচলতুল্য, বহুমালাযুক্ত, মহামালাসম্পন্ন, চন্দ্র, হর, সুলোচন, বিস্তার, লবণরস, কূপ, ত্রিযুগ, ফলপ্রদাতা, ত্রিনেত্র, বিস্তরাঙ্গ, মণিময়কুণ্ডলধারী, জটাধর, অনুস্বার, বিসর্গ, সুমুখ, শর, সর্ব্বায়ুধ, সর্ব্বসহ, নিশ্চয়জ্ঞানবান্, সুখাবির্ভূত, গান্ধারদেশোদ্ভব, মহাচাপসম্পন্ন, সর্ব্ববাসনাময়, ভগবান্, সর্ব্ব-কার্য্যের আধার, বিশ্বমথনসমর্থ, বহুল, বায়ু, পূর্ণ, সর্ব্বলোচন, তল, তাল, করস্থালী, দৃঢ়শরীর, শ্রেষ্ঠ, ছত্র, সুচ্ছত্র, বিখ্যাত, লোক, সর্ব্বাশ্রয়, ত্রিবিক্রমরূপী, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, কুণ্ডধারী, বিকারজনক, হর্য্যক্ষ, ককুভ, বজ্রধারী, শত-জিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বদেবময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ,

শরণ্য, সর্ব্বলোককর্ত্তা, পবিত্র, বীজশক্তিকীলকরূপমন্ত্র, কণিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডনির্ম্মাণকর্ত্তা, শতঘ্নীপাশশক্তিসম্পন্ন, ব্রহ্মা, মহাগর্ভ, বেদগর্ভ, একার্ণবজলে আবির্ভূত, রশ্মিমান্, বেদকর্ত্তা, বেদাধ্যায়ী, বেদার্থবেত্তা, ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজনাশ্রয়, অনন্তরূপ, অনেকমূর্ত্তি, তীক্ষ্ণতেজা, স্বয়ম্ভু, উপাধিশূন্য, পশুপতি, বায়ুবেগ, মনোজব, চন্দনলিপ্ত, পদ্মনালাগ্রস্বরূপ, সুরভির উদ্ধারকর্ত্তা, নরাবতার, কর্ণিকারমাল্যসম্পন্ন, কিরীটধারী, পিনাকহস্ত, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীধৃক্, উমাধব, বর, বরাহ, বরদ, বরেণ্য, সুমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, দমন, শত্রুহন্তা, শ্বেতপিঙ্গলবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, পরমাত্মা, প্রযতাত্মা, প্রকৃতির আশ্রয়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, সাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, নিষ্কাম, ধর্ম্মাধিপতি, সাধ্যর্ষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্, সবিতা, সোমরস, বেদব্যাস, সৃষ্টি, সংক্ষেপ, বিস্তর, সর্ব্বব্যাপী, জীবরূপ, ঋতু, সম্বৎসর, মাস, পক্ষ, সংখ্যাতীত, কাল, কাষ্ঠা, লব, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, প্রজাকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জগতের অঙ্কুর, কার্য্য, কারণ, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, নির্ব্বাণ, আনন্দকর, ব্রহ্মলোক, পরমগতি, দেব, দেবাসুরসৃষ্টিকর্ত্তা, দেবাসুরগতি, দেবাসুরগুরু, দেবাসুরনমস্কৃত, দেবাসুরনিয়ন্তা, দেবাসুরাশ্রয়, দেবাসুরাধ্যক্ষ, দেবাসুরাগ্রগণ্য, দেবাতিদেব, দেবর্ষি, দেবাসুরবরপ্রদ, দেবাসুরেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, দেবাসুরপূজ্য, সর্ব্বদেবময়, অচিন্ত্য, দেবতাত্মা, স্বতঃসিদ্ধ, উদ্ভিদ, ত্রিবিক্রম, বিদ্বান্, নির্ম্মল, রজোগুণবিহীন, অমরস্তবনীয়, হস্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, বিবুধ, অগ্রবরণীয়, দুর্লক্ষ্য, সর্ব্বদেবময়, তপোময়, সুযুক্ত, শোভন, বজ্রধারী, প্রাসাস্ত্রের উৎপাদক, অব্যয়, গুহকান্ত, অসাধারণ, স্বভাব, পবিত্র, সর্ব্বপাবন, বৃষরূপ, পর্ব্বতশিখরপ্রিয়, শনৈশ্চর, রাজরাজ, নির্দ্দোষ, অভিরাম, দেবগণস্বরূপ, বিরাম, সর্ব্বসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেব, হরিণ, ব্রহ্মতেজ, হিমালয়, প্রাপ্তসমাধি, নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অচিন্ত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতফলদাতা, পরব্রহ্ম, ভক্তদিগের পরমগতি, বিমুক্ত, মুক্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন ও জগৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

৪৬৪। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়; পুরুষসংসর্গ উঁহাদিগের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহেন। সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। পুরুষসংসর্গ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট সুখ আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোকেরা অনঙ্গশরনিপীড়িত হইলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে; তৎকালে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত বালুকার উপরিভাগ দিয়া গমন করিলেও তাহাদের পদতল ব্যথিত হয় না।

৪৬৫। অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই; স্ত্রীলোকমাত্রেই পরাধীন। কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং স্ত্রীজাতীর কথনই স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

৪৬৬। স্ত্রীপুরুষের সহধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখসাধনস্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৪৬৭। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদির চিহ্নসম্পন্ন হউন বা নাই হউন; স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহারে দান করা কর্ত্তব্য। চিহ্নিত ও অচিহ্নিত উভয়বিধ ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র।

৪৬৮। দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই পবিত্র হইয়া থাকে।

৪৬৯। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানেকালে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার রীতি নাই; কিন্তু পিতৃকার্য্যসাধনসময়ে উহাঁদিগের পরীক্ষা করা আবশ্যক। দৈবকার্য্য দেবতার অনুগ্রহেই সুসিদ্ধ হয়; তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহযোগিতার আবশ্যকতা নাই। যজমানেরা কেবল দেবগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াই দৈবকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পিতৃকার্য্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচই সম্পন্ন হয় না; সুতরাং পিতৃকার্য্যসাধনকালে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য আছে কি না, অগ্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪৭০। অপরিচিত, সুসম্পর্কীয় ও তপঃপরায়ণ ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ, বিদ্বান্, অনৃশংস, লজ্জাসম্পন্ন, সরল ও সত্যবাদী এবং বিদ্বান্ ও যজ্ঞশীল ব্যক্তি কুলীন, অনৃশংস লজ্জাসম্পন্ন সরল ও সত্যবাদী হইলেই দৈব ও পৈত্র কার্য্যের প্রকৃত পাত্র বলিয়া পরিগৃহীত হন। মৃৎপিণ্ড যেমন মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বেই নিমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ

যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সমুদায় দুষ্কার্য্যই বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

৪৭১। যে ব্রাহ্মণ সুশীল না হন, সাঙ্গবেদ, সাঙ্খ্য, পুরাণ ও কৌলিন্য কখনই তাঁহার উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয় না।

৪৭২। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল হইয়া আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার বিদ্যাবলে অন্যের যশ বিলুপ্ত করেন, তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট ও সত্যপ্রয়োগে অসমর্থ হন এবং তাঁহার কখনই অক্ষয়লোক লাভ হয় না।

৪৭৩। সহস্র অশ্বমেধ ও সত্যকে এক মানদণ্ডে পরিমাণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ সত্যের অদ্ধাংশ হইতে পারে কি না সন্দেহ; অতএব সতত সত্য-পরায়ণ হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণের শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

৪৭৪। যে ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি যদি শ্রাদ্ধকালে প্রার্থনা করিয়া পিতৃদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই ব্রত লোপ হয়; শ্রাদ্ধের কোন অঙ্গ-হানি হয় না।

৪৭৫। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করেন, অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন, সেই সমস্ত ধর্ম্ম-সঙ্করকারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো ও অশ্ব প্রদান করে, সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গো-মহিষাদির মাংসভোজী পুক্কস, চণ্ডাল ও যাহারা রাগমোহাদির বশীভূত হইয়া অন্যের কার্য্যাকার্য্য সমুদায় প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানকালে অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আহার প্রদান না করে, তাহার অশুভলোক সমুদায় লাভ হয়।

৪৭৬। মদ্য মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য; বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয়বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা।

৪৭৭। মনুষ্যের পূর্ব্বাহ্নে অর্থোপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে একের উপর

নিরন্তর আসক্ত থাকা গৃহস্থের কখনই বিধেয় নহে; ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, গুরুলোকের অর্চনা ও সকল প্রাণীর প্রতি সরল ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য; অসুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; ধর্ম্মাধিকরণে মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ, নরপতিগণের নিকট শঠতা, গুরুজনসন্নিধানে মিথ্যা ব্যবহার, অগ্নিত্যাগ, বেদ পরিত্যাগ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাতকে লিপ্ত হইতে হয়; গোহত্যা ও নরপতিরে প্রহার করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে।

৪৭৮। ব্রাহ্মণগণ ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ব্যক্তিকে এবং যাঁহারা নিরহঙ্কৃত, সহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভ-বিহীন, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজন করাইবার উপযুক্ত পাত্র। যথার্থ গুণবান্ পাত্রে দান করিলে দাতার সহস্রগুণ ফল লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সদ্ব্যবহার ও সুচরিত্রসম্পন্ন একমাত্র ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলেই দাতার কুল পবিত্র হয়; অতএব ঈদৃশ ব্রাহ্মণকেই গো, অশ্ব, ধন, অন্ন ও অন্যান্য নানাবিধ বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য। উত্তমরূপ পাত্রে দান করিতে পারিলে পরকালে আর দাতারে অনুতাপ করিতে হয় না। সদ্গুণসম্পন্ন সাধুসম্মত ব্যক্তি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহারে তথা হইতে আনয়ন করিয়া তাঁহারে সৎকার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৪৭৯। মঙ্গলাচারসম্পন্ন ও পবিত্র হইয়া পরম যত্নসহকারে পূর্ব্বাহ্নে দৈব-কার্য্য, অপরাহ্নে পিতৃকার্য্য ও মধ্যাহ্নে মনুষ্যকার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অকালদত্ত বস্তু রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; লঙ্ঘিত, অবলীঢ়, কলহকৃত, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অনেকের উদ্দেশে সম্পাদিত, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট বা দৃষ্ট, কেশকীট নেত্রজল ও ক্ষুত দ্বারা দূষিত, উচ্ছিষ্ট, শ্রাদ্ধে মন্ত্রক্রিয়া ও আহুতি প্রদান ব্যতীত পরিবিষ্ট এবং দুরাচার ও শূদ্রকে ভোজনার্থ প্রদত্ত অন্নকে রাক্ষসীয় ভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেবতা অতিথি ও বালকাদিরে বঞ্চনা করিয়া অন্নভোজন করিলে রাক্ষসীয় ভাগ ভোজন করা হয়।

৪৮০। ব্রাহ্মণগণ কৃতবিদ্য হইয়াও যদি পতিত, জড় উন্মত্ত, কুষ্ঠী, ক্লীব, যক্ষ্মরোগী, অপস্মাররোগগ্রস্ত, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথানিয়মধারী, সোমবিক্রয়ী, ক্রীড়াপরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদাস, শূদ্রাপতি, বেতনভুক্ অধ্যাপক ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্মবিবর্জ্জিত মৃতনির্যাতক, তস্কর, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামণী, পুত্রিকাপুত্র, ঋণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, প্রাণিজীবী, স্ত্রীজীবী, অস্ত্রজীবী ও সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

৪৮১। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রব্রতপরায়ণ, গ্রামবাসী, চৌর্য্যবৃত্তিবিহীন, অতিথিসৎকারজ্ঞ, ত্রিকালীন সাবিত্রীজপপরায়ণ, ভিক্ষাজীবী, ক্রিয়াবান্, অহিংস্র, অল্পদোষী, অদাম্ভিক ও শুষ্কতর্কপরাঙ্মুখ, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত পাত্র ; যাঁহারা প্রথমে ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, প্রাণিবিক্রয় ও বণিক্বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ যজ্ঞের সোমরস পান করেন ও যাঁহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া পরিশেষে অতিথিসাৎ করেন, তাঁহারাও শ্রাদ্ধস্থলে নিমন্ত্রিত হইতে পারেন ; ব্রতপরায়ণ, গুণশালী ও সাবিত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কৃষিজীবী এবং সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা যায়। বেদবিক্রয় ও মিথ্যাশপথাদি দ্বারা অর্জ্জিত অর্থ ও স্ত্রীধন ব্রাহ্মণকে প্রদান বা উহা দ্বারা পিতৃকার্য্য সম্পাদন করা বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসমাপনোচিত স্বধাদি বাক্য প্রয়োগ না করেন, তাঁহারে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণের স্বধা, ক্ষত্রিয়ের প্রীয়স্তাং, বৈশ্যের অক্ষয্য ও শূদ্রের স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। দৈবকার্য্য অনুষ্ঠানসময়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাক্য, ক্ষত্রিয়ের প্রণবোচ্চারণবিহীন পুণ্যাহবাক্য, বৈশ্যের প্রীয়স্তাং এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের শরনির্ম্মিত মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যের বল্বজতৃণনির্ম্মিত মেখলা ব্যবহার করাই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে যে পাপ

হইবে, ক্ষত্রিয়ের তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং বৈশ্যের আট গুণ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রথমে স্ববর্ণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যদি অন্যত্রে গমন করেন, তাহা হইলে বৃথা জীবহিংসার সম্পূর্ণ পাপ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে বৃথা জীবহিংসার অৰ্দ্ধপাপভাগী হইয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ অস্নাত বা অশৌচগ্রস্ত হইয়া লোভবশত দৈব বা পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ভবনে গমনপূর্ব্বক ভোজন করেন, যিনি তীর্থযাত্রা বা অন্যান্য কার্য্য ব্যপদেশে দাতার নিকট ধন প্রার্থনা করেন, যিনি বেদব্রত-পরায়ণ না হন এবং যিনি শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধে পরিবেশন না করেন, তাহাদিগের সকলকেই যে ব্যক্তি গোগ্রহণের নিমিত্ত মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার তুল্য পাপভাগী হইতে হয়।

৪৮২। যাহাদিগের পত্নীগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বামীর ভোজনপাত্রাবশিষ্ট দ্রব্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভোজন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমুদায় সচ্চরিত্র দুর্ব্বল ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ যাচকভাবে গৃহে উপস্থিত হন, যাঁহারা ভক্তিপরায়ণ ও আশ্রিত হইয়া থাকেন এবং কেবল আবশ্যকের সময় অর্থ প্রার্থনা করেন, যাহারা তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত হইয়া আগমনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা নিতান্ত দরিদ্রতানিবন্ধন আগ্রহপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণেরও করস্থিত অন্ন প্রার্থনা করেন, যাঁহারা দেশ-বিপ্লবনিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থলাভের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন, যে সমুদায় ব্রতনিয়মপরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্রতাদি সমাধানার্থ ধনার্থী হইয়া উপস্থিত হন, যাঁহারা পাষণ্ডদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের শরীর দুর্ব্বল ও ধন কিছুমাত্র নাই, যাঁহারা পরাক্রান্ত দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অন্ন প্রার্থনা করেন এবং যাঁহারা তপস্বীদিগের নিকট ভিক্ষার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

৪৮৩। যাহারা গুরুর হিতসাধন ও ভয়নিবারণ ব্যতীত অন্য কার্য্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহে; যাহারা পরদারাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ, পারদারিক-কার্য্যে দৌত্যকার্য্য, পরধন নাশ ও পরদোষ কীর্ত্তন করে; যাহারা উদপান, সেতু ও গৃহাদি ভগ্ন করিয়া থাকে; যাহারা বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথা স্ত্রীদিগের

বঞ্চনায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দারবিচ্ছেদ, মিত্রতাচ্ছেদ ও আশাচ্ছেদ করে; যাহারা পরদোষসূচক, সন্ধিভেদক, পরভাগ্যোপজীবী, মিত্রের প্রতি অকৃতজ্ঞ, বেদবিরোধী, সাধুদিগের দ্বেষ্টা, নিয়মাবিধ্বংসী, পাপ-কার্য্য দ্বারা পতিত, বিরুদ্ধ ব্যবহারনিরত, অনুচিত বৃদ্ধিলাবী, দ্যূতক্রীড়া-পরায়ণ, কদাচারনিরত ও প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়; যাহারা আশাগ্রস্ত, নির্দ্দিষ্ট লাভাকাঙ্ক্ষী, বেতনভোগী ও কৃতশ্রম ব্যক্তিদিগকে কৌশলক্রমে স্বামীর নিকট হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে; যাহারা অগ্নি, স্ত্রী, পোষ্যবর্গ ও অতিথি-দিগকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে; যাহারা দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়; যাহারা বেদবিক্রয়, বেদদ্বেষ ও বেদে অবজ্ঞা করে; যাহারা চারি আশ্রমের বহির্ভূত ও বেদাচারবিহীন হইয়া ভুক্রিয়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়; কেশবিক্রয়, বিষবিক্রয় ও ক্ষীর-বিক্রয় যাহাদিগের উপজীবিকা; যাহারা গো ব্রাহ্মণ ও কন্যাগণের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে; যাহারা শস্ত্র, শল্য ও ধনু নির্ম্মাণ ও বিক্রয় করে; যাহারা শিলাশঙ্কু ও বিবর দ্বারা পথ রুদ্ধ করে; যাহারা নিরপরাধে উপাধ্যায়, ভৃত্য ও ভক্তগণকে পরিত্যাগ করে; যাহারা অপ্রাপ্তদশায় বৃষগণকে দমিত করিয়া তাহাদিগের নাসিকা ভেদ করে; যাহারা পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখে; যে সমুদায় ভূপতি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও ধনদানে পরাঙ্মুখ হন; যাহারা স্বকার্য্যসাধন হইলেই ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, চিরসহচর ও ভৃত্য-গণকে পরিত্যাগ করে এবং যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে ভোজন করে, তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ নরকগামী হইতে হয়।

৪৮৪। দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিলে পুত্র ও পশুসমুদায় বিনষ্ট হয়; অতএব ব্রাহ্মণের অবমাননা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করেন না; যাহারা দান, তপ ও সত্যবাক্য প্রয়োগ দ্বারা আপনার ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; যাঁহারা গুরুশুশ্রূষা ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রতিগ্রহে একান্ত পরাঙ্মুখ হন; যাঁহারা লোকসকলকে ভয়, পাপ, বিঘ্ন, দারিদ্র ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করেন; যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীরস্বভাব, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহসম্পন্ন ও শুভাচারপরায়ণ;

যাহারা মদ্য, মাংস ও পরদারে কদাচ আসক্ত হন না; যাঁহারা কূপ, আশ্রম ও গ্রামনগরাদি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহারা অন্নপান, বস্ত্র ও আভরণ প্রদান এবং অশ্বাদির সাহায্য করিয়া অন্যের বিবাহাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; যাহারা হিংসাদোষশূন্য, সর্ব্বসহিষ্ণু ও সকলের আশ্রয়দাতা, যাঁহারা মাতা পিতার শুশ্রূষা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি সমুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহারা অতুল বলশালী মহাবলপরাক্রান্ত ও যুবা হইয়াও সুধীর ও জিতেন্দ্রিয় হন; যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি বিতরণ করেন; যাঁহারা স্বয়ং মৃদু ও মৃদুবৎসল; যাহারা শুশ্রূষা দ্বারা অন্যের সুখ সম্পাদনে যত্নবান্ হন; যাঁহারা অসংখ্য লোকের ভোজনদাতা, ধনদাতা ও রক্ষক; যাঁহারা যাচকদিগকে গো, অশ্ব, সুবর্ণ, যান, বাহন এবং বিবাহোচিত অলঙ্কার বস্ত্র ও দাস দাসী প্রদান করিয়া থাকেন; যাঁহারা গোষ্ঠ, পান্থনিবাস, উদ্যান, কূপ, সভা, উদপান ও প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দেন; যাহারা ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান করেন; যাঁহারা স্বয়ং রস, বীজ ও ধান্যাদি উৎপাদনপূর্ব্বক পাত্রসাৎ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোনরূপ কুলে হউক, উৎপন্ন হইয়া বহুপুত্র ও শতায়ু হইয়া দয়াশীল ও শান্তস্বভাব হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।

৪৮৫। যে ব্যক্তি গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদানার্থে স্বয়ং আহ্বান করিয়া ভিক্ষাপ্রদানোপযোগী দ্রব্য নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে; যে নির্ব্বোধ সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী উদাসীন ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ করে; যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত গোসমূহের সলিলপানের বিঘ্নসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়; যে নরাধম অনভিজ্ঞতাদোষে শ্রুতি ও মহর্ষিপ্রণীত শাস্ত্র দূষিত করে; যে ব্যক্তি আপনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যারে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পণে পরাঙ্মুখ হয়; যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় ব্রাহ্মণকে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ প্রদান করে; যে ব্যক্তি চক্ষুহীন জড় ও পঙ্গুব্যক্তির সর্ব্বস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে নরাধম বন, আশ্রম, পুর ও গ্রামমধ্যে অগ্নি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রাহ্মণ-বিনাশ ব্যতীত এই সকল কার্য্য করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৪৮৬। জীব তীর্য্যক্‌যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমত পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্টযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে; তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাহার

বৈশ্যতা ; বৈশ্যতা লাভের পর এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণের কুলে ; তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রীসেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুইশত উনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয়গৃহে জন্মপরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয়বংশে পরি-ভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথাবাগ্মিতা তাহারে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষশোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতিলাভ হয় ; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে।

৪৮৭। যে ব্যক্তি ভক্ত অনুরক্ত ও আশ্রিতদিগকে রক্ষা করে, সে পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ সুখভোগে অধিকারী হয়।

৪৮৮। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়া কহিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! তোমারা স্বধর্মরক্ষিত হইয়া সকলকে রক্ষা করিবে ; ইহাই তোমা-দিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য ; ইহা দ্বারাই তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে। তোমরা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সংসাধন করিয়া ব্রাহ্মী শ্রী লাভ করিবে ; তোমরা সকলে আদর্শ ও নিয়ামক হইবে। শূদ্রের কার্য্যাবলম্বন করা তোমা-দের কদাপি কর্ত্তব্য নহে ; তোমরা দাসত্ব স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে, আর স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইলে শ্রী, বুদ্ধি, তেজ ও বিপুল মাহাত্ম্য অধিকার করিতে পারিবে ; তোমরা দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তোমাদের যার পর নাই সৌভাগ্য জন্মিবে ; তোমরা কোন স্থলে আতিথ্য স্বীকার করিলে গৃহস্থ শিশুদিগের ভোজন না হইলেও অগ্রে তোমাদিগকে ভোজন করাইবে ; তোমরা অহিংসক, শ্রদ্ধাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া সমুদায় ইচ্ছাই চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। ভূলোক ও দ্যুলোকমধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যা দ্বারা অধিকার করা যায় ; অতএব জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪৮৯। ব্রাহ্মণগণের তপোবল ক্ষত্রিয়ের বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ তপস্বী, কেহ উগ্রস্বভাব, কেহ ক্ষিপ্রকারী এবং কেহ কেহ সিংহের ন্যায়, কেহ কেহ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেহ কেহ বরাহের ন্যায়, কেহ কেহ মকরাদি জলজন্তুর ন্যায় ও কেহ কেহ সর্পের ন্যায় প্রভাবশালী। উহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশীবিষতুল্য উগ্র এবং কেহ কেহ বা নিতান্ত মৃদু এবং কেহ কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি ও কেহ কেহ বা দর্শনমাত্রেই বিনাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ নানাপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সতত ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও দান দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতোষসম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দানগ্রহণ করিলে ব্রহ্মতেজের হ্রাস হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রতিগ্রহ স্বীকার না করেন, সতত সাবধান হইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে কুল রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪৯০। ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অসূয়াবিহীন ও জ্ঞানবান্ হইলেই সম্মানাস্পদ ও দানের যোগ্যপাত্র হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও অসূয়াবিহীন নহেন, তাঁহাদিগকে দান বা সৎকার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব স্থিরচিত্তে মানবগণকে সবিশেষ পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অক্রোধ, সত্যবাক্য, অহিংসা, তপস্যা, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা, তিতিক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা ও শম এই সমুদায় গুণে অলঙ্কৃত হন এবং কখন কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান না করেন, তিনই যথার্থ সম্মানের পাত্র। কি চিরাশ্রিত, কি অভ্যাগত, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব, কি দৃষ্টপূর্ব্ব, যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, ঐ সমুদায় গুণে সমলঙ্কৃত হইলেই তিনি সম্মানের ভাজন হইতে পারেন। বেদের অপ্রামাণ্যনির্দ্দেশ, শাস্ত্রলঙ্ঘন ও সামাজিক নিয়মভঙ্গ করিলেই মনুষ্য অসৎপাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাভিমানী, বেদনিন্দক, শ্রুতিবিরোধী, কুতর্কে অনুরক্ত, আক্রোশনিরত, বহুভাষী, সর্ব্বাভিশঙ্কী, মূঢ়, অব্যবস্থিতচিত্ত ও কটুভাষী হয়, তাহাদিগকে স্পর্শ করাও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে কুক্কুরতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন কুক্কুরগণ চীৎকার ও অন্যকে বধ করিবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ উহারাও কেবল বৃথা বাগ্জালবিস্তার ও সমুদায় শাস্ত্রের উচ্ছেদ

করিবার চেষ্টা করে। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ শিষ্টব্যবহার, ধর্ম্ম ও শমদমাদি গুণ আশ্রয় করেন, তাঁহারা বহুকাল উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাকেন; যাহারা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্যদ্বারা অতিথিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না।

৪৯১। কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে; উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই; উহারা সকল দোষের আকর; উহারা অবসরপ্রাপ্ত হইলেই ধনবান্ রূপবান্ পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপুরুষসম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়; উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই; উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রীসম্ভোগে অভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়; কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে। উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে, উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না; পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে; উহারা ধর্ম্মভয়, কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না। কুলকামিনীগণ সতত যৌবনসম্পন্ন দিব্যাভরণভূষিত বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে; পতিগণ উহাদিগকে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। উহাদের মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই, উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে; উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয় ও বধবন্ধনের আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করে। উহারা নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব; উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। যেমন কাষ্ঠরাশি দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদী দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষসংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না। সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদের যোনি

আর্দ্র হয়; ভর্ত্তৃগণ সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও যত্নসহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্যবস্ত, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের এক দিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। ইহলোকে পুরুষেরা মোহাবিষ্ট হইয়া সতত কামিনীদিগের প্রতি এবং কামিনীগণ পুরুষদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত হইতেছে। উহারা যে কোন্ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও কোন্ পুরুষের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য। উহারা ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে; উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ উহারা নিত্য নিত্য নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভানসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, উহারা অপ্রিয় ব্যক্তিরেও প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে। কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। যে ব্যক্তি উহাদিগের পূজা করে, আর যে উহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, উহারা সেই উভয়বিধ পুরুষের প্রতি সমভাবে আসক্ত হইয়া থাকে। উহাদিগকে পরপুরুষসংসর্গে নিবৃত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

৪৯২। স্ত্রীগণকে সতত সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে; লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন। কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরস্থ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। উহারা অতিশয় তীব্রস্বভাবসম্পন্ন। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কামক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়,

উহারা তাহারেই প্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন আর কেহই উহাদের প্রিয় নাই। এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তিলাভ হয় না। উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; কেবল ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্তচিত্তে উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত ঐরূপ ব্যবহার না করে, তাহারে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। একমাত্র মহাত্মা বিপুলই যোগবলে গুরুপত্নীরে রক্ষা করিয়াছিলেন ; তিনি ভিন্ন এই ত্রিলোক মধ্যে আর কেহই স্ত্রীজাতির রক্ষাবিধানে সমর্থ হয় না।

৪৯৩। কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণয় হওয়াই দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, অতিথিসৎকার ও স্বজনপ্রতিপালন প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মের মূল। কন্যাকর্ত্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুলমর্য্যাদা ও কার্য্যের বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহারে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ; ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। বরকে ধনদানাদি দ্বারা অনুকূল করিয়া কন্যাপ্রদান করিলে ঐ বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণেরই প্রশস্ত। কেবল বর ও কন্যার মতানুসারে যে বিবাহ হয়, তাহারে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায়। বর অধিকসংখ্যক ধন দ্বারা কন্যা ক্রয় অথবা তাহার পরিবারবর্গকে লোভপ্রদর্শন করিয়া যে বিবাহ করে, তাহারে আসুর বিবাহ কহে এবং পরিজনেরা কন্যা প্রদানে অসম্মত হইলেও পরিণেতা তাহাদিগকে প্রহার বা তাঁহাদিগের মস্তক ছেদনপুরঃসর বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ করে, তাহারে রাক্ষসবিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনপ্রকার বিবাহই ধর্ম্ম এবং অবশিষ্ট রাক্ষস ও আসুর এই দুইপ্রকার বিবাহই নিন্দনীয়। ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব এই তিনপ্রকার বিবাহ মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় হয় না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূদ্রাতে সন্তানোৎপাদন করা সকলের মতেই নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রের গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলে তাঁহারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনুর মতে মাতামহের সপিণ্ড ও পিতার সগোত্র কন্যারে বিবাহ করা কদাপি বিধেয় নহে। কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কন্যাদান করিলে বর যদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহারে গ্রহণ

করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহা হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বর কন্যা ও কন্যার বন্ধুবান্ধবগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করে, সেই প্রতিজ্ঞাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

৪৯৪। কন্যা বিক্রীতা হইলে তাহার গর্ভে অসূয়াপরতন্ত্র, অধর্ম্মনিষ্ঠ পরস্বাপহারী কুসন্তান সমুদায় উৎপন্ন হয়; অতএব তাহারা দৌহিত্রিকধর্ম্মানুসারে কখনই মাতামহের ধনাধিকারী হইতে পারে না; কেবল পিতৃধনেই তাহাদিগের অধিকার থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যম কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ধনলোভে স্বীয় পুত্রকে বিক্রয় করে অথবা জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পণ লইয়া কন্যাদান করে, তাহারে কালসূত্রাখ্য ঘোরতর সপ্তনরকে নিপতিত হইয়া ক্লেদ মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। বরের নিকট গোমিথুনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিয়া তাহারে কন্যা ও ঐ গোমিথুন প্রদান করাই আর্ষ বিবাহের নিয়ম। কেহ কেহ ঐ গোমিথুন গ্রহণকে শুল্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, কন্যার পিতা বরের নিকট অল্প বা বহুধন গ্রহণ করুন, তাঁহারে বিক্রয়জনিত পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হয়; কেহ কেহ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সন্তানবিক্রয়ের কথা দূরে থাকুক, পশুবিক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে। ইহলোকে অধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করে; ঐরূপ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; ঐরূপ বিবাহ করিলে নিশ্চয়ই অন্ধতমস নরকে নিপতিত হইতে হয়।

৪৯৫। দক্ষের মতে বর যদি কন্যারে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তারে শুল্কগ্রহণজন্য দোষে দূষিত হইতে হয় না; কারণ অলঙ্কারাদি দ্বারা কন্যারে বিভূষিত করা পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবর প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে আহ্লাদিত করা স্বামার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাহার সমাগমে প্রীত না হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রীতিনিবন্ধন সে কখনই সন্তানলাভে সমর্থ হয় না; অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতিসম্পাদন ও তাহাদিগকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা কামিনীগণের যথার্থ সৎকার করে, দেবতারা তাহাদের

প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করিয়া থাকেন; আর যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে, তাহাদের কোন কার্য্যই ফলোপদায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হয়। মহাত্মা মনু দেবলোকে গমন করিবার সময় পুরুষদিগের হস্তে স্ত্রীলোকদিগকে সমর্পণ করিয়া কহিয়াছিলেন, মানবগণ! স্ত্রীজাতি নিতান্ত দুর্ব্বল, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়কারী; উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র, মানলাভার্থী, প্রচণ্ডস্বভাব, অবিবেচক ও অপ্রিয়কার্য্যে নিরত; অল্পমাত্র চেষ্টা করিলেই উহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা যায়; অতএব তোমরা প্রযত্নসহকারে উহাদিগকে রক্ষা কর। উহারা সতত্ই সম্মানলাভের ইচ্ছা করে; অতএব উহাদিগকে সম্মান করা অতিশয় কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতিই ধর্ম্মলাভের কারণ, উহারাই উপভোগাদি সমুদায়ের মূল; অতএব উহাদিগের পরিচর্য্যা ও সম্মানরক্ষা করা শ্রেয়। অপত্যোৎপাদন, অপত্য উৎপন্ন হইলে তাহার প্রতিপালন, লোকযাত্রাবিধান স্ত্রীলোক হইতেই সমাহিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের সম্মান করিলে সমুদায় কার্য্য নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হয়। একদা বিদেহরাজদুহিতা কহিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না; উহাদিগের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম; উহারা সেই ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে। বিদেহরাজদুহিতার এই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ভর্তৃপরায়ণতা সবিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে। স্ত্রীলোককে কুমারিকাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবে; উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্যপ্রদান কদাচ বিধেয় নহে। যিনি শ্রেয়োলাভার্থী, তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সৎকার করিবেন। উহারা লক্ষ্মীস্বরূপ, অতএব উহাদিগকে প্রতিপালন করিলে লক্ষ্মীরে প্রতিপালন ও উহাদিগকে নিগ্রহ করিলে লক্ষ্মীরে নিগ্রহ করা হয়।

৪৯৬। দয়া পরম ধর্ম্ম; দয়া যে স্থানে প্রদর্শিত হউক না কেন, বহু গুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

৪৯৭। যদি ব্রাহ্মণের তিন বৎসরের আহারসাধনোপযোগী ধন হইতে কিছুমাত্র অতিরিক্ত থাকে, তাহা হইলে তিনি তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। ধন বৃথা ব্যয় করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। সহধর্ম্মিণীরে তিন সহস্র মুদ্রার অধিক

প্রদান করা ভর্ত্তার অবিধেয়। সহধর্ম্মিণী সেই ভর্ত্তৃদত্ত ধন যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারিবে। পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রী পতিধনের উত্তরাধিকারিণী হইয়া উহা কেবল উপভোগ করিবে; উহার বিক্রয়াদি করিবার অধিকার তাহার কিছুমাত্র নাই। ভর্ত্তৃধন অপহরণ করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। তাহার যা কিছু পিতৃদত্ত ধন থাকিবে, তাহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তাহার কন্যা তৎসমুদায় অধিকার করিবে।

৪৯৮। ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের ঐ চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত; যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অম্বোষ্ঠ ও শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাহারা পারশব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৪৯৯। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিতে পারে; তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়; বৈশ্যার গর্ভে যাহারা সম্ভূত হয়, তাহারা মাহিষ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারা উগ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৫০০। বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিতে পারে; তন্মধ্যে যাহারা বৈশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বৈশ্য এবং শূদ্রার গর্ভে যাহারা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা করণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৫০১। শূদ্র সবর্ণা কন্যা ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে পারে না; শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্র শূদ্র বলিয়াই অভিহিত হয়। যদি উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যার গর্ভে অপকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান চারি বর্ণের নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র সূত বলিয়া কথিত হয়। রাজাদির স্তবপাঠ করা সূতের প্রধান কার্য্য। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদায় সন্তান জন্মে, তাহারা বৈদেহক ও মৌদগল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অন্তঃপুর রক্ষণাবেক্ষণ করাই উহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; উহাদিগের উপনয়নাদি সংস্কার নাই। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান সমুৎপন্ন হয়, তাহারা চণ্ডাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; উহারা কুলের কলঙ্কস্বরূপ; নগরের বহির্ভাগে

বাস করাই উহাদের উচিত, বধার্হ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা উহাদিগের প্রধান কার্য্য। যাহারা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা বাক্যজীবী বন্দী এবং যাহারা শূদ্রের ঔরসে সম্ভূত হয়, তাহারা মৎস্যজীবী নিষাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারে সূত্রধর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সূত্রধরের নিকট দান-গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

৫০২। অম্বষ্ঠাদি বর্ণসঙ্কর সমুদায় স্বজাতীয় ভার্য্যাতে যে সমুদায় পুত্র উৎপন্ন করে, তাহারা তাহাদের স্বজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়; আর উহারা আপনাদিগের অপেক্ষা নীচজাতিতে যে সন্তান সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা স্ব স্ব মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ সমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্র সমুদায় উৎপন্ন করে, তাহারা সজাতীয় ও অসমান জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা বিজাতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে চণ্ডাল নামক অতি নিকৃষ্ট বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ বাহ্যবর্ণ আবার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যাতে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে ক্রমশ হীনজাতি হইতে পঞ্চদশবিধ হীনতর জাতির আবির্ভাব হয়। মগধদেশীয় সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে সূত্রধরের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সৈরন্ধ্র বা আয়োগব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে; উহাদের মধ্যে কতকগুলি রাজাদির প্রসাধন-কার্য্য এবং কতকগুলি বাগুরাবন্ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ঐ সৈরিন্ধ্রীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে মদ্যকর মৈরেয়ক, নিষাদের ঔরসে নৌকাজীবী মদ্গুর, চণ্ডালের ঔরসে মৃতদেহরক্ষক শ্বপাক, আয়োগবের ঔরসে মাংস, মৈরেয়কের ঔরসে স্বাদুকর, মদ্গুরের ঔরসে ক্ষৌদ্র ও শ্বপাকের ঔরসে সৌগন্ধ হইয়া থাকে। আয়োগবীগর্ভে বৈদেহের ঔরসে মায়াজীবী, নিষাদের ঔরসে মদ্রনাভ ও চণ্ডালের ঔরসে পুক্কশ সমুৎপন্ন হয়; উহাদের মধ্যে মায়াজীবিগণ নি[illegible] নিষ্ঠুর ব্যবহার ও ক্রূরতাচরণ, মদ্রনাভেরা গর্দ্দভযুক্ত যানে আরোহণ এবং [illegible] মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ও ভগ্ন পাত্রে অশ্ব, গর্দ্দভ ও হস্তীর মাংস ভোজন করে। [illegible] নিষাদীর গর্ভে বৈদেহের ঔরসে অরণ্যপশুঘাতক ক্ষুদ্র, চর্ম্মকারের ঔরসে কারাবর ও চণ্ডালের ঔরসে পাণ্ডুসৌপাক সমুৎপন্ন হয়;

পাণ্ডুসৌপাকেরা বংশ দ্বারা পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। বৈদেহীর গর্ব্ভে নিষাদের ঔরসে আহিণ্ডিকের ও চণ্ডালের ঔরসে সৌপাকের উৎপত্তি হয়; সৌপাকদিগের ব্যবহার চণ্ডালের ন্যায়। নিষাদীর গর্ব্ভে সৌপাকের ঔরসে যে পুত্র জন্মে, তাহারে অন্তেবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অন্তেবসায়িগণ সতত শ্মশানে বাস করে; চণ্ডালাদি নীচজাতিরা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

৫০৩। পিতামাতার বর্ণব্যতিক্রমবশত বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত বর্ণসঙ্করেরা প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যেই অবস্থান করুক, কর্ম্ম দ্বারা উহাদিগকে জ্ঞাত হইতে হইবে। চারি বর্ণ ব্যতীত আর কোন জাতিরই ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। জাতির সঙ্খ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যজ্ঞহীন সজ্জনসংসর্গশূন্য চাণ্ডালাদি বাহ্যজাতিসমুদায় আপনাদের জাতিনিয়ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় স্ত্রীদিগের সহিত সংসর্গ করাতে অশেষবিধ বাহ্যজাতি সমুৎপন্ন হয়; ঐ সমুদায় জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জাতি ও জীবিকা প্রাপ্ত হয়; উহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও বৃক্ষসমূহে অবস্থান এবং লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে; উহাদিগকে কখন কখন অন্যরূপ ভূষণ ধারণ করিতেও দেখা যায়। গোব্রাহ্মণগণের যথোচিত সাহায্য, দয়া, সত্য, ক্ষমা ও আপনার দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে পরিত্রাণ এই কয়েকটি ইহাদিগের সিদ্ধির লক্ষণ।

৫০৪। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য সবর্ণা স্ত্রীতেই পুত্র উৎপাদন করিবেন; অসবর্ণা স্ত্রীতে পুত্র উৎপাদন করা শ্রেয়স্কর নহে। অসবর্ণার গর্ব্ভজাত পুত্র পিতারে নিতান্ত অবসন্ন করে। রমণীগণ কি বিদ্বান্, কি মূর্খ সকলকেই কামক্রোধের বশবর্ত্তী করিয়া কুপথে নীত করে। পুরুষদূষণ স্ত্রীজাতির স্বভাব; অতএব বিচক্ষণ মনুষ্যেরা এই সমস্ত সবিশেষ অবগত হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি একান্ত আসক্তি প্রদর্শন করিবেন না।

৫০৫। যে ব্যক্তি যোনিসঙ্কর হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহার নীচত্ব তাহার আর্য্যলোকবিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। এই জীবলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও যাগযজ্ঞাদিরাহিত্য পুরুষের নীচজাতিত্ব প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে। যোনিসঙ্করসমুৎপন্ন মনুষ্য, পিতা বা মাতা

অথবা উভয়েরই স্বভাব অধিকার করে; উহারা কোনরূপেই আপনার নীচত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না; উহারা পিতা বা মাতার ন্যায় রূপপরিগ্রহ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যাঘ্রাদি তির্য্যগযোনি যেমন আপনার বীজগুণ পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ উহারা পিতামাতার স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। যোনিসঙ্কর হইতে অতি গোপনেও যাহার জন্ম হয়, সেও অল্প বা অধিকই হউক, জন্মদাতার স্বভাব অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য নীচজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া আর্য্যের ন্যায় আচারনিরত হইলেও তাহার জাতিস্বভাব নিকৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া দেয়। বিবিধ স্বভাবসম্পন্ন নানাকার্য্যানিরত মনুষ্যমধ্যে ব্যবহার ও জাতি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন নীচ জাতিতে উৎকৃষ্ট ব্যবহার ও কখন বা উৎকৃষ্ট জাতিতে নিকৃষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। শাস্ত্রজ্ঞান নীচের নীচত্ব অপকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না এবং নীচ আপনার অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া কদাচই ক্ষোভপ্রকাশ করে না। উৎকৃষ্ট জাতি-সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করাই শ্রেয়স্কর। মনুষ্য কুলশীল ও কার্য্য দ্বারা আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে; আর তাহার কুল যদি কোন কারণবশতঃ হীনদশায় নিপাতিত হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য দ্বারা পুনরায় তাহা উজ্জ্বল করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে সঙ্কীর্ণ ও অনুরূপ নিকৃষ্ট জাতিতে সন্তানোৎপাদন করিতে না হয় বিচক্ষণ মনুষ্য তদ্বিষয়ে নিরন্তর সাবধান হইবেন।

৫০৬। ঔরসজাত পুত্র আত্মাস্বরূপ। বিনামূল্যে অন্য হইতে যে পুত্রকে লাভ করা যায়, তাহারে দত্তক পুত্র এবং মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারে ক্রীতপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার ঐ স্ত্রীর ঐ গর্ভজাত পুত্রকে অধ্যূঢ় কহে; অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত পুত্রকে কানীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অধ্যূঢ় ও কানীন এই উভয়বিধ পুত্র অতি নিকৃষ্ট।

৫০৭। ইহলোকে গোধনতুল্য ধন আর কিছুই নাই; গোমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, গোমাহাত্ম্য শ্রবণ, গোদান ও গোদর্শন দ্বারা সমুদায় পাপনাশ ও মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। গাভী পরম পবিত্র পদার্থ; শ্রী, অন্ন, দেবগণের হবনীয় দ্রব্য,

স্বাহাকার, বষট্‌কার ও যজ্ঞ সমুদায়ই গাভীগণ হইতে সমুৎপন্ন হয়; গাভীগণ দিব্য দুগ্ধধারণ ও ক্ষরণ করিয়া থাকে। উহারা সমুদায় লোকের নমস্য ও অমৃতের আধারস্বরূপ; উহাদিগের শরীরকান্তি ও তেজস্বিতা হুতাশন-সদৃশ। গাভী হইতে জীবগণের যার পর নাই সুখোদয় হইয়া থাকে। গোকুল যে স্থানে অবস্থান করিয়া নির্ভয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে স্থান পরম পবিত্র ও শোভাযুক্ত হয়। গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ; স্বর্গে দেবগণও উহা-দিগকে পূজা করিয়া থাকেন। গাভীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই লাভ করিতে পারে; গাভী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই।

৫০৮। যতক্ষণে সপ্তপদ ভূমি গমন করিতে পারা যায়, ততক্ষণমাত্র সাধুদিগের সহিত একত্র বাস করিলেই তাঁহাদের সহিত মিত্রতা লাভ হইয়া থাকে।

৫০৯। অগ্নিদাহে তৃণাদি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ আশীবিষতুল্য মুনি ও দরিদ্রের ক্রোধদৃষ্টিপাতে মনুষ্য সমূলে নির্মূল হইয়া থাকে।

৫১০। মনুষ্য তপস্যা দ্বারা যশ, দীর্ঘায়ু, বিবিধ ভোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, ধনসম্পত্তি, সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, তিনি সমুদায় লোককেই বশীভূত করিতে পারেন। দান দ্বারা উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দীর্ঘায়ু, অহিংসা দ্বারা সৌন্দর্য্য ও দীক্ষা দ্বারা সদ্বংশে জন্মলাভ হয়। যাঁহারা ইহলোকে ফলমূলমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরলোকে রাজ্য; আর যাঁহারা ইহলোকে পর্ণাহার ও সলিল-মাত্র পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন। দান দ্বারা প্রভূত ধন, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা ও নিত্যশ্রাদ্ধ দ্বারা সন্তানসন্ততি লাভ হয়। যাঁহারা শাকমাত্র ভোজন করেন, তাঁহারা পরজন্মে প্রভূত গোধন ও যাঁহারা তৃণমাত্র আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে স্বর্গলাভে সমর্থ হন। ইহলোকে যে সমুদায় স্ত্রী ত্রিকালীন স্নান ও বায়ুভক্ষণ করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। যাঁহারা নিত্যস্নান এবং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাঁহারা পরলোকে দক্ষপ্রজা-পতির স্বরূপত্ব; যাঁহারা মরুভূমিতে দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা রাজ্য;

যাঁহারা অনশনব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা স্বর্গ ; যাঁহারা স্থণ্ডিলে শয়ন করেন, তাঁহারা গৃহ ও শয্যা ; যাঁহারা চীর ও বল্কল পরিধান করেন, তাঁহারা বস্ত্র ও আভরণ ; যাঁহারা যোগ ও তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বিবিধ শয্যা, আসন ও যান এবং যাঁহারা অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। রসসমুদায় পরিত্যাগ করিলে পরলোকে সৌভাগ্য, আমিষ পরিত্যাগ করিলে পুত্রগণের দীর্ঘ আয়ু ও জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিলে পরলোকে স্বর্গের আধিপত্য এবং সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে দেহান্তে দেবগণের সহবাসলাভ হইয়া থাকে। ধনদান দ্বারা যশ, অহিংসা দ্বারা আরোগ্য, দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা রাজ্য ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। পানীয় প্রদান দ্বারা অচলা কীর্ত্তি এবং অন্ন ও পানীয় এই উভয় দান দ্বারা বিবিধ ভোগজনিত তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের শান্তিপ্রদ মহাত্মাদিগকে কখনই শোকসন্তাপে লিপ্ত হইতে হয় না। দেবগণের আরাধনা করিলে পরলোকে রাজ্য ও দিব্য রূপ, দীপদান করিলে চক্ষুষ্মত্তা, রমনীয় বস্তু প্রদান করিলে স্মৃতি ও মেধা এবং গন্ধ মাল্য প্রদান করিলে পরলোকে কীর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহজন্মে যাঁহারা কেশ ও শ্মশ্রু ধারণ করেন, পরজন্মে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। যাঁহারা দ্বাদশবর্ষ সর্ব্বভোগ পরিত্যাগ, জপাদি নিয়মানুষ্ঠান ও ত্রিকালীন স্নান করেন, তাঁহারা পরলোকে বীরস্থান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট দাস, দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠান ও উপবাস দ্বারা স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা ফল ও পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলময় পবিত্র জ্ঞান লাভ হয়। দেবগণ কহিয়াছেন, সুবর্ণনির্ম্মিতশৃঙ্গসম্পন্ন সহস্র ধেনু প্রদান করিলে মানবগণ নিঃসন্দেহ দেবলোক লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ইহলোকে সুবর্ণশৃঙ্গ ও কাংস্যক্রোড়সম্পন্ন সবৎসা ধেনু প্রদান করেন, তিনি পরলোকে ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম বিদ্যমান থাকে, তত বৎসর অভিলষিত সুখসম্ভোগ ও স্বীয় পুত্র-পৌত্রাদি সপ্তপুরুষের উদ্ধারসাধন করিতে পারেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণময় শৃঙ্গসম্পন্ন কাংস্যক্রোড়বিভূষিত, কনকোত্তরীয়যুক্ত, তিলময় ধেনু প্রদান করিলে পরলোকে বসুদিগের লোক লাভ করা যায়। যেমন পবনসঞ্চালিত

পোত দ্বারা মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ গোদান দ্বারা অন্ধকারময় নরক হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে কন্যাদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি ও অন্নদান করেন, পরলোকে তাঁহাদিগের ইন্দ্রলোক লাভ হয়। যাঁহারা স্বাধ্যায়নিরত গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট গৃহসামগ্রী সমুদায় প্রদান করেন, তাঁহারা পরলোকে উত্তরকুরুতে সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। ভারবাহক গোদান করিলে বসুলোক, হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ, বিশুদ্ধ হিরণ্য দান করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট স্থান, ছত্র দান করিলে রমণীয় গৃহ, চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিলে যান, বস্ত্র দান করিলে দিব্য শরীর এবং গন্ধ দান করিলে সুগন্ধযুক্ত দেহ লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ফল প্রদান, পুষ্প ও বৃক্ষ প্রদান করেন, তাঁহারা পরজন্মে উত্তম স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নবিভূষিত গৃহ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহলোকে বিবিধ ভক্ষ্য, পানীয়, বস্ত্র ও আশ্রয়দান করেন, তাঁহারা পরজন্মেও ঐ সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণগণকে স্নানীয় ধূপ, গন্ধ ও মাল্য প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে পরম সুন্দর ও রোগবিহীন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে ব্রাহ্মণকে ধনধান্যপরিপূর্ণ শয্যাসমন্বিত গৃহ প্রদান করেন, পরলোকে তাঁহার ধ্রুবলোক লাভ হয়; আর যে ব্যক্তি ইহলোকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপাধানসম্বলিত শয্যা প্রদান করেন, তিনি পরজন্মে সৎকুলোদ্ভবা রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, বীরশয্যায় শয়ন করিলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার স্বরূপত্ব লাভ করা যায়; অতএব কেহই বীরশয্যাশায়ী মহাত্মাদিগের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হন না।

৫১১। ইহলোকে বিবিধ ধাতুবিভূষিত নয়নাহ্লাদকর সর্ব্বভূতসমন্বিত উর্ব্বর ক্ষেত্রকেই শ্রেষ্ঠ ভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়; ঐরূপ প্রদেশেই জলাশয় খনন করা কর্ত্তব্য। জলাশয়প্রতিষ্ঠাতা ত্রিলোকমধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকেন। জলাশয় মিত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতের উপকারক, সূর্য্যের প্রীতিকর, দেবগণের পুষ্টিবর্দ্ধক ও প্রতিষ্ঠাতার কীর্ত্তিপ্রদ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, জলাশয় খনন করিলে তদ্দ্বারা ত্রিবর্গের ফল লাভ হয়; অতএব

জলাশয় একটী পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ; চতুর্ব্বিধ প্রাণী জলাশয় হইতে জলপান করিয়া জীবন ধারণ করে; অতএব জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে প্রতিষ্ঠাতার নিশ্চয়ই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে; পিতৃলোক, দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই জলাশয় আশ্রয় করেন। বর্ষাকালে যাঁহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের; শরৎকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি সহস্র গোদানের; হেমন্তকালে যাঁহার জলাশয় সলিলপূর্ণ থাকে, তিনি বহু সুবর্ণ যজ্ঞের; শিশিরকালে যাঁহার জলাশয়ে সলিল বিদ্যমান থাকে, তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের; বসন্তকালে যাঁহার জলাশয়ে জল থাকে, তিনি অতিরাত্র যজ্ঞের এবং গ্রীষ্মকালে যাহার জলাশয়ে জল বিদ্যমান থাকে, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গাভী ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ের জল পান করে, তাঁহার কুল পবিত্র হয় এবং তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। প্রাণিগণ যাঁহার জলাশয়ে স্নান, জলপান ও বিশ্রাম করে, তাঁহারে পরলোকে কখনই স্নান, জলপান ও বিশ্রামের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতে হয় না। পরলোকে জলাঞ্জলি লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। জলদান করিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকেই তিল, জল ও দীপ প্রদান এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ কর; কারণ ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে আর ঐ সমুদায় কার্য্য করিতে পারিবে না। জলদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই; অতএব জলদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫১২। উদ্ভিদ্‌পদার্থ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, বংশ ও তৃণ এই ছয় জাতিতে বিভক্ত; এই সমুদায় রোপণ কারণে ইহলোকে কীর্ত্তি, স্বর্গে শুভফল ও পিতৃলোকে সম্মানলাভ হইয়া থাকে। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা স্বর্গে গমন করিলেও তাহার নাম বিলুপ্ত হয় না এবং সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করিতে পারে; অতএব বৃক্ষরোপণ করা মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃক্ষরোপণকর্ত্তা পরলোকগমন করিলে নিশ্চয়ই তাহার স্বর্গলোক লাভ হয়; পাদপগণ পুত্রস্বরূপ হইয়া তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবতা, ফল দ্বারা পিতৃলোক এবং ছায়া দ্বারা

অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মনুষ্যগণ উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উহারা ফলপুষ্প দ্বারা তাঁহা-দিগের তৃপ্তিসাধন করে; অতএব জলাশয়তীরে বৃক্ষ সমুদায় রোপন করিয়া পুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতিপালন করা শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহারা ধর্ম্মানুসারে রোপনকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ, সন্দেহ নাই। জলাশয়দাতা, বৃক্ষরোপনকর্ত্তা, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ও সত্যবাদী ইহাঁরা নিশ্চয়ই স্বর্গারোহণ করেন; অতএব জলাশয় দান, বৃক্ষরোপণ, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সতত সত্যবাক্য প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫১১। প্রাণিগণকে অভয়প্রদান এবং কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের সাহায্যদান ও প্রার্থনানুরূপ ধনদান করিলে ইহলোক ও পরলোকে তৎসমুদায় পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐরূপ দানই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান অতিশয় প্রশস্ত; উহা পাপাত্মারে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। সাধু ব্যক্তিদিগকে এই সমস্ত বস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য; দানধর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্য নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি স্ববস্তু অক্ষয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি যে যে বস্তু সকলের প্রিয়তর, গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রদান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিনিয়ত প্রিয়বস্তু লাভ করে এবং ইহলোক ও পরলোকে সকলের প্রীতিভাজন হয়। যদি দরিদ্র কোন ব্যক্তিরে সমর্থ বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট আহারোপযোগী বস্তু প্রার্থনা করে, আর ঐ ব্যক্তি যদি সমর্থ হইয়াও তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সে নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যিনি শত্রুগণেরও প্রতি বিপদ্‌কালে অনুগ্রহপ্রদর্শন করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুরুষ। যে ব্যক্তি কৃতবিদ্য জীবিকাশূন্য অবসন্ন মনুষ্যকে জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যে সকল স্বধর্ম্মনিরত সচ্চরিত্র ব্যক্তি অন্নাভাবে পরিক্লিষ্ট হইয়াও যাচ্ঞা না করেন, তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া প্রতি-পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পূজনীয় ও নিত্যসন্তুষ্ট, যাঁহারা দৈবতা ও মনুষ্যের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না এবং যাঁহারা অযাচিতোপস্থিত বিত্ত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুজঙ্গের ন্যায় নিতান্ত

ভয়ঙ্কর। ঐ সকল ব্যক্তি যাহাতে কুপিত না হন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকিবে; ক্ষমতাসত্ত্বে তাঁহাদিগের আহারোপযোগী অর্থ আছে কি না, প্রতি-নিয়ত তাহার অনুসন্ধান করিবে এবং গৃহনির্ম্মাণ, ভৃত্যনিয়োগ ও পরিচ্ছদ প্রদান প্রভৃতি সুখাবহ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিসম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা যাঁহার ধনাদি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম সাধন করা হয়। যাঁহারা বেদবিধানানুসারে বিদ্যোপার্জ্জন ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়া কাহারও আশ্রয় না লইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যাঁহাদিগের বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা লোকরঞ্জনার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সেই সমস্ত স্বদারনিরত পবিত্রচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে যাহা প্রদান করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই পরলোকে অনুগামী হইয়া থাকে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে ফললাভ করেন, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণকে অর্থাদি দান করিলে সেইরূপই ফললাভ হয়।

৫৬৪। গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমর্পণ, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের পূজা করিলে দেবতাদির ঋণজাল হইতে অনায়াসে মুক্তি-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা কদাচ কুপিত ও তৃণগ্রহণেও লুব্ধ হন না এবং যাঁহারা সতত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই সকলের পরম পূজনীয়। যাঁহারা নিস্পৃহতানিবন্ধন দাতারে সমাদর করেন না, তাঁহাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সেই সকল মহাত্মারে নমস্কার ও তাঁহাদিগের হইতে অভয় প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। যেমন স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পতিই পরম গতি, সেইরূপ ব্রাহ্মণসেবাই মানবদিগের পরম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণই পরম গতি।

৫১৫। যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান করিলেই মহৎফল লাভ হইতে পারে; যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে অযাচক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহার আর সন্দেহ নাই। রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ও অযাচ্ঞা ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যস্বরূপ; ধৈর্য্যশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া দেবগণকে প্রীত করিতে পারেন। যাচক ব্রাহ্মণগণ দস্যুদিগের ন্যায় লোকদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা যাচ্ঞারে চৌর্য্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাচকেরা মৃতকল্প বলিয়া অভিহিত হয়; দানশীল মহাত্মাদিগকে কখনই অবসন্ন হইতে

হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা আপনার ও অন্যের জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালহরণ করিয়া থাকেন। মানবগণ দয়ার অধীন হইয়া যাচক ব্রাহ্মণ-দিগকে ধনদান করেন বটে, কিন্তু যে সমুদায় ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুঃখী হইয়াও কাহার নিকট প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদিগকে দান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অযাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় জ্ঞান করিবে। ঐ তপোবলসম্পন্ন মহাত্মারা পৃথিবীরেও অনায়াসে দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব তাঁহাদিগের সৎকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, ভগবান্ অগ্নি তাঁহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন, দেবরাজ তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন; আর যে ব্যক্তি অপরাহ্ণে অন্নাদি দান দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তিনি বিশ্বদেবগণের প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হন।

৫১৬। ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। অযোগ্য পাত্রে ভূমিদান করা কর্ত্তব্য নহে। অন্য দানের ন্যায় ভূমিদান করিয়া গোপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকে অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন যে কিছু পাপাচরণ করে, দ্বিসহস্র একশত হস্তপরিমিত ভূমি প্রদান করিলেই তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণি, মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফললাভ হয়। সাধু ব্যক্তিরা পাপাত্মা মনুষ্যদিগের নিকট সুবর্ণাদি ধন গ্রহণ করিলে পাপভাগী হন; কিন্তু ভূমি গ্রহণ করিলে তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, তাহার দশপুরুষ পবিত্র হয়। চন্দ্রমা যেমন দিনে দিনে বর্দ্ধিত হন, তদ্রূপ ভূমিদানের ফল প্রদত্ত ভূমিতে যতবার শস্য হয়, ততগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ভূমিদানের তুল্য দান, মাতৃসদৃশ গুরু, সত্যের সমান ধর্ম্ম ও দানের সদৃশ নিধি আর কিছুই নাই।

৫৭। লোকযাত্রা ও যজ্ঞ অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই; এই নিমিত্ত মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন অধিক তেজস্কর; অন্ন বিনা কেহই প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয় না; অন্নই সমুদায় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে; গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেন, তিনি আপনার পরলোকহিতকর পরম নিধি স্থাপন করিয়া রাখেন। পথশ্রান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলে তাহারে যথোচিত সৎকার করা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুশীল ও মৎসরশূন্য হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্নদান করেন, তিনি উভয় লোকেই পরমসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। গৃহাগত ব্যক্তিরে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্নদান করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় না। যে মহাত্মা অকাতরে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে অন্নদান করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম লাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার সেই পাপ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে অক্ষয় ফল ও শূদ্রকে অন্নদান করিলে মহাফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহার দেশ, গোত্র, বেদ, শাখা ও বেদাধ্যয়নের বিষয় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাঁহারে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃগণ সুবৃষ্টিপ্রতীক্ষানিরত কৃষিজীবির ন্যায় স্বীয় স্বীয় পুত্র ও পৌত্র হইতে সতত অন্নলাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ স্বয়ং অন্ন প্রার্থনা করিলে যে ব্যক্তি তাঁহারে অন্নদান করেন, তিনি ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করুন বা না করুন, অবশ্যই তাঁহার পুণ্যলাভ হয়। অন্নদাতার পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ হয়; মিষ্টান্নদাতা অনন্তকাল স্বর্গে সৎকৃত হইয়া বাস করিতে পারেন। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান করেন, তিনি পশুশালী, ধনধান্যসম্পন্ন, পুত্রবান্, বলবান্ ও রূপবান্ হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন। অন্নদাতারে প্রাণদাতা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া

নির্দ্দেশ করা যায়। অন্নদান দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং অন্নদান দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষফল লাভ করা যায়, অন্য কোন দানের সেরূপ ফল লাভ করা যায় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্নকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্নই রতি, ধর্ম্ম ও অর্থের উৎপাদক এবং রোগনাশের মূল।

৫১৮। ভগবান্ সূর্য্য স্বীয় কিরণজাল দ্বারা ভূমির রস গ্রহণ করেন; ঐ রস সমুদায় মেঘরূপে পরিণত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বায়ু দ্বারা সেই মেঘ-সমুদায়কে সঞ্চালিত করিয়া পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করেন। মেঘ হইতে বারি-ধারা নিপাতিত হইলে বসুমতী স্নিগ্ধ হন এবং পৃথিবী স্নিগ্ধ হইলেই তাহাতে জগতের জীবনোপায়স্বরূপ শস্যাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; ঐ শস্য হইতে মাংস, মেদ, অস্থি ও শুক্র সমুদ্ভূত হয় এবং শুক্র হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ অগ্নি ও চন্দ্র শুক্রের সৃষ্টি ও পোষণ করেন। এইরূপে অন্ন দ্বারা শুক্র উৎপন্ন হইয়া শরীরস্থ সূর্য্য ও পবনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া জন্তুগণের সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিরে অন্নদান করেন, তিনি তেজ ও প্রাণদানের ফলভোগ করিতে সমর্থ হন।

৫১৯। ভগবান্ ব্রহ্মা তিলকে পিতৃলোকের প্রধান ভোজ্যবস্তু বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তিল দান করিলে পিতৃলোকের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না। যে ব্যক্তি মাঘমাসে ব্রাহ্মণদিগকে তিলদান করে, তাহারে কদাপি হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ঘোরতর নরক সন্দর্শন করিতে হয় না; তিল দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিলেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়; অকামী হইয়া তিল-শ্রাদ্ধ করা কদাপি বিধেয় নহে। তিল সমুদায় মহর্ষি কাশ্যপের শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দানবিষয়ে পরম পবিত্ররূপে গণনীয় হইয়াছে; তিল পুষ্টিকর, রূপবর্দ্ধক ও পাপনাশক; অতএব সমুদায় দান অপেক্ষা তিল দানই প্রশংসনীয়।

৫২০। যিনি শীত, বায়ু ও আতপজনিত ক্লেশনাশক সুসংস্কৃত গৃহ প্রদান করেন, তিনি পুণ্যক্ষয় হইলেও স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না। যে ব্যক্তি গোকুলের অবস্থানার্থ শীতবর্ষাজনিত ক্লেশনাশক সুদৃঢ় গৃহ প্রদান করে, তাহার সাত পুরুষ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে। পরকীয় ভূমিতে পিতৃলোকের

উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ভূম্যধিকারীর পিতৃপুরুষগণ ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল করিয়া থাকেন; অতএব অন্ততঃ অতি অল্পমাত্র ভূমি ক্রয় করিয়াও তাহাতে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রীত ভূমিতে পিণ্ড প্রদান করিলে ঐ পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে। বন, পর্ব্বত, নদ, নদী ও তীর্থস্থান এই সমুদায়ই অস্বামিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব এই সমুদায় স্থানে পিণ্ডদান করিতে হইলে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্থান ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না। ঊষর, দগ্ধ, শ্মশানপরিবেষ্টিত ও পাপাত্মাদিগের পরিভুক্ত ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা কদাপি বিধেয় নহে।

৫২১। গোসমুদায় তাপসদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেব গোসমুদায়ের সহিত একত্র তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ যে ব্রহ্মলোক প্রার্থনা করেন, গোসকল চন্দ্রের সহিত সেই ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। গোসমুদায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, চর্ম্ম, অস্থি, শৃঙ্গ ও লোম দ্বারা লোকের মহোপকারসাধন করে; শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় উহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না; উহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্যসাধন করে। গোসমুদায় ব্রাহ্মণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঐ উভয়কে অভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করেন। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে গোদান করে, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্ত হয়। সহস্র গোদান করিলে পরকালে কখনই নরকগ্রস্ত হইতে হয় না এবং সর্ব্বত্রেই জয়লাভ হইয়া থাকে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দুগ্ধকে অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব ধেনুদান করিলে অমৃতদানের ফললাভ হয়। বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ গব্যকে প্রধান হবনীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব গোদান করিলে হবনীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়। বৃষভ মূর্ত্তিমান্ স্বর্গস্বরূপ; অতএব যে ব্যক্তি সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বৃষভ প্রদান করে, সে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। গোসমুদায় প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ ও আশ্রয়স্বরূপ, অতএব গোদান করিলে প্রাণদান করা হয় এবং আশ্রয়দানের ফললাভ হয়। নাস্তিক, পশুঘাতী ও গোজীবীরে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে; ঐ পাপাত্মাদিগকে গোদান করিলে অনন্তকাল নরক ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণকে কৃশা, বিবৎসা, বন্ধ্যা, রোগযুক্তা, বিকলাঙ্গী ও পরিশ্রান্তা গাভী প্রদান করা কদাপি কর্ত্তব্য

নহে। দশ সহস্র গোদান করিলে ইন্দ্রলোক ও লক্ষ গোদান করিলে অক্ষয়-লোক লাভ হইয়া থাকে।

৫২২। বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে ব্রাহ্মণগণকে তিল দান, তিলভক্ষণ ও তিল-স্পর্শ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫২৩। দীপদান করিলে পিতৃলোকের সন্তোষসাধন করা হয় বলিয়া ভগবান্ যম ঐ দানের অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিত্য দীপ-দান করেন, তাঁহারা পিতৃলোকে নিশ্চয়ই সদ্গতিলাভে সমর্থ হন। নিয়ত দীপদান করিলে দেবতা, পিতৃলোক ও আপনার চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়; অতএব নিত্য দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫২৪। গো দান, পৃথিবী দান ও বিদ্যা দান এই ত্রিবিধ দানই তুল্য ফলপ্রদ; ঐ ত্রিবিধ পদার্থই অবশ্য দেয়। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিত্য গো প্রদক্ষিণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোশরীরে পদাঘাত এবং গোকুলের মধ্যস্থল দিয়া গমন করা কদাপি বিধেয় নহে। গাভীসকল সমুদায় মঙ্গলের আয়তন-স্বরূপ; অতএব ভক্তিপূর্ব্বক উহাদিগের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পলায়ন ও শয়নকালে গোকুলকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। গোসমুদায় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যদি গৃহস্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সবংশে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাদিগের বিষ্ঠায় শ্রাদ্ধভূমি ও দেবতাস্থান সর্ব্বদা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর কি অধিকতর পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি একবৎসরকাল প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অন্যের গাভীরে ঘাসমুষ্টি প্রদান করে, তাহার পুত্র, যশ, অর্থ ও সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদায় অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং দুঃস্বপ্নদর্শনজন্য দোষ ও অমঙ্গল এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫২৫। আচারভ্রষ্ট মিথ্যাবাদী হব্যকব্যবিবর্জ্জিত লুব্ধস্বভাব পাপাত্মারে গোদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বহুপুত্রসম্পন্ন সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দশ গোদান করিলে দাতার অতি উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। গ্রহীতা প্রতিগ্রহ-লব্ধ ধন দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে ফল উৎপাদন করেন, ধনদাতা তাহার অংশভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্নদান, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ এবং যিনি জীবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা তিনজনই পিতা বলিয়া পরিগণিত হন।

গুরুশুশ্রূষা করিলে পাপ, অহঙ্কার জন্মিলে যশ, তিন পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রতা এবং দশটি গাভী থাকিলে দরিদ্রতাদোষ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদান্তনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারদর্শী, জ্ঞানবান্, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট, অতিথিপ্রিয়, প্রিয়বাদী ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারসম্পন্ন এবং যিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট পাত্রে গোদান করিলে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে আবার তাদৃশ গুরুতর পাপ জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ধন ও পত্নী অপহরণ করা কদাপি বিধেয় নহে।

৫২৬। মনুষ্য সামান্যত গোদান করিলেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব পাত্র, কাল, গোবিশেষ ও গোদানের বিধি পরিজ্ঞাত হওয়া গোদানশীল মহাত্মাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার আবাসে থাকিলে গোসমূহের সূর্য্য ও অনলের উত্তাপজনিত ক্লেশভোগ করিতে হয় না এবং যিনি স্বাধ্যায়-নিরত, বিশুদ্ধকুলসমুদ্ভূত, প্রশান্ত, যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ন, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, শরণাগতপ্রতিপালক ও বৃত্তিহীন, তিনিই গোদানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব উৎকৃষ্ট দেশে ও উৎকৃষ্ট সময়ে ঐরূপ ব্রাহ্মণকেই গোদান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, কৃষ্যাদিকার্য্য, হোম, গুরুসেবা ও বালকপোষণার্থ গোদান করিবে। দুগ্ধবতী, বিদ্যালব্ধ, যুদ্ধলব্ধ, মেষাদি প্রাণিবিনিময় ক্রীত, যৌতুক-প্রাপ্ত, অক্লিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট গোসমুদায়ই দানবিষয়ে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিরাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন ও সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সবৎসা ধেনু প্রদান করিবে এবং গোদানের পর ত্রিরাত্রি কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে সবৎসা ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, তত বৎসর স্বর্গভোগ হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বলবান, বিনীত, লাঙ্গলবহনে নিপুণ বৃষ দান করেন, তিনি দশ ধেনুপ্রদাতার তুল্য লোক লাভ করিয়া থাকেন।

৫২৭। যে ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে ব্যক্তি ঘাতককে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাঁহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোমপরিমিত বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ব্রাহ্মণের যজ্ঞবিঘ্ন করিলে যে দোষ ও যে পাপ জন্মে, গোবিক্রয় বা গোহরণ করিলেও সেই দোষ ও সেই পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধেনু অপহরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করে, তাহার

সেই দাননিবন্ধন যতকাল স্বর্গভোগ হয়, অপহরণনিবন্ধন ততকাল পর্য্যন্ত নরকভোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা গোদানসময়ে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ফলত দক্ষিণাবিষয়ে সুবর্ণই প্রশস্ত। দান ও দক্ষিণাপ্রদানবিষয়ে সুবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। উহা পরম পবিত্র দ্রব্য। গোদান করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হয়; আর গোদান করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা সম্প্রদান করিলে অষ্টাবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হইয়া থাকে। সুবর্ণ দান করিলে দাতার কুল পবিত্র হয়।

৫২৮। গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোসমুদায়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞাপরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই পুষ্টিলাভে সমর্থ হন। গোসমুদায়কে অশ্রদ্ধা করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুষ্য সর্ব্বসময়ে বিশেষতঃ দুঃস্বপ্ন দর্শনের পর গোনাম কীর্ত্তন করিবে। গোময়মিশ্রিত জলে স্নান ও গোকরীষে উপবেশন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোকরীষে শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। কি দিবা, কি রজনী, কি নিঃশঙ্ক প্রদেশ, কি ভয়সঙ্কীর্ণ স্থান, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সকল মনুষ্যেরই এই বাক্য উচ্চারণ করা আবশ্যক যে, "নদীসমুদায় যেমন সাগরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্না দুগ্ধবতী সুরভী ও সৌরভেয়ী ধেনু সমুদায় আমারে প্রাপ্ত হউন; আমি সর্ব্বদা গোসমুদায়কে দর্শন করি এবং গোসমুদায় আমারে সতত দর্শন করুন; আমি গোসমুদায়ের আশ্রিত ও গোসমুদায়ও আমার আশ্রিত এবং গোসমূহ যে স্থানে অবস্থান করিবেন, আমারেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে"। লোকে মহাভয়ের সময়েও এই বাক্য উচ্চারণ করিলে অনায়াসে তাহা হইতে বিমুক্ত হয়।

৫২৯। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে আচমনপূর্ব্বক "ঘৃতক্ষীরপ্রদা ঘৃতোৎপাদিকা ঘৃতনদী ও ঘৃতাবর্ত্তস্বরূপা ধেনুসমুদায় নিরন্তর আমার আলয়ে বিরাজিত হউন; ঘৃত আমার হৃদয়ে, নাভীতে, সর্ব্বাঙ্গে ও মনোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; ধেনুসমুদায় আমার অগ্রে ও পশ্চাতে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; আমি সতত গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি" এই মন্ত্র জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে

পুরুষ সন্ধ্যা ও প্রভাতসময়ে আচমনপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার দিবস-সঞ্চিত পাপসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫৩০। সুরূপা, বহুরূপা, বিশ্বরূপা, মাতৃস্বরূপা ধেনু সমুদায় আমার মঙ্গল-বিধান করুন, প্রতিদিন এই বাক্য কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

৫৩১। লোক কান্তা শ্রী পরম পবিত্র গোমূত্রপুরীষে অবস্থান করেন।

৫৩২। সুবর্ণ অগ্নির অপত্য; পূর্ব্বে উহা লোকসকলকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির বীর্য্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। উহা দান করিলে লোকে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

৫৩৩। তিল, ধান্য, যব, মাংস, জল, মূল ও ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। মনু কহিয়াছেন যে, সমধিক তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায়, তন্মধ্যে তিলই সর্ব্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস ও শশমাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহমাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষতনামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং ঘৃতপায়স প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়স প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস কালশাক ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। পূর্ব্বে সনৎকুমার কহিয়াছেন যে, পিতৃগণ কহিয়া থাকেন, যদি কোন ব্যক্তি আমাদের কুলে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণায়নকালে মঘানক্ষত্রে ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে আমাদিগকে ঘৃতপায়স প্রদান বা গজচ্ছায়া-যোগে রক্তবর্ণ ছাগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে এবং ঐ শ্রাদ্ধ যদি ব্যজন দ্বারা বীজিত হয়, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হইবে। বহুপুত্রের কামনা করা উচিত; কারণ উহাদের মধ্যে অন্তত একজনও অক্ষয়বট-সমলঙ্কৃত গয়ায় গমন করিতে পারে। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধকালে জল, মূল,

ফল, মাংস ও অন্ন মধুমিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে উহা অনন্ত তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়।

৫৩৪। যে ব্যক্তি কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, সে শোকসন্তাপ-বিহীন ও পুত্রবান্ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। রোহিণীনক্ষত্রে সন্তান ও মৃগশিরানক্ষত্রে তেজ কামনা করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য; আর্দ্রা-নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানবদিগের ক্রূরকার্য্যে প্রবৃত্তি ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কৃষিকার্য্যে উন্নতি হয়; পুষ্টি কামনা করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অশ্লেষানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অতি শান্তস্বভাবসম্পন্ন পুত্র, মঘানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্য, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অপত্য, হস্তানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ইষ্ট ফল, চিত্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রূপবান্ পুত্র, স্বাতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্যের উন্নতি, বিশাখানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহুপুত্র, অনুরাধানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্য, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আধিপত্য, মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্য, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে যশ, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শোক-রাহিত্য, অভিজিৎনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকৃষ্ট বিদ্যা, শ্রবণানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পরলোকে সদ্গতি, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে রাজ্যভোগ, শত-ভিষানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বৈদ্যকশাস্ত্রে পারদর্শিতা, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ছাগমেষাদি, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অসংখ্য গোধন, রেবতীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে কাংস্যপিত্তলাদিময় দ্রব্যজাত, অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বসমূহ এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুদীর্ঘ আয়ুলাভ হইয়া থাকে। যম ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে এই সমুদায় কাম্য শ্রাদ্ধের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

৫৩৫। দানধর্ম্মবিদ্ মানব দানসময়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবেন না বটে, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করা আবশ্যক। মানবগণ দৈবতেজঃসম্পন্ন হইয়া দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রাদ্ধের বিধি সেরূপ নহে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়; অতএব পণ্ডিতেরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের কুলশীল বয়ঃক্রম রূপ ও বিদ্যার পরিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণ-

গণের মধ্যে কতকগুলি পংক্তিদূষক ও কতকগুলি পংক্তিপাবন আছেন। প্রতারক, ভ্রূণহত্যাকারী, যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, পশুপালক, অধ্যয়নাদিবিহীন, শূদ্রের কিঙ্কর, বৃদ্ধিজীবী, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, গৃহদাহকর্ত্তা, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রেতা, সামুদ্রিকবেত্তা, রাজদূত, তৈলকার, কূটকর্ত্তা, পিতৃদ্বেষ্টা, পুংশ্চলীর স্বামী, নিন্দনীয়, চৌর্য্যপরায়ণ, শিল্পজীবী, বহুরূপী, খলস্বভাব, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শূদ্রের উপাধ্যায়, শস্ত্রজীবী, মৃগয়ানিরত, কুক্কুরদষ্ট, জ্যেষ্ঠের অনূঢ়াবস্থায় দারপরিগ্রহকারী, অনাবৃতমেঢ্র, গুরুপত্নীহর্ত্তা, নট, দেবল ও গণক ব্রাহ্মণদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা কহিয়া থাকেন ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উহা রাক্ষসের ভুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যে দিনে শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া বেদাধ্যয়ন বা শূদ্রাগমন করে, তাহার পিতৃগণকে সেই দিন অবধি এক মাস তাহারই পুরীষে শয়ন করিতে হয়। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সোমবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত, চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে পূয় ও শোণিতরূপে পরিগণিত, দেবলকে প্রদত্ত হইলে নিষ্ফল, বৃদ্ধিজীবীরে প্রদান করিলে পিতৃগণের অপ্রাপ্ত, বাণিজ্যকারীরে প্রদান করিলে উভয়লোকে নিষ্ফল, পৌনর্ভবকে প্রদান করিলে ভস্মাহুত ঘৃতের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক হইয়া থাকে। যাহারা প্রমাদবশত অধার্ম্মিক দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহারা পরলোকে ঐ দানের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে; আর যাঁহারা জ্ঞানপূর্ব্বক ঐরূপ ব্রাহ্মণগণকে হব্যকব্য প্রদান করে, তাহাদিগের পিতৃগণকে নিশ্চয়ই পুরীষ ভোজন করিতে হয়। যাহারা শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহারাও পংক্তিদূষক দ্বিজাধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কাণ ব্যক্তিরা যে পংক্তিতে উপবিষ্ট হয়, সেই পংক্তির ষষ্টিসঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ; ক্লীব যে পংক্তিতে উপবেশন করে, সেই পংক্তির শতসঙ্খ্যক ব্রাহ্মণ এবং শ্বিত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি পংক্তিতে উপবেশন করিয়া যে সমুদায় ব্রাহ্মণকে দর্শন করে, তাঁহারা সকলেই দূষিত হইয়া থাকেন। বেষ্টিতশিরা দক্ষিণাস্য ও পাদুকাধারী হইয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে অসুরগণের তৃপ্তিলাভ হয়। লোকে অসূয়াপরতন্ত্র ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যে সমুদায় শ্রাদ্ধীয় বস্তু দান করে, তৎসমুদায় দ্বারা অসুরগণই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। কুক্কুর ও পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে

শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়; অতএব আবৃত স্থানে তিলসমুদায় বিকীর্ণ করিয়া শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যাহারা রোষপরবশ হইয়া অথবা তিলদান না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদিগের সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস ও পিশাচ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পংক্তিদূষক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের যে যে কার্য্য সন্দর্শন করে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের সেই সেই কার্য্যের ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

৫৩৬। বেদব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সদাচারনিরত তাঁহাদিগকেই পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা তৃণাচিতকেত মন্ত্রবিদ্ পঞ্চাগ্নিযুক্ত, ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রবেত্তা, ষড়ঙ্গবিদ্, বেদাধ্যায়ীর বংশোদ্ভব, সামবেদবেত্তা, সামগাতা, পিতামাতার বশীভূত, অথর্ব্ববেদ পাঠক, ব্রহ্মচারী, যতব্রত, সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল ও স্বকর্ম্মনিরত, যাঁহাদের ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ শ্রোত্রিয়, যাঁহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে গমন করেন, যাঁহারা অতি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নানাদি করিয়াছেন, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞান্ত স্নানে আপনাদিগের বিশুদ্ধি-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা ক্রোধশূন্য, গম্ভীরস্বভাব, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতনিরত, শ্রাদ্ধকালে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য; ইহাঁদিগকে যে বস্তু প্রদান করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। যতী মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ও পরমযোগী ব্যক্তিরাও পংক্তিপাবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষ্য ও ব্যাকরণজ্ঞ, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহারা গুরুকুলে নিয়মিতকাল বাস করেন, যাঁহারা সত্যবাদী এবং বেদাধ্যয়ন ও বেদগানে সুনিপুণ, তাঁহারা পংক্তির যতদূর দর্শন করেন, ততদূর পবিত্র হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ইহাঁদিগের নাম পংক্তিপাবন হইয়াছে। যাঁহার পুরুষপরম্পরা বেদাধ্যাপক, তিনি একাকীই সার্দ্ধ তৃতীয় ক্রোশ পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঋত্বিক ও উপাধ্যায় নহে, সে যদি ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত না হইয়া শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহন করে, তাহা হইলে পংক্তিস্থ সমস্ত ব্যক্তির পাপ তাহারে গ্রহণ করিতে হয়। যিনি বেদবিৎ, দোষশূন্য ও পুণ্যবান্, তিনিই পংক্তিপাবন; অতএব শ্রাদ্ধকালে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বধর্ম্মনিরত কুলীন বহু ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করাই শ্রেয়স্কর। যিনি শ্রাদ্ধকালে

মিত্রকে আহ্বান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করান, পিতৃ ও দেবগণ তৎকৃত শ্রাদ্ধে প্রীতিলাভ করেন না এবং তাঁহার স্বর্গলাভও দুর্লভ হইয়া উঠে। যিনি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া লোকের সহিত মিত্রতাস্থাপন করেন, তাঁহার দেবলোক লাভ হয় না এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তি যেমন বিষয়-ভোগে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ তিনিও কর্ম্মফললাভে নিরাশ হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মিত্রের সমাদর করেন না। মিত্রের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহারে ধন প্রদান করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রাদ্ধ কালে তাঁহারে কোনরূপ প্রীতির চিহ্ন প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। যিনি শত্রু ও মিত্র নহেন, সেই ব্যক্তিরেই শ্রাদ্ধকালে ভোজন প্রদান করা কর্ত্তব্য। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন কোন ফলই উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্যক্তিরে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে সেই শ্রাদ্ধ ইহকাল ও পরকালে কোন ফলই উৎপাদন করে না। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নশীল নহেন, তিনি তৃণাগ্নির ন্যায় নিতান্ত নিস্তেজ; তাঁহারে শ্রাদ্ধীয় বস্তু প্রদান ও ভস্মে ঘৃতাহুতিদান উভয়ই তুল্য। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য পরস্পর আদান প্রদান পিশাচোদ্দিশে প্রদত্ত দানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হয়; উহা কখনই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি উৎপাদনে সমর্থ হয় না; উহা নষ্টবৎসা ধেনুর ন্যায় কাতরভাবে ইহলোকেই বিচরণ করিয়া থাকে। নর্ত্তক ও গায়ককে দান করিলে তাহা যেমন নিরর্থক হয়, সেইরূপ নীচ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করিলে তাহা কোন ফলোপ-ধায়ক হয় না। নীচ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত দ্রব্য দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি-সম্পাদন করিতে পারে না; প্রত্যুত দাতার পিতৃলোককে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করে। যাঁহারা ঋষিনির্দ্দিষ্ট আচারনিরত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রে কৃতনিশ্চয়, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। মহর্ষিগণ স্বাধ্যায়নিরত, জ্ঞাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ ও স্বকর্ম্মাসক্ত হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পামর; তাঁহা-দিগকে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বানপ্রস্থ ঋষিগণ বলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে তিন পুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রাহ্মণগণকে পরোক্ষেই পরীক্ষা করা উচিত। দোষশূন্য ব্রাহ্মণ শত্রু বা মিত্রই হউন, নিরপেক্ষ

হইয়া তাঁহারেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে দশ লক্ষ নীচ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে যে ফললাভ না হয়, বেদজ্ঞ সাধু একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

৫৩৭। প্রথমত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি, সোম ও বরুণদেবকে আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের সহিত যে বিশ্বেদেবগণ একত্র অবস্থান করেন, ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের আধার পৃথিবী, বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও ক্ষমা-দেবীরে স্তব করিতে হয়। শ্রাদ্ধোদক আনয়নসময়ে বরুণদেবকে স্তব করিয়া তৎপরে অগ্নি ও সোমদেবের তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা যে উষ্মপ পিতৃদেবদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, শ্রাদ্ধে সেই পিতৃদেবদিগকে অর্চ্চনা করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহাদি অনায়াসে নরক হইতে মুক্তিলাভ করেন। অগ্নিষাত্তাদি সপ্তসংখ্যক পিতৃগণ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছেন।

৫৩৮। শ্রাদ্ধভাগার্হ বিশ্বেদেবদিগের নাম বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান্, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্ম্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুদ্বর্চ্চা, সোমবর্চ্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্ম্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর।

৫৩৯। কোদ্রব ও অসম্পূর্ণ তণ্ডুলযুক্ত ধান্য, হিঙ্গু, পলাণ্ডু, লশুন, শোভাঞ্জন, কোবিদার, গৃঞ্জন, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, গ্রাম্যবরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত মাংস, কৃষ্ণজীরক, বিড়ঙ্গ, শীতপাকীশাক, বংশাদির অঙ্কুর, শৃঙ্গাটক, সমুদায় লবণ ও জম্বুফল এই সমুদায় শ্রাদ্ধে প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষুতদূষিত ও নেত্রজলযুক্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে সুদর্শন শাক প্রদান করিলে পিতৃলোক ও দেবগণ কখনই তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না। শ্রাদ্ধকালে চণ্ডাল, শ্বপাক, কষায়িত বস্ত্রধারী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্ম-

হত্যাকারী ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীকৃত করা কর্ত্তব্য।

৫৪০। দেবতা ও পিতৃগণ অনবরত নিবাপান্ন ভোজননিবন্ধন অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার বাক্য অনুসারে হুতাশনের সহিত শ্রাদ্ধভাগ ভোজন করিয়া সুস্থ হন। এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিরে ভাগ প্রদান করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হুতাশনকে শ্রাদ্ধভাগ প্রদান করেন, ব্রহ্মরাক্ষসগণ তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। প্রথমে পিতারে পিণ্ডদান করিয়া তৎপরে পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। রজস্বলা ও ছিন্নকর্ণা স্ত্রীরে শ্রাদ্ধ দর্শন করিতে অনুজ্ঞা ও ভিন্নগোত্রা রমণীরে শ্রাদ্ধের পাককার্য্যে নিয়োগ করা কথনই কর্ত্তব্য নহে। নদীপার হইবার সময় পিতৃগণের তর্পণ ও নামোচ্চারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। অগ্রে স্ববংশীয় পিতৃগণের পিণ্ডদান করিয়া পরিশেষে বন্ধু ও আত্মীয়গণের পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল; অতএব ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তিপরায়ণ মহাত্মারা নিশ্চয়ই পুষ্টি, আয়ু বীর্য্য ও শ্রীলাভ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ, ভগবান্ ব্রহ্মা এবং মহর্ষি পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও কশ্যপ মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত হন।

৫৪১। মনুষ্যেরা একমাস ও অর্দ্ধ মাস উপবাসকেই তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু যে উপবাস দ্বারা শরীর নষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত তপস্যা নহে; লোভাদি পরিত্যাগই তপস্যা। ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মাংসাহার করা শ্রেয়স্কর নহে।

৫৪২। যিনি কেবল প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে আহার করেন, অন্য সময় কিছুমাত্র ভোজন করেন না, তিনিই সর্ব্বদা উপবাসী; যিনি কেবল ঋতুকালে ভার্য্যাসম্ভোগ করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; যিনি বৃথা মাংস ভোজন না করেন, তিনিই অমাংসাশী; যিনি দিবানিদ্রা পরিহার করেন, তিনিই নিদ্রাত্যাগী; অতিথি ভৃত্য প্রভৃতি সকলের আহার হইলে যিনি আহার করেন, তিনিই অমৃতাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; যিনি ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া কথনই

আহার করেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করেন; যিনি দেবতা, পিতৃগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা আপনার ক্ষুধাশান্তি করেন, তাঁহারেই বিঘসাশী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সকল মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অনন্তকাল বাস করেন এবং তথায় দেবগণ ও পিতৃগণের সহিত আহার ও পুত্রপৌত্রগণের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন।

৫৪৩। যিনি সাধু ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি অল্পদোষভাগী হন এবং যিনি অসাধুর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তিনি বহুদোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ফলত সাধুর নিকট হউক বা অসাধুর নিকট হউক, প্রতিগ্রহ করিলেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালীন অনেক মহাত্মা প্রতিগ্রহে সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন।

৫৪৪। রাজার নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলে প্রথমে অতি মধুর আস্বাদলাভ হয়, কিন্তু পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ যে দিন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহার সেই দিবসের সঞ্চিত তপস্যা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যায়।

৫৪৫। বশিষ্ঠ কহিয়াছেন একটি নিষ্ক দানগ্রহণ করিলে শত বা সহস্র নিষ্ক গ্রহণের পাপ জন্মে; অতএব বহু নিষ্ক গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হয়।

৫৪৬। কশ্যপ কহিয়াছেন, এই ভূমণ্ডলে ধান্য, পশু, স্ত্রী ও হিরণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় একজনের হস্তগত হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; অতএব শান্তিগুণ অবলম্বন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৪৭। ভরদ্বাজ কহিয়াছেন, মনুষ্যের আশার ইয়ত্তা নাই; রুরুমৃগের শৃঙ্গ উদ্গত হইলে সেই মৃগের সহিত শৃঙ্গ যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের আশাও ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৫৪৮। গৌতম কহিয়াছেন, মনুষ্যের আশা সমুদ্রতুল্য; এক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করিলেও তাহার আশা পরিপূর্ণ হয় না।

৫৪৯। বিশ্বামিত্র কহিয়াছেন, মনুষ্যের একটি প্রার্থনা সফল হইলেই তৎক্ষণাৎ অপর কামনা তাঁহারে আক্রমণ করে।

৫৫০। জামদগ্নি কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারই তপস্যা অক্ষয় হয়; কিন্তু যাঁহারা প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫৫১। অরুন্ধতী কহিয়াছেন, কেহ কেহ ধর্ম্মার্থ দ্রব্য সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আমার মতে দ্রব্য সঞ্চয় অপেক্ষা তপঃসঞ্চয়ই শ্রেয়স্কর।

৫৫২। সপ্তর্ষিমণ্ডলের দাস পশুসখ কহিয়াছে, ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধন আর কিছুই নাই; লোভাদির বশীভূত হইলে কখনই ঐ ধন লাভ করা যায় না; ব্রাহ্মণগণই ঐ ধন প্রাপ্তির উপায় অবগত আছেন; অতএব সেই ধর্ম্মরূপ ধন প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের সেবাতে নিযুক্ত ও অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য।

৫৫৩। কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এই সাতজন ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

৫৫৪। মহর্ষি অত্রি, ত্রিকালীন বেদাধ্যয়ননিবন্ধন জাগরণ করাতে রাত্রিকে অরাত্রি অর্থাৎ দিবসের ন্যায় করিয়াছিলেন। তিনি যে রাত্রিতে অধ্যয়ন করেন নাই, তাহা রাত্রিই নহে এবং তিনি লোক সমুদায়কে অং (পাপ) হইতে ত্রাণ করেন বলিয়া, এই কারণে তাঁহার নাম অত্রি হইয়াছে।

৫৫৫। বসিষ্ঠ বসু (অনিমাদি ঐশ্বর্য্য) সম্পন্ন ও বসীদিগের (গৃহবাসীদিগের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বসিষ্ঠ হইয়াছে।

৫৫৬। কশ্যপ, কশ্য (শরীর) রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তপঃপ্রভাবে কাশ্য (দীপ্তিমান) হইয়াছেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম কাশ্যপ হইয়াছে।

৫৫৭। ভরদ্বাজ, দ্বাজগণের (দেবতা, ব্রাহ্মণ, শিষ্য ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের) অব্যাজে পোষণ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে।

৫৫৮। গৌতম জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের গো (কিরণ) দ্বারা তম নিরাকৃত হইয়াছিল, আর তিনি গোসমুদায়ের (ইন্দ্রিয়গণের) দমন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম গৌতম হইয়াছে।

৫৫৯। বিশ্বামিত্রের বিশ্বেদেবগণ মিত্র এবং তিনি বিশ্বের মিত্র; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বিশ্বামিত্র হইয়াছে।

৫৬০। জমদগ্নি তিনি জমৎ (দেবতাদিগের যাগোপযোগী) অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম জমদগ্নি হইয়াছে।

৫৬১। বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী, ভর্ত্তার সহিত অরু (পৃথিবী) ধারণ করেন ও ভর্ত্তার মন অনুরুদ্ধ করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার নাম অরুন্ধতী হইয়াছে।

৫৬২। সূর্য্যদেব, মধ্যাহ্নকালে নিমেষার্দ্ধ নভোমণ্ডলে বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

৫৬৩। শরণাগত ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়।

৫৬৪। ছত্র ও পাদুকাযুগল সূর্য্যদেব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই বস্তু প্রদান করা ত্রিলোকমধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণগণকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

৫৬৫। মহর্ষি, পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যগণের অর্চ্চনা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যজ্ঞ দ্বারা দেবতা; আতিথ্য দ্বারা মনুষ্য ও গায়ত্র্যাদি দ্বারা বেদসমুদায়ের উপাসনা করিয়া মহর্ষিদিগের প্রীতি উৎপাদন করিবে। দেবগণের প্রীতিলাভের নিমিত্ত ভোজন না করিয়া অগ্নির আরাধনা ও বলিকর্ম্ম সমাধান করা আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ন, জল, দুগ্ধ ও ফলমূল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রীত হইয়া থাকেন। সিদ্ধান্ন দ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অগ্নি, সোম, বিশ্বদেব, ধন্বন্তরি ও প্রজাপতির পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া দিগ্বলি প্রদান করা উচিত। দক্ষিণদিকে যমকে, পশ্চিম দিকে বরুণকে, উত্তরদিকে চন্দ্রকে, বাস্তুমধ্যে প্রজাপতিরে, উত্তরপূর্ব্ব কোণে ধন্বন্তরিরে, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে, গৃহদ্বারে মনুষ্যগণকে, গৃহমধ্যে দেবতা ও মরুদ্গণকে, আকাশে বিশ্বদেবগণকে বলি প্রদান করিতে হয়; রজনীযোগে নিশাচর ও ভূতগণকে বলি প্রদান করা উচিত। মনুষ্য এইরূপে সমুদায় দেবগণকে বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্নাদি প্রদান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে গৃহস্থকে অন্নাদির অগ্রভাগ হুতাশনে নিক্ষেপ করিতে

হইবে। গৃহস্থ যখন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক পিতৃলোকের পূজা ও তর্পণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবগণকে বলি প্রদান করিবেন; তৎপরে বৈশ্বদেবকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া বৈশ্বদেবাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সমাগত অতিথিদিগকে সমাদরে ভোজন করাইবে। আগন্তুকদিগের স্থিতি অনিত্য; এই নিমিত্ত উহাঁরা অতিথি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রথমে অতিথিদিগের অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে অন্যান্য লোকের তৃপ্তিসাধন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহী ব্যক্তি আচার্য্য, পিতা, সখা ও অতিথির নিকট গৃহস্থিত কোন দ্রব্য গোপন করিবে না; সতত তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন ও সকলের অবশেষে ভোজন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ-পুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু ও শ্বশুর একবৎসর গৃহে বাস করিলেও প্রতি-দিন মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বিশ্বদেবগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত ভূমিতে কুক্কুর শ্বপচ ও পক্ষি-গণকে অন্নাদি প্রদান করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীন হইয়া এইরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে মহর্ষিদিগের বরলাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

৫৬৮। প্রথমে তপস্যা; তৎপরে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ঐ সময় ওষধি, লতা এবং বহুবিধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; চন্দ্র উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ঐ সমস্ত উদ্ভিজ্জ জাতির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহার দর্শনমাত্রেই আন্তরিক প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই অমৃত; আর যাহার গন্ধে মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই বিষ। অমৃতকে মঙ্গল ও বিষকে অমঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ওষধির মধ্যে কতকগুলি অমৃত ও কতকগুলি বিষ আছে; যে সমুদায় নিতান্ত উগ্র তেজস্বী, তাহারাই বিষ ও যে সমুদায় সৌম্য তাহারাই অমৃত। বৃক্ষ ও লতার মধ্যে আবার ঐরূপ অমৃত ও বিষ এই দুইটি জাতি আছে; তন্মধ্যে যে বৃক্ষ ও লতার পুষ্প সমুদায় মনকে আহ্লাদিত করে তাহাই অমৃত। মনকে আহ্লাদিত করে বলিয়াই পুষ্পের নাম সুমনা হইয়াছে। যে মনুষ্য দেবগণকে সুগন্ধি পুষ্প সমুদায় প্রদান করে, দেব-গণ তাহার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। পুষ্পের দুই প্রকার গন্ধ আছে; ইষ্ট ও অনিষ্ট। তন্মধ্যে ইষ্টগন্ধসম্পন্ন

পুষ্প দেবগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে। যে সমস্ত শ্বেতবর্ণ পুষ্প অকণ্টক বৃক্ষে পুষ্পিত হয়, তৎসমুদায় দেবগণের সবিশেষ প্রীতিপদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মমাল্য সমুদায় গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষগণকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথর্ব্ববেদমধ্যে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শত্রুগণের অনিষ্টসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্ত আভিচারিক কার্য্যে কটুগন্ধসম্পন্ন কণ্টকাকীর্ণ রক্তপুষ্প এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য কণ্টকসংযুক্ত প্রাণিগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প সমুদায় প্রদান করিবে। যে সকল পুষ্প প্রিয়দর্শন সুমধুর গন্ধযুক্ত, তৎসমুদায় মনুষ্যদিগের ব্যবহার্য্য। বিবাহ ও ক্রীড়াসময়ে শ্মশান ও দেবতায়তনে সমুৎপন্ন পুষ্প সমুদায় কদাচ প্রদান করিবে না। গিরিশৃঙ্গসমুৎপন্ন সৌমদর্শন পুষ্প সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে পদান করা উচিত? দেবগণ পুষ্পের গন্ধ, যক্ষ ও রাক্ষসেরা উহার দর্শন, নাগগণ উহার উপভোগ এবং মনুষ্যেরা উহার গন্ধ, দর্শন ও উপভোগ দ্বারা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেবগণকে পুষ্প প্রদান করেন, দেবতারা তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার শুভসম্পাদন করিয়া থাকেন। দেবতারা মনুষ্যের কার্য্যে প্রীত হইলে তাহার প্রীতি উৎপাদন, সম্মানিত হইলে তাহার সম্মানবর্দ্ধন এবং অবজ্ঞাত হইলে তাহারে নিঃশেষে বিনাশ করিয়া থাকেন।

৫৬৭। ধূপ তিন প্রকার; নির্য্যাস, সারী ও কৃত্রিম। এই সমুদায় ধূপের গন্ধও ইষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। শল্লকীর নির্য্যাস ব্যতিরেকে অন্যান্য বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ নির্য্যাস ধূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; ঐ ধূপ দেবগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ সমুদায়ের মধ্যে গুগ্‌গুলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে সমুদায় কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে সুগন্ধ ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম সারী ধূপ; সারী ধূপই দেবতাদিগের প্রীতিকর; অগুরু সর্ব্বপ্রকার সারী ধূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শল্লকী ও ঐরূপ বৃক্ষের নির্য্যাসসমুৎপন্ন ধূপ যক্ষরাক্ষসাদির প্রীতি উৎপাদন করে। সর্জ্জরস ও সুগন্ধি কাষ্ঠাদি দ্বারা যে সমুদায় প্রস্তুত করা যায়, তাহাদের নাম কৃত্রিম ধূপ; ঐরূপ ধূপ দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রভৃতি সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিহারোপযোগী বিবিধ ধূপ আছে; তৎসমুদায় কেবল মনুষ্যেরই ব্যবহার্য্য। পুষ্প প্রদানে যে প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, ধূপদানে সেইরূপ ফল পরিগণিত হইয়া থাকে।

৫৬৮। দীপ ঊর্দ্ধগামী তেজঃপদার্থ; অতএব দীপদান করিলে মনুষ্যের তেজোবৃদ্ধি ও ঊর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে। অন্ধতামিস্র নরক নিবারণের নিমিত্ত উত্তরায়ণের রজনীতে দীপদান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ তেজস্বী প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশশালী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারস্বরূপ; অতএব দেবগণের সমগুণসম্পন্ন দীপদান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দীপহরণ ও দীপনির্ব্বাণপূর্ব্বক অন্ধকার উৎপাদন করা কদাপি বিধেয় নহে। আলোকদান করিলে মনুষ্য উত্তম চক্ষুষ্মান্ ও প্রভাযুক্ত হইয়া স্বর্গে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত থাকে; আর যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে প্রভাবিহীন অন্ধ হইয়া অনন্তকাল নরকভোগ করে। ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; ঘৃতের অভাবে ওষধিরস দ্বারাও দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা যাইতে পারে; কিন্তু বসা, মেদ ও অস্থিনির্য্যাস দ্বারা দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন পর্ব্বত-সন্নিধানে বনে, চৈত্যবৃক্ষের মূলে ও চতুষ্পথে দীপদান করিবেন। দীপদাতা মহাত্মারা ইহলোকে কুলপ্রকাশক ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া চরমে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্দিগের সরূপত্ব লাভ করিতে পারেন।

৫৬৯। যাহারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকদিগকে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান না করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়; অতএব প্রযত ও অতন্দ্রিত হইয়া দেবগণকে অন্নের অগ্রভাগ প্রদান ও বলিকর্ম্ম সম্পাদন করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবতা, পিতৃ, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ও অতিথি-গণ গৃহস্থ হইতেই অন্নাদি লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। গৃহস্থদিগের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারাই পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন হয়; উহাঁরা পরিতৃপ্ত ও প্রীত হইলেই গৃহস্থদিগের আয়ু যশ ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়। দেবগণকে পুষ্পসমন্বিত বলি, যক্ষ ও রাক্ষসগণকে দধিদুগ্ধ রুধির ও মাংসসম্পন্ন সুগন্ধমিশ্রিত বলি, নাগগণকে সুরালাজপিষ্টক পদ্ম ও উৎপলসম্পন্ন বলি এবং ভূতগণকে গুড়তিল-সম্পন্ন বলি প্রদান করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করেন, তিনি বলবীর্য্যসমন্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভোগ লাভ করিতে পারেন; অতএব দেবগণকে অন্নাদির অগ্রভাগ প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে

কর্ত্তব্য। গৃহদেবতাগণ গৃহমধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন; অতএব যে ব্যক্তি আপনার উন্নতিলাভের বাসনা করেন, তিনি প্রতিদিন অন্নাদির অগ্রভাগ দ্বারা গৃহদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন।

৫৭০। মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু ধনবান্‌ও উভয়লোকে যশস্বী হয়; দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। স্বীয় মঙ্গল-কামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির পাপও নিরাকৃত হয়; সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ; সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহারে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবৰ্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য এবং যাহারা অসবর্ণ পরস্ত্রীতে নিরত হয়, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণ-বিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি অনর্থক লোষ্ট্রমর্দ্দন, তৃণচ্ছেদন ও দন্ত দ্বারা নখচ্ছেদন করে এবং যে সতত অশুচি ও চঞ্চল হয়, সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থান ও আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংকালে বাগ্‌যত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য; উদয়, অস্তগমন, গ্রহণ ও মধ্যাহ্নসময়ে এবং জলমধ্যে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। ঋষিগণ সতত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন; অতএব বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনা করা উচিত। যাহারা সন্ধ্যোপাসনায় পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদিগকে শূদ্রসেবিত কার্য্যে নিয়োগ করা ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে; পরস্ত্রীগমন অপেক্ষা আয়ুঃক্ষয়কর কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করে, তাহারে সেই কামিনীর কলেবরে যাবৎসংখ্যক রোমকূপ থাকে, তাবৎসংখ্যক বৎসর নরকভোগ করিতে হয়। কেশবিন্যাস, নেত্রে কজ্জলদান, দন্তধাবন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করা পূর্ব্বাহ্ণেই

কর্ত্তব্য ; বিষ্ঠামূত্র দর্শন ও পাদ দ্বারা উহা স্পর্শ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ; অতি প্রত্যূষে, সায়ংকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্থানান্তরে গমন করা বিধেয় নহে ; একাকী শূদ্র অথবা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ; ব্রাহ্মণ, গাভী, নরপতি, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রী এবং গুরুভারাক্রান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পথ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে পরিজ্ঞাত বনস্পতি ও চতুষ্পথ সমুদায় প্রদক্ষিণ করা উচিত ; প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মধ্যাহ্নকাল, নিশাকাল ও অর্দ্ধরাত্রসময়ে চতুষ্পথে গমন কদাপি বিধেয় নহে ; অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাদুকা ব্যবহার করা নিতান্ত নিষিদ্ধ ; পাদোপরি পাদনিধান করা কর্ত্তব্য নহে ; অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী এবং উভয়পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মচারী হওয়া উচিত ; বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ; তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; নীচ ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাক্যরূপ শর বদন হইতে নির্গত হইয়া অন্যের মর্ম্মভেদ করে, যদ্দ্বারা আহত হইলে দিবারাত্রি শোকাকুল হইতে হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই অন্যের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরশু দ্বারা অরণ্য ছিন্ন হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হয় ; কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা অন্যকে বিদ্ধ করিলে তাহা যার পর নাই অপ্রাতিবিধেয় হইয়া উঠে। অস্ত্র সকল শরীরে বিদ্ধ হইলে অনায়াসেই উৎপাটন করা যায় ; কিন্তু বাক্যরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে উহা প্রত্যাহরণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ; উহা যাহারে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহার হৃদয়ভেদী হয়, সন্দেহ নাই। হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, মূর্খ, নিন্দিত, শ্রীহীন, নিঃস্ব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে পরিহাস করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা, বিদ্বেষপ্রকাশ, অভিমান ও উগ্রতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের প্রতি দণ্ডবিধানে উদ্যত হওয়া বা তাহারে প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে ; পুত্র ও শিষ্যকে শাসন করিবার নিমিত্ত তাড়না করা বিধেয় ; ব্রাহ্মণের নিন্দা এবং গণনাপূর্ব্বক নক্ষত্র ও তিথি নিরূপণ করা অনুচিত ; মলমূত্র পরিত্যাগ ও পথপর্য্যটনের পর এবং স্বাধ্যায় ও ভোজনকালে পাদপ্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দ্রব্যের অশুচিভাব অপরিজ্ঞাত, যাহা সলিলপ্রক্ষালিত এবং যাহা ব্রাহ্মণের প্রশংসনীয়, দেবগণ

এই তিন প্রকার বস্তুকে ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংযাব, কৃশর, মাংস, শস্কুলী ও পায়স আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিবে না; ঐ সমস্ত দ্রব্য দেবগণের নিমিত্তই প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে শয্যায় শয়ান থাকিবে না; যদি দৈবাৎ সূর্য্যোদয়ের পরও শয়ান থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মাতা, পিতা ও আচার্য্যকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ অব্যবহার্য্য, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না; যে সমস্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই ব্যবহার করিবে। পর্ব্বকালে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। উত্তরাভিমুখী হইয়া শৌচক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিধেয়; দন্তধাবন না করিয়া দেবপূজা এবং দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট গমন করিবে না; মলিন দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করা উচিত নহে, গর্ব্ভিণী ও ঋতুমতী স্ত্রীরে সম্ভোগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; উত্তর ও পশ্চিমদিকে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবে না; পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া শয়ন করাই শ্রেয়স্কর। ভগ্ন বা জীর্ণ খট্টায় শয়ন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ; আলোকে শয্যা পরীক্ষা ও একাকী অবক্রভাবে শয়ন করাই কর্ত্তব্য। নাস্তিকের সহিত নিয়ম স্থাপন করিয়া কোন কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিবে না; চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিয়া উপবেশন, বিবস্ত্র হইয়া অবগাহন, রাত্রিকালে স্নান, স্নানানন্তর গাত্রমর্দ্দন, স্নান না করিয়া অনুলেপনদ্রব্যসেবন, স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র কম্পন ও প্রতিদিন আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে; স্বয়ং গলদেশ হইতে মাল্য অবতরণ ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপর মাল্যধারণ করিবে না, ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করাও কর্ত্তব্য নহে; ক্ষেত্র ও গ্রামের সন্নিধানে পুরীষ পরিত্যাগ এবং সলিলমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য, অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে তিনবার আচমন এবং অন্ন ভোজন করিয়া তিনবার জলপান ও দুইবার অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠমার্জ্জন করিবে; পূর্ব্বাস্য ও মৌনী হইয়া অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে; ভোজনপাত্রস্থ সমুদায়

অন্ন ভোজন না করিয়া কিঞ্চিৎ অবশেষ রক্ষা ও ভোজন করিয়া অগ্নিস্পর্শ করা কর্ত্তব্য। যিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি দীর্ঘায়ু; যিনি দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি যশস্বী; যিনি পশ্চিমাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি ধনবান্ ও যিনি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করেন, তিনি সত্যবাদী হন। ভোজনের পর অগ্নিস্পর্শ করিয়া সমস্ত গাত্র, নাভি, পাণিতল ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সলিলপ্রোক্ষিত করিবে; তুষ, ভস্ম, কেশ ও নরাস্থির উপর কদাচ উপবেশন করিবে না। অন্য ব্যক্তির অবস্নাত জল স্পর্শ করা অবিধেয়; শান্তিহোম ও সাবিত্রীজপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করা বিধেয়; গমন করিতে করিতে কদাচ কোন বস্তু ভোজন করিবে না; দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করিবে না; ভস্ম ও গোময়ে মূত্রত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু উপবেশন বা শয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যিনি আর্দ্রপাদ হইয়া ভোজন করেন, তিনি শতবর্ষজীবী হন, সন্দেহ নাই। অশুচি হইয়া অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিন তেজঃপদার্থ স্পর্শ এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই তিন তেজঃপদার্থ নিরীক্ষণ করিবে না। আবাসমধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে যুবক যতক্ষণ না তাঁহার প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া থাকে এবং ঐ উপস্থিত বৃদ্ধের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার প্রাণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়; অতএব আগন্তুক বৃদ্ধকে অভিবাদন ও স্বহস্তে আসন প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি উপবিষ্ট হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট অবস্থান ও গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা উচিত; ভগ্ন আসনে উপবেশন, ভগ্ন কাংস্যপাত্র ব্যবহার করা বিধেয় নহে; উত্তরীয় ধারণ না করিয়া ভোজন, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন ও অশুচি হইয়া উপবেশন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মস্তকে প্রাণসমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব অশুচি হইয়া কাহারও মস্তক স্পর্শ করিবে না। অন্যের মস্তকে প্রহার ও কেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে; করদ্বয় পরস্পর সংহত করিয়া আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; স্নানকালে নিরন্তর সলিলমধ্যে মস্তক নিমগ্ন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; কৃতস্নান হইয়া দেহে তৈল প্রদান করিবে না; তিলমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য,

ভক্ষণ করা বিধেয় নহে; অশুচি হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বাত্যা উপস্থিত ও পূতিগন্ধ বিস্তীর্ণ হইলে, বেদ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মা যম কহিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে বেদপাঠ ও শাস্ত্রীয় আলাপ করেন, তাঁহার আয়ু ও বংশক্ষয় হইয়া যায়; যে ব্রাহ্মণ অনধ্যায়কালেও মোহবশত বেদ অভ্যাস করেন, তাঁহার বেদাধ্যয়ন বিফল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া থাকে; অতএব অনধ্যায়ে বেদাধ্যয়ন করা কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা সূর্য্য, অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণের অভিমুখে এবং পথিমধ্যে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইতে হয়। দিবাভাগে উত্তরাস্য ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাস্য হইয়া মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও সর্প এই তিন জাতিরই সুতীক্ষ্ণ বিষ আছে; অতএব যিনি দীর্ঘায়ু হইতে বাসনা করিবেন, তিনি ঐ তিন জাতি নিতান্ত কৃশ হইলেও উহাঁদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। দৃষ্টিবিষ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি দ্বারা ও ক্ষত্রিয় ক্রুদ্ধ হইয়া তেজ দ্বারা মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যান ও দৃষ্টি দ্বারা বংশনাশ করিতে সমর্থ হন; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক এই তিন জাতির উপাসনা করিবেন। গুরুর সহিত কোন বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু ক্রুদ্ধ হইলে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করা উচিত। যদি গুরু সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী হন, তথাপি তাঁহারে অভক্তি করা বিধেয় নহে। যাঁহারা গুরুনিন্দায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষীণায়ু হইতে হয়। বাসগৃহের নিকট অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট বস্তু নিক্ষেপ করা হিতকামী পুরুষদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সর্ব্বদা শুক্লমাল্য ধারণ করাই উচিত। রক্তমাল্য এবং শ্বেতপদ্ম ও কুবলয়ের মালা ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে। মস্তকে কুঙ্কুম ও বানেয় নামক গন্ধদ্রব্য ধারণ করা উচিত। কাঞ্চননির্ম্মিত মালা ধারণ করা কখনই দোষাবহ নহে। প্রত্যহ স্নাত ব্যক্তিরে আর্দ্র বর্ণক দান করা আবশ্যক। বিপরীতভাবে বস্ত্র পরিধান করা বুদ্ধিমান্‌দিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অন্যের পরিহিত ও দশাবিহীন বস্ত্র পরিধান করা কদাপি বিধেয় নহে। শয়ন, চতুষ্পথাদিতে গমন ও দেবপূজার সময় পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। চন্দন, প্রিয়ঙ্গু, বিল্ব, তগর ও কেশর

দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত করা উচিত। স্নাত, পবিত্র ও অলঙ্কৃত হইয়া অনশনব্রত আশ্রয়, সমুদায় পর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিতও এক পাত্রে ভোজন করা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম। রজস্বলাকর্ত্তৃক সম্পাদিত অন্ন ভোজন ও উদ্ধৃতসার দুগ্ধাদি পান করা কদাপি বিধেয় নহে। যাচক ব্যক্তিদিগকে অন্নাদি প্রদান না করিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। অশুচি ব্যক্তির নিকট উপবিষ্ট হইয়া ও সাধুব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ভোজন করা শাস্ত্রবিহিত নহে। যে সমুদায় দ্রব্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গোপনে তৎসমুদায় ভক্ষণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অশ্বত্থ ও বটের ফল, শণশাক এবং উড়ুম্বর ভোজন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ছাগী, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত। দুষ্ট লবণ এবং রাত্রিযোগে দধি ও শক্তু ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। বৃথামাংস ভোজন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সমাহিত হইয়া কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার ভোজন করা উচিত। বালকের সহিত ভোজন এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। একবস্ত্রধারী, শয়ান ও দণ্ডায়মান হইয়া এবং ভূমিতে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া কখনই ভোজন করিবে না। শব্দসহকারে ভোজন করা শাস্ত্রসম্মত নহে। মহাত্মারা প্রথমে অতিথিদিগকে অন্নপান প্রদান করিয়া পরিশেষে ভোজন করিবেন। সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত একপংক্তিতে ভোজন করাই শাস্ত্র-সম্মত। সুহৃদ্বর্গকে ভোজ্য বস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে হলাহল বিষ ভক্ষণ করা হয়। শক্তু ভক্ষণ এবং পানীয়, পায়স, দধি, ঘৃত ও মধুপান করিয়া ঐ সমুদায় দ্রব্যের শেষভাগ অন্যকে প্রদান করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কিতমনে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনান্তে দধিপান নিতান্ত নিষিদ্ধ। ভোজনের পর একহস্ত দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিয়া সেই জল দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে অর্পণ করিবে। ভোজনান্তে আচমনের পর মস্তকে হস্তপ্রদান ও সমাহিতচিত্তে অগ্নিস্পর্শ করিলে জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ করা যায়। জল দ্বারা নাভি, করতল ও নাসিকাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়, কিন্তু আর্দ্রহস্তে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে ব্রাহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠের অগ্রভাগ দেবতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থল পিতৃতীর্থ

বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্যের নিন্দাসূচক ও অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং ক্রোধ-উদ্দীপন করা কদাপি বিধেয় নহে। পতিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন ও সংসর্গ করা দূরে থাক, তাহার মুখাবলোকন করাও অকর্ত্তব্য। দিবা-বিহার এবং ঋতুমতী স্ত্রী, কুমারী ও দাসীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দূষনীয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমুদায়ের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান দ্বারা তিনবার আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জনপূর্ব্বক নাসিকাদি ইন্দ্রিয়স্থান স্পর্শ ও তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদবিহিত নিয়মানুসারে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনান্তে এবং অন্যান্য সমুদায় শৌচকার্য্যে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নিষ্ঠীবন ও ক্ষুতকার্য্যের পরক্ষণে আচমন করিলেই পবিত্রতা লাভ হয়। বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, দরিদ্র ও মিত্রকে স্বীয় আবাসে বাস প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারাবত, শুক, সারিকা ও তৈলপায়ক ইহারা গৃহে থাকিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। খদ্যোৎ, গৃধ্র, বনকপোত, উৎক্রোশ ও ভ্রমর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা ব্যক্তিদিগের গোপনীয় বিষয় সমুদায় ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। রাজা, বৃদ্ধ, বালক, বৈদ্য, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণাগত ও স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে স্থপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গৃহে বাস করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন ও বিদ্যার আলোচনা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্যে, স্নান ও শক্তু ভোজন এবং ভোজনান্তে কেশবিন্যাসাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য অতি উপাদেয় হইলেও তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। রাত্রিকালীন আহারসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আহার করা বিধেয় নহে। নিশাকালে ও ভোজনান্তে কেশচ্ছেদন নিতান্ত নিষিদ্ধ। সৎকুলসম্ভূতা সুলক্ষণাক্রান্তা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয়। বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন করিয়া জ্ঞান ও কুলধর্ম্মশিক্ষার্থ তাহারে বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ এবং কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎকুলসম্ভূত ধীশক্তিসম্পন্ন পাত্রে প্রদান করিবে। সদ্বংশ-সম্ভূতা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন ও জীবিকাবিধান করা

অবশ্য কর্ত্তব্য। মস্তক নিমজ্জনপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রে যে যে সময়ে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই সময়ে শ্রাদ্ধ করা অবিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া সমাহিতচিত্তে ক্ষৌরকার্য্য সমাধান করা উচিত। গ্লানি করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আপনার বা পরের গ্লানি করা কদাপি বিধেয় নহে। বিকলাঙ্গী, কুমারী, স্বগোত্রা বা মাতামহ গোত্রসমুৎপন্না, বৃদ্ধা, প্রব্রজিতা, পতিব্রতা, আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টবর্ণরা ও অজ্ঞাতকুলা কামিনীর সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পতিতা এবং অপস্মারী ও শ্বিত্রীর কুলে সম্ভূতা কন্যারে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। সুলক্ষণাক্রান্তা প্রিয়দর্শনা মনোহারিণী কন্যারে বিবাহ করাই বিধেয়। আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। যত্নপূর্ব্বক বহ্নি সংস্থাপন করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। স্ত্রীলোকের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। পরম যত্নসহকারে ভার্য্যারে রক্ষা উচিত। ঈর্ষা প্রদর্শন আয়ুঃক্ষয়কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য সতত ঈর্ষা পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। দিবসে নিদ্রা ও সূর্য্যোদয় হইলে শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর হয়, সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে শয়ন ও রাত্রিকালে অশুচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষিদ্ধ। পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন করা শ্রেয়স্কর নহে। ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধানান্তে স্নান করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে বেদপাঠ, বেদাভ্যাস, ভোজন ও স্নান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তৎকালে কোন বিষয় অনুষ্ঠান না করিয়া প্রযতভাবে অবস্থান করিবে। স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার ও গুরুলোকদিগকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। অনিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থলেই গমন করিবে না। যজ্ঞীয় বিধি দর্শন করিবার নিমিত্ত অনাহূত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোনরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। একাকী দেশান্তরে গমন ও রজনীযোগে ভ্রমণ করা বিধেয় নহে।

কোন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলে সন্ধ্যা উপস্থিত না হইতেই গৃহে আগমন করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের আজ্ঞা অবিচারিতচিত্তে প্রতিপালন করা উচিত। ধনুর্ব্বেদ ও বেদশিক্ষা, হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ এবং রথচর্য্যায় নৈপুণ্যলাভ করিতে যত্নবান্ হওয়া ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা শত্রু, ভৃত্য ও স্বজনবর্গের নিতান্ত দুর্দ্দম এবং যিনি প্রজারঞ্জনপরায়ণ, তাঁহারে কদাচ হীন হইতে হয় না। যুক্তিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র ও চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং পুরাণ, ইতিহাস আখ্যায়িকা ও মহাত্মাদিগের জীবনচরিত শ্রবণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋতুমতী ভার্য্যা সম্ভোগ ও তাহারে আহ্বান করা নিতান্ত গর্হিত। ঋতুস্নানদিবসে রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুস্নানের পরদিবসে ভার্য্যাসম্ভোগ করিলে কন্যা ও তৎপরদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চমাদি অযুগ্ম দিবসে স্ত্রীসংসর্গ করিলে কন্যা ও ষষ্ঠাদি যুগ্ম দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞাতি সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে সতত সমাদর করিবে। প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক বৃদ্ধাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে। আচারপ্রভাবেই মনুষ্যের কীর্ত্তি ও আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয়; আচার অলক্ষণ সমুদায় দূর করিয়া থাকে; শাস্ত্রোক্ত কার্য্য সমুদায়ের মধ্যে আচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আচার হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় এবং ধর্ম্মপ্রভাবেই আয়ু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা অনুকম্পাপূর্ব্বক বর্ণসমুদায়কে এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৭১। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতা লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানবান্ হইলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্যবিশেষে তাঁহারে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে ছলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠদিগকে প্রকাশ্যে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে; অতএব সাবধান হইয়া কৌশলক্রমে কনিষ্ঠদিগকে

দমন করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন; রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়াই উচিত। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহারে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত দুরাত্মা হইলেও তাঁহারে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশ গুণ অধিক; অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। পিতার পরলোকলাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে প্রতিপালন করেন; অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরমধর্ম্ম। জনকজননী অচিরস্থায়ী শরীরনির্ম্মাণের হেতুমাত্র; কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়; অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্য দ্বারা দেহের পুষ্টিসম্পাদন করেন, তাঁহারে এবং জ্যেষ্ঠভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যারে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৫৭২। তপোধন অঙ্গিরা কহিয়াছেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত হইয়াছে; তিন রাত্রির অধিক উপবাস করা উহাঁদিগের নিতান্ত অনুচিত; উহাঁরা দুই রাত্রি ও এক রাত্রি উপবাস করিতে পারেন। বৈশ্য ও শূদ্রের দুই রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত আছে; তিন রাত্রি উপবাস উহাদিগের নিতান্ত নিষিদ্ধ। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একবার মাত্র আহার করিলে ক্ষমা, রূপ ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়; সে কদাচ বংশহীন বা দরিদ্র হয় না; দেবপূজায় তাহার অনুরাগ জন্মে এবং সে সতত সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। যিনি অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে উপবাস করেন, তিনি নির্ব্যাধি ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হন; যিনি অগ্রহায়ণমাস একাহার করিয়া অতিবাহিত করেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ব্যাধি ও পাপ হইতে

মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত বিষয়েই কল্যাণলাভ হয় এবং তিনি ধনধান্তপরিপূর্ণ ও বলবীর্য্যসম্পন্ন হন; যিনি পৌষমাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি সৌভাগ্যশালী প্রিয়দর্শন ও যশোভাগী হইয়া থাকেন; যিনি একাহার দ্বারা মাঘমাস অতিক্রম করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হন; যিনি ফাল্গুনমাস একাহার দ্বারা অতিবাহিত করেন, তিনি মহিলাগণের নিতান্ত প্রিয় হন এবং মহিলাগণ সতত তাঁহার বশীভূত থাকে; যিনি একাহার করিয়া চৈত্রমাস অতিবাহিত করেন, তিনি সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহার দ্বারা বৈশাখমাস অতিক্রম করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন; যিনি একাহার করিয়া জৈষ্ঠমাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়; যিনি একাহার করিয়া আষাঢ়মাস অতিক্রম করেন, তিনি ধনধান্যসম্পন্ন ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন; যিনি একাহার করিয়া শ্রাবণমাস অতিক্রম করেন, তিনি যে দেশে বাস করিয়া থাকেন, সেই দেশেই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাতিদিগের সমৃদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; যিনি একাহারী হইয়া ভাদ্রমাস অতিবাহিত করেন, তাঁহার স্থিরলক্ষ্মী লাভ হয়; যিনি একাহারী হইয়া আশ্বিনমাস অতিক্রম করেন, তিনি শুদ্ধিযুক্ত বাহনাঢ্য ও বহুপুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকেন; যিনি একাহারী হইয়া কার্ত্তিকমাস অতিক্রম করেন, তিনি শূর বহুভার্য্যাসম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান্ হন। যিনি দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গণাধিপত্য লাভ হয়। এই সমস্ত নিয়ম দ্বাদশবৎসর প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যিনি কেবল দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবার মাত্র ভোজন করেন এবং অহিংসা-নিরত হইয়া হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি ছয় বৎসরে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন; তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ হয়। যিনি এক-বৎসরকাল পাঁচ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে আহার করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়।

৫৭৩। মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে, উপবাস দ্বারা যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। যিনি হিংসাপরিশূন্য ও নিত্যহোমানুষ্ঠাননিরত

হইয়া প্রতিদিন দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র ভোজন করেন, তদ্ভিন্ন আর কখনও কিছুমাত্র আহার করেন না, তাঁহার ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয়।"

৫৭৪। বেদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাস্ত্র, মাতার তুল্য গুরু, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ, অনশন অপেক্ষা তপ এবং ভূলোক ও দ্যুলোকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরম পাবন আর কিছুই নাই।

৫৭৫। "মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় ও ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত মানসতীর্থে স্নান করিবে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে অনর্থিত্ব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়-দমনশক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহঙ্কার-বিহীন ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপনীত হইয়াছে; যাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। যাঁহার দেহ সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয়, তাঁহারে স্নাত বলিয়া পরিগণিত করা যায় না; যাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ স্নাত ও বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিসম্পন্ন। যাঁহারা অতীত বিষয়ের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, যাঁহারা অর্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরিগ্রহ করেন না এবং যাঁহাদিগের বিষয়লাভে কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, তাঁহারাই পরম পবিত্র। জ্ঞান, বিষয়নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি ও তীর্থাদি স্নান বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শৌচ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি ভক্তিযুক্ত, গুণসম্পন্ন ও বিশুদ্ধস্বভাব, তিনিই যথার্থ পবিত্র। এই সমস্ত শরীরস্থ তীর্থ। শরীরস্থ তীর্থ সমুদায় যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থান-বিশেষ ও নদীবিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন,

তীর্থে স্নান ও তীর্থে পিতৃতর্পণ পাপসমুদায় বিনাশ ও স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানসমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধুলোকের গমনাগমননিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন, তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিবতীর্থ ও শরীরতীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবা দ্বারাই মনুষ্যের আশু সিদ্ধিলাভ হয়।

৫৭৬। যিনি অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণের কেশব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি পৌষমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের নারায়ণ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বাজপেয়যজ্ঞের ফল ও পরমসিদ্ধি লাভ হয়। যিনি মাঘমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মাধব নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তিনি বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ ও আপনার কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। যিনি ফাল্গুনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার অতিরাত্র যজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি চৈত্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বিষ্ণু নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার পৌণ্ডরীকযজ্ঞের ফল ও দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের মধুসূদন নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল ও সোমলোক লাভ হয়। যিনি জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের ত্রিবিক্রম নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি গোমেধযজ্ঞের ফললাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিতে সমর্থ হন। যিনি আষাঢ়মাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের বামন নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নরমেধযজ্ঞের ফললাভ ও অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। যিনি শ্রাবণমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের শ্রীধর নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি পঞ্চ-

যজ্ঞের ফললাভ ও বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের হৃষীকেশ নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহার সৌত্রামণি যজ্ঞের ফল ও পবিত্রতালাভ হয়। যিনি আশ্বিনমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের পদ্মনাভ নাম উল্লেখপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই গোসহস্রদানের ফললাভ হয়। যিনি কার্ত্তিকমাসের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া অহোরাত্র কৃষ্ণের দামোদর নাম উল্লেখপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি সকল যজ্ঞের অতি পবিত্র ফললাভে সমর্থ হন। যিনি এইরূপে সম্বৎসরকাল ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের আরাধনা করেন, তাঁহার জাতিস্মরত্ব ও প্রভূত সুবর্ণ লাভ হয় এবং তিনি অনতিকালমধ্যে বিষ্ণুভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই দ্বাদশমাসিক বিষ্ণুপূজা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণভোজন করান অথবা ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপবাস আর কিছুই নাই।

৫৭৭। অগ্রহায়ণমাসে মূলানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে চান্দ্রব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তৎকালে মূলানক্ষত্র চন্দ্রের চরণ, রোহিণী জঙ্ঘা, অশ্বিনী জঙ্ঘার ঊর্দ্ধভাগ, আষাঢ়ানক্ষত্রদ্বয় ঊরুযুগল, ফল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কটি, ভাদ্রপদ নাভি, রেবতী অক্ষিগোলক, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠ, অনুরাধা উদর, বিশাখানক্ষত্রদ্বয় বাহুযুগল, হস্তা হস্ত, পুনর্ব্বসু অঙ্গুলি, অশ্লেষা নখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি দন্ত ও ওষ্ঠ, শতভিষা হাস্য, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষু, চিত্রা ললাট, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা কেশনিচয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহারে পূজা করিবে; পূজা সমাপ্ত হইলে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত প্রদান করা কর্ত্তব্য। যিনি এই চান্দ্রব্রত প্রতিপালন করেন, তিনি সুন্দর জ্ঞানবান্ ও সৌভাগ্যশালী হন এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

৫৭৮। মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং একাকীই স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের মধ্যে কেহই মৃত ব্যক্তির সহিত সুখ দুঃখ ভোগ করে না; মৃত ব্যক্তির পরিবারগণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল

রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে। ঐ সময় একমাত্র ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইলে নরকভোগ করিতে হয়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ন্যায়ানুগত অর্থ দ্বারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন; ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যের একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। অনেকানেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা লোভ, মোহ, দয়া বা ভয়ের বশীভূত হইয়া অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু তাহা কোনরূপেই বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবনের ফলস্বরূপ; অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করা লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫৭৯। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা ইহাঁরা সমুদায় প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ। জীব, ত্বক্, অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিতনির্ম্মিত দেহকে পরিত্যাগ করিলে উহারাও উহারে পরিত্যাগ করে। তখন ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে তখন পঞ্চ-ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উভয়লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন।

৫৮০। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় অন্নাদি ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়; স্ত্রী-পুরুষের সহযোগসময়ে ঐ রেতপ্রভাবেই গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকে।

৫৮১। জীব রেতোমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তত্রত্য পঞ্চভূত উহারে আবরণ করে; তন্নিবন্ধনই উহার পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত তাদাত্মলাভ হয়। জীব ঐ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়াই ইহলোকে বর্ত্তমান থাকে; আর উহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই পরলোকে গমন করে। কর্ম্মপ্রভাবে ঐ পরলোক হইতে পুনরায় তাহারে ইহলোকে আগমনপূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক কলেবর পরিগ্রহ করিতে হয়। তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনরায় তাহার শুভাশুভ কার্য্য দর্শন করিতে থাকেন।

৫৮২। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া পরিশেষে স্ত্রীদিগের গর্ভকোষে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে ইহলোকে সমাগত ও পরলোক-

গত হয়। এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারম্বার সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। সমুদায় প্রাণীরেই জন্মাবধি স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জন্মাবধি যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সতত সুখভোগ করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অনুষ্ঠান করে, তাহারে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়; আর যে ব্যক্তি নিরন্তর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে দেহান্তে যমলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। ইতিহাস, পুরাণ ও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, যমলোকে দেবতাদিগের বাসোপযোগী স্থানের ন্যায় অতি পবিত্র স্থান এবং তির্য্যক্‌যোনিদিগের বাসোপযোগী স্থান অপেক্ষাও অপবিত্র স্থান সমুদায় বিদ্যমান আছে; যাঁহারা ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে তথায় নিয়ত সুখভোগ এবং যাহারা ইহলোকে অধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তথায় নিয়ত দুঃখভোগ করিতে হয়।

৫৮৩। যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহপ্রযুক্ত পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করেন, তিনি দেহত্যাগের পর প্রথমত পঞ্চদশবর্ষ খরযোনি, তৎপরে সাত বৎসর গোযোনি, তৎপরে তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষসযোনি লাভ করিয়া পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ পতিত ব্যক্তির যাজনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনি দেহান্তে প্রথমত পঞ্চদশ বৎসর কৃমিযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর গর্দ্দভযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শূকরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর কুক্কুরযোনি, তৎপরে পাঁচ বৎসর শৃগালযোনি ও তৎপরে এক বৎসর কুক্কুরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন। যে শিষ্য উপাধ্যায়ের অনিষ্টসাধন করে, সে দেহত্যাগের পর প্রথমে কুক্কুর, তৎপরে রাক্ষস ও তৎপরে গর্দ্দভযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে পুনরায় ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা মনে মনেও গুরুপত্নীহরণে চিন্তা করে, সে সেই অধর্ম্মচিন্তানিবন্ধন দেহত্যাগের পর প্রথমত তিন বৎসর কুক্কুর ও এক বৎসর কৃমিযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে উপাধ্যায় কোন কারণ ব্যতীত পুত্রতুল্য প্রিয়শিষ্যকে প্রহার করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই হিংস্রযোনি লাভ হয়। যে পুত্র পিতামাতার অপমান করে,

দেহান্তে তাহারে দশ বৎসর গর্দ্দভ ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। যে পুত্র পিতামাতার অনিষ্টসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রোধান্বিত করেন, সে দেহান্তে প্রথমত দশ মাস গর্দ্দভ, পরে চতুর্দ্দশ মাস কুক্কুর ও তৎপরে সাত মাস বিড়ালযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবয়োনি লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতারে তিরস্কার করিলে দেহান্তে সারিকাযোনি এবং তাঁহাদিগকে তাড়না করিলে দেহান্তে প্রথমত দশ বৎসর কচ্ছপ, তৎপরে তিন বৎসর শল্লকী ও তৎপরে ছয় মাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণানন্তর পরিশেষে মানবযোনি লাভ হয়। যে ব্যক্তি রাজভৃত্য হইয়া রাজার অসন্তোষকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মোহান্ধ ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত দশ বৎসর বানর, পরে পাঁচ বৎসর মূষিক ও তৎপরে ছয় মাস কুক্কুরযোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে মানবযোনি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্পিত ধন অপহরণ করে, তাহারে দেহান্তে ক্রমে ক্রমে শতযোনি পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনি লাভ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর পরে স্বীয় পাপের ধ্বংস হইলে পুনরায় মানবযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণের পর খঞ্জনপক্ষী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দেহত্যাগের পর প্রথমত আট বৎসর মৎস্য, তৎপরে চারি মাস মৃগ, পরে এক বৎসর ছাগ ও তৎপরে কিয়ৎকাল কীটযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে মানবযোনি লাভ করে। যে ব্যক্তি ধান্য, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সর্ষপ, ছোলক, কলায়, মুদ্গ, গোধূম ও অতসী প্রভৃতি শস্য অপহরণ করে, তাহার দেহান্তে প্রথমত মূষিকযোনি লাভ হয়; তৎপরে সে মৃগ হইয়া কিছুকালের পর প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পরস্ত্রী অপহরণ করে, তাহারে ক্রমে ক্রমে বৃক, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্প, কঙ্ক ও বকযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি মোহিত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীর সহিত সংসর্গ করে, তাহারে এক বৎসরকাল পুংস্কোকিল হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্যক্তি বন্ধুপত্নী, গুরুপত্নী বা রাজপত্নী অপহরণ করে, তাহারে প্রথমত পাঁচ

বৎসর শূকর, পরে দশ বৎসর বৃক, তৎপরে পাঁচ বৎসর বিড়াল, তৎপরে দশ বৎসর কুক্কুট, তিন মাস পিপীলিকা ও একমাস কীটযোনিতে পরিভ্রমণের পর কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়; পরিশেষে সে ঐ যোনিতে চতুর্দ্দশ মাস অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে দেহত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত বিবাহ, যজ্ঞ বা দানকার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সে কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পাপক্ষয় হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবদেহ ধারণ করে। যে ব্যক্তি প্রথমত একপাত্রে কন্যাদান করিয়া পুনরায় সেই কন্যারে অন্য পাত্রে দান করিতে অভিলাষ করে, তাহারে দেহান্তে কৃমিযোনি লাভ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাপভোগ করিতে হয়; পরে পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্য সম্পাদন না করিয়া ভোজন করে, দেহান্তে তাহারে কাকযোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিতে হয়; তৎপরে সে কিয়ৎ-কাল কুক্কুটযোনি ও একমাস সর্পযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় মানবদেহ লাভ করে। যে ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবমাননা করে, তাহার দেহান্তে দুই বৎসর বকযোনিতে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করিলে তাহারে প্রথমত কৃমিযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়; পরে সে সেই কৃমিযোনি হইতে মুক্ত হইয়া শূকরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিবামাত্র রোগাক্রান্ত ও কালকবলে নিপতিত হয় এবং পরিশেষে কিয়ৎকাল কুক্কুরযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভে অপত্যোৎপাদন করে, তাহারে নিশ্চয়ই দেহান্তে মূষিকরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি যমালয়গমন করিলে যমদূতেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দণ্ড, মুদ্গর, শূল, অগ্নিকুণ্ড, খড়্গ, উত্তপ্ত বালুকা ও কণ্টকযুক্ত শাল্মলী প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশকর বস্তু দ্বারা তাহারে ঘোরতর যন্ত্রণা প্রদানপূর্ব্বক নিপাতিত করে; তখন সে প্রথমত কৃমিযোনি পরিগ্রহপূর্ব্বক পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিয়া বারম্বার গর্ভগত ও তন্মধ্যে বিনষ্ট হয়। কৃতঘ্ন এইরূপে বহুবিধ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর তির্য্যক্-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে এবং এই যোনিতে বহুকাল দুঃখভোগ করিয়া

পরিশেষে কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হয়। দধি হরণ করিলে বক, অসংস্কৃত মৎস্য হরণ করিলে বানর, মধু হরণ করিলে দংশ, ফলমূল ও পিষ্টক হরণ করিলে পিপীলিকা, রাজমাষ হরণ করিলে হলগোলক নামক কীট, পায়স হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, পিষ্টক হরণ করিলে উলূক, লৌহ হরণ করিলে বায়স, কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হারীত, রৌপ্যপাত্র অপহরণ করিলে কপোত, সুবর্ণপাত্র অপহরণ করিলে কৃমি, ধৌত কৌশেয় বস্ত্র অপহরণ করিলে কৃকর পক্ষী, কৌশেয় বস্ত্র হরণ করিলে কর্ত্তক পক্ষী, বিচিত্র বস্ত্র অপহরণ করিলে শুক, পট্টবস্ত্র অপহরণ করিলে হংস, কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, ক্ষৌম ও মেষলোমজ বস্ত্র অপহরণ করিলে শশ, বর্ণক অপহরণ করিলে ময়ূর ও রক্তবস্ত্র অপহরণ করিলে চকোরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি লোভপরায়ণ হইয়া গন্ধদ্রব্য অপহরণ করে, সে ছুছুন্দরিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পঞ্চদশবর্ষ জীবিত থাকিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুগ্ধ অপহরণ করিলে বকযোনি ও তৈল অপহরণ করিলে তৈলপায়িকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে নরাধম সশস্ত্র হইয়া অর্থলোভ ও বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অশস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করে, সে দেহান্তে খরযোনি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর পরে শস্ত্রাঘাতে প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে; ঐ মৃগযোনিতে তাহারে প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইতে হয়; তৎপরে এক বৎসর অতীত হইলে সে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইয়া মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক চতুর্থ মাসে জালিকদিগের জালে বদ্ধ ও নিহত হইয়া থাকে; তদনন্তর তাহারে ব্যাঘ্রযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দশ বৎসর ও দ্বীপিযোনিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়; এইরূপে বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ দ্বারা অধর্ম্মক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্ত্রীহত্যাকারী নরাধমকে দেহান্তে যমলোকে গমনপূর্ব্বক বহুতর ক্লেশভোগ ও বিংশতিপ্রকার নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; ঐ যোনিতে বিংশতি বৎসর নরকভোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজনদ্রব্য অপহারী ব্যক্তি দেহান্তে মক্ষিকাযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বহুদিন মক্ষিকাদিগের সহিত বাস করিয়া পাপক্ষয়ান্তে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ধান্য অপহরণ করিলে পরজন্মে অতিশয় লোমশ হইতে হয়। যে ব্যক্তি তিল-কল্কমিশ্রিত ভোজনদ্রব্য অপহরণ করে, সে সেই অপহৃত দ্রব্যপরিমিতাকার মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন মানবগণকে দংশন করে এবং বহু-দিনের পর পাপক্ষয় হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঘৃত অপহরণ করিলে দাত্যুহযোনিতে, মৎস্য অপহরণ করিলে কাকযোনিতে, লবণ অপ-হরণ করিলে দণ্ডকাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, সে দেহান্তে মৎস্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই মৎস্যযোনিতে কিয়ৎকাল অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় মানবযোনি লাভ করিয়া নিতান্ত অল্পায়ু হয়। মানবগণ এইরূপে বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া বিবিধ তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা লোভমোহপ্রযুক্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া ব্রতাদি দ্বারা তাহা নিরাকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিরন্তর সুখদুঃখযুক্ত ও ব্যাধিত হইয়া কালযাপন এবং দেহান্তে লোভমোহপরায়ণ, পাপশীল ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল মহাত্মা জন্মাবধি পাপকর্ম্মে যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা রোগশূন্য, ধনবান্ ও রূপসম্পন্ন হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরাও উপরুক্ত পাপে আসক্ত হইলে উহাদিগকে উপরুক্ত প্রকার যোনিপরিগ্রহ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে সুরর্ষিগণের সমীপে ব্রহ্মার মুখে এই সমস্ত কথা বৃহস্পতি শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৫৮৪। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদা বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অধর্ম্মের বশীভূত হয়, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে; আর যাঁহারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্মাচরণ করিয়া পরিশেষে মনঃসংযমপূর্ব্বক অনু-তাপিত হন, তাঁহাদিগকে কখনই স্বীয় দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তির মন যে পরিমাণে স্বীয় দুষ্কৃতের নিন্দা করে, সে সেই পরিমাণে অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিকট স্বীয় দুষ্কৃত ব্যক্ত করে; অবিলম্বেই তাহার অধর্ম্মকৃত অপবাদ তিরোহিত হইয়া যায়। মনুষ্য সম্যক্‌রূপে স্বীয় অধর্ম্ম ব্যক্ত করিলে নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহবশত পাপানুষ্ঠান করিয়া সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার পরলোকে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়।

৫৮৫। অন্নদান সমুদায় দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব সরলহৃদয়ে অন্নদান করা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ন মানবগণের প্রাণস্বরূপ; অন্ন হইতেই প্রাণিগণ সমুদ্ভূত হয় এবং অন্নেই সমুদায় লোক প্রতিষ্ঠিত থাকে; সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। দেবতা, পিতৃ ও মানবগণ অন্নদানেরই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব প্রহৃষ্টমনে স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়লব্ধ অন্ন প্রদান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্নভোজন করান, তাঁহারে কখনই তির্য্যক্-যোনি লাভ করিতে হয় না। পাপনিরত ব্যক্তিও দশ সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অধর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষালব্ধ অন্নদান করিলে নিশ্চয়ই ইহ-লোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ হন। যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে ভুজবলার্জ্জিত অন্ন প্রদান করেন, তাঁহারে কখনই পূর্ব্বকৃত অধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। যে বৈশ্য কৃষিলব্ধ দ্রব্য ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়; আর যে শূদ্র প্রাণপণে ভারবহনাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে অন্নদান করে, তাহার সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হিংসাবিহীন হইয়া পরিশ্রম দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করে, সে কখনই দুঃখে অভিভূত হয় না। মনুষ্য ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিরন্তর অন্নদান করে, সে সৎপথাবলম্বী, বলশালী ও নিষ্পাপ হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই দানশীল ব্যক্তিদিগের পথ অবলম্বন করেন। অন্নদাতারে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সনাতনধর্ম্ম অন্নদাতারেই আশ্রয় করিয়া থাকে; অতএব ন্যায়ানুসারে অন্ন উপার্জ্জন, সর্ব্বদা সৎপাত্রে দান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্নই লোকের পরম গতি; অন্নদান করিলে কখনই মনুষ্যকে নিরয়গামী হইতে হয় না। গৃহস্থ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন। অন্নদান-দ্বারা দিবসকে সফল করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্ম, ন্যায় ও

ইতিহাসবেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, তাঁহারে কখনই সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; তিনি নিশ্চয়ই পরলোকে অশেষসুখভোগ এবং পরজন্মে রূপবান্ কীর্ত্তিমান্ ও ধনবান্ হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। বৃহস্পতি, সমুদায় ধর্ম্ম ও দানের মূলস্বরূপ, অন্নদানের মাহাত্ম্য এই রূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৫৮৬। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অহিংসা, বেদোক্তকার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃসাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থসাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীরেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহারেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করেন না, তিনি দেহান্তে পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দ্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন; ফলত যাহা আপনার প্রতিকূল তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি এই মতের বিরুদ্ধ ব্যবহার করেন, তাঁহার অধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। প্রত্যাখ্যান, দান, সুখদুঃখ, প্রিয়কার্য্য ও অপ্রিয়কার্য্য এই কয়েকটি হইতে যে সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎপন্ন হয়, মনুষ্য তাহা আত্মপর্য্যালোচনা দ্বারা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া অবগত হইবে। মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য। যিনি কেবল লোকের প্রতিপালনেই নিরত থাকেন, তিনি সাধুপদিষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় জীব-লোকের প্রমাণস্থল হইয়া থাকেন।

৫৮৭। কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম-বাদীরা এই কারণে অহিংসাধর্ম্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন;

ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসাধর্ম্ম আর আস্পদ-লাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পাদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই অহিংসাধর্ম্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতায় বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহারে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়; আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণি-হিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংসভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংসভক্ষণাভিলাষ, মাংসভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংসভক্ষণ দ্বারা হিংসাজনিত পাপ জন্মে; এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মনীষিগণ কদাপি মাংসা-হার করেন না। যে ব্যক্তি মোহপ্রভাবে পুত্রমাংসসদৃশ মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন জিহ্বাই রসজ্ঞানের কারণ, সেইরূপ মাংসের আস্বাদনই মাংসানুরাগের হেতু বলিয়া অভিহিত হয়। পাকের তারতম্যানুসারে মাংস মনুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহাদিগের মাংসে অতিশয় আসক্তি জন্মে, মাংসভক্ষণে তাহাদের যেরূপ আমোদ হয়, ভেরী, মৃদঙ্গ ও তন্ত্রী শ্রবণে কখনই তাদৃশ আমোদ হয় না। মাংসাভিলাষী ব্যক্তিরা মাংসের যেরূপ প্রশংসা করে, তাহা অন্যের অচিন্তিত, অসঙ্কল্পিত ও অনির্দ্দিষ্ট সন্দেহ নাই; ফলত মাংসের প্রশংসাও দোষাবহ।

৫৮৮। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান্, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ু, বলশালী ও স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগরে হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন, যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধযজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধুমাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন, যে ব্যক্তি পশুহিংসা ও মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারে সর্ব্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংসভোজন না করে, সে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য, সর্ব্বজন্তুর বিশ্বাসপাত্র ও সাধুদিগের সম্মানভাজন হয়। তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে

ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশভোগ করিতে হয়। ভগবান্ বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংসভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা, যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে। যে ব্যক্তি শত বৎসর প্রতিমাসে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মাংসভোজন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাঁহার তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি মধুপান ও মাংসভোজনে বিরত হয়, সে অনায়াসে যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও তপশ্চরণ করিতে পারে। মনুষ্য প্রথমে মাংসভোজন করিয়া পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, বেদাধ্যয়ন ও সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহার মাংসের আস্বাদ গ্রহ হইয়াছে, তাহার পক্ষে মাংসপরিত্যাগরূপ পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠান নিতান্ত দুষ্কর। যে মহাত্মা মাংসপরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদায় প্রাণীরে অভয় প্রদান করেন, তাঁহারে প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। মনীষিগণ এই অহিংসারূপ পরম ধর্ম্মেরই নিয়ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মপ্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে, তাহার বিচিত্র কি? মাংসভোজন পরিত্যাগ ধর্ম্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ; অতএব অহিংসারেই পরম ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাণিবধ ভিন্ন তৃণকাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড হইতে মাংসলাভের সম্ভাবনা নাই; এই নিমিত্ত মাংসভোজন নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে। স্বধা, স্বাহা ও অমৃতভোজী দেবগণ সর্ব্বদা সত্য ও সরলতা আশ্রয় করিয়া থাকেন; তাঁহারা কদাচ হিংসায় প্রবৃত্ত হন না। যাহারা রসনারে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আপনারে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে রজোগুণের আধার রাক্ষস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না; তিনি সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তিজনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশুহত্যা

এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীবহত্যা করিয়া থাকে। যদি মাংসাশী ব্যক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপকার্য্যে নিরত হয় না। যাহারা হিংস্রবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়; অতএব মাংসভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিংস্রজন্তুসদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশীগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। লোভ, বুদ্ধিমোহ, বলবীর্য্যলাভ অথবা পাপাত্মাদিগের সংসর্গবশত মনুষ্যদিগের পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস পরিবর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারে সকল জন্মেই উদ্বিগ্নচিত্তে কালহরণ করিতে হয়। যতব্রত মহাত্মগণ মাংসপরিত্যাগকেই যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৫৮৯। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত প্রাণিগণের মাংসভোজন করে, তাহারে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুরে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহারে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংসভোজন করে, তাহাদের তিনজনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপে তিন প্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়াগিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংসভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহারেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত যিনি মাংসভোজনে পরাঙ্মুখ ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হন, তিনি দীর্ঘায়ু, রোগবিহীন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে পারেন। মাংসভক্ষণ না করিলে হিরণ্যদান, গোদান ও ভূমিদান অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মলাভ হয়। যে ব্যক্তি বিধিবিবর্জ্জিত অপ্রোক্ষিত বৃথা মাংসভোজন করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অনুমত্যনুসারে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করেন, তাঁহার অতি অল্পমাত্র দোষ জন্মে। পশুঘাতক অন্যের ভোজনার্থ পশুহিংসা করিলে তাহারে যাদৃশ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হয়, ভোক্তারে তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশুবিনাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমত মাংস-

ভোজনে নিরত থাকিয়া পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিলে বিপুল ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। যাহারা হত্যা করিবার নিমিত্ত পশু আহরণ, পশুবিনাশে অনুমতি প্রদান, স্বয়ং বিনাশ, ক্রয়, বিক্রয়, পাক ও ভোজন করে, তাহারা সকলেই ঘাতকের তুল্য পাতকে লিপ্ত হয়।

৫৯০। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কেবল গৃহীদিগের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষার্থীদিগের পক্ষে কখনই উহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাত্মা মনু কহিয়াছেন যে, যে মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয়, তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদায় মাংসই বৃথামাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাক্ষসের ন্যায় বৃথামাংস ভক্ষণ করিলে কখনই স্বর্গ বা যশোলাভ হয় না; অতএব অনুষ্ঠানবিহীন অপ্রোক্ষিত বৃথামাংস ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে. যে ব্যক্তি আপনার ইষ্টকামনা করে, মাংসভক্ষণে বিরত হওয়াই তাহার শ্রেয়। পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোকলাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহিসমুদায়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ একেবারে আরণ্য পশুসমুদায় প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত অদ্যাপি দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে আরণ্য পশুর মাংস প্রদান করিবার পূর্ব্বে উহা প্রোক্ষিত করিতে হয় না।

৫৯১। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে মধু ও মাংস পরিত্যাগ করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি বর্ষাকালীন চারি মাস মাংস পরিত্যাগ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ু, কীর্ত্তি, বল ও যশ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিকমাস মাংসভোজন না করে, তাহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। যাহারা সমুদায় কার্ত্তিকমাস বা কার্ত্তিকমাসের এক পক্ষ মাংসভক্ষণে নিবৃত্ত ও হিংসায় বিরত হয়, তাহারা পরিণামে ব্রহ্মলোকে স্থানলাভ করে।

৫৯২। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধুমাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হন। যাঁহারা অহিংসাধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণগোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয় না; তাঁহাদিগের সমুদায় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্যলাভ হয়। অহিংসাধর্ম্মপ্রভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ্ হইতে উদ্ধৃত,

বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগশূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা অহিংসাধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কখনই তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাঁহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্ত্তিলাভ হয়।

৫৯৩। শুক্র হইতেই মাংস উৎপন্ন হয়; অতএব উহা ভক্ষণ করা নির্ঘৃণের কর্ম্ম। মাংস ভক্ষণ করিলে সমধিক পাপ ও মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে বিপুল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি বেদবিধানানুসারে মাংস ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র দোষ জন্মে না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পশুসকল যজ্ঞের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব সেই যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

৫৯৪। পূর্ব্বে মহর্ষি অগস্ত্য সমুদায় আরণ্য মৃগকে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত মৃগয়া নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মৃগয়াশীল ব্যক্তি প্রাণপণেই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়; হয় মৃগেরা আমারে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদিগকে সংহার করিব, মৃগয়াকালে মনুষ্যের অন্তঃকরণে এইরূপ ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে; এই কারণেই মৃগয়া দোষাবহ ও পাপজনক নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ অপেক্ষা ইহলোকে ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্, তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না; দয়াবান্‌দিগের ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকই আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসারেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়াপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন, সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয়দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই তাঁহারে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্রজন্তু রাক্ষস বা পিশাচেরাও তাঁহারে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখন হয় নাই, হইবেও না; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর;

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসারমধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়; পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহারনিরত, তাহারা প্রথমত কুম্ভীপাক নরকভোগ করিয়া পরিশেষে বারম্বার তির্য্যক্‌জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্ব্বক ক্ষার, অম্ল ও কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়; তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে; তাহাদিগকে বারম্বার অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদায় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না, স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিতপ্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্তৃক আবার ভক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে, পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশুকর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহারে পরজন্মে অন্য কর্তৃক আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষপ্রকাশ করে, তাহারে তৎকর্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে সেই অবস্থাতেই সেই কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলত অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান; অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতাস্বরূপ।

৫৯৫। এই ভূমণ্ডলে যে সমুদায় মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্যশীল, কতকগুলি পাপপরায়ণ ও কতকগুলি পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত। যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুণ্যশীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; যাহারা অন্যের বিদ্রোহাচরণ প্রভৃতি

অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা পাপপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি সৎকার্য্য ও পরদ্রোহাদি অসৎকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাঁহাদিগকেই পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কতকগুলি লোক পাপপুণ্য নাই মনে করিয়া অনায়াসে পরদ্রব্য-হরণাদি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; তাহাদিগকে কখনই পাপপুণ্যবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ দুরাত্মারা নিতান্ত পাপপরায়ণ; উহাদিগকে নিশ্চয়ই দেহান্তে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে।

৫৯৬। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলে সেই অন্ন দ্বারা দাতার কিছুমাত্র ধর্ম্মলাভ হয় না; প্রত্যুত উহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের অন্ন ভোজন করিলে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়; এই নিমিত্ত উঁহারা গৃহস্থের অন্ন ভক্ষণ করিবেন; কিন্তু গৃহস্থের পরান্ন ভোজন করা কদাপি বিধেয় নহে। কারণ গৃহস্থ যাহার অন্ন ভোজন করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সে সন্তান সেই অন্নদাতারই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গৃহীতা অন্নগ্রহণ না করিলে অন্নের বৃদ্ধি হয় না এবং অন্নের বৃদ্ধি না হইলে দাতারও দানে প্রবৃত্তি জন্মে না; সুতরাং দাতা ও গৃহীতা উভয়েই উভয়ের উপকারসম্পাদন করিয়া থাকে। ফলত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান করিলেই উহা ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্বংশজাত, তপোনিরত, দাতা ও অধ্যয়নশীল, তাঁহারাই সকলের পূজ্য।

৫৯৭। যে গৃহে ভর্ত্তা স্বীয় গৃহিণীতেই আসক্ত থাকে এবং গৃহিণী আপনার ভর্ত্তার প্রতিই যথোচিত প্রীতি প্রদর্শন করে, সেই গৃহে নিরন্তর কল্যাণই উৎপন্ন হয়। যেমন সলিল দ্বারা দেহের মল ক্ষালিত এবং অগ্নিপ্রভা দ্বারা অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ দান ও তপস্যা দ্বারা সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫৯৮। সাধ্বী স্ত্রী কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পুরুষবাক্য প্রয়োগ করেন না; সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করেন; তাঁহার মনে কখনই কুটিলভাবের আবির্ভাব হয় না; তিনি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির

সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তিনি সমাহিত-চিত্তে তাঁহারে আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহারে যথোচিত পূজা করেন; যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার ভর্ত্তার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হয়, তিনি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করেন না; পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পন্ন করেন; তাঁহার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে তিনি কেশসংস্কার এবং গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যখন তাঁহার পতি নিদ্রাসুখ অনুভব করেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও তিনি পতিরে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া পতির বিরাগভাজন হন না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করেন না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদায় পরিষ্কার করিয়া রাখেন। যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরমসুখসম্ভোগে সমর্থ হন।

৫৯৯। একটি তৈলিক দশ পশুঘাতকের তুল্য; একটি শৌণ্ডিক দশটি তৈলিকের তুল্য; একটি বেশ্যা দশটি শৌণ্ডিকের সদৃশ ও একটি ক্ষুদ্র রাজা দশটি বেশ্যার অনুরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজা দশ সহস্র পশুঘাতীর তুল্য হইল; সুতরাং যে রাজা প্রধান, তিনি পঞ্চ সহস্র পশু-ঘাতকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; অতএব ইহাঁদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

৬০০। যে মহাত্মা ভক্তিসহকারে অতিথিসেবা করেন, তাঁহার গোদান, তীর্থযাত্রা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ হয়।

৬০১। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তার শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। যে পুরুষ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃগণ সেই শ্রাদ্ধাহ অবধি একমাসকাল তাহার শুক্রে শয়ন করিয়া থাকেন;

আর শ্রাদ্ধকালে অনুক্রমে যে তিনটি পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি জলে নিক্ষেপ; দ্বিতীয়টি প্রধান ভার্য্যারে আহারার্থ প্রদান ও তৃতীয়টি হুতাশনে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধবিধি এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ইহা প্রতিপালন করেন, পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তাঁহার বংশ ও ধনসমৃদ্ধির সমধিক বৃদ্ধি হয়।

৬০২। যে পিণ্ডটি সলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়, তদ্দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রের প্রীতি জন্মে; চন্দ্র ঐ পিণ্ড দ্বারা স্বয়ং প্রীত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে প্রীত করিয়া থাকেন। যে পিণ্ডটি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী তাঁহার নিদেশানুসারে ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই পত্নীর গর্ব্ভে পুত্র প্রদান করেন; আর যে পিণ্ডটি অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়, তদ্দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধদিবসে যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পিতৃস্বরূপ হইয়া শ্রাদ্ধভোজন করেন, ঐ দিবস তাঁহার স্ত্রীসহবাস পরি-ত্যাগ করা এবং শান্ত, ক্ষমাশীল ও শুচি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এইরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার নিশ্চয়ই বংশ বৃদ্ধি হয়।

৬০৩। যিনি তিন দিন কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করতীর্থ স্মরণ-পূর্ব্বক স্নান করিয়া গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, গোপুচ্ছে নমস্কার ও আহার পরিত্যাগ করেন, তিনি রাহুবদনবিমুক্ত শশধরের ন্যায়, কীট, পিপীলিকা, সর্প, মেষ, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিবধজনিত পাপ হইতে মুক্ত হন।

৬০৪। সূর্য্য, অনিল, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনুসমুদায় স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁরা মনুষ্যগণের দেবতা; ইহাঁরাই মনুষ্যগণকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যে সমস্ত স্ত্রী বা পুরুষ সূর্য্যাভিমুখে মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে ষড়শীতিবৎসর দুর্ব্বৃত্ত ও কুলের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া কালযাপন করিতে হয়; যাহারা বায়ুর দ্বেষ করে, তাহাদিগের সন্তান গর্ব্ভস্থাবস্থাতেই বিনষ্ট হয়; যাহারা প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান না করে, তাহাদিগের অগ্নিকার্য্যসময়ে হুতাশন হব্য ভোজন করেন না এবং যাহারা বালবৎসা ধেনুর দুগ্ধপান করে, তাহাদিগের বংশে পুত্র উৎপন্ন হয় না।

৬০৫। মনুষ্য বর্ষাকালে দীপদান করিলে চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হয় এবং কদাচ তমোগুণে অভিভূত হয় না। যে সমস্ত মনুষ্য অমাবস্যাতে

পিতৃলোকের উদ্দেশে তাম্রপাত্রে করিয়া মধুমিশ্রিত তিলোদক দান করে, তাহাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়; তাহাদের সন্তানগণ সতত হৃষ্টমনে কালযাপন করে এবং তাহাদের বংশ সন্তানসন্ততিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পিতৃলোকের নিকট আনৃণ্যলাভে সমর্থ হন।

৬০৬। বিষ্ণু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণের নিন্দা আমার নিতান্ত অসহ; ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেই আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণদিগের অভিবাদন, ভোজনান্তে আপনার পাদদ্বয় বন্দন ও চক্রপূজা করে আমি তাহাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা উৎখাৎ মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ এবং বামন ব্রাহ্মণ ও সলিলোত্থিত বরাহ দর্শন করিয়া নমস্কার করে, তাহাদিগের অমঙ্গল ও পাপের লেশ মাত্রও থাকে না। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজা করে, তাহাদিগের জগৎসংসার পূজা করা হয়; আমি ঐ সমুদায় পদার্থেই অধিষ্ঠান হইয়া পূজা গ্রহণ করি। যতদিন জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততদিন অবধি আমি ঐ প্রকার পূজাতেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। যাহারা অশ্বত্থবৃক্ষ, গোরোচনা ও গাভীর পূজায় পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য প্রকারে আমার পূজা করে, আমি কখনই তাহাদিগের পূজা গ্রহণ করি না; সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। আমি চক্র দ্বারা দৈত্যগণের সংহার, চরণ দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ, বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুরে বিনাশ এবং বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিরে পরাজয় করিয়াছি; এই নিমিত্ত ঐ সমুদায়ের সংকার করিলে আমি পূজিত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহারা এইরূপে আমার পূজা করে, কুত্রাপি তাহাদিগের পরাভব নাই। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া তাঁহারে অগ্রভাগ প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করিলে অমৃতভোজন করা হয়। যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে, তাহার সমুদায় তীর্থস্নানের ফল লাভ হয় এবং পাপের লেশমাত্রও থাকে না।

৬০৭। বলদেব কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গাভী, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, তাহার পাপের লেশ মাত্রও

থাকে না। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত ভূতগণের অপসারণ করা এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দর্শন না করা তপোধনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬০৮। দেবগণ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া উপবাস ও ব্রতের সঙ্কল্প করে, আমরা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকি এবং তাহার সমুদায় কামনা সফল হয়। উপবাসের সঙ্কল্প এবং বলিপ্রদানবিষয়ে তাম্রপাত্রই প্রশস্ত; তাম্রপাত্রে করিয়াই বলি, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃলোকের উদ্দেশে তিলোদক দান করা কর্ত্তব্য; ইহার অন্যথাচরণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পফল লাভ হয়।

৬০৯। ধর্ম্ম কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, রাজপুরুষ, স্তুতিপাঠক, পরিচারক, গোরক্ষক, বণিক, শিল্পী, নট, মিত্রদ্রোহী, বেদাধ্যয়নবিমুখ বা শূদ্রাপতি হইলে তাহাকে হব্য কব্য প্রদান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ কখনই পরিতৃপ্ত হন না; প্রত্যুত তাহার বংশনাশ হইয়া থাকে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে, তাহার গৃহ হইতে অগ্নি, দেবতা ও পিতৃগণও নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যে ব্যক্তি অতিথির সমাদর না করে, তাহারে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীহরণ ও কৃতঘ্নতাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৬১০। অগ্নি কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করে, তাহার অযশের পরিসীমা থাকে না; তাহার পিতৃগণ ভীত এবং দেবগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন; হুতাশন কখনই তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না; তাহারে শতজন্ম নরকভোগ করিতে হয় এবং কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতিলাভ হয় না; অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ব্রাহ্মণ, গাভী ও অনলে পদাঘাত করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

৬১১। বিশ্বামিত্র কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় মঘা-ত্রয়োদশীতে গজচ্ছায়াযোগে মধ্যাহ্নকালে দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পিতৃ-গণকে পরমান্ন প্রদান করে, তাহার ত্রয়োদশবৎসরকৃত শ্রাদ্ধের ফললাভ হয়।

৬১২। গাভীগণ কহিয়াছে, যে ব্যক্তি "হে সমঙ্গে! হে অকুতোভয়ে! হে ক্ষেমে! হে সখি! হে ভূয়সি! তুমি বৎসের সহিত বিদ্যমান হইয়া ব্রহ্মপুরে ইন্দ্রের বজ্রস্থলে অবস্থান করিয়াছিলে; তুমি আকাশপথ ও অগ্নি-

পথে অবস্থান করিলে দেবগণ নারদের সহিত একত্র হইয়া তোমাকে সর্ব্বসহা নাম প্রদান করিয়াছেন," এই বলিয়া গাভীর অর্চ্চনা করে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না; সে ইন্দ্রলোক, গোলোক ও চন্দ্রসদৃশ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বসময়ে গোষ্ঠমধ্যে ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করে, তাহার পাপ, ভয় ও শোকের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে অনায়াসে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬১৩ প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পৌষমাসে শুক্লপক্ষে রোহিণী-নক্ষত্রে স্নাত ও পবিত্র হইয়া একবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অনাবৃতপ্রদেশে নির্ম্মিত মঞ্চাদির উপর শয়ন করিয়া সমাহিতচিত্তে চন্দ্রের কিরণ পান করে, তাহার নিশ্চয়ই মহাযজ্ঞের ফললাভ হয়।

৬১৪। সূর্য্য কহিয়াছেন, পূর্ণিমাতে চন্দ্রোদয় হইলে যে ব্যক্তি ভগবান্ নিশানাথের অভিমুখীন হইয়া তাঁহার উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল ও ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান করেন, তাঁহার গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদানের ফললাভ হয়। অমাবস্যাতে ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপের কথা দূরে থাকুক একটিমাত্র পত্রসম্পন্ন বৃক্ষ ছেদন করিলেও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; অমাবস্যায় দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে চন্দ্রমার হিংসা করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে, পিতৃগণ তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন। দেবগণ পর্ব্বকালে তাহার প্রদত্ত হবি পরিগ্রহ করেন না এবং তাহার বংশ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া যায়।

৬১৫। শ্রী কহিয়াছেন, যে ব্যক্তির গৃহে মহিলাগণ প্রহারযন্ত্রণা ভোগ করে এবং পানভোজন পাত্র ও আসন সমুদায় ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া থাকে, দেবতা ও পিতৃগণ পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে তাহার সেই পাপময় গৃহে কদাচ হব্য কব্য ভোজন করেন না।

৬১৬। গার্গ্য কহিয়াছেন, অতিথিসংকার, যজ্ঞশালায় দীপদান, পুষ্কর-তীর্থের নাম কীর্ত্তন এবং দিবানিদ্রা, মাংসভোজন ও গোব্রাহ্মণের হিংসা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা ঐ সমুদায় কার্য্যকে মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদায়ের ফল ক্ষীণ হইতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর পূর্ব্বোক্ত অতিথিসংকারাদি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে তাহার ফল কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত

হয় না। কোন ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, দৈবকার্য্য, তীর্থযাত্রা বা পর্ব্ব উপলক্ষে হবনীয় দ্রব্য আহরণ করিলে যদি রজস্বলা, শ্বিত্ররোগগ্রস্তা বা পুত্রবিহীনা স্ত্রী উহা দর্শন করে, তাহা হইলে দেবগণ নিশ্চয়ই তাঁহার ঐ দ্রব্য ভোজনে পরাঙ্মুখ হন এবং পিতৃগণ ত্রয়োদশবর্ষ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্রমনে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও ভারত পাঠ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে।

৬১৭। ধৌম্য কহিয়াছেন, ভগ্নভাণ্ড, ভগ্নখট্টা, কুক্কুট, কুক্কুর ও আবাস-মধ্যে সঞ্জাত বৃক্ষ নিতান্ত অমঙ্গলজনক। যে ব্যক্তির গৃহে ভগ্নভাণ্ড থাকে, তাহারে সতত কলহে কালাতিপাত করিতে হয়; যাহার গৃহে ভগ্নখট্টা থাকে, তাহার ধনক্ষয় হয় এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে কুক্কুট ও কুক্কুরদিগকে পোষণ করে, দেবগণ তাহার হবনীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অতএব ভগ্নভাণ্ড ও ভগ্নখট্টা পরিত্যাগ করা এবং কুক্কুর ও কুক্কুটদিগের পোষণ না করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আর বৃক্ষমূলে সর্প ও বৃশ্চিকাদির বাস করিবার সম্ভাবনা; সুতরাং আবাসমধ্যে বৃক্ষরোপন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

৬১৮। জমদগ্নি কহিয়াছেন, যে ব্যক্তির হৃদয় অপবিত্র, সে এক অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও অন্যান্য নানাবিধ কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান অথবা অধঃশিরা হইয়া তপস্যা করিলেও তাহারে নিরয়গামী হইতে হয়। মনের শুদ্ধি, যজ্ঞ ও সত্যের সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

৬১৯। বায়ু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বর্ষা-কালীন চারি মাস পিতৃগণের উদ্দেশে দীপ ও তিলোদক দান, সাধ্যানুসারে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণকে আহারার্থ পরমান্ন প্রদান ও হোমানুষ্ঠান করে, তাহার একশত পশুবন্ধ যাগের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি, শূদ্র যজ্ঞাগ্নি আহরণ করিলে এবং স্ত্রীলোক ভ্রমবশত যজ্ঞীয় ও যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্যজাত মিশ্রিত করিলে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দোষের আশঙ্কা না করিয়া সেই অগ্নি ও দ্রব্যজাত দ্বারা হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহারে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়; অগ্নিত্রয় তাহার প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন; দেবতা ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না এবং চরমে তাহারে শূদ্রযোনি লাভ করিতে হয়। উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তিন দিন গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হুতাশনে

আহুতি প্রদান করিলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক বৎসর পরে দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালেও পিতৃগণ তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন।

৬২০। লোমশ কহিয়াছেন, যাহারা দারপরিগ্রহ না করিয়া পরস্ত্রীসংসর্গে একান্ত আসক্ত হয়, শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোক কখনই তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ ও ব্রহ্মস্ব অপহরণ এই ত্রিবিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ। যাহারা উহার অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পিতৃগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগের প্রদত্ত পিণ্ড গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন এবং দেবগণও তাহাদিগের প্রদত্ত হবনীয় দ্রব্যে সমাদর করেন না; অতএব পরস্ত্রীগমন, বন্ধ্যা স্ত্রীতে অনুরাগ প্রদর্শন ও ব্রহ্মস্ব অপহরণে পরাঙ্মুখ হওয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে দ্বাদশী ও পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত ও আতপতণ্ডুল প্রদান করে, তাহার চন্দ্র ও মহোদধিরে পরিবর্দ্ধিত করা হয়; সে তেজস্বী ও বলবান্ হইয়া থাকে এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাহারে অশ্বমেধযজ্ঞফলের চতুর্থাংশ ও ভগবান্ চন্দ্রমা প্রীত হইয়া তাহারে অভিলষিত ফল প্রদান করেন। কলিযুগে যাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবগাহন ও শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণকে তিলপাত্র প্রদান এবং যাহারা পিতৃগণকে মধুমিশ্রিত তিলোদক দীপ ও কৃশর দান করে, তাহাদিগের অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। সুররাজ ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তিলপাত্র দান করে, তাহার গোদান, ভূমিদান ও ভূরিদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফললাভ হয়। পিতৃগণ তিলোদকদানকে অক্ষয় দান বলিয়া পরিগণিত করেন। দীপ ও কৃশর প্রদান করিলে তাঁহাদিগের আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না।

৬২১। অরুন্ধতী কহিয়াছেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যাঁহাদিগের মন অতিশয় পবিত্র, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মরহস্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; আর যাহারা অশ্রদ্ধান্বিত, অভিমানী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামী, তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দ্বাদশ বৎসর প্রতিদিন এক

একটি কপিলা দান, প্রতিমাসে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে শত সহস্র গোদান করিয়া থাকেন, তিনিও অতিথির সন্তোষসম্পাদক মহাত্মার সদৃশ উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে পারেন না। যে মনুষ্য প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সলিলের সহিত কুশ গ্রহণপূর্ব্বক গোশৃঙ্গ অভিষিক্ত করেন এবং নিরাহারে সেই গোশৃঙ্গ-স্খলিত সলিল আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহার ত্রিলোকমধ্যে সিদ্ধচারণসেবিত যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিদ্যমাণ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ে স্নান করা হয়; অতএব পরম শ্রদ্ধাসহকারে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

৬২২। চিত্রগুপ্ত কহিয়াছেন, এই জীবলোকে মনুষ্য যে সমস্ত পাপ পুণ্য সঞ্চয় করে, তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় না; ঐ সমুদায় পর্ব্বকালে সূর্য্য-মণ্ডলে সংক্রামিত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে। মনুষ্য লোকান্তরিত হইলে সূর্য্যদেব তাঁহার শুভাশুভ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন; তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিলে মনুষ্যকে আপনার পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয়। মনুষ্য সতত পানীয়, দীপ, পাদুকাযুগল ও ছত্র প্রদান করিবে। পুষ্করতীর্থে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান ও পরম যত্নসহকারে অগ্নিহোত্র রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। কালক্রমে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হয়; তথায় অহঙ্কারপরিপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত নিপীড়িত হইয়া যার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই দুর্গতি হইতে মুক্তি হওয়া তাহাদের কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে। পানীয়দানই ঐ বিপদ্ উদ্ধারের উৎকৃষ্ট উপায়; উহা অল্পব্যয়েই সম্পাদিত হইতে পারে। পানীয়দান পরলোকে সুখজনক ও উহার ফল অতি মহৎ। যাঁহারা পানীয় দান করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত পরলোকে পবিত্রসলিলা নদী প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহার জল অক্ষয়, শীতল ও অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর। পানীয়দাতা পরলোকে সেই নদীর জল পান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দীপদান করেন তাঁহারে আর তমোময় প্রদেশ নিরীক্ষণ করিতে হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন তাঁহারে অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রদান করিয়া থাকেন; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল দর্শন করেন এবং তিনি স্বয়ং ভাস্করের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন হন; অতএব মনুষ্যমাত্রেরই দীপদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি পুষ্করতীর্থে কপিলাদান করেন, তাঁহার বৃষের সহিত একশত গাভীদানের ফল লাভ হয়। পুষ্করতীর্থে একমাত্র কপিলাদান,

ব্রহ্মহত্যাসদৃশ ভীষণ পাতক সমুদায় বিলুপ্ত করিয়া থাকে; অতএব জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে কপিলাদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগল দান করেন, তাঁহার দুঃখ বা বিঘ্ন কিছুই থাকে না; যিনি ছত্র দান করেন, তিনি পরলোকে সুখজনক ছায়ালাভ করিয়া থাকেন। ফলত মনুষ্য পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া যাহা দান করে, তাহার ফল অবশ্যই ফলিত হয়।

৬২৩। ভগবান্ দিবাকর কহিয়াছেন, যাহারা ব্রাহ্মণঘাতী, গোঘ্ন, পরদার-পরায়ণ, বেদে শ্রদ্ধাশূন্য ও জারাজীবী, সেই সমস্ত পাপাচারনিরত পামরদিগের সহিত কথোপকথন করাও অনুচিত। তাহারা অতিশয় কদাচারী; তাহাদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে নাই। উহারা লোকান্তরিত হইয়া নিশ্চয়ই পূয়শোণিত-ভোজী কৃমির ন্যায় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ, দেবগণ, স্নাতক ব্রাহ্মণ ও তপোধনগণ ঐরূপ দুরাচারদিগের সহিত বাক্যালাপ পরিহার করিতে সতত যত্নবান্ হইবেন।

৬২৪। প্রমথগণ কহিয়াছে, যাহারা স্ত্রীসম্ভোগের পর পবিত্র না হয় এবং যাহারা প্রধান লোকের অপমান, মোহবশত অবৈধমাংস ভোজন, বৃক্ষমূলে শয়ন, মস্তকে আমিষসংস্থাপন, জলে শ্লেষ্মা প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ অথবা মস্তকসংস্থাপনস্থানে পদ ও পদসংস্থাপনস্থানে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া শয়ন করে, সেই সমুদায় বহুচ্ছিদ্রসম্পন্ন অপবিত্র লোকেরাই নিশাচর প্রমথগণের বধ্য ও ভক্ষ্য; প্রমথগণ তাহাদিগকেই সর্ব্বদা নিপীড়িত করিয়া থাকে; কিন্তু যে সমুদায় মহাত্মার গাত্রে গোরোচনা ও হস্তে বচ বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহারা মস্তকে ঘৃতমিশ্রিত আতপতণ্ডুল প্রদান ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করেন, প্রমথগণ কখনই তাঁহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। যে সকল গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আর যে সমুদায় গৃহে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম ও দন্ত, গিরি-গুহাশায়ী বৃহৎ কচ্ছপ, যজ্ঞীয় ধূম, বিড়াল অথবা পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বিদ্যমান থাকে, পিশিতাশন দারুণ নিশাচরগণ কখনই সেই সমস্ত গৃহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

৬২৫। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি একমাস প্রশস্তমনে গোসমুদায়কে প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য প্রদান ও দিবসের মধ্যে একবারমাত্র ভোজন করে,

তাহার অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। গোসমুদায়ের তুল্য পরম পবিত্র আর কিছুই নাই; উহারা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসমাকীর্ণ ত্রিলোক রক্ষা করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন উহাদিগের শুশ্রূষা ও উহাদিগকে ভক্ষ্যপ্রদান করেন, তাঁহার প্রতিদিনই প্রচুর ধর্ম্মলাভ হয়। সত্যযুগে আমি গোসমুদায়কে আমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাও আমার যথোচিত সৎকার করিয়া আমারে একটি বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন; অদ্যাপি সেই বৃষ আমার ধ্বজস্থানে অবস্থান করিতেছে; আমি নিরন্তর গোসমুদায়ের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকি; অতএব সর্ব্বদা গোসমূহের পূজা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাসনা দ্বারা উহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারিলে উহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট বরলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি গোসমুদায়কে একদিনের আহারোপযোগী ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করে, সে সমুদায় কর্ম্মফলের চতুর্থাংশ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

৬২৬। কার্ত্তিকেয় কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি নীল বৃষের শৃঙ্গ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবরে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস স্নান করে, তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না; সে সর্ব্বত্র আধিপত্যলাভ করিয়া থাকে এবং যতবার সে ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, ততবারই বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতে তাম্রপাত্রে মধুমিশ্রিত পক্বান্ন গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রকে বলিপ্রদান করে, তাহার সেই বলিপ্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, বায়ু ও বসুগণ পরম পরিতুষ্ট এবং চন্দ্র ও সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হন।

৬২৭। বিষ্ণু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একতানমনে দেবতা ও ঋষিদিগের ধর্ম্মরহস্য পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার বিঘ্ন, ভয় বা পাপের লেশমাত্র থাকে না; সে সমুদায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ফললাভ করে এবং দেবতা ও পিতৃগণ চিরকাল তদ্দত্ত হব্য কব্য ভোজন করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট এই ধর্ম্মরহস্য কীর্ত্তন করেন, ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাঁহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হন এবং ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় ভক্তি হয়। লোকে মহাপাতক ভিন্ন অন্য যে কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্মরহস্য শ্রবণমাত্র বিনষ্ট হয়।

৬২৮। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও বিধেয় নহে। বৈশ্য যদি সাগ্নিক ও চাতুর্ম্মাস্যনিরত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহার অন্ন ভোজন করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাঁরা শূদ্রান্ন ভোজন করিলে ইহাঁদিগের পৃথিবীর, জলের ও মনুষ্যগণের মল ভক্ষণ করা হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উহাঁদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন ও মানবগণের স্বস্ত্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও বৈশ্যের কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা লোকের পুষ্টিসাধন করাই প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র নিন্দা নাই; কিন্তু যে বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে শূদ্রস্বরূপ; তাহার অন্নভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ অস্ত্রজীবী, চিকিৎসক, পুরাধ্যক্ষ, দৈবজ্ঞ ও দেবল এবং যাঁহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই শূদ্রতুল্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা উহাদিগের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই অভোজ্যভোজননিবন্ধন ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইতে হয় এবং দেহান্তে তাঁহারা কুক্কুরের ন্যায় বীর্য্য, তেজ ও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে চিকিৎসকের অন্ন বিষ্ঠা; পুংশ্চলীর অন্ন মূত্র; বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রান্ন এবং শিল্পজীবী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিতসদৃশ; অতএব ঐ সকল লোকের অন্ন ভক্ষণ না করা সাধু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। খলের অন্ন ভক্ষণ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসংকৃত ও অবজ্ঞাত অন্ন ভোজন করিলে সহসা তাঁহার পীড়া ও কুলক্ষয় উপস্থিত হয়; অতএব তাহা ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাধ্যক্ষের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালগৃহে, গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, সুরাপাননিরত ও গুরুতল্পগামীর অন্ন ভোজন করিলে রাক্ষসকুলে এবং অর্পিত ধনাপহারী ও কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ করিলে দেশবহিষ্কৃত শবরের গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়।

৬২৯। ব্রাহ্মণ, ঘৃত ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সাবিত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে সমিধ্ আহুতি প্রদান করিবেন। তিনি মাংস, মধু ও লবণ প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগ্রহের সময় অবধি সূর্য্যোদয়কালপর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ ও প্রকাশ্যে লৌহ ধারণ করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন; ধন, বস্ত্র, স্ত্রী, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরস প্রতিগ্রহেরও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়া থাকে; ইক্ষুদণ্ড ও তৈল প্রতিগ্রহ করিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে হয়; ধান্য, পুষ্প, ফল, পিষ্টক, জল, যাবক, দধি ও দুগ্ধ প্রতিগ্রহ করিলে শতবার সাবিত্রী জপ করা কর্ত্তব্য; প্রেতোদ্দেশে দত্ত পাদুকা ও বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে সমাহিতচিত্তে শতবার সাবিত্রী জপ করা বিধেয়; গ্রহোদ্দেশে দত্ত ও জন্মাশৌচগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষেত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে পাপ বিনাশ হয়। যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করেন, তিনি সেই দিন সন্ধ্যোপাসনা, জপানুষ্ঠান ও পুনরায় ভোজন না করিলেই পবিত্র হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অপরাহ্নে ভোজন করিলে তাঁহার রজনীযোগে আহারে প্রবৃত্তি জন্মিবে না বলিয়াই অপরাহ্নে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। যিনি মৃতাশৌচের তৃতীয় দিবসে মৃতাশৌচসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তিনি দ্বাদশাহ প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান করিয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণগণকে হবি প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। যিনি মৃতাশৌচের দশ দিবস অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি অশৌচান্তে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ এবং রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি মৃতাশৌচের চতুর্থ দিবসে অশুচির অন্ন ভোজন করেন, তিনি সাত দিবস ত্রিকালীন স্নান করিয়া পবিত্র হন এবং তাঁহার আপদ্ বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তাঁহার শুদ্ধিলাভের আর উপায় নাই। যিনি বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ভিক্ষা করিলে এবং যিনি ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন। শূদ্র শূদ্রের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার কুলক্ষয়, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাহার পশু ও বান্ধবনাশ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সহিত একপাত্রে ভোজন

করিলে তাঁহার শ্রীনাশ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে তাঁহার তেজোহ্রাস হইয়া থাকে; অতএব পরস্পর একপাত্রে ভোজন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ পরস্পর একপাত্রে ভোজন করিলে সাবিত্রী ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, রেবতী যাগ ও কুষ্মাণ্ড হোম এবং গোরোচনা দূর্ব্বা ও হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত; তাহা হইলেই ঐ পাপের শান্তি হয়।

৬৩০। ধর্ম্ম, অর্থ, ভয়, কাম ও কারুণ্য এই পঞ্চবিধ কারণনিবন্ধন দান পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঈর্ষাপরিশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অতি উৎকৃষ্ট সুখলাভ হয়; ইহারেই ধর্ম্মনিমিত্তক দান কহে। আমারে দান করিতেছেন, আমারে দান করিবেন ও আমারে দিয়াছেন, অর্থীদিগের নিকট এইরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া যে দান করা যায়, তাহারে অর্থনিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; অতএব ও ব্যক্তি অপমানিত হইলে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার অনিষ্টসাধন করিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মূঢ় ব্যক্তিরে যে দান করা হয়, তাহারে ভয়নিমিত্তক দান কহে। উহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে, উহারে কিঞ্চিৎ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বয়স্যকে যে দান করা যায়, তাহারে কামনিমিত্তক দান কহে; আর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র, উহারে অল্পমাত্র দান করিলেই ও ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দয়াবশত যে দান করা যায়, তাহারে কারুণ্যনিমিত্তক দান কহে। শাস্ত্রে এইরূপ পঞ্চবিধ দান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দান করিলে পুণ্য ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবান্ প্রজাপতি কহিয়াছেন, যথাসাধ্য দান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

৬৩১। মহেশ্বর কহিয়াছেন, অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান এই সমুদায় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ গার্হস্থ ধর্ম্ম, পরদারবিরতি, অর্পিত স্ত্রীর রক্ষা, অদত্ত বস্তুর গ্রহণে অভিলাষ ও মধুমাংস পরিত্যাগ এই পঞ্চবিধ ধর্ম্ম সমুদায় ধর্ম্মের মূল; অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মের শাখাস্বরূপ। ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা যত্নসহকারে এই সমুদায় ধর্ম্ম পালন করিবেন।

৬৩২। মহেশ্বর কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে দেবতাস্বরূপ; উপবাসই উহাঁদিগের পরম ধর্ম্ম। ইহাঁরা ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হইলে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিতে পারেন। শাস্ত্রানুসারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা ইহাঁদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ ভিন্ন কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

৬৩৩। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান, একাহার ও অহিংসা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পরিজনগণ ভোজন করিলে পর স্বয়ং ভোজন করা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভার্য্যা ও স্বামীর চরিত্র সমান হইলেই তাহাদের পরম প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। গৃহদেবতাদিগকে নিত্য পুষ্প ও বলি প্রদান এবং নিত্য গৃহে গোময় লেপন, উপবাস ও হোম করা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম।

৬৩৪। মহেশ্বর কহিয়াছেন, প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম; প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞফল লাভে সমর্থ হন। যে নরপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার সেই প্রজাপালনজনিত পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট লোকসমুদায় অধিকৃত হয়। জিতেন্দ্রিয়তা, বেদাধ্যয়ন, হুতাশনে আহুতিপ্রদান, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীতধারণ, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, ভৃত্যগণের ভরণপোষণ, আরব্ধ কার্য্যে দৃঢ়তর অধ্যবসায়প্রকাশ, অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, বেদানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, সবিচার, সত্যবাক্য প্রদর্শন এবং আর্ত্ত ব্যক্তিরে সাহায্যদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয় গোব্রাহ্মণের রক্ষার্থ সংগ্রামে নিহত হন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে।

৬৩৫। মহেশ্বর কহিয়াছেন, সতত পশুপালন, কৃষিবাণিজ্য সম্পাদন, হুতাশনে আহুতি প্রদান, অধ্যয়ন, সৎপথে অবস্থান, অতিথিসৎকার, জিতেন্দ্রিয়তা, শান্তিগুণ অবলম্বন এবং ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের শাশ্বত ধর্ম্ম। বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তিল, গন্ধদ্রব্য ও রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

৬৩৬। মহেশ্বর কহিয়াছেন অতিথিসৎকার, ধর্ম্মার্থকামের অনুশীলন ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। যে শূদ্র সত্যবাদী,

জিতেন্দ্রিয়, অতিথিসেবাতৎপর, সদাচারপরায়ণ এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজায় তৎপর হয়, তাহার তপঃসঞ্চয় ও অভিলষিত ফল লাভ হইয়া থাকে।

৬৩৭। মহেশ্বর কহিয়াছেন, সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ বিধাতা এই ভূমণ্ডলে সমুদায় লোকের পরিত্রাণার্থ ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাঁরা পৃথিবীর দেবতাস্বরূপ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলে মানবদিগের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বৈদিক, স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচারসম্ভূত এই তিন প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিবেদপারদর্শী. যিনি দান, অধ্যয়ন ও যজনকার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী ও অধ্যয়নজীবী না হন, তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ বিধাতা ব্রাহ্মণদিগের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ; ঐ ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম্ম। নিয়ত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ জনসমাজে প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট পুণ্যফলভাগী হইতে পারেন।

৬৩৮। মহেশ্বর কহিয়াছেন, নিয়ত শান্তিগুণ অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ঈর্ষা পরিত্যাগ, দান ব্রাহ্মণের সৎকার, পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য বিন্যাস, অতিথি-সৎকারে অনুরাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি অতিথিদিগকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনিই পরম ধার্ম্মিক। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও আচমন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহারে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দিবারাত্রি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহারে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম কহে ; গৃহস্থগণ ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী : ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়া থাকে। সাধ্যানুসারে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুষ্টিজনক কার্য্যের সাধন ও ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থের অবশ্য

কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলব্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহার একাংশ দ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয়, এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন, করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৬৩৯। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যে ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তাহারে নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম কহে। এক রাত্রির অধিককাল এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কমণ্ডলু, উদক, পরিধেয়বস্ত্র, আসন, ত্রিদণ্ড, শয্যা, অগ্নি ও গৃহে মমতা করা তাঁহাদের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদিবন্ধনবিমুক্ত সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষমূল, শূন্যগৃহ ও নদীতীর প্রভৃতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ হইয়া আত্মচিন্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক গ্রাম বা এক নদীতীরে অনেকদিন অবস্থান করা সন্ন্যাসীর কদাপি কর্ত্তব্য নহে। মোক্ষার্থী সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম্ম অতি সৎপথস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহারে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে হয় না। মোক্ষধর্ম্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাঁদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহূদক, বহূদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ। এই নিবৃত্তিধর্ম্ম অপেক্ষা সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই।

৬৪০। মহেশ্বর কহিয়াছেন, ব্রহ্মণ্যলাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই প্রকৃতিসিদ্ধ; ব্রাহ্মণ কেবল স্বীয় দুষ্কর্ম্মনিবন্ধন ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন; অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রহ্মণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অথবা লোভমোহবশত বৈশ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ লোভমোহপ্রভাবে স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে অশেষ নরকযন্ত্রণা ভোগ

করিয়া পরিশেষে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন। যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রানুষ্ঠেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহারা পরজন্মে স্বজাতি-পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্বলাভ করিয়া থাকে। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপ্রার্থী সাধুদিগের আত্মতত্ত্ব অন্বেষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উগ্রজাতির অন্ন, বহুজনের আহারার্থ পরিপক্ক অন্ন, আদ্যশ্রাদ্ধীয় অন্ন, অশৌচান্ন, দূষিতান্ন ও শূদ্রান্ন ভোজন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন পরিপাক হইতে না হইতে কালকবলে নিপতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণ যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের অন্ন ভক্ষণ করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার সেই সেই যোনিতে জন্মপরিগ্রহ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোহবশত তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক অভোজ্য অন্ন ভোজন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন। ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, ক্ষুদ্রাশয়, তস্কর, ভগ্নব্রত, অপবিত্র, বেদবিবর্জ্জিত, পাপাত্মা, লুব্ধ, শঠ, শূদ্রাপতি, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, নীচসেবানিরত, গুরুদ্বেষী ও গুরুদারাপহারী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রহ্মণ্য বিনষ্ট হয়। বৈশ্য সদাচারনিরত হইলে পরজন্মে ক্ষত্রিয়ত্ব এবং শূদ্র সদাচারনিরত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সতত সৎপথে অবস্থান করিয়া অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্র যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা, অতিথির প্রতি সমাদর, ঋতুস্নানের পর পত্নীর সহবাস, নিয়মিত ভোজন, শৌচাবলম্বন, শুচি ব্যক্তির অন্বেষণ, পরিবারবর্গের আহারান্তে ভোজন ও বৃথামাংস পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার পরজন্মে বৈশ্যত্ব লাভ হয়। বৈশ্য যদি সত্যবাদী, অহঙ্কারপরিশূন্য, সুখদুঃখাদিবিহীন, শান্তিগুণাবলম্বী যজ্ঞপরায়ণ বেদানুরক্ত পবিত্র ব্রাহ্মণের সৎকর্ত্তা ও সমুদায় বর্ণের পুষ্টিসাধক হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দুই সময়ে সকলের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন, কামনা পরিত্যাগ, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, অতিথিসৎকার ও গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা করে, তাহা হইলেই সে অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ বৈশ্য ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি

জন্মাবধি সমুদায় সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রত ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, অধ্যয়ন, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের উপাসনা, আর্ত্তব্যক্তিদিগকে সাহায্যদান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ প্রদান, বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রজাদিগের শস্যের ষষ্ঠাংশগ্রহণ, পরস্ত্রীগমনবাসনা পরিত্যাগ, ঋতুকালে পত্নীতে গমন, দিবসে একবার ও রজনীযোগে একবারমাত্র আহার, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, গৃহে কুশোপরি শয়ন, সমাহিতচিত্তে ত্রিবর্ণ সেবা, শূদ্রমাত্রকে অন্নদান, পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথির তৃপ্তিসাধন, স্বীয় গৃহে অতিথির ন্যায় বাস, ত্রিকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান এবং গোব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার্থ সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করে তাহা হইলে সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে পরজন্মে অনায়াসে ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ও বেদশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়। এইরূপে অতি হীনবর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে এবং ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণাদি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মপরিগ্রহ করে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাহারে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। মহেশ্বরের মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল, ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে; সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ। সদ্ব্যবহার দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে পারে; ব্রহ্মজ্ঞান সকলের পক্ষেই সমান; যাহার হৃদয়ে নির্ম্মল নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব প্রকাশিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ শ্রেণীবিভাগমাত্র। বেদপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ চরণবিশিষ্ট জঙ্গমক্ষেত্রস্বরূপ; ঐ ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার ফললাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ আপনার মঙ্গল বাসনা করেন, তাঁহার সাত্ত্বিক, বিঘসাশী, সৎপথাবলম্বী, সংহিতাধ্যায়ী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন হওয়া উচিত; অধ্যয়নজীবী হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ গুণসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী হইলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। দুর্লভ ব্রহ্মণ্যলাভ করিয়া শূদ্রাদি নীচজাতির সংসর্গ পরিত্যাগ, দান, প্রতিগ্রহে অস্বীকার ও বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৩৪১। যাঁহারা সত্যধর্ম্মনিরত ও আশ্রমসমুদায়ের লক্ষণবিহীন হইয়া ধর্ম্মলব্ধ অর্থ ভোগ করেন, তাঁহারাই স্বর্গভোগ করিতে সমর্থ হন; যাঁহারা প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সংশয়বিহীন হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে কদাচ ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না; যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন, যাঁহাদিগের কোন বিষয়ে আসক্তি না জন্মে এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান্, সচ্চরিত্র ও শত্রুমিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহারাই কর্ম্ম-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন; যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্, সকলের বিশ্বাস-পাত্র, হিংসাবিহীন, সদাচারনিরত, পরধনে নিস্পৃহ, চৌর্য্যবিমুখ, স্বধনসন্তুষ্ট, স্বভাগোপজীবী, সংযতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ও বেদবিরুদ্ধ সুখসম্ভোগে বিরত হন, যাঁহারা ধর্ম্মলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও ঋতুস্নানের পর স্ত্রীসংসর্গ করেন এবং যাঁহারা পরস্ত্রীসংসর্গের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও করেন না, প্রত্যুত তাহাদিগকে মাতা, ভগিনী ও কন্যার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়। জীবিকানির্ব্বাহ বা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা এইরূপ নির্ম্মল পথ অবলম্বন করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বর্গলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ ইহা অতিক্রম করিবেন না।

৩৪২। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যাঁহারা আপনার বা অন্যের হিতসাধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ধর্ম্মলাভ ও কামবৃত্তির চরিতার্থতাসম্পাদনের নিমিত্ত অথবা পরিহাসচ্ছলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করেন, যাঁহারা নির্দ্দোষ মধুরবাক্যে লোকের স্বাগত জিজ্ঞাসা ও সর্ব্বতোভাবে কপটতা পরিত্যাগ করেন, যাঁহারা কাহারও প্রতি কটু বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন না, মিত্রভেদকর পিশুন বাক্য প্রয়োগ করিতে যাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না, যাঁহারা পরদ্রোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়বাদী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন, যাঁহারা শঠতা ও অসদ্ব্যবহার না করিয়া সর্ব্বদা মধুর বাক্যে লোকের সহিত আলাপ করেন এবং যাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়াও মর্ম্মভেদী পরুষবাক্য উচ্চারণ না করিয়া মিষ্ট কথা কহেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন; অতএব সর্ব্বদা এইরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কদাচ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের বাসনা করিবেন না।

৬৪৩। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যাঁহারা নির্জ্জন গ্রাম, গৃহ বা বিপিনমধ্যে পরধন দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন; নির্জ্জনে কামুকী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াও যাঁহাদিগের মন বিচলিত না হয়; যাঁহারা কি শক্র, কি মিত্র সকল লোকেরই সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা বিদ্বান্, পবিত্র-স্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্বধনসন্তুষ্ট, শক্রতাবিহীন, আয়াসশূন্য, সকলের সহিত বন্ধুতাসংস্থাপনে যত্নশীল, প্রশস্তচিত্ত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ শ্রদ্ধান্বিত, পবিত্র, পবিত্র ব্যক্তিদিগের প্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্মবেত্তা, শুভাশুভ কার্য্যের পরিণামদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবদ্বিজভক্ত এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়সম্পন্ন হন, তাঁহারাই স্বর্গলাভের যথার্থ অধিকারী। এইরূপ মানসিক বৃত্তি অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠানই স্বর্গলাভের পথ।

৬৪৪। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যাহারা উগ্রস্বভাব, প্রাণিগণের প্রাণহন্তা, উদ্যতদণ্ড, শস্ত্রপ্রহারে সমুদ্যত, নির্দ্দয়, জীবগণের উদ্বেগজনক এবং কীট-পতঙ্গেরও আশ্রয়দানে বিরত হয়, তাহারাই নরকে গমন করে; আর যাঁহারা এই সমুদয় আচরণে বিরত হন, তাঁহারা সৎকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন। লোকে হিংসাপরায়ণ হইলে নরক ও হিংসা-বিহীন হইলেই স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নরকে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি তাহারে ঐ মনুষ্যজন্মে ক্ষণায়ু হইতে হয়। যাহারা পাপকার্য্যনিরত, হিংস্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হয়, তাহারাই পরজন্মে অল্পায়ু হইয়া থাকে; আর যাঁহারা সত্বগুণাবলম্বী, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, হত্যাবিমুখ এবং দণ্ডবিধান ও শস্ত্রপ্রহারে পরাঙ্মুখ হইয়া কাহারও হিংসা বা পরহিংসার অনুমোদন না করেন, তাঁহারাই স্বর্গলাভপূর্ব্বক বিবিধ সুখভোগ ও পরিশেষে মনুষ্যত্ব লাভ করত দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৎকার্য্যে নিরত সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের দীর্ঘায়ু হইবার এই প্রাণিহিংসানিবৃত্তিরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

৬৪৫। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যিনি ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার এবং দীন, অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্নপান ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি গৃহ, সভা, কূপ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যিনি প্রীতমনে আসন,

শয্যা, যান, রত্ন, ধন, ধেনু, ক্ষেত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রার্থনীয় বস্তু সমুদায় অকাতরে দান করেন, তিনি দেহান্তে দেবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বহুকাল বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ ও অপ্সরাদিগের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিয়া পরিশেষে পুনরায় জীবলোকে সুসমৃদ্ধ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; ঐ জন্মে তাঁহার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হয় এবং তিনি ধনী ও ভোগশীল হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ প্রজাপতি দানশীল মহাত্মাদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যাহারা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ধনসত্ত্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও তাঁহাদিগকে অর্থপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; উহাদিগকে দানকৃপণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; ঐ সমস্ত লুব্ধস্বভাব পামরের নিকট দীন, অন্ধ, ভিক্ষুক ও অতিথি প্রভৃতি যথার্থ কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ প্রার্থনা করিয়াও ধন, বস্ত্র, সুবর্ণ, গো ও কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য কুদাপি প্রাপ্ত হয় না; ঐ সকল দানপরাঙ্মুখ অধার্ম্মিক নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকে নিপতিত হইয়া বিবিধ কষ্টভোগের পর পরিশেষে নির্দ্ধন লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ঐ জন্মে উহারা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে; উহারা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া লোকের দ্বারে গমন করিলেও লোকে উহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অদাতা কৃপণদিগের এইরূপই দুর্গতিলাভ হয়। যাহারা ধনমদমত্ত হইয়া আসনার্হ ব্যক্তিদিগকে আসন, পাদ্যার্হ ব্যক্তিদিগকে পাদ্য, অর্ঘার্হ ব্যক্তিকে অর্ঘ, আচমনীয়ের উপযুক্ত ব্যক্তিকে আচমনীয় ও পথপ্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথপ্রদান না করে; আর যাহারা অভ্যাগত গুরুর প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে বিরত, অভিমানসম্ভূত লোভের একান্ত বশীভূত এবং মান্য ব্যক্তির অবমাননা ও বৃদ্ধবর্গের পরাভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। এই পামরেরা যদি কোনক্রমে বহুকালের পর নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অভিমানপরতন্ত্র নহে, যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথোচিত অর্চ্চনা করেন, যাঁহারা লোকের পূজনীয়, বিনয়ী, মধুরভাষী ও সকল বর্ণের প্রিয়কার্য্যে নিরত, যিনি কখন কাহারও প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না এবং যিনি সকলকে

স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যর্থনা, সকলকেই যথোচিত সংকার, পথ প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে পথ প্রদান, গুরুকে যথোচিত সম্মান ও সতত অতিথিসংগ্রহে যত্নপ্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয়ই দেহান্তে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে ভূলোকে অতি উৎকৃষ্ট কুলে সমুৎপন্ন হন। ঐ বংশে তিনি, অতিশয় ভোগশালী, ধর্ম্মপরায়ণ, সকলের নমস্য ও আদরণীয় হইয়া থাকেন এবং দানের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত দান করেন। বিধাতা স্বয়ং এই ধর্ম্মফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর মনোমধ্যে ভয় উত্তেজিত করিয়া থাকে, যে নরাধম হিংসাপরবশ হইয়া হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা প্রাণিগণকে যন্ত্রণা প্রদান এবং ভীষণমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জন্তুগণকে আক্রমণ করে, সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে। ঐ দুরাত্মা বহুকালের পর যদি কোনক্রমে পুনরায় মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে উহারে বিপজ্জালপরিপূর্ণ অতি নীচ বংশে উদ্ভূত হইয়া সকলের বিদ্বেষভাজন হইতে হয়; আর যিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, সকলের পিতৃতুল্য ও দয়াবান্ হইয়া সকলকে স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, যিনি হস্তপদাদি দ্বারা কোন জন্তুরেই যন্ত্রণা প্রদান করেন না এবং যিনি সকলেরই বিশ্বাসপাত্র, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া দিব্য ভবনে দেবতার ন্যায় পরমসুখে বাস এবং পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে সুখভোগ করিয়া থাকেন; তাঁহারে আর কখনই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না।

৬৪৬। মহেশ্বর কহিয়াছেন, যে সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বেদবিৎ ধর্ম্মপরায়ণ সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অশুভকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা উহার প্রভাবে ইহলোকে সুখ ও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মাই কর্ম্মক্ষয়ের পর পুনরায় মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া প্রজ্ঞাবান্ ও কল্যাণভাজন হইয়া থাকেন। যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি পরস্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে পরজন্মে জন্মান্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা অসৎ অভিসন্ধি করিয়া বিবসনা কামিনীরে নিরীক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে নিরন্তর রোগে নিপীড়িত হইয়া থাকে। যে সকল দুরাত্মা পশ্বাদির সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত ও নিরন্তর স্ত্রীসংসর্গে

অনুরক্ত হয় এবং যাহারা গুরুদারাপহরণ ও গুরুহত্যা করে, তাহারা পরজন্মে ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

৬৪৭। মহাদেব কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সতত শ্রেয়োলাভের পথ জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও গুণাকাঙ্ক্ষী হন, তিনি দেহান্তে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সুখভোগ করিয়া পরিশেষে মনুষ্যযোনিতে সমুৎপন্ন হইয়া অসাধারণ মেধাবী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হন।

৬৪৮। মহেশ্বর কহিয়াছেন, বেদে লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ব্রতশীল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; আর যাহারা মোহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সমস্ত ব্রহ্মরাক্ষসসদৃশ পাপাত্মা দেহান্তে নরকভোগের পর কোনক্রমে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া হোম, বষট্‌কার ও ব্রতবিহীন হইয়া কালযাপন করিয়া থাকে।

৬৪৯। ভগবতী পার্ব্বতী কহিয়াছেন, পিতা, মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি অনুসারে অগ্নিসমক্ষে উপযুক্ত পাত্রের সহিত পরিণীত হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, প্রিয়বাদিনী, সদ্ব্যবহারনিরতা ও প্রিয়দর্শনা হন এবং স্বামীর মুখদর্শনে পুত্রবদনদর্শনজনিত আহ্লাদের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি দম্পতিধর্ম্মশ্রবণে অনুরাগিণী, ভর্ত্তৃতুল্য ব্রতচারিণী ও ধর্ম্মানুরক্তা হন এবং স্বীয় স্বামীরে দেবতুল্য জ্ঞান ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন; যিনি একান্তচিত্তে স্বামীর বশীভূত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাঁহার মন স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হয়, স্বামী দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ বা ক্রোধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি তাঁহার নিকট প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন; অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য বা বৃক্ষকেও অবলোকন করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিনিপীড়িত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি তাঁহার প্রতি অকপটভাবে সমাদর প্রকাশ করেন; যিনি কার্য্যদক্ষা, প্রযতা, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যিনি অবিকৃতচিত্তে স্বামীর শুশ্রূষা করেন; যাঁহার মন স্বামীর প্রতি সততই প্রসন্ন থাকে; যিনি প্রতিনিয়ত অন্নপ্রদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন; যিনি বিষয়কামনা, বিষয়ভোগ, ঐশ্বর্য্য বা সুখে বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল স্বামীর প্রতি যত্ন করেন;

যিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহসম্মার্জ্জন, গৃহে গোময়লেপন, স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে আহার প্রদান করিয়া থাকেন; পরিবারবর্গ ভোজন করিলে পর যিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হন; যাঁহার দ্বারা লোকসকল সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয় এবং যিনি শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সন্তোষসাধন, পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মফল লাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র, অনাথ ও অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে অন্ন প্রদান করেন এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও তাঁহার হিতসাধনে নিরত হন, তাঁহার পাতিব্রত্যধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতিভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ; পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরম গতি। অবলাগণের পক্ষে পতির প্রসন্নতা স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পতি দরিদ্র, ব্যাধিত, বিপন্ন, রিপুর বশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি প্রাণবিয়োগকর অকার্য্য বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে অবিচারিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পাতিব্রত্যধর্ম্মভাগিনী হন।

৬৫০। "মহাব্রতধারী বশিষ্ঠদেব, বেদনিধি পরাশর, মহাসর্প, অনন্ত, অক্ষয়, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ এবং দেবাদিদেব বরদাতা সহস্রশীর্ষ ও সহস্রনামধারী জনার্দ্দনকে নমস্কার" সাবিত্রী দেবী এই মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; উহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও রাত্রিকালে এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিষ্পাপ এবং যিনি এই মন্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘজীবী, কৃতার্থ ও উভয়লোকে সুখী হন। যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, কার্য্যারম্ভ ও শ্রাদ্ধকালে এই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য এবং এই মন্ত্র জপ করিলে শান্তি, পুষ্টি, রক্ষা, শত্রুবিনাশ ও ভয়নাশ হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ করিলে অতি উৎকৃষ্ট শ্রীলাভ হয়।

৬৫১। অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র; ইহাঁরাই আবার শতরুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য; ইহাঁরা সকলেই কশ্যপতনয়। ধর,

ধ্রুব, সোম, সাবিত্র, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আট মহাত্মা বসুনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নাসত্য ও দস্র ইহাঁরা উভয়ে অশ্বিনীকুমার; উহাঁরা সূর্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বরূপধারিণী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার নাসা হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর।

৬৫২। লোকদিগের যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম ও চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী দাতা মহাত্মাদিগের নাম, মৃত্যু, কাল এবং বিশ্বেদেব, পিতৃলোক, তপোধন ও সিদ্ধমহর্ষিগণ; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইহাঁরা শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। নিত্য এই মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ত্রিবর্গ ও পুণ্যলোক সমুদায় লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা, নন্দীশ্বর, মহাকায়, গ্রামণী, বৃষভধ্বজ, গণপতি, বিনায়কগণ, সৌম্যগণ, রুদ্রগণ, ভূতগণ, জ্যোতিষ্কগণ, সরিদ্গণ, আকাশ, সুপর্ণ, পন্নগেশ্বর, সিদ্ধগণ, স্থাবর ও জঙ্গমগণ, হিমালয়-পর্ব্বত, চারি সমুদ্র, মহাদেবের অনুরূপ পরাক্রমযুক্ত অনুচরগণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, স্কন্দ এবং অম্বিকা; ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপের লেশমাত্র থাকে না।

৬৫৩। ঋষি শ্রেষ্ঠগণের নাম। যবক্রীত, রৈভ্য, অর্ব্বাবসু, পরাবসু, কাক্ষিবান্, অঙ্গিরার পুত্রবর্গ এবং মেধাতিথির পুত্র কণ্ব এই সপ্তমহর্ষি পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন; ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মতেজোময়, ইন্দ্রের গুরু এবং রুদ্র, অনল ও বসুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; ইহাঁরা ভূমণ্ডলে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে স্বর্গে দেবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন। ঐ সকল মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে ইন্দ্রলোকে সম্মানলাভ করা যায়। উন্মুচু প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়ব্য, উর্দ্ধবাহু, তৃণসোমাঙ্গিরা ও মিত্রাবরুণের পুত্র প্রতাপশালী অগস্ত্য ইহাঁরা দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন; এই মহাত্মারা ধর্ম্মরাজের পুরোহিত। দৃঢ়েযু, ঋতেযু, পরিব্যাধ, একত, দ্বিত, ত্রিত এবং মহর্ষি অত্রির পুত্র সারস্বত ইহাঁরা পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন; এই মহাত্মারা বরুণের পুরোহিত। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, কুশিকবংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র ও ঋচীকতনয় জমদগ্নি ইহাঁরা উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন; এই এই মহাত্মারা কুবেরের গুরু। এই সমুদায় ভিন্ন আর সাতজন মহর্ষি আছেন; তাঁহারা সমুদায় দিকে অবস্থান করিয়া থাকেন; এই সমুদায় মহর্ষির নাম

কীর্ত্তন করিলে মানবগণের কীর্ত্তি ও মঙ্গললাভ হয়। ধর্ম্ম, কাম, কাল, বসু, বাসুকি, অনন্ত ও কপিল এই সাত মহাত্মা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; ইঁহারা দিক্‌পাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; ইঁহারা যে যে দিকে অবস্থান করেন, সেই সেই দিকে অভিমুখীন হইয়া ইঁহাদিগের শরণাগত হওয়া উচিত। পরশুরাম, বেদব্যাস, দ্রোণাচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা, লোমশ ও পূর্ব্বোল্লিখিত ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই লোকপাবন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; ইহঁারা তপঃপ্রভাবে সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। সংবর্ত্ত, মেরু, সাবর্ণ, মার্কণ্ডেয়, সাঙ্খ্যযোগ, নারদ ও মহর্ষি দুর্ব্বাসা ইঁহারা তপঃ-প্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সমুদায় এবং ব্রহ্মলোক-নিবাসী রুদ্রতুল্য প্রভাবশালী অন্যান্য মহর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও পুত্রলাভে সমর্থ হয়।

৬৫৪। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশূন্য, তিনিও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন; সুতরাং যিনি বিদ্বান্, তিনি যে পরমপাবন, তাহার আর বিচিত্র কি? ফলত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ হউন, তাঁহারে পরম দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। অগ্নি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতই হউন, তাঁহার দেবত্ব কদাচই বিলুপ্ত হয় না। যেমন তেজস্বী অগ্নি শ্মশানে অবস্থান করিলেও দূষিত হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞ ও গৃহে বিধিবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ যদিও সতত অনিষ্টকর কার্য্যে নিরত থাকেন, তথাপি তাঁহারে পরম দেবতাস্বরূপ বলিয়া সমাদর করা কর্ত্তব্য।

৬৫৫। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটি সনাতন ধর্ম্ম; সর্ব্বদা এই সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে।

৬৫৬। মনুষ্যই হউক, আর দেবতাই হউক, যাহারা শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, সেই সমস্ত লোভমোহশূন্য মহাত্মারা নিশ্চয়ই সুখলাভ করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মার প্রধান পুত্র ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মস্বরূপ; ধার্ম্মিকগণ একাগ্রচিত্তে তাহাদিগেরই উপাসনা করিয়া থাকেন।

৬৫৭। অসাধু দুরাচার ও দুর্ম্মুখ; আর সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন। তাঁহারা কখন রাজমার্গ, গোষ্ঠ ও ধান্যমধ্যে মূত্রপুরীষ পরিত্যাগ করেন না; দেবতা, পিতৃ, ভূত, অতিথি ও কুটুম্বদিগকে আহার প্রদান করিয়া পরিশেষে আপনারা আহার করেন; ভোজনকালে কথোপকথন বা আর্দ্র-

হস্তে শয়ন করেন না। উঁহারা সূর্য্য, বৃষ, দেবতা, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ও চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ; ভারাক্রান্ত, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, নগরাধিপতি, গো, ব্রাহ্মণ ও নরপতিদিগকে পথ প্রদান এবং সমাগত অতিথি, পোষ্যবর্গ, সাধু ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই উভয়কালই ভোজনের প্রকৃত সময়; এই সময়ের মধ্যে আর আহার গ্রহণ না করিলেই উপবাস করা হয়। হোমকালে বহ্নি যেমন আজ্যপাত্রের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ঋতুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ-সংসর্গের প্রত্যাশা করিয়া থাকে; অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করা কর্ত্তব্য। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে, পত্নীসংসর্গ না করিলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। সত্যবাক্য, গো ও ব্রাহ্মণ এই তিনই তুল্য পদার্থ; অতএব নিয়ত নিয়মানুসারে গো ব্রাহ্মণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যজুর্ব্বেদানুসারে যে মাংসের সংস্কার করা হয়, তাহা ভক্ষণ করা দোষাবহ নহে। পৃষ্ঠমাংস বৃথামাংস পুত্রমাংসের তুল্য। স্বদেশেই হউক, আর ভিন্ন দেশেই হউক অতিথিরে উপবাসী রাখা কদাচ বিধেয় নহে। উপাধ্যায়কে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান ও পাঠ সমাপনান্তে দক্ষিণা দান করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। উপাধ্যায়কে অর্চ্চনা করিলে দেহপুষ্টি, আয়ু ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অবমাননা, দূরদেশে প্রেরণ করা কদাচ বিধেয় নহে; উঁহারা দণ্ডায়মান থাকিলে উপবেশন করা নিতান্ত অনুচিত; উহা করিলে আয়ুক্ষয় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিবস্ত্রা স্ত্রী ও উলঙ্গ পুরুষকে দর্শন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গোপনেই স্ত্রীসম্ভোগ ও আহার করা উচিত। গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই। বৃদ্ধজনের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। বৃদ্ধগণের সেবা করিলে অতি উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হয়। বেদাধ্যয়ন ও ভোজনকালে দক্ষিণপাণি উত্তোলন করা বিধেয়। প্রতিনিয়ত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংস্কৃত পায়স, যাবক, কৃশর ও হবি দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ, গ্রহগণের পূজা, ক্ষৌরকর্ম্মে মঙ্গলাচরণ, ক্ষুতকারীরে আশীর্ব্বাদ এবং ব্যাধিত ব্যক্তিদিগকে দীর্ঘায়ুষ্মস্ত বলিয়া অভিনন্দন করা উচিত।

বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি 'তুমি' এই বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বিভাসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 'তুমি' এই বাক্য মৃত্যু-তুল্য। বয়ঃকনিষ্ঠ, সমবয়স্ক বা শিষ্যদিগের প্রতি 'তুমি' বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। পাপাত্মাদিগের মনোমধ্যে নিয়ত পাপকার্য্যেরই উদয় হইয়া থাকে। পাপাত্মারা জ্ঞানপূর্ব্বক পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সজ্জনসমাজে তাহা গোপন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অসাধু ব্যক্তিরা "আমি যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, তাহা দেবতা বা মনুষ্য কেহই জ্ঞাত হইতে পারে নাই" এই মনে করিয়া স্বকৃত পাপকার্য্যের গোপন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু উহা নিতান্ত দোষাবহ। পাপাচরণ করিয়া গোপনে রাখিলে নিশ্চয়ই পাপের বৃদ্ধি হয়; অতএব পাপানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহা গোপনে না রাখিয়া সাধুসমাজে প্রকাশ করাই উচিত। সাধুব্যক্তিদিগের নিকট পাপকার্য্য প্রকাশ করিলে তাঁহারা কোন না কোন উপায় দ্বারা তাহার শাস্তিবিধান করিতে পারেন। যেমন লবণের উপর জলসেক করিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়, তদ্রূপ পাপানুষ্ঠান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অধিক ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত অল্প পাপের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে। আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালসহকারে উহা হয় বিনষ্ট, না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহনাশের পর অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা কহেন যে, মনের দ্বারাই লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়; অতএব অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সকলেরই উচিত। একাকী ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্ম্মের বণিক্ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। গর্ব্বিতভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা, অকপটভাবে গুরুজনের সেবা এবং সৎপাত্রে দান করিয়া পরলোকের হিতসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩৫৮। মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়; অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠাননিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাচ্ঞা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে। দংশকীট ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণিগণকেও স্ব স্ব কর্ম্মরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব প্রাণিমাত্রকেই কর্ম্মের অধীন বিবেচনা করিয়া অনুতাপ পরিত্যাগ করিবে।

৬৫৯। যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে ; আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা ; কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞব্যক্তির লক্ষণ ; অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিশারদ বিজ্ঞব্যক্তিরা যত্নসহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা আর এই ভূমণ্ডলে রজোগুণসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না মনে করিয়াই বুদ্ধি দ্বারা আত্মার উন্নতি করিয়া থাকেন। কাল কখনই যথার্থ ধর্ম্মকে অবিশুদ্ধ ও দুঃখের হেতুভূত করিতে পারে না ; অতএব ধর্ম্মচারী ব্যক্তিদিগের আত্মারে বিশুদ্ধজ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্ম প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, কালকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ধর্ম্মকে স্পর্শও করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কাহারে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়বশতই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। শূদ্রবংশীয় সাধুব্যক্তিরা আমাদিগের কোন আশ্রমধর্ম্মেই অধিকার নাই, এইরূপ ছলবাক্য প্রয়োগ না করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণেই পঞ্চভূতময় দেহধারণ করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে উহাদিগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে ; উহারা সেই সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই সকলে এরূপভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। ধর্ম্ম নিত্যপদার্থ, কিন্তু উহার ফল স্বর্গাদি অনিত্য হয় ; তাহার কারণ, ধর্ম্ম দুই প্রকার ; সকাম ও নিষ্কাম। সকামধর্ম্ম অনিত্য, সুতরাং তাহার ফল অনিত্য ; আর নিষ্কামধর্ম্ম নিত্য, সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদায় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মবলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্মসংযুক্ত সকল উদিত

হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ফলত প্রাক্তন কার্য্যই লোকের সুখদুঃখের কারণ; সুতরাং তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণেরও সুখদুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

৬৬। "সর্ব্বভূতনমস্কৃত দেবাসুরগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা; ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী, বেদসমুদায়ের উৎপাদক লোককর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু, বিরূপাক্ষ উমাপতি মহাদেব, সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শচীপতি ইন্দ্র, যম ও তাঁহার পত্নী ধূমোর্ণা, বরুণ ও তাঁহার পত্নী গৌরী, কুবের ও তাঁহার পত্নী ঋদ্ধি, সুশীলা সুরভি, মহর্ষি বিশ্রবা, সঙ্কল্প, সাগর, গঙ্গা, মরুদ্গণ, তপঃসিদ্ধ বালখিল্যগণ, মহাত্মা বেদব্যাস, নারদ, পর্ব্বত, বিশ্বাবসু, হাহাহুহু, তুম্বুরু, চিত্রসেন, দেবদূত, উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, পঞ্চচূড়া, তিলোত্তমা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, পিতৃগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দীক্ষা, ব্যবসায়, পিতামহ, দিবারাত্রি, মারীচতনয় কশ্যপ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, রাহু, শনৈশ্চর, নক্ষত্র, ঋতু মাস, পক্ষ, সম্বৎসর, গরুড়, সমুদ্র, কদ্রুপুত্র পন্নগগণ, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, দেবিকা, প্রভাস, পুষ্কর, গঙ্গা, বেণা, কাবেরী, নর্ম্মদা, কুলম্পুনা, বিশল্যা, করতোয়া, অম্বুবাহিনী, সরযূ, গণ্ডকী, মহানদ লৌহিত, তাম্রা, অরুণা, বেত্রবতী, পর্ণাশা, গৌতমী, গোদাবরী, বেণ্যা, কৃষ্ণবেণ্যা, অদ্রিজা, দৃশদ্বতী, কাবেরী, বঙ্কু, মন্দাকিনী, প্রয়াগ, প্রভাস, নৈমিষারণ্য বিশ্বেশ্বরস্থান, বিমল সরোবর পুণ্যতীর্থসঙ্কুল কুরুক্ষেত্র, ক্ষীরোদসমুদ্র, তপস্যা, দান, জম্বুমার্গ, হিরণ্বতী, বিতস্তা, প্লক্ষবতী, বেদস্মৃতি, বেদবতী, মালবা, অশ্ববতী, ভূমিভাগ, গঙ্গাদ্বার, ঋষিকুল্যা, চিত্রবহা, চর্ম্মণ্বতী, কৌশিকী, যমুনা, ভীমরথী, বাহুদা, মাহেন্দ্রবাণী, ত্রিদিবা, নীলিকা, সরস্বতী, নন্দা, অপরনন্দা, মহাহ্রদ; গয়, ফল্গু, দেবগণসমন্বিত ধর্ম্মারণ্য, মন্দাকিনী, ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপবিনাশ মানস সরোবর, দিব্যৌষধিসমন্বিত হিমালয়, বিচিত্রধাতুসম্পন্ন ঔষধান্বিত বিন্ধ্য, সুমেরু, মহেন্দ্র, মলয়, রজতপূর্ণ শ্বেতশৃঙ্গবান্, মন্দর, নীল, নিষধ, দর্দ্দুর, চিত্রকূট, অঞ্জনাভ, গন্ধমাদন, সোমগিরি, দিক্, বিদিক্, পৃথিবী, বৃক্ষগণ, বিশ্বদেব, আকাশ, নক্ষত্র ও গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং মোহ

বা অজ্ঞানবশত যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না, প্রার্থনা করি, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে রক্ষা করুন।” যে ব্যক্তি এই বলিয়া এই সমুদায় দেবতার নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সমুদায় পাপ ও ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

৬৬১। বেদবেত্তা সর্ব্বপাপবিনাশক তপঃসিদ্ধ মহর্ষিগণের নাম ; মহর্ষি যবক্রীত, রৈভ্য, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, কণ্ব, মেধাতিথি ও বর্হী ইহাঁরা পূর্ব্বদিক্ ; মহর্ষি উন্মুচু, প্রমুচু, সুমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, মিত্রাবরুণপুত্র অগস্ত্য, দৃঢ়ায়ু ও ঊর্দ্ধবাহু ইহাঁরা দাক্ষিণদিক্ ; উষদগু ও তাঁহার সহোদরগণ, পরিব্যাধ, দীর্ঘতমা, গৌতম, কশ্যপ, একত, দ্বিত, ত্রিত, দুর্ব্বাসা ও সারস্বত ইহাঁরা পশ্চিমদিক এবং অত্রি, বশিষ্ঠ, শক্তি, বেদব্যাস, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, পরশুরাম, উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, কোহল, বিপুল, দেবল, দেবশর্ম্মা, ধৌম্য, হস্তিকশ্যপ, লোমশ, নাচিকেত, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা ও ভৃগুপুত্র চ্যবন ইহাঁরা উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

৬৬২। রাজর্ষিদিগের নাম ; মহারাজ নৃগ, যযাতি, নহুষ, যদু, পুরু, সগর, ধুন্ধুমার, দিলীপ, কৃশাশ্ব, যৌবনাশ্ব, চিত্রাশ্ব, সত্যবান্, দুষ্মন্ত, ভরত, চ্যবন, জনক, দৃষ্টরথ, রঘু, দশরথ, শ্রীরাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, দৃঢ়রথ, মহোদয়, অলর্ক, ঐল, দক্ষ, অম্বরীষ, কুকুর, রৈবত, কুরু, সংবরণ, মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, জহ্নু, বেণপুত্র পৃথু, মিত্রভানু, প্রিয়ঙ্কর, ত্রসদস্যু, শ্বেত, মহাভিষ, নিমি, অষ্টক, আয়ু, ক্ষুপ, কক্ষেয়ু, প্রতর্দ্দন, দিবোদাস, সুদাস, ঐল, নল, মনু, হবিধ্র, পৃষধ্র, প্রতীপ, শান্তনু, অজ, প্রাচীনবর্হি, ইক্ষ্বাকু, অনরণ্য, জানু, কক্ষ ও কক্ষসেন। যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে শুচি হইয়া এই সমুদায় ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মফল লাভ করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষির স্তব করিয়া এই প্রার্থনা করিবেন যে, আমি যে যে মহাত্মার স্তব করিলাম, তাঁহারা আমারে পুষ্টি, আয়ু, যশ ও স্বর্গপ্রদান করুন ; আমাকে যেন কখন শত্রুহস্তে নিপাতিত হইতে না হয় এবং আমি যেন ইহলোকে জয় ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারি।

৬৬৩। ব্যাধি দুই প্রকার : শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ। যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে ; ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয় ; ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয় ; হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়।

৬৬৪। কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না, সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয়সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়-ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ সমস্তই বিফল হয়। মমতা সংসারপ্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসম্বলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না ; আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসার-জালে জড়িত হইতে হয় ; অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঐ সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে

সমুৎপন্ন হয় ; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনাসহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

৬৬৫। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য নিষ্ফল করিয়া থাকি ; যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই ; যে ব্যক্তি বেদবেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি ; যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না ; যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্ব্বভূতের অবধ্য ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৬৬৬। মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ ও দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি নিরন্তর সুখলাভ করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় অতিকষ্টে উপলব্ধ হইলেও তাহা হইতে বারম্বার পতন হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা ও মোহপ্রভাবে সতত পাপে লিপ্ত হইয়া অতি কষ্টকর অশুভ গতি সমুদায় প্রাপ্ত হয় ; বারম্বার জন্মমৃত্যু ভোগ করিতে হয় ; বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য উপভোগ ও বিবিধ স্তনদুগ্ধ পান করিতে হয় ; বহুসংখ্য জনক জননী দৃষ্টিগোচর করে এবং বিবিধ সুখ ও বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কতবার প্রিয়বিচ্ছেদ ও অপ্রিয় সংযোগ উপস্থিত হয়। বহুযত্নে ধন সঞ্চয় করিয়াও তাহার উপভোগে বঞ্চিত হয় ; আত্মীয়স্বজন ও ভূপতিগণ বারম্বার অবমাননা করে ; কতবার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় ;

শতবার বধবন্ধনযাতনা অনুভব করে; কতবার নরকযন্ত্রণা, যমযন্ত্রণা ও জরাব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হয়; লৌকিক বিপদ্ সমুদায় কতবার আক্রমণ করে। এই রূপে বারম্বার বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিশেষে লোক-তন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধিমার্গ অবলম্বন করিলে, মনঃপ্রসাদনিবন্ধন সিদ্ধিলাভ করা যায়; ঐ সিদ্ধিপ্রভাবে আর এই সংসারে আগমন করিতে হয় না।

৬৬৭। জীব দেহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদায় আয়ুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমুদায় কার্য্যের ক্ষয় হইলেই তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। তখন সে বিপরীত-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করে; স্বীয় শরীরের অবস্থা, বল ও কাল পরিজ্ঞাত হইয়াও অধিক পরিমাণে অহিতকর বস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়; কোন দিন অতিভোজন ও কোন দিন একবারে ভোজন পরিত্যাগ করে; কখন অপেয় পান এবং অপরিমিত দুষ্ট অন্ন, আমিষ ও পরস্পরবিরোধী গুরুতর বস্তু সমুদায় ভোজনে আসক্ত হয়; কোন দিন ভুক্ত বস্তু জীর্ণ না হইতে হইতেই ভোজন করে; কোন দিন দিবসে নিদ্রিত হয়; কোন দিন কঠিন পরিশ্রম ও বারম্বার স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে; কোন দিন অনবরত বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন বাসনায় মলমূত্রাদির বেগ ধারণে প্রবৃত্ত হয় এবং কোন দিন অসময়ে ভোজন করিয়া শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে। জীব এইরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ প্রাণনাশক রোগ আসিয়া উহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ আয়ুঃক্ষয় হইলে কুপথ্যসেবনাদি অত্যাচার না করিয়াও বুদ্ধিভ্রংশনিবন্ধন উদ্বন্ধনাদি দ্বারা দেহত্যাগ করে।

৬৬৮। জীবাত্মার দেহত্যাগের সময় শরীরান্তর্গত উষ্মা বায়ুবেগবশত প্রকোপিত হইয়া দেহ উত্তপ্ত ও প্রাণ রুদ্ধ করিয়া সমুদায় মর্ম্মস্থান ভেদ করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা মর্ম্মভেদী বিষম যন্ত্রণায় সমাক্রান্ত হইয়া দেহ হইতে অপসৃত হয়।

৬৬৯। সমুদায় জীবই বারম্বার জন্মমরণের বশীভূত হইয়া থাকে। জীব মৃত্যুসময়ে যেরূপ কষ্টভোগ করে, তাহারে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গর্ভ হইতে বহিৰ্গত হইবার সময়ও সেইরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ সময় তীব্রবায়ু-প্রভাবে শীতে কম্পিত ও ক্লেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের পূর্ব্বপ্রভাব-

সময়ে শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ও অপানবায়ু উদ্ধগামী হইয়া দেহকে পরিত্যাগ করে। তখন সেই দেহ বিশ্রী বিচেতন এবং উষ্মা ও উচ্ছ্বাসবিহীন হইয়া মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। জীবাত্মা ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয়সমুদায়ের আস্বাদগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু উহা দ্বারা আহারসম্ভব প্রাণকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সনাতন জীবই শরীরের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করে। পণ্ডিতেরা শরীরের সন্ধিস্থান সমুদায়কে মর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায় মর্ম্ম ভিন্ন হইলে জীব ঐ সমুদায়কে পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিরে রুদ্ধ করে। বুদ্ধি রুদ্ধ হইলে জীবাত্মা সচেতন হইয়াও কোন বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় সমীরণ সেই নিরবিষ্ঠান জীবকে মহাবেগে চালিত করিতে থাকে। তখন জীবাত্মা সুদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহকে কম্পিত করিয়া উহা হইতে বিনির্গত হয়।

৬৭০। জীব দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় তাহারে পরিত্যাগ করে না। সে ঐ সমুদায় কর্ম্মে সমাবৃত হইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে। তখন জ্ঞানবান্ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ লক্ষণ দ্বারা উহারে পুণ্যবান্ বা পাপাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা অন্ধকারে উড্ডীয়মান খদ্যোতকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধ মহাত্মারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম, মরণ ও গর্ভপ্রবেশ দর্শন করিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে জীবের স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক এই ত্রিবিধ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ এই কর্ম্মভূমিতে শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানেই তাহার ফলভোগ করে; কেহ কেহ পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়া বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ অশেষ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অনন্তকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। জীব একবার নরকে নিপাতিত হইলে তাহার তাহা হইতে মোক্ষলাভ হওয়া নিতান্ত কঠিন; অতএব যাহাতে নরকে নিপতিত হইতে না হয়, এরূপ চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

৬৭১। যাঁহারা ইহলোকে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেহান্তে ঊর্দ্ধগামী হইয়া চন্দ্রসূর্য্য অথবা নক্ষত্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মক্ষয় হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই সেই স্থান হইতে নিপতিত হইতে হয়।

পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ বারম্বার ঐ সমুদায় স্থানে গমন ও ঐ সমুদায় স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গেও উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও নীচ এই ত্রিবিধ স্থান বিদ্যমান আছে; সুতরাং যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারাও আপনা অপেক্ষা অন্যের শ্রীদর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হন।

৬৭২। ইহলোকে ফলভোগ ব্যতীত শুভ বা অশুভ কার্য্যের ধ্বংস হয় না। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে দেহ প্রতিগ্রহ করিয়া তাহারে তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হয়। বনস্পতি হইতে যেমন ফলকালে বহুফল সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পুণ্যফল এবং দুষ্টান্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কার্য্যপ্রভাবে পরিণামে বহুতর পাপফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা মনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

৬৭৩। শোণিতমিশ্রিত শুক্র স্ত্রীজাতির গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুরূপ দেহে পরিণত হয়। পরে জীব সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। অতিশয় সূক্ষ্মতা ও অলক্ষ্যত্বনিবন্ধন তিনি কুত্রাপি লিপ্ত হন না। ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজস্বরূপ; প্রাণিগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে। তাম্রাদি ধাতু যেমন স্বর্ণরসে সিক্ত হইলে তাহার সমুদায় অঙ্গ সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হয়, লৌহপিণ্ডমধ্যে বহ্নি প্রবেশ করিলে যেমন তাহার সমুদায় অবয়ব উত্তপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলে সমুদায় শরীর জীবময় ও সচেতন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অন্ধকারসময়ে প্রজ্বলিত প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীব সমুদায় অঙ্গের পরিচালন করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক জন্মগ্রহণের পর জন্মান্তরীণ কার্য্যের ফলভোগ ও বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। এইরূপে জীব যতকাল মোক্ষধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ না হয়, ততকাল তাহার ফলভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য ক্ষয় ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

৬৭৪। দান, ব্রতচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাভ্যাস, শান্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, জীবের প্রতি দয়া, সরলতা, পরস্বাপহরণে নিস্পৃহতা, প্রাণিগণের অহিতচিন্তা

পরিত্যাগ, পিতামাতার শুশ্রূষা, দয়া, শুদ্ধতা এবং গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের পূজা প্রভৃতি শুভকার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠানই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়; ঐ ধর্ম্মপ্রভাবেই প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। দানাদি সদাচার সমুদায় সাধুদিগের নিকট নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সদাচারই সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যাঁহারা ঐ সদাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে কখন দুর্গতিভোগ করিতে হয় না। মানবগণ ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে একমাত্র সদাচার উপদেশ দ্বারাই তাহাদিগকে সৎপথে সমানীত করা যায়; অতএব সদাচারপরায়ণ হওয়া লোকের অবশ্য বিধেয়।'

৬৭৫। যোগী ব্যক্তিরা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কারণ উঁহারা যোগবলে অচিরাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিরা বহুকালে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। জীবগণ সকল জন্মেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মই আত্মার জীবরূপে পরিণত হইবার প্রধান কারণ।

৬৭৬। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শরীর ধারণপূর্ব্বক পরিশেষে অন্যান্য শরীরীর শরীর কল্পনা করিয়া এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করেন। তিনিই দেহের অনিত্যত্ব ও জীবের বিবিধ দেহপরিগ্রহের নিয়ম করিয়াছেন। শরীরীদিগের দেহকে ক্ষর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মারে অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই তিন পদার্থমধ্যে দেহ ও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

৬৭৭। জীবগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। যিনি এই জরামৃত্যু ও রোগের অধীন অচিরস্থায়ী শরীর ধারণ করিয়া সমুদায় জীবে সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে অবগত হইতে সমর্থ হন।

৬৭৮। যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম দেহাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তাশূন্য হইয়া ব্রহ্মে লীন হন; যিনি সকলের মিত্র, সর্ব্বসহিষ্ণু, শান্তিনিরত, বীতরাগ,

জিতেন্দ্রিয়, ভয়ক্রোধশূন্য ও অভিমানবিহীন; যিনি সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার এবং যিনি জন্ম, মৃত্যু, সুখদুঃখ, লাভ, অলাভ, প্রিয় ও অপ্রিয় সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন; যিনি কাহারও দ্রব্যে স্পৃহা এবং কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন; যাঁহার শত্রু ও মিত্র নাই; যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনই পরিত্যাগ করিতে পারেন; যিনি অপত্যস্নেহশূন্য; যিনি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক নহেন; যাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়; অপুনরাগমননিবন্ধন যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে; যিনি কাম্যকর্ম্মবিহীন; যিনি এই জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত জগৎকে অনিত্য বলিয়া আলোচনা করেন; যাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি নিরন্তর জাগরূক থাকে; যিনি সতত আত্মদোষ দর্শন করেন এবং যিনি অগন্ধ, অরস; অস্পর্শ, অশব্দ, অরূপ, অপরিগ্রহ, অনভিজ্ঞেয়, অহঙ্কারশূন্য, স্বয়ম্ভূ, নির্গুণ ও গুণভোক্তা পরমাত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হন, তিনি এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যিনি বুদ্ধিবলে দৈহিক ও মানসিক সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি দাহ্যপদার্থহীন অনলের ন্যায় নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বসংস্কারনির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপোবলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হইয়া সনাতন শাশ্বত নিত্য পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

৬৭৯। তীব্রতপোনুষ্ঠানসহকারে ইন্দ্রিয়সমুদায়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে চিত্তকে ধারণপূর্ব্বক মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। তপস্বী ব্রাহ্মণ যোগবলে সতত মন দ্বারা হৃদয়ে আত্মাকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন তিনি হৃদয়ে আত্মাকে যোগ করিতে পারিবেন, তখনই তিনি একাত্মমনে হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হইবেন। যেমন স্বপ্নযোগে অদৃষ্টচর বস্তু দর্শনপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলে পুনরায় তাহার জ্ঞানলাভ হয়, সেইরূপ সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মারে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মুঞ্জা হইতে ইষীকা নিষ্কাসনপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মারে পৃথক্ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যখন যোগী যোগবলে আত্মারে সম্যক্ নিরীক্ষণ করেন, তখন ত্রিলোকের অধিপতিও তাঁহার নিকট আধিপত্য করিতে পারেন না। তিনি ঐ সময়

স্বেচ্ছানুসারে অনায়াসে দেবগন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন। জরামৃত্যু শোক ও হর্ষ আর তাঁহারে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি দেবগণেরও দেবতা হইতে পারেন ও অচিরাৎ এই অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোকক্ষয় আরম্ভ হইলে তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হয় না। সমুদায় প্রাণী ক্লিশ্যমান হইলেও তাঁহার কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। সেই শান্তচিত্ত নিস্পৃহ যোগী সংসর্গ ও স্নেহসমুৎপন্ন ভয়ঙ্কর দুঃখ ও শোকপ্রভাবে কখনই বিচলিত হন না। শস্ত্রজাল তাঁহারে সংহার ও মৃত্যু তাঁহারে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহা অপেক্ষা এই জীবলোকে আর কাহারেই সুখী বলিয়া গণ্য করা যায় না। তিনি নিরুপাধিক আত্মাতে মনঃসংযোগপূর্ব্বক জরাজনিত দুঃখ পরিহার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যোগৈশ্বর্য্য উপভোগপূর্ব্বক যোগে শিথিলপ্রযত্ন হওয়া যোগীর কদাপি উচিত নহে। যোগীর যখন আত্ম-সাক্ষাৎকারলাভ হয়, তখন স্বয়ং সুররাজ ইন্দ্র উপস্থিত হইলেও তিনি তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। জীব শরীরের মধ্যে মূলাধার প্রভৃতি যে যে চক্রে অবস্থান করিবে, মনকে সেই সেই চক্রে সংস্থাপিত করা আবশ্যক; মনকে দেহের বহির্ভাগে স্থাপন করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। যখন জীব সেই মূলাধারাদিচক্রে সর্ব্বাত্মক ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করে, সেই সময় সে কদাচই বহির্ব্বিষয়ে সংসক্ত হয় না। সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া নিঃশব্দ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে একাগ্রচিত্তে দেহের অভ্যন্তরে পূর্ণব্রহ্মকে চিন্তা করাই যোগী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। সনাতন ব্রহ্ম শরীরের সমুদায় অংশেই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; অতএব তাঁহারে সর্ব্বাঙ্গে চিন্তা করাই আবশ্যক। আপনার গৃহমধ্যে বস্ত্র সঞ্চিত থাকিলে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক মনকে দেহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া অপ্রমাদে হৃদয়নিহিত পরমাত্মারে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এইরূপ নিরন্তর উদ্যোগসম্পন্ন ও প্রীতচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিলে অনতি-কালমধ্যেই তাঁহারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীব তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিলেই সূক্ষ্মদর্শিতা লাভ করিতে পারে। সেই পরমাত্মা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। মনঃস্বরূপ চক্ষু প্রদীপকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারে

প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাঁহার কর, চরণ চক্ষু, মুখ, মস্তক ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান এই বিশ্বের আদ্যন্তমধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, যোগী সর্ব্বাগ্রে দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত আত্মারে দর্শন করিবেন এবং তৎপরে সেই আত্মারে ব্রহ্মে লীন করিয়া চিত্তনিরোধপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলেই মোক্ষলাভ হয়।

৬৮০। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাত্মারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করা দেবগণের অভিপ্রেত নহে। সনাতন ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। জীব জ্ঞানমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। স্বধর্ম্মানুরত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাকুক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও আত্মদর্শনরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরমগতিলাভে সমর্থ হয়। এই ধর্ম্ম অপেক্ষা সুখকর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই অসার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করে, সে এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরাৎ পরমগতিলাভে সমর্থ হয়। ছয়মাসকাল প্রতিনিয়ত যোগসাধন করিলে যোগের ফললাভ হইয়া থাকে।

৬৮১। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা ও মোক্ষ এই চারিটি হোতা (চাতুর্হোত্র) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, মন ও বুদ্ধি এই সাতটির নাম করণ; ইহারা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংশয় ও নিশ্চয় এই সাতটির নাম কর্ম্ম; ইহারা পাপপুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ঘ্রাতা, ভক্ষয়িতা, দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা এই সাতটির নাম কর্ত্তা; ইহারা পূর্ব্বতন কর্ম্মানুরূপ শব্দাদির উৎপাদনকর্ত্তা জীব হইতেই উৎপন্ন হয়; আর ঐ ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা প্রভৃতি সাতজন যখন ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থান করে, তখন ঐ সাতজনকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঘ্রাণাদি ক্রিয়ার অভিমানপরিত্যাগই উহাদের উৎপত্তির কারণ।

৬৮২। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি মনুষ্যের শত্রু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বৃত্তিভেদে ঐ তিনটিই আবার নয় প্রকার হয়। প্রহর্ষ, প্রীতি ও

আনন্দ এই তিনটি সত্ত্বগুণের বৃত্তি; বিষয়বাসনা, ক্রোধ ও দেবাভিনিবেশ এই তিনটি রজোগুণের বৃত্তি; শ্রম, তন্দ্রা ও মোহ এই তিনটি তমোগুণের বৃত্তি; সর্ব্বশুদ্ধ এই তিনগুণের নয়টি বৃত্তি হইল। প্রশান্তস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে শমাদিরূপ শরসমূহ দ্বারা এই সমস্ত অন্তঃসত্ত্বার বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ বাক্য প্রভৃতি বাহ্যশত্রুদিগের বিনাশে যত্ন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল একটি দোষ আছে। ঐ দোষপ্রভাবে মনুষ্য কোন বিষয়েই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য উহার বশবর্ত্তী হইয়া সতত নীচ-কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কখনই উহা অনুধাবন করিতে পারে না। উহার প্রভাবেই জীব নানাপ্রকার অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ দোষের নাম লোভ; উহারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; ঐ লোভ হইতেই বিষয়তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং বিষয়তৃষ্ণা-প্রভাবেই চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সমগ্র রাজসগুণ অধিকার করিয়া পশ্চাৎ তামসগুণ সমুদায় প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সমুদায় গুণের প্রভাবেই বারম্বার জন্ম মৃত্যু স্বীকারপূর্ব্বক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করে; অতএব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্যে রাজত্বলাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব; স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

৬৮৩। বুদ্ধি প্রথম অরণীকাষ্ঠ এবং গুরু দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠস্বরূপ; বেদান্ত শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঐ উভয় কাষ্ঠ মথিত হইলে ঐ কাষ্ঠদ্বয় হইতে জ্ঞানাগ্নির উদ্ভব হয়।

৬৮৪। জীব নির্গুণ ও দেহপরিশূন্য; কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রমবশত উঁহারে সগুণ ও দেহযুক্ত বলিয়া গণনা করে। অজ্ঞানরত ব্যক্তিরা ভ্রমবশত আত্মারে অঙ্গবান্ বলিয়া জ্ঞান করে; কিন্তু ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যাস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীরা শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মারে পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যে মহাত্মারা মোক্ষধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েরই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই। ইহলোকে সাধ্যানুসারে পৃথিব্যাদি যত প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত পদার্থ জ্ঞাত হইতে পারা

যায়, তৎসমুদায়ই অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায় উত্তমরূপে অবগত হইয়া পরি শেষে যে পদার্থকে ঐ সমুদায়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইবে, তা [illegible] না। শমদমাদি অভ্যাসনিবন্ধনই ঐ পরম-পদার্থের সাক্ষাৎ [illegible] হইয়া [illegible];

৬৮৫। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা জীবিত থাকে। উহারা কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের নিত্যমুক্ত স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মমৃত্যুভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। সত্য স্বভাবত নির্গুণ; যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহারে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা নিত্য যে শমপরায়ণ ক্রোধশূন্য সন্তাপ-বিমুক্ত ও ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রথম, গার্হস্থ্য দ্বিতীয়, বানপ্রস্থ তৃতীয় ও সন্ন্যাস চতুর্থ। যে কাল পর্য্যন্ত যোগীদিগের আত্মজ্ঞানলাভ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্যোতিঃ, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন রূপ দর্শন করেন; কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভ হইলে আর তাঁহাদিগের বিভিন্ন জ্ঞান থাকে না। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই প্রভাসিত হইতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই তিনটিই মোক্ষসাধক প্রধান ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই ঐ ধর্ম্মত্রয়ে অধিকার আছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সমুদায় বর্ণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে; পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধারে ঐ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুব্যক্তিরা সৎকর্ম্মসহকারে ঐ সমুদায় পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ব্রতপরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্যতম আশ্রয় করেন, তিনি কালসহকারে মুক্ত হইয়া প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু দর্শনে সমর্থ হন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবাত্মা এই পঞ্চবিংশতিরে তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে আর কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ফলত যিনি ঐ সমুদায় তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সবিশেষ অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না; তিনি সমুদায় বন্ধন হইতে বিমুক্ত

হইয়া সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। ঐ সমুদায়ের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী অবিনাশী ও স্থির; আর যখন সেই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয় অবস্থানপূর্ব্বক জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে; মন ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বিষয় সমুদায় অভিব্যক্ত করিয়া দেয়; বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিবশত এই পুরকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক তিনটি প্রণালী স্ব স্ব বিষয় প্রবাহিত করিয়া এই পুরমধ্যস্থ জীবাত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকে। যেস্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ঐ গুণত্রয় অপেক্ষা পারহীন নহে। যেস্থানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, সেস্থানে রজ ও তমগুণের এবং যেস্থানে রজোগুণের বা তমোগুণের আধিক্য হয়, সেস্থানে সত্ত্বগুণের হীনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তমোগুণের হ্রাস হইলেই রজোগুণ প্রকাশিত ও রজোগুণের হ্রাস হইলেই সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক; উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; উহার প্রভাবেই মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং উহার প্রাদুর্ভাব দর্শনে মনুষ্যকে পরমাত্মা বলিয়া পরিগণিত করা যায়। রজোগুণ সৃষ্টির কারণস্বরূপ; উহা প্রথমত আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমুদায় উৎপন্ন করিয়া তৎপরে তৎসমুদায় হইতে পৃথিব্যাদি স্থূলভূত সমুদায় উৎপাদন করে। রজোগুণ সকল ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছে; দৃশ্য পদার্থ সমুদায়ই এইগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক; ইহার প্রভাবে জীবের গর্ব্বরাহিত্য ও শ্রদ্ধাশীলতা জন্মে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চিতত্তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসৎবিবেক-রাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথাচিন্তা, অসরলতা,

কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচ কর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান ও অতিথি প্রভৃতিরে দান না করিয়া ভোজন এইগুলি তমোগুণের কার্য্য। যে সকল পাপাত্মা ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা অতিক্রম করে, তাহাদিগকেই তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ তামসপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট, পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু এবং উন্মত্ত, বধির, মূক ও অন্যান্য পাপরোগাক্রান্ত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাদিগের মনোবৃত্তি নিতান্ত নিকৃষ্ট, তাহারাই তামস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। স্বকর্ম্মনিরত শুভার্থী ব্রাহ্মণেরা মূকাদি তামসপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগকে বৈদিক সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিলে উহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যাহারা তামসপ্রকৃতিপ্রভাবে পশুপক্ষী প্রভৃতির দেহ পরিগ্রহ করে, তাহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে নিহত হইলে প্রথমত চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তৎপরে সেই সমস্ত যোনি হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার পরজন্মে অপকৃষ্ট যোনি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি পাঁচ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অবিবেকরূপ তম, চিত্তবিভ্রমাত্মক মোহ, বিষয়াসক্তিরূপ মহামোহ, ক্রোধাত্মক তামিস্র ও মৃত্যুসংজ্ঞক অন্ধতামিস্র। ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরা কখনই উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে, সে কদাপি উহাতে অভিভূত হয় না।

৬৮৬। সন্তাপ, রূপদর্শন, আয়াস, সুখ, দুঃখ, শীত গ্রীষ্মের অনুভব, ঐশ্বর্য্য, নিগ্রহ, সন্ধি, হেতুবাদ, রতি, ক্ষমা, বল, শৌর্য্য, মদ, রোষ, ব্যায়াম, কলহ, ঈর্ষা, ইচ্ছা, খলতা, অভিমমতা, পরিবারপোষণ, বধ, বন্ধন, ক্লেশ, ক্রয়, বিক্রয়, ভেদ, ছেদ ও বিদারণের চেষ্টা, মর্ম্মপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, আক্রোশ, পরচ্ছিদ্রানুসরণ, ইহলোক ও পরলোকের চিন্তা, মাৎসর্য্য, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, লাভপ্রত্যাশায় দান, বিষয়ানুরাগ, নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা, প্রতাপ; আক্রমণ, পরিচর্য্যা, আজ্ঞাপালন, সেবা, বিষয়তৃষ্ণা, পরাশ্রয়গ্রহণ, ব্যবহার, রচনাকৌশল, নীতি, প্রমাদ, পরিবাদ, স্বীকার, স্ত্রী পুরুষ দ্রব্য ও গৃহের সংস্কার,

অবিশ্বাস, ব্রত, নিয়ম, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠাদি ফলজনক কার্য্য, স্বাহাকার, নমস্কার, স্বধাকার, বষট্‌কার, যাজনা, অধ্যাপন, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, মাঙ্গল্যকর্ম্ম, বিষয়াভিলাষ, অনিষ্টাচরণ, মায়া, প্রবঞ্চনা, গৌরব, চৌর্য্য, হিংসা, পরিতাপ, রাত্রিজাগরণ, দম্ভ, দর্প, অনুরাগ, ভক্তি, প্রীতি, প্রমোদ, অক্ষক্রীড়া, অখ্যাতি, স্ত্রৈণতা এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্তি এই সমুদায় গুণ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সমুদায় ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভূত, ভব্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের চিন্তা করে এবং যাহারা নিরন্তর কামনাযুক্ত হইয়া বিবিধ বিষয়ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদায় চরিতার্থ করে, তাহাদিগকেই রাজস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উহারা বারম্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকামনায় দান, প্রতিগ্রহ, তর্পণ ও হোমপ্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আর কখনই ঐ সমুদায়ে লিপ্ত হইতে হয় না।

৩৮৭। আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অতন্দ্রিতা, অনৃশংসতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যনিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্ম্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন এই সমুদায় কার্য্য সত্ত্বগুণ হইতে সমুৎপন্ন হয়। যে সমুদায় ব্রাহ্মণ ঐ সমুদায় অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান, ব্যবহার, সেবা, আশ্রম, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ব্রত, প্রতিগ্রহ, ধর্ম্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তি-পরায়ণ হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধুদর্শী। সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মারাই রাজস ও তামস কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে ঐশ্বর্য্যশালী, স্বাধীন ও ক্ষুদ্রকায় হইতে সমর্থ হন। উঁহাদিগকে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং উঁহারা স্বর্গারূঢ় হইয়া অভিলষিত দ্রব্যসমুদায় লাভ ও অন্যের সুখসাধন করিয়া থাকেন। ইহাই পরম পবিত্র সর্ব্বভূতের হিতকর সত্ত্বগুণের কার্য্য। যে ব্যক্তি এই গুণ

বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি অনায়াসে সমুদায় অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত ও বিষয়ে নির্লিপ্ত হইতে সমর্থ হন।

৬৮৮। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং উহাদিগকে কথনই পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। উহারা নিরন্তর পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণসত্ত্বে তমোগুণ এবং তম ও সত্ত্বগুণসত্ত্বে রজোগুণ কদাচ তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে; কেবল জন্মান্তরীণ পুণ্যপাপনিবন্ধন প্রাণিগণের দেহে উহাদিগের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণের তমোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের রজ ও সত্ত্বগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের রজোগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও সত্ত্বগুণের এবং দেবগণের সত্ত্বগুণ অধিক, এই নিমিত্ত উহাদিগের তম ও রজোগুণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে শব্দাদি বিষয়সমুদায় প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণের তুল্য পরমধর্ম্মের সাধন আর কিছুই নাই। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের উৎকৃষ্ট গতি, রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের মধ্যম গতি ও তমোগুণসম্পন্ন মনুষ্যদিগের অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। তমোগুণ শূদ্রকে, রজোগুণ ক্ষত্রিয়কে এবং সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; কিন্তু উহাদিগের মিশ্রভাবনিবন্ধন কথন কথন ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হইয়া থাকে। সূর্য্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য, তস্করসমূহে তমোগুণের আধিক্য এবং আতপতাপিত পথিকগণে রজোগুণের আধিক্য বিদ্যমান থাকে; এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলে তস্করগণ ভীত এবং পথিকগণ সমধিক দুঃখিত হয়। সূর্য্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণ, তাপ রজোগুণ এবং রাহুকৃত গ্রাস তমোগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রকাশ ও অপ্রকাশনিবন্ধন পর্য্যায়ক্রমে গুণত্রয়ের প্রকাশ ও অপ্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থাবরসমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু উহারা রজ ও সত্ত্বগুণে একবারে বিরহিত নয়। মধুরাদি রস উহাদিগের রজোগুণ এবং স্নেহপদার্থ উহাদিগের সত্ত্বগুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দিবা,

রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতিকাল এবং দান, যজ্ঞ, স্বর্গাদি লোক, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ত্রৈকালিক বিষয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং প্রাণ, অপান ও উদানাদি বায়ু এই সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক। বস্তুত ইহলোকে যে সমুদায় পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়েই তিনগুণ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মচিন্তানিরত পণ্ডিতেরা প্রকৃতিরে তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অনূ্ন, অকম্প অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ ও ত্রিগুণাত্মক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতির এই সমুদায় নাম ও সত্ত্বাদি গুণের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বগুণ বিমুক্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

৬৮৯। প্রকৃতি হইতে প্রথমত মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে; ঐ মহত্তত্ত্বকে সমুদায় সৃষ্টির আদি সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। লোকে উঁহারে মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ মহত্তত্ত্বকে সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারে কখনই মুগ্ধ হইতে হয় না। ঐ মহত্তত্ত্বের হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ ও কর্ণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উনি সমুদায় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ মহাপ্রভাবসম্পন্ন মহত্তত্ত্ব সকলের হৃদয়েই বিদ্যমান রহিয়াছেন। উনি অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশান, অব্যয় ও জ্যোতিস্বরূপ।

৬৯০। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে; উহা দ্বিতীয় সৃষ্টি। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে; উহা চেতনাযুক্ত হইলেই প্রজাসৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি নামে অভিহিত হয়; উহা হইতেই ইন্দ্রিয়, মন ও ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। "অহং" এই অভিমানকেই অহঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞে নিরত অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ ঐ অহঙ্কারে লীন হইয়া থাকেন। জীব বিষয়ভোগে অভিলাষী হইলে তামস অহঙ্কার পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও গন্ধাদি পঞ্চগুণের সৃষ্টি, সাত্ত্বিক অহঙ্কার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া জীবের দর্শনাদি ক্রিয়াসম্পাদন এবং রাজস অহঙ্কার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সৃষ্টি করিয়া উঁহার সন্তোষসাধন করিয়া থাকে।

৬৯১। অহঙ্কার হইতে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে। ঐ মহাভূত সমুদায়েরই নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল সমুপস্থিত হয়। ঐ সময় যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সেই মহাভূত তৎসমুদায়েই বিলীন হইয়া থাকে। এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় ভূত বিলীন হইলেও অমরণজ্ঞানযুক্ত যোগিগণের লয় হয় না; উঁহারা সূক্ষ্মশরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। শব্দাদি বিষয় সমুদায় সূক্ষ্ম; এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদিগের ধ্বংস হয় না; সুতরাং উহাদিগকে নিত্য, আর স্থূলপদার্থসমুদায়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ম্ম-সমুৎপন্ন, মাংসশোণিতসংযুক্ত, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য শরীর সমুদায় স্থূল পদার্থ এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু আর বাক্য, মন ও বুদ্ধি এই কয়েকটি অন্তরস্থিত পদার্থ সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন ও বুদ্ধিরে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি অনায়াসেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন।

৬৯২। অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য ও মন এই একাদশটিকে ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি এই ইন্দ্রিয়সমুদায়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার হৃদয়েই পরমপদার্থ পরব্রহ্ম উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। ঐ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের মধ্যে নেত্রকর্ণাদি পাঁচটিরে জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদাদি পাঁচটিরে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনকে জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে সকল পণ্ডিত এই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতালাভে সমর্থ হন।

৬৯৩। আকাশ প্রথম ভূত; কর্ণ উহার অধ্যাত্ম, (ইন্দ্রিয়) শব্দ উহার অধিভূত, (বিষয়) এবং দিক্ সমুদায় উহার অধিদেবতা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। বায়ু দ্বিতীয় ভূত; ত্বক্ উহার অধ্যাত্ম, স্পর্শ উহার অধিভূত এবং বিদ্যুৎ উহার অধিদেবতা। তেজ তৃতীয় ভূত; চক্ষু উহার অধ্যাত্ম, রূপ উহার অধিভূত এবং সূর্য্য উহার অধিদেবতা। জল চতুর্থ ভূত; জিহ্বা উহার অধ্যাত্ম, রস উহার অধিভূত এবং চন্দ্র উহার অধিদেবতা। পৃথিবী পঞ্চম ভূত; ঘ্রাণ উহার অধ্যাত্ম, গন্ধ উহার অধিভূত এবং বায়ু উহার অধিদেবতা।

৬৯৪। চরণ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান উহার অধিভূত ও বিষ্ণু উহার অধিদেবতা। পায়ু অধ্যাত্ম, পুরীষ পরিত্যাগ উহার অধিভূত ও মিত্র উহার অধিদেবতা। উপস্থ অধ্যাত্ম, শুক্র উহার অধিভূত ও প্রজাপতি উহার অধিদেবতা। হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ম্ম উহার অধিভূত ও ইন্দ্র উহার অধিদেবতা। বাক্য অধ্যাত্ম, বক্তব্য উহার অধিভূত ও বহ্নি উহার অধিদেবতা। মন অধ্যাত্ম, সঙ্কল্প উহার অধিভূত ও চন্দ্রমা উহার অধিদেবতা। অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান উহার অধিভূত ও রুদ্র উহার অধিদেবতা। বুদ্ধি অধ্যাত্ম, মন্তব্য উহার অধিভূত ও ব্রহ্মা উহার অধিদেবতা।

৬৯৫। জীবগণের জল, স্থল ও আকাশ এই তিন প্রকার ভিন্ন অন্য কোন বাসস্থান নাই; উহারা অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকারে বিভক্ত রহিয়াছে; ঐ চারি প্রকার জীবমধ্যে পক্ষী ও সরীসৃপগণ অণ্ডজ কৃমিগণ স্বেদজ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জ এবং মনুষ্য ও চতুষ্পাদ প্রাণিগণ জরায়ুজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার; তপস্বী ও যাজ্ঞিক। বৃদ্ধজনেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই বৃদ্ধানুশাসন বিলক্ষণরূপে অবগত হন, তাঁহার পাপের লেশমাত্র থাকে না।

৬৯৬। পণ্ডিতেরা গুণবিহীন, অভিমানশূন্য, অভেদদর্শী ব্রাহ্মণের সুখকে সর্ব্বসুখের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কূর্ম্ম যেমন দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গসমুদায় সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ যে মহাত্মা রজোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় কামনা সমুদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি, বিষয়তৃষ্ণাবিহীন, সমাহিত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ হইয়া কামনা সমুদায় সংযমিত করিতে সমর্থ হন, তিনিই ব্রহ্মের স্বরূপত্বলাভ করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারাই নিঃশঙ্ক মহাত্মাদিগের বিজ্ঞানানল প্রজ্বলিত হয়। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশনের জ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রোধ দ্বারা পরমাত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। যোগপরায়ণ মহাত্মা যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্মহৃদয়ে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে পারেন, তখনই তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে অগ্নি বর্ণরূপে,

সলিল শোণিতাদিরূপে, বায়ু ত্বক্‌রূপে, পৃথিবী অস্থি ও মাংসাদিরূপে এবং আকাশ শ্রবণরূপে অবস্থান করে। ঐ দেহে রোগ, শোক, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্রোত, নবদ্বার, ত্রিগুণ ও তিন ধাতু সতত বিদ্যমান থাকে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং উহা বিনশ্বর বুদ্ধির অধীন, ব্যাধিসমাক্রান্ত ও মলিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অমরগণসম্বলিত সমুদায় জগতের উৎপত্তি, বিনাশ ও বোধের কারণস্বরূপ কালচক্র ঐ শরীরের উদ্দেশেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্য ঐ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অপরিহার্য্য কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, অভিদ্রোহ ও মিথ্যাপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনিই হৃদয়াকাশে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন। যোগশীল ব্যক্তি হৃৎপদ্মে মনকে সংস্থাপিত করিয়া পরমাত্মারে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র দীপ হইতে শত শত দীপ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র পরব্রহ্মের প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিবিধ রূপের আবিভাব হইয়া থাকে। ঐ মহাত্মা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের হৃদয় ও আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রাহ্মণ, সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, পিতৃলোক, পক্ষী, রাক্ষস, ভূত ও মহর্ষিগণ নিরন্তর উঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

৬৯৭। রজোগুণযুক্ত ক্ষত্রিয় মনুষ্যগণের; হস্তী বাহনগণের; সিংহ বনজন্তুগণের; মেষ গ্রাম্য পশুগণের; সর্প গর্ত্তবাসীদিগের; বৃষভ গোসমুদায়ের; পুরুষ স্ত্রীসমূহের, বট, জম্বু, অশ্বত্থ, শাল্মলি, শিংশপ, মেষশৃঙ্গ ও কীচকবেণু বৃক্ষসমুদায়ের; হিমালয়, পারিপাত্র, সহ্য, বিন্ধ্য, ত্রিকূট, শ্বেত, নীল, ভাস, কোষ্ঠবান্, গুরুস্কন্ধ, মহেন্দ্র ও মাল্যবান্ পর্ব্বতদিগের; সূর্য্য উষ্ণপদার্থ গ্রহসমুদায়ের; চন্দ্র ওষধি, ব্রাহ্মণ ও নক্ষত্রসমূহের; যম পিতৃলোকের; সাগর নদীগণের; বরুণ জলজন্তুদিগের; অগ্নি পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়ের; বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের; বিষ্ণু বলবান্‌দিগের; ত্বষ্টা রূপসমুদায়ের; শিব প্রাণিগণের; যজ্ঞ দীক্ষিত দেবতাদিগের; উত্তরদিক্ দিক্‌সমুদায়ের; কুবের রত্নসমুদায়ের এবং প্রজাপতিগণ প্রজাগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবতী পার্ব্বতীরে কামিনীগণের মধ্যে এবং অপ্সরোগণকে

যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। ব্রহ্মা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী আর কেহই নাই। ব্রহ্মময় বিষ্ণু, দেবতা, নর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, রাক্ষস ও দানব প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর ঈশ্বর ও নারদাদি যোগিগণের পরম ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। ব্রাহ্মণ উঁহারে সতত হৃদয়মধ্যে দর্শন করিয়া পরমসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

৬৯৮। অহিংসা পরমধর্ম্মের, হিংসা অধর্ম্মের, অকস্মাৎ আবির্ভাব দেবতাদিগের, যজ্ঞাদিকর্ম্ম মনুষ্যগণের, শব্দ আকাশের, স্পর্শ বায়ুর, রূপ তেজের, রস জলের, গন্ধ ধরিত্রীর, বর্ণাত্মক শব্দ বাক্যের, সংশয় মনের, নিশ্চয় বুদ্ধির, ধ্যান চিত্তের, স্বপ্রকাশকত্ব জীবের, প্রবৃত্তি কাম্যকর্ম্মের ও সন্ন্যাস জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। যিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই মোহ, জরা, মৃত্যু ও সুখদুঃখাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভে সমর্থ হন।

৬৯৯। গন্ধ পৃথিবীর গুণ; উহা নাসিকাস্থিত বায়ুর সাহায্যে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাত হইয়া থাকে। রস জলের গুণ; উহা জিহ্বাস্থিত চন্দ্রের সাহায্যে জিহ্বা দ্বারা আস্বাদিত হয়। রূপ তেজের গুণ; উহা নেত্রস্থিত আদিত্যের সাহায্যে নেত্র দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্পর্শ বায়ুর গুণ; উহা ত্বক্‌স্থিত বায়ুর সাহায্যে ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। শব্দ আকাশের গুণ; উহা কর্ণস্থিত দিক্‌সমুদায়ের সাহায্যে কর্ণ দ্বারা শ্রুত হইয়া থাকে। চিন্তা মনের গুণ; উহা হৃদয়স্থিত জীবের সাহায্যে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৭০০। দিবস রাত্রির, শুক্লপক্ষ মাসের, শ্রবণা নক্ষত্রসমুদায়ের, শিশির ঋতুনিচয়ের, ভূমি গন্ধের, জল রসের, তেজ রূপের, বায়ু স্পর্শের, আকাশ শব্দের, সূর্য্য জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের, অগ্নি দৃশ্য ভূতত্রয়ের, সাবিত্রী বিদ্যাসমুদায়ের, প্রজাপতি দেবগণের, ওঁকার বেদসকলের, প্রাণবায়ু বাক্যের, গায়ত্রী ছন্দের, সৃষ্টির পূর্ব্বকাল প্রজাগণের, গাভী চতুষ্পাদদিগের, ব্রাহ্মণ মনুষ্যসমুদায়ের, শ্যেন পক্ষীদিগের, আহুতি যজ্ঞসমুদায়ের, সর্প সরীসৃপগণের, সত্যযুগ সমুদায় যুগের, সুবর্ণ সমুদায় রত্নের, যব ওষধিনিচয়ের, অন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যের, জল দ্রব দ্রব্য ও পানীয়সমুদায়ের, ব্রহ্মার নিবাসস্থান প্লক্ষ পাদপ

স্থাবরসমুদায়ের, ব্রহ্মা প্রজাপতিদিগের, অচিন্ত্যাত্মা স্বয়ম্ভু ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার, সুমেরু পর্ব্বতগণের, পূর্ব্বদিক্ দিক্‌সমুদায়ের, গঙ্গা নদীগণের, সাগর জলাশয় সকলের, ভগবান্ বিষ্ণু দেব, দানব, ভূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, নর, কিন্নর ও যক্ষগন্ধর্ব্বসম্বলিত সমুদায় জগতের এবং গার্হস্থ্য সমুদায় আশ্রমের আদি। প্রকৃতি সমুদায় লোকের আদি ও অন্তস্বরূপ। সূর্য্যের অস্তগমনসময় দিবসের, সূর্য্যের উদয়কাল রাত্রির, সুখ দুঃখের, দুঃখ সুখের, ক্ষয় সঞ্চিত বস্তুর, পতন উন্নত বস্তুর, বিয়োগ সংযোগের এবং মরণ জীবিতকালের অন্ত। ইহলোকে কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে; উৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ধ্বংস হইবে। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও নিয়ম সমুদায়ের ফলও কালক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানের কথনই ধ্বংস হয় না। প্রশান্তচিত্ত জিতেন্দ্রিয় অহঙ্কারবিহীন মহাত্মারা ঐ জ্ঞানপ্রভাবেই সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

৭০১। যিনি রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় হইতে অতীত, মুনিগণ তাঁহারেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ প্রধানের অপর নাম প্রকৃতি; প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে। শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ঐ পঞ্চ মহাভূতের গুণ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত ইহারা সকলেই কার্য্য ও কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে কোন ভূতই মনের অগোচর নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর গুণ; তন্মধ্যে গন্ধ সুখকর, দুঃখজনক, মধুর, অম্ল, কটু, দূরগামী, মিশ্রিত, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও বিশদ এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই চারিটি জলের গুণ; তন্মধ্যে রসকে পণ্ডিতেরা মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় ও লবণ এই ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; তন্মধ্যে রূপ শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, পীত, অরুণ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও বর্ত্তুল এই দ্বাদশবিধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ; তন্মধ্যে স্পর্শকে রুক্ষ, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, দারুণ ও মৃদু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ; ঐ শব্দ ষড়্‌জ,

ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, সুখকর, অসুখকর ও দৃঢ় এই দশবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশ সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ; ঐ আকাশ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সনাতন পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যের বিধিজ্ঞ, অধ্যাত্মকুশল ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন, তিনিই সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে পারেন।

১০২। আত্মাই ভূতগণের সৃষ্টিসংহারের কারণ; বিবেকজা প্রজ্ঞা আত্মার ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; সারথি যেমন অশ্বগণকে প্রেরণ করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমুদায়, মন ও বুদ্ধি ইহারা সকলেই আত্মার ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। দেহাভিমানী জীব ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসংযুক্ত বুদ্ধিরূপ প্রতোদযুক্ত মনোরূপ সারথিসম্পন্ন দেহময় রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র ধাবমান হইয়া থাকে। যখন ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমুদায় মনোরূপ সারথি কর্ত্তৃক বুদ্ধিরূপ প্রতোদ দ্বারা বশীভূত হয়, তখনই ঐ দেহরূপ রথ জীবের ব্রহ্মময়ত্বনিবন্ধন ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যিনি এইরূপে ব্রহ্মময় রথের বিষয় অবগত হইতে পারেন, তিনি কদাচ মোহপ্রাপ্ত হন না। কি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল পদার্থ, কি প্রকৃত্যাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, সমুদায় পদার্থই পরব্রহ্মস্বরূপ। ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি; জীবাত্মা উঁহাতেই পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন। প্রলয়কালে অগ্রে স্থাবরাদি বাহ্যপদার্থ সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ ভূতকৃত গুণ শব্দাদি সমুদায় বিলীন হইয়া যায় এবং পরিশেষে সূক্ষ্মদেহাবন্ধক পঞ্চভূতের লয় হয়। দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতই সৃষ্ট হইয়া থাকেন। যজ্ঞাদি বা ব্রহ্মাদি উঁহাদিগের সৃষ্টির মূল কারণ নহেন। মরীচি প্রভৃতি ভূতস্রষ্টা মহর্ষিগণ মহাভূত হইতে বারম্বার উৎপন্ন হইয়া সাগরোত্থিত ঊর্ম্মিমালার ন্যায় যথা সময়ে মহাভূতেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুক্ত ব্যক্তি সূক্ষ্ম ভূত হইতেও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। ভগবান্ প্রজাপতি তপোবলে মন দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলেই দেবলোক

প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলমূলাশী তপঃসিদ্ধ মহাত্মারা ক্রমশ সঙ্কল্প দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্য দর্শন করিয়া থাকেন। আরোগ্য, ঔষধ ও বিবিধ বিদ্যা তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধ হয়। ফলত সিদ্ধিলাভ তপস্যারই আয়ত্ত; যে বিষয় নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, দুর্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ, তৎসমুদায়ই তপোবলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তপোবলকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘ্ন, সুবর্ণচৌর্য্য-নিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরা তপঃপ্রভাবেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মনুষ্য, পিতৃলোক, দেবতা, পশুপক্ষী ও বৃক্ষপ্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমুদায় তপঃপরায়ণ হইয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। দেবগণ তপোবলেই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যাঁহারা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া সকাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরহঙ্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্যানযোগ দ্বারা মমতাশূন্য হন, তাঁহারা মহত্তত্ত্ব প্রাপ্ত হন; আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভপূর্ব্বক, ধ্যানযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই পূর্ণানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। যাহারা ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইয়া উহার সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইতে হইতেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতে প্রবেশ করিয়া থাকেন; উহাঁদিগকে পুনরায় প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমত অজ্ঞানে আবৃত হইতে হয়; পরিশেষে উহাঁরা রজ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপত্বলাভ করেন। যিনি সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চিত্ত হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া সংযতভাবে মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহারই নাম মন; ইহা পরম রহস্য। প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদায়কে জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; গুণানুসারে এই সমুদায়ের লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। মমতা মৃত্যু, নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানবান্ মহাত্মারা কখনই কর্ম্মের প্রশংসা করেন না; কেবল মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরাই কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কর্ম্মপ্রভাবেই জীবাত্মা পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গশরীরে সমাক্রান্ত হন। বিদ্যাশক্তি ঐ ষোড়শাত্মক লিঙ্গশরীরকে গ্রাস করিলেই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কেবল সেই একমাত্র পুরুষকে

দর্শন ও আশ্রয় করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যথার্থ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারে বিরত হইয়া থাকেন। পুরুষ বিদ্যাময়; উহাঁরে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যে ব্যক্তি জিতচিত্ত হইয়া সেই অক্ষর সনাতন পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। ফলত ইন্দ্রিয়সংযমাদি দ্বারা অপরাজিত অকৃত্রিম পরাৎপর পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বভূতে মিত্রভাব প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সুদৃঢ় করিয়া হৃদপদ্মে নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহারাই অলৌকিক পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই মনুষ্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মপ্রসাদই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের পরম গতি; যোগিগণ ঐ আত্মপ্রসাদপ্রভাবে অতীত ও অনাগত কর্ম্মসমুদায় অনায়াসে দর্শন করিয়া থাকেন। ফলত নিবৃত্তিধর্ম্মই বিষয়রাগবিহীন জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরম গতি, পরম ধর্ম্ম, পরম লাভ ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট কার্য্য। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও নিস্পৃহ হইতে পারেন, তিনিই ঐ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

১০৩। কীটপতঙ্গদিগেরও ভার্য্যার ভরণপোষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পত্নীর দয়াতেই পুরুষের শরীর রক্ষা হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, শুশ্রূষা, সন্তান ও পিতৃকার্য্য সমুদায়ই ভার্য্যার অধীন। যে ব্যক্তি ভার্য্যারে রক্ষা করিতে না পারে, তাহারে ইহলোকে অযশ ও পরলোকে ঘোরতর নরকভোগ করিতে হয়।

১০৪। স্ত্রীজাতির সত্য, রতি, ধর্ম্ম, স্বর্গ ও অন্যান্য অভিলষিত বিষয় সকলই পতির আয়ত্ত; পতিই স্ত্রীগণের পরমদেবতা। পতি ভার্য্যার রক্ষানিবন্ধন পতি, ভরণনিবন্ধন ভর্ত্তা ও পুত্রপ্রদাননিবন্ধন বরদ বলিয়া গণনীয় হইয়াছেন।

১০৫। ক্ষুধা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান, ধৈর্য্য ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে ব্যক্তি বুভুক্ষারে জয় করিতে পারেন, তিনিই স্বর্গ জয় করিতে সমর্থ হন।

৭৩৮। যে ব্যক্তির দানে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কখনই অবসন্ন হয় না। পুত্রকলত্রের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে যিনি দান করেন, তাঁহার বিপুল পুণ্যলাভ হয়। মনুষ্য ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে উহা দান করিলে মহাফল লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান; লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ; মোহান্ধ ব্যক্তিরা উহাতে গমন করা দূরে থাকুক, উহা দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। তপোনুষ্ঠাননিরত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যথাশক্তি দান করিয়া অনায়াসে উহা দর্শন ও উহাতে গমন করিতে পারেন। যাহার সহস্র সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে শত সুবর্ণ প্রদান করিয়া যে ফল লাভ করে; যাহার শত সুবর্ণ সঞ্চিত থাকে, সে দশ সুবর্ণ প্রদান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে; আর যাহার কিছুমাত্র ধন সঞ্চিত নাই, সে উপযুক্ত পাত্রে এক অঞ্জলি জল দান করিলেও উহাদের তুল্য ফললাভে সমর্থ হয়। ন্যায়লব্ধ শ্রদ্ধাপূত অল্পমাত্র বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের যেরূপ প্রীতিসাধন করা যায়, অন্যায়লব্ধ মহামূল্য প্রভূত বস্তু দান করিয়াও তাঁহার তদনুরূপ প্রীতিসাধন করা যায় না। মনুষ্য কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পুণ্যলাভ করিতে পারে না। সাধু ব্যক্তিরা ন্যায়োপার্জ্জিত বস্তু দ্বারা যেরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, ভূপতিগণ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদনুরূপ ফললাভে সমর্থ হন না। মনুষ্য ক্রোধপ্রভাবে দানফলে বঞ্চিত ও লোভপ্রভাবে স্বর্গলাভে অসমর্থ হইয়া থাকে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে দান করিয়া অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হন।

৭০৭। যজ্ঞই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গর্ব্ব করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অসংখ্য মহর্ষি যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া কেবল তপস্যাপ্রভাবেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সর্ব্বভূতে অহিংসা, সন্তোষ, সুশীলতা, সরলব্যবহার, তপস্যা, ইন্দ্রিয়পরাজয় ও সত্য এই সমুদায়ের মধ্যে কোনটিই যজ্ঞ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

৭০৮। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি যেন দূরদর্শী হইয়াও সহসা সংশয়াত্মক কার্য্যের মীমাংসা না করে।

৭০৯। যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠাননিরত ও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া অনাস্থাপূর্ব্বক বিবিধ বস্তু দান করে, তাহার সমুদায় দানফল বিনষ্ট হইয়া যায়। অধার্ম্মিক

হিংসাপরায়ণ দুরাত্মারা দান করিয়া কখনই ইহলোক ও পরলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে দ্রব্যসমুদায় উপার্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মলাভে সন্দিহান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহারে অবশ্যই ধর্ম্মফলে বঞ্চিত হইতে হয়। কপটধার্ম্মিক পাপপরায়ণ নরাধমেরা কেবল লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচারী ও মোহ-সমান্বিত হইয়া পাপকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহারে নিঃসন্দেহ নিরয়-গামী হইতে হয়। দুরাত্মারা লোভমোহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থসঞ্চয়ের নিমিত্ত পাপাচরণপূর্ব্বক প্রাণিগণকে উদ্বেজিত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহাক্রান্ত হইয়া অধর্ম্মানুসারে অর্থলাভপূর্ব্বক দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সে পরলোকে কখনই তাহার ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু মহাত্মা মহর্ষিগণ সাধ্যানুসারে উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ ফল, মূল, শাক ও জল দান করিয়াই অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হন। পণ্ডিতেরা এইরূপ দানকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাযোগ, দয়া, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এ সমুদায়ই সনাতন ধর্ম্মের মূল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেই তপস্যায় অনুরক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ন্যায়লব্ধ বস্তু প্রদান করিলে অনায়াসে স্বর্গলাভে সমর্থ হইতে পারেন।

৭১০। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৭১১। ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিরে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রী-হত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটি কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।

৭১২। সকল রাজারেই এক একবার নরক দর্শন করিতে হয়। মনুষ্যমাত্রেরই পাপ ও পুণ্য এই উভয়ের শ্রেণী বিদ্যমান থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পশ্চাৎ তাহারে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; আর যে ব্যক্তি প্রথমে নরকভোগ করে, সে পশ্চাৎ স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অশেষবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ও অল্পমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করে, সে প্রথমে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি অধিক পুণ্যসঞ্চয় ও অল্পমাত্র পাপানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে নরকভোগ ও পশ্চাৎ স্বর্গভোগ হয়।

৭১৩। ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্তই অর্থ ও কামে লিপ্ত হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কাম, ভয়, লোভ বা জীবনরক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম ও জীব নিত্য এবং সুখদুঃখ ও জীবের উপাধি শরীর অনিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

৭১৪। আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম, তিতিক্ষা ও ধর্ম্মনিত্যতা যে ব্যক্তিরে অর্থ হইতে বিচলিত করিতে না পারে, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনাস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রশস্ত কার্য্যানুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অনম্রতা ও আত্মাভিমানপরতন্ত্র হইয়া অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হন, তিনিই পণ্ডিত। যাহার কার্য্য ও মন্ত্রণার ফল সমুদিত না হইলে শত্রুগণ তাহা জানিতে পারে না, তিনিই পণ্ডিত। শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধিতে যাহার কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন হয় না, তিনিই পণ্ডিত। যাহার স্বাভাবিকী বুদ্ধি ধর্ম্মার্থের অনুগামিনী এবং যিনি উভয়লোকসুখাবহ অর্থের কামনা করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি স্বীয় শক্ত্যনুসারে কার্য্যসাধনের ইচ্ছা বা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, অধিকক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তমরূপ বিবেচনা না করিয়া কেবল কামবশত অর্থসাধনে প্রবৃত্ত হন না এবং কথাবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্য ব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অপ্রাপ্য বিষয়লাভে অভিলাষী হন না, বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক সন্তাপ করেন না এবং আপৎকালেও কদাচ বিমুগ্ধ হন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অগ্রে কার্য্যনিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হন না এবং এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সজ্জনোচিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকেন, ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ও হিতকর কার্য্যে কদাচ অসূয়া প্রদর্শন করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপনার সম্মানেও হৃষ্ট ও অপমানে পরিতপ্ত হন না এবং হ্রদের ন্যায় সতত অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সমুদয় কর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়জ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বাক্য প্রয়োগ করেন, লোকবার্ত্তা পরিজ্ঞাত থাকেন, তর্কে বিশেষ প্রতিভা লাভ করেন ও আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন,

তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা শাস্ত্রানুসারিণী, যিনি কদাচ আর্য্য ব্যক্তির মর্য্যাদা ভঙ্গ করেন না এবং বিপুল অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও অনুদ্ধতচিত্তে কালযাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

৭১৫। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়াও পণ্ডিতাভিমান প্রকাশ, দরিদ্র হইয়াও ধনগর্ব্ব ও কুকার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরার্থসাধন করিতে যত্নবান্ হয় ও মিত্রের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত মিথ্যাচরণ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন মানবকে অভিলাষ ও ভক্ত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ এবং বলবানের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুরে মিত্র জ্ঞান করে, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা করে এবং অসৎ কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যে সতত সন্দিহান হয় ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলম্ব করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবার্চ্চনে বিরত হয় এবং মিত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আহূত না হইয়া গমন, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহু বাক্যব্যয় ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়াও পরের প্রতি দোষারোপ করে এবং অণুমাত্র ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও সতত ক্রুদ্ধ হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আত্মবল অবগত না হইয়া ধর্ম্মার্থপরিবর্জ্জিত অলভ্য বস্তুর লাভে বাসনা করে, সেই মূঢ়। যে অদণ্ড্য ব্যক্তিরে দণ্ড করে ও অজ্ঞাতসারে ভূপালের উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অদাতার প্রসাদনে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহারেও মূঢ় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

৭১৬। যে ব্যক্তি স্বীয় ভৃত্যগণকে যথোচিত ভাগ প্রদান না করিয়া একাকী সম্পত্তি সম্ভোগ ও সুন্দর বসন পরিধান করে, তাহা অপেক্ষা নৃশংস আর কেহ নাই। একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, অর্থচিন্তা, পথপর্য্যটন ও প্রসুপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরণ করা বিধেয় নহে।

৭১৭। ক্ষমাবান্ ব্যক্তির একমাত্র দোষ এই যে, তিনি সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া লোকে তাঁহারে অসমর্থ জ্ঞান করে। কিন্তু তাঁহার ঐ দোষ গণনীয় নহে; কারণ ক্ষমা মনুষ্যের পরম ধন; ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ। এই জগতীতলে ক্ষমা অদ্বিতীয় বশীকরণ; ক্ষমা দ্বারা সমুদায় কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গ ধারণ করিয়া

থাকে, দুর্জনগণ তাহার কিছুই করিতে পারে না। বহ্নি তৃণশূন্য স্থানে নিপতিত হইলে স্বয়ং প্রশমিত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনিই সমুদায় দোষের ভাজন হইয়া উঠে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি ও অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

৭১৮। মনুষ্য ইহলোকে পরুষবাক্য প্রয়োগ ও অসতের পূজা এই দুই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যশস্বী হয়। যে স্ত্রী কান্তকে কামনা করে ও যে পুরুষ পূজিত ব্যক্তিকেই পূজা করে, সেই দুই জনই লোকের বিশ্বাসভাজন হয়। নির্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ সুতীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদেরই হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে। নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও ধর্ম্মতৎপর ভিক্ষুক এই উভয়বিধ লোকই জনসমাজে শোভিত হয় না। ক্ষমাবান্ প্রভু ও বদান্য দরিদ্র এই দুই প্রকার ব্যক্তিই স্বর্গে বাস করে। অপাত্রে দান ও পাত্রে অদান এই উভয়বিধ কার্য্য করিলে ন্যায়ার্জ্জিত ধনের বিপরীত ফল হয়। যে ব্যক্তি অপরিমিত ধনসম্পন্ন হইয়াও অদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও ক্লেশপরায়ণ না হয়, এই উভয়বিধ লোকেরই সংশ্রব ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৭১৯। মনুষ্যগণের উপায় তিন প্রকার; শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনীয়ান্। এই ভূমণ্ডলে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার লোক আছে; উহাদিগকে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্মে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভার্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিন জনই অধম; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তৎসমুদায়ই উহাদের ঈশ্বরের অধীন। পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ এবং সুহৃৎ পরিত্যাগ এই ত্রিবিধ দোষই অতি ভয়ানক। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন রিপু নরকের ত্রিবিধ দ্বারস্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু; এই নিমিত্ত এই রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এই তিন প্রকার শরণাপন্ন লোককে বিষম সঙ্কটেও পরিত্যাগ করিবে না। শত্রুরে কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত করা বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রের জন্ম এই তিন কর্ম্মের সদৃশ।

৭২০। অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্র, অলস ও স্তাবক এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তির সহিত গহন মন্ত্রণা করিবে না। বৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্য-

হীন ভগিনী এই চারি প্রকার লোকের সেবা ও ভরণপোষণ করা কর্ত্তব্য। দেবগণের সংকল্প, ধীমান্দিগের অনুভাব, কৃতবিদ্যগণের বিনয় ও পাপ কর্ম্মের বিনাশ এই চারিটি বিষয়ই সদ্য ফলপ্রদান করে।

৭২১। লোকের সাতিশয় যত্নসহকারে পিতা, মাতা, হুতাশন, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চপ্রকার অগ্নির পরিচর্য্যা করা কর্ত্তব্য। এই ভূমণ্ডলমধ্যে দেব, মনুষ্য, ভিক্ষুক, অতিথি ও পিতৃলোক এই পাঁচের পূজা করিলে যশোলাভ হয়। যেমন জলপূর্ণ চর্ম্মময় পাত্রের কোন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল নিঃসারিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে তন্নিবন্ধন সমুদায় প্রজ্ঞা বিনষ্ট হইয়া যায়।

৭২২। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অপ্রবক্তা, আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য ঋত্বিক্, অরক্ষক ভূপতি, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামনিবাসাভিলাষী গোপাল ও বননিবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় জনকে পরিত্যাগ করেন। সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য্য এই ছয় গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি পুরুষের বিধেয় নহে। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা ও শূদ্রসঙ্গতি এই ছয় বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই জীবলোকে আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সৎসংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ, নিত্যশঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ষড়্‌বিধ ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত। নিত্য অর্থের আগম, অরোগিতা, প্রিয়তম ভার্য্যা, বশ্য পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা ও প্রিয়বাদিনী বনিতা এই ছয়টি জীবলোকের সুখ। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টি মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থান করিতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কদাচ পাপ বা অনর্থের ভাজন হন না। চোর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও

পণ্ডিত এই ছয় প্রকার লোক প্রমত্ত, ব্যাধিত, কামুক, যজমান, বিবাদী ও মূর্খ এই ছয় প্রকার লোকের নিকট হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

১২৩। স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থদূষণ এই সপ্ত দোষ পরিত্যাগ করা হিতাভিলাষী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ ঐ সমুদায় দোষে দূষিত হইলে বদ্ধমূল ভূপতিগণও উৎসন্ন হন।

১২৪। ব্রহ্মস্ব হরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায় আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষা প্রকাশ, কার্য্যকালে তাঁহাদিগকে আহ্বান না করা এবং তাঁহারা যাচ্ঞা করিলে তাঁহাদের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন, এই আটটি মনুষ্যের বিনাশের পূর্ব্বনিমিত্ত; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সমুদায় দোষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। বন্ধুবর্গের সহিত সমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, উপযুক্ত সময়ে প্রিয়ালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিলষিত বস্তুলাভ ও জনসমাজে পূজাপ্রাপ্তি, এই আটটি বর্ত্তমানে সাতিশয় সুখপ্রদ। প্রজ্ঞা, কুলীনত্ব, দম, শাস্ত্র, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, সাধ্যানুসারে দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ মনুষ্যকে প্রফুল্ল করে।

১২৫। দেহরূপ গেহে নব দ্বার, তিন স্তম্ভ ও পঞ্চ সাক্ষী বর্ত্তমান আছে এবং চিদাত্মা উহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন; যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

১২৬। মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী এই দশবিধ ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না; এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা পণ্ডিতের কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

১২৭। যিনি কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও সৎপাত্রে ধন প্রদান করেন এবং সবিশেষ শ্রুতশালী ও ক্ষিপ্রকারী হন, সমুদায় লোক তাঁহারই মতানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। যিনি মনুষ্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন, দোষী ব্যক্তিদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, দোষের তারতম্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হন এবং ব্যক্তিবিশেষে ক্ষমা প্রদর্শন করেন, তিনিই সমগ্র শ্রীর আধার হন। যিনি অতিশয় দুর্ব্বল ব্যক্তিরও অবমাননা করেন না; শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার শুশ্রূষা করেন;

বলবানের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করেন না এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে মহাত্মা আপৎকালে ব্যথিত হন না, অপ্রমত্ত হইয়া উদ্যোগ করেন এবং উপযুক্ত সময়ে দুঃখভার সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধুরন্ধর ও সমুদায় শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন।

১২৮। যিনি অনর্থক প্রবাস, পাপাত্মাদিগের সহিত সন্ধি, পরদারাভিমর্ষণ, দম্ভ, চৌর্য্য, ক্রূরতা ও মদ্যপান পরিত্যাগ করেন, তিনিই সতত সুখভোগী। যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ত্রিবর্গ সাধনে সমুদ্যত হন না, যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মিত্রের নিমিত্ত বিবাদ করেন না এবং পূজিত না হইলেও ক্রুদ্ধ হন না, তিনিই জ্ঞানী। যিনি কাহারও অসূয়া করেন না, সতত দয়া প্রকাশ করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারও সহিত বিরোধ করেন না, অতিবাদে প্রবৃত্ত হন না এবং বিবাদ সহ্য করেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন। যিনি কদাপি উদ্ধতবেশ ধারণ করেন না, স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক অন্যের নিন্দা করেন না এবং গর্ব্বিত হইয়া কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না, সকলেই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৈরী প্রশান্ত হইলে যিনি আর তাহা উদ্দীপিত করেন না, যিনি নিতান্ত দর্প বা নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার এবং আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, যিনি আপনার সুখে বা পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট হন না এবং যিনি দান করিয়া অনুতাপ করেন না, তিনিই যথার্থ সৎস্বভাবশালী। যিনি দেশাচার ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্মের আধিপত্য লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনিই উত্তম ও অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ এবং সকল স্থানেই সাধুগণের উপর আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ।

১২৯। যে মনস্বী দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, রাজদ্বেষ, খলতা, বহু ব্যক্তির সহিত শত্রুতা এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন না, তিনিই প্রধান প্রজ্ঞাশালী। যিনি দম, শৌচ, দেবার্চ্চন, বিবিধ মঙ্গলকার্য্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, দেবগণ সতত তাঁহার অভ্যুদয়ে প্রবৃত্ত থাকেন। যিনি সমব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সখ্য সংস্থাপন, আলাপ ও ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিতদিগের অগ্র

বর্ত্তী হন, তিনিই যথার্থ নীতিজ্ঞ। যিনি আশ্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন, অপরিমিত কর্ম্ম করিয়া পরিমিতরূপে নিদ্রা যান এবং যাচ্ঞা করিলে শত্রুকেও ধন দান করেন, সেই মহাত্মা কদাচ অনর্থের ভাজন হন না। যাহার ইচ্ছা, অপকার ও কর্ম্ম অন্যে জানিতে পারে না এবং যিনি গোপনে মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনুমাত্র অর্থও বিনষ্ট হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিতে রত, সত্যবাদী, মৃদু, মানকারী ও সদাশয়; তিনি উত্তম আকরসম্ভূত মণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে শোভমান হইয়া থাকেন। যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হন, তিনি সর্ব্বলোকের গুরু ও সেই মহাত্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দীপ্ত হন।

৭৩০। যাহার জয় ও শুভ অভিলাষ করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, সমুদায়ই তাহার সমক্ষে বর্ণন করা কর্ত্তব্য। যে সকল কর্ম্ম অসত্যদোষে দূষিত, যাহা সম্পাদন করিতে হইলে অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা মনেও করিবে না। যদি উপায়বিহিত কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনকে গ্লানিযুক্ত করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একান্ত অকর্ত্তব্য। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম করিবে না, অগ্রে তাহার নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ অনুষ্ঠান করিবে; অধীরতাসহকারে কোন কর্ম্ম করিবে না। কর্ম্মের পরিণাম ও প্রয়োজন এবং আপনার উদ্যোগ বিবেচনা করিয়া ধীর ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অগ্রসর বা পরাঙ্মুখ হইবেন। জরা যেমন রমণীর রূপ বিনষ্ট করে, অবিনয় হইতে সেইরূপ শ্রী বিনষ্ট হয়। যাহা ভোজন করিবার উপযুক্ত, যাহা ভোজন করিলে পরিপাক হইতে পারে এবং যাহা পরিপাকাবস্থায় হিতকর হয়, সম্পত্তিলিপ্সু ব্যক্তি তাহাই ভোজন করিবে।

৭৩১। যিনি বনস্পতির অপরিপক্ব ফল চয়ন করেন, তিনি তাহা হইতে রস প্রাপ্ত হন না; প্রত্যুত তাহার বীজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু যিনি যথাকালে পরিণত ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতে রস লাভ করেন এবং তাহার বীজ হইতেও পুনরায় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৭৩২। পশুগণের বন্ধু পর্জ্জন্য, রাজার বন্ধু মন্ত্রী, স্ত্রীর বন্ধু স্বামী, ব্রাহ্মণের বন্ধু বেদ। ধর্ম্ম সত্য দ্বারা, বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা, রূপ অঙ্গমার্জ্জন দ্বারা, কুল

ধন দ্বারা, ধান্য পরিমাণ দ্বারা, অশ্ব ব্যায়ামশিক্ষাদি দ্বারা, ধেনু তত্ত্বাবধান দ্বারা এবং স্ত্রীলোক কুৎসিত বস্ত্র দ্বারা রক্ষণীয় হয়।

১৩৩। অন্যের ধন, রূপ, বীরত্ব, কুল, সুখ, সৌভাগ্য, ও সৎকারে যে ব্যক্তির ঈর্ষা হয়, তাহার ব্যাধি অনন্ত।

১৩৪। যিনি অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অাকালিক মন্ত্রভেদে ভীত হন, তিনি মাদকদ্রব্য সেবা পরিত্যাগ করিবেন। বিদ্যা, ধন ও আভিজাত্য অসাধুগণের মদ এবং সাধুগণের দমগুণের কারণ। পরিচ্ছদসম্পন্ন ব্যক্তি সভা জয় করেন; গোধনসম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্টভোজনাভিলাষ জয় করেন; যানসম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন। শীলই পুরুষের প্রধান গুণ; ইহলোকে যে ব্যক্তির উহা নষ্ট হইয়াছে; তাহার জীবন, ধন বা বন্ধুতে প্রয়োজন কি? আঢ্যগণের ভোজন মাংস প্রধান, মধ্যবিত্তগণের ভোজন গব্যরস প্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈল প্রধান। দরিদ্রেরাই সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে; কেননা, যে ক্ষুধা খাদ্য বস্তুর স্বাদুতা সম্পাদন করে, তাহা উহাদিগেরই আছে; আঢ্য ব্যক্তিদিগের অতি দুর্লভ। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি প্রায় থাকে না; কিন্তু দরিদ্রেরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। অধম ব্যক্তিরা জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়, মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভীত হন এবং উত্তম পুরুষেরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া থাকেন; ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না।

১৩৫। যে বাক্সায়ক বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্দ্বারা লোকসকল আহত হইলে দিবারাত্রি শোক করিয়া থাকে, যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থান স্পর্শ করে না, পণ্ডিতগণ অন্যের প্রতি কদাচ তাহা নিক্ষেপ করেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব করেন, তাহার বুদ্ধি অপকৃষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি অর্ব্বাচীন কর্ম্মেরই অনুসরণ করে। মৃত্যু আসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইলে নীতিবৎ প্রতীয়মান দুর্নীতিসকল কখন হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।

১৩৬। অধিবিন্না স্ত্রী, দ্যূতপরাজিত ও দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ যামিনীযোগে দুঃখভোগ করে, অন্যায়বক্তা সেইরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগরমধ্যে প্রতিরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণপরিবেষ্টিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে পঞ্চ পুরুষ, গোর নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে দশ পুরুষ, অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে শত পুরুষ ও মনুষ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র পুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সুবর্ণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে জাত ও অজাত উভয়বিধ পুরুষই পতিত হয়। আর ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৭৩৭। মদ্যপান, কলহ, দম্পতীবিচ্ছেদ, দম্পতীকলহ, সাধারণ বৈর, জ্ঞাতিভেদ ও রাজবিদ্বেষ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। সামুদ্রিকবেত্তা, চৌরপূর্ব্ব বণিক, শলাকধূর্ত্ত, চিকিৎসক, অরি, মিত্র ও কুশীলব এই সাত জনকে সাক্ষী করিবে না।

৭৩৮। দিবাভাগে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। আট মাস এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বর্ষাকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। প্রথম বয়সে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে চরম কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। যাবজ্জীবন এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে পরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্ন, গতযৌবন ভার্য্যা, সমরবিজয়ী বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

৭৩৯। ধেনু হইতেই দুগ্ধ উৎপন্ন হয়; ব্রাহ্মণই তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; মহিলাগণেই চাপল্য জন্মে ও জ্ঞাতি হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়; কখনই ইহার অন্যথা হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ, গো, শিশু ও স্ত্রীলোক সকল অবধ্য; আর যাহাদিগের অন্ন ভোজন করিতে হয় ও যাহারা শরণাপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও অবধ্য বলিয়া পরিগণিত। ধনী না হইলে মনুষ্যের গুণ থাকে না; রোগী ব্যক্তি মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করে। পীড়িত ব্যক্তিরা ফল মূলের আদর করে না; কোন বিষয়ে যাথার্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনভোগজনিত সুখস্বচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না।

৭৪০। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন যে, যে অশিষ্ট ব্যক্তিরে শাসন করে, যে অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়, যে অতিমাত্র শত্রুসেবা করিয়া কল্যাণলাভ করে, যে স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া কল্যাণলাভ করে, যে অযাচ্য বস্তু যাচ্ঞা করে, যে

আত্মশ্লাঘা করে, যে অভিজাত হইয়া অকার্য্য করে, যে দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত নিরন্তর বিবাদ করে, যে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরে সমুদায় বৃত্তান্ত বলে, যে অকাম্য কামনা করে, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করে, যে পুত্রবধূর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মানার্থী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত করে, যে প্রাপ্ত হইয়াও বিস্মৃত হইয়াছি বলে, যে যাচককে দান করিয়া শ্লাঘা করে এবং যে অসাধুরে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এই সকল ব্যক্তিরে নিরয়গামী হইতে হয়। এই সপ্তদশ পুরুষের অসাধ্য কিছুই নাই। যে ব্যক্তি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাঁহার সহিত তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহাই ধর্ম্ম।

৭৪১। জরা রূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্য হরণ করে, মৃত্যু প্রাণ হরণ করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা হরণ করে, কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধুসেবা সদাচার হরণ করে, ক্রোধ শ্রী হরণ করে এবং অভিমান সমুদায়ই হরণ করে।

৭৪২। পরিমিতভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখলাভ করেন; তাঁহার নির্দ্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং কেহ তাঁহারে অমৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করে না। অকর্ম্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্বিষ্ট, কপট, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও ক্ষপণকাদি বেশধারী ইহাদিগকে গৃহ মধ্যে স্থান দান করিবে না। অত্যন্ত ক্লেশ হইলেও কৃপণ, শাপপ্রদ, মূর্খ, কৈবর্ত্ত, ধূর্ত্ত, মানী ব্যক্তির অবমন্তা, নিষ্ঠুর, শত্রু ও কৃতঘ্ন ব্যক্তির নিকট কদাপি প্রার্থনা করিবে না। আততায়ী অতি প্রমাদী, নিয়তমিথ্যাবাদী, দৃঢভক্তিশূন্য, স্নেহশূন্য ও নিপুণম্মন্য, এই ছয় জন নরাধমকে সেবা করিবে না। অর্থ সহায়সাপেক্ষ ও সহায় অর্থসাপেক্ষ; সুতরাং একটির অভাবে অন্যটি হস্তগত হয় না। যাহা সকল প্রাণীর হিতকর ও আপনার সুখাবহ, তাহাই করিবে; ঈশ্বরের নিকট এইরূপ কর্ম্মই সর্ব্বার্থসিদ্ধির কারণ। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উত্থান ও ব্যবসায়সম্পন্ন হইলে জীবিকার অভাবনিবন্ধন ভীত হইতে হয় না। লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রক্তবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য সকল ও গুড় বিক্রয় করিবে না।

৭৪৩ যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভুবাক্যে অনাদর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর করে, আপনারে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া অভিমান করে ও

প্রতিকূলভাষী হয়, তাদৃশ ভৃত্যকে অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে ভৃত্য দর্পশূন্য, সামর্থশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়স্বভাব, সুদৃশ্য, অনন্যভেদ্য, রোগসম্পর্ক-শূন্য ও উদারভাষী, তাহারেই অষ্টগুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সায়ংকালে অবিশ্বস্তের গৃহে বিশ্বাসপূর্ব্বক গমন, রাত্রিকালে লুক্কায়িত হইয়া প্রাঙ্গণে বাস ও রাজকাম্য কামিনীরে কামনা করিবে না। যে ব্যক্তি মন্ত্রগৃহে গমনপূর্ব্বক অনেক অসতের সহিত মন্ত্রণা করে, তাঁহার মন্ত্রণা অপহরণ করিবে না; তোমারে বিশ্বাস করিতেছি না, ইহাও বলিবে না; কিন্তু কোন কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে অপসৃত হইবে। লজ্জাশীল রাজা, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, বিধবা, বালপুত্রা, সেনাজীবি ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তির সহিত ঋণাদানাদি ব্যবহার করিবে না।

৭৪৪। পুরুষের বল পঞ্চবিধ; প্রথম বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল, তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পুরুষপরম্পরাগত আভিজাত্য বল, পঞ্চম প্রজ্ঞাবল, এই বলই সকল বলের শ্রেষ্ঠ; ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত বল সংগৃহীত হইতে পারে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর উপর বিশ্বাস করেন না। সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি, ইহারা অতিশয় তেজস্বী; মনুষ্য ইহাদিগকে অবজ্ঞা করিবে না।

৭৪৫। ঈর্ষাশূন্য স্ত্রীরক্ষক, সংবিভক্তা, প্রিয়বাদী, স্নেহবান্, মধুরভাষী ব্যক্তি স্ত্রীলোকের বশীভূত হইবে না। পূজনীয়, সচ্চরিত্র, ভাগ্যবতী, রমণী-সকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তিস্বরূপ; অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করিবে। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে মহানস ও আত্মসম ব্যক্তির হস্তে গোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবে। বণিকদিগকে ভৃত্য দ্বারা ও দ্বিজগণকে পুত্র দ্বারা সেবা করিবে।

৭৪৬। বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে তাহা সংবরণ করিবে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনর্থ কলহ পরিত্যাগ করেন, তিনি লোকে কীর্ত্তি লাভ করেন ও তাঁহার অনর্থপাত হয় না।

৭৪৭। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতিবর্গের সহিত বিবাদ করা সর্ব্ব-তোভাবে অকর্ত্তব্য; উহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সুখসম্ভোগ করা

বিধেয়। জ্ঞাতিদিগের সহিত সতত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করাই কর্ত্তব্য, বিরোধ করা কদাচ উচিত নহে। জ্ঞাতি সদ্বৃত্ত হইলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করে; আর দুর্বৃত্ত হইলে বিপদে নিমগ্ন করে। বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ করে, পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে; ক্ষমা ক্রোধ বিনাশ করে এবং আচার অলক্ষণ বিনাশ করে।

৭৪৮। মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ, সহায় সম্পত্তি, অধ্যয়ন, উদ্যম, সরলতা এবং সতত সজ্জনসন্দর্শন, এই সকল ঐশ্বর্য্যের নিদান। উদ্যোগ-পরায়ণতা লাভ, সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল; উদ্যোগী ব্যক্তি সর্ব্বপ্রধান হইয়া চিরকাল সুখসম্ভোগ করেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয় ক্ষমা প্রদর্শন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই।

৭৪৯। লক্ষ্মী অতি সরল, অতি দাতা, অতি শূর, অতি ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির নিকট ভয়ে গমন করেন না এবং অতি গুণবান ও নিতান্ত নির্গুণ, এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। ইনি সগুণ বা নির্গুণের বশীভূত নহেন; উন্মত্তা ধেনুর ন্যায় এক স্থানে বহুকাল বাস করিতে পারেন না।

৭৫০। বেদের ফল অগ্নিহোত্র; অধ্যয়নের ফল সৎস্বভাব ও সদাচরণ; নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্ম্মো-পার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরলোকহিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহার পরলোকে স্বাভিলষিত ফল লাভ হয় না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমীক্ষ্যকারিতা এই সমুদায় ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত। তপস্যা তাপসগণের বল; ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল; হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবান্‌দিগের বল। জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ এবং ব্রাহ্মণ ও গুরুর আজ্ঞা এই আটটি ব্রতবিনাশী নহে। যাহা করিলে আপনার অনিষ্ট হয়, তাহা অন্যের প্রতিও করিবে না। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ পরাজয় করিবে; সৎ কর্ম্ম দ্বারা অসৎ কর্ম্ম পরাজয় করিবে; দান দ্বারা কদর্য্য কার্য্য পরাজয় করিবে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা পরাজয় করিবে। স্ত্রী, ধূর্ত্ত, অলস, ভীরু, ক্রুদ্ধ, পুরুষাভিমানী, চৌর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক এই সমুদায় লোককে বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশালী বৃদ্ধোপসেবী ব্যক্তির কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। যে অর্থ উপার্জ্জন

করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশ ভোগ, ধর্ম্ম অতিক্রম বা শত্রুরে প্রণিপাত করিতে হয়, তাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে কদাচ মনোনিবেশ করিবে না।

৭৫১। মনু কহিয়াছেন, অজ, বৃষ, চন্দন, বীণা, আদর্শ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্রসমূহ, শালগ্রাম, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রোচনা ও ধান্য এই সমুদায় দ্রব্য সাতিশয় মঙ্গলাবহ; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজা সাধনার্থ এই সমুদায় দ্রব্য গৃহে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তও কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।

৭৫২। মূঢ় ব্যক্তি বিদ্যা, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন বা আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ লোককে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়ক, অধার্ম্মিক, দুষ্টবাক্ ও কোপনস্বভাব ব্যক্তি শীঘ্র বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। প্রতারণা পরিত্যাগ, দান, মর্য্যাদার অনুবর্ত্তন ও সম্যক্ উচ্চারিত বাক্য প্রাণিগণকে বশীভূত করে। অপ্রতারক, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সরলস্বভাব ব্যক্তি রিক্তকোষ হইলেও মিত্রাদি পরিবারগণকে লাভ করিয়া থাকেন। ধৃতি, শম, দম, শৌচ কারুণ্য, মৃদু বাক্য ও মিত্রগণের অদ্রোহ এই সাতটি লক্ষ্মীরূপ অনলের ইন্ধনস্বরূপ। অসংবিভাগী, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ ব্যক্তিরে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে প্রকোপিত করে, তাহারে সসর্প গৃহশায়ী ব্যক্তির ন্যায় অতিকষ্টে যামিনী যাপন করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি দূষিত হইলে যোগক্ষেমের ব্যাঘাত জন্মে, দেবতাদিগের ন্যায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে। যে সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রী, প্রমাদী, পতিত ও অনার্য্য লোকের হস্তে নিহত হয়, তাহা পুনরায় লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে। যেমন প্রস্তরময় ভেলা নদীতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ স্ত্রী ধূর্ত্ত বা বালক যে স্থানের শাসনকর্ত্তা, তত্রত্য লোকও উৎসন্ন হইয়া যায়। যে ভৃত্যেরা নিরন্তর প্রয়োজনে সংসক্ত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তার্পণ করে না, তাহারাই বিজ্ঞ। ধূর্ত্ত, চর অথবা বারবনিতাগণ যাহারে প্রশংসা করে, তাহার জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন।

প্রশ্নোত্তর।

৭৬৩।

	প্রশ্ন	উত্তর
ক।	কে আদিত্যকে উন্নত করেন?	ব্রহ্ম উন্নমিত করেন।
	কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন?	দেবগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করেন।
	কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন?	ধর্ম্ম তাঁহারে অস্তমিত করেন।
	তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?	তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।
খ।	কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়?	শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়।
	কিসের দ্বারা মহত্ব লাভ হয়?	তপস্যা দ্বারা মহত্ব লাভ হয়।
	কিসের দ্বারা পুত্রবান্ হয়?	যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান্ হয়।
	কিসের দ্বারা বুদ্ধিমান্ হয়?	বৃদ্ধ সেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।
গ।	ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি?	বেদপাঠ দেবভাব।
	ঐ কোন্ ধর্ম্ম সাধুধর্ম্ম?	তপস্যা সাধু ধর্ম্ম।
	ঐ মনুষ্যভাব কি?	মৃত্যু মনুষ্যভাব।
	ঐ কি প্রকার ভাব অসাধু ভাব?	পরীবাদ অসাধু ভাব।
ঘ।	ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব কি?	অস্ত্র শস্ত্র দেবভাব।
	ঐ সাধুভাব কি?	যজ্ঞ সাধুভাব।
	ঐ মনুষ্যভাব কি?	ভয় মনুষ্যভাব।
	ঐ অসাধু ভাব কি?	পরিত্যাগ অসাধু ভাব।
ঙ।	যজ্ঞীয় সাম কি?	প্রাণ যজ্ঞীয় সাম।
	যজ্ঞীয় যজুঃ কি?	মন যজ্ঞীয় যজুঃ।
	কে যজ্ঞ বরণ করে?	ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে।
	যজ্ঞ কাহারে অতিবর্ত্তন করে না?	ঋক্‌কে অতিক্রম করে না।
চ।	আবপনকারীর শ্রেষ্ঠ কি?	বৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ।
	নিবপনকারীর শ্রেষ্ঠ কি?	বীজই শ্রেষ্ঠ।
	প্রতিষ্ঠমানের শ্রেষ্ঠ কি?	ধেনুই শ্রেষ্ঠ।
	প্রসবকারীর শ্রেষ্ঠ কি?	পুত্রই শ্রেষ্ঠ।
	কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত	যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা,

	ও সর্ব্বপ্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?	ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ না করে, সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।
জ।	পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে?	মাতা।
	আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর কে?	পিতা।
	বায়ু অপেক্ষাও শীঘ্রগামী কে?	মন।
	কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?	চিন্তা।
ঝ।	কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না?	মৎস্য।
	কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না?	অণ্ড।
	কাহার হৃদয় নাই?	পাষাণের।
	কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?	নদী।
ঞ।	প্রবাসীর মিত্র কে?	সঙ্গী।
	গৃহবাসীর মিত্র কে?	ভার্য্যা।
	আতুরের মিত্র কে?	চিকিৎসক।
	মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?	দান।
ট।	সর্ব্বভূতের অতিথি কে?	অগ্নি।
	সনাতন ধর্ম্ম কি?	জ্ঞানযোগ।
	অমৃত কি?	সলিল ও যজ্ঞশেষ।
	সমুদয় জগৎ কি পদার্থ?	বায়ু।
ঠ।	কে একাকী বিচরণ করেন?	সূর্য্য।
	কে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন?	চন্দ্র।
	হিমের ঔষধ কি?	অগ্নি।
	কে প্রধান বপনক্ষেত্র?	পৃথিবী।
ড।	ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি?	দাক্ষ্য (নৈপুণ্য)।
	যশের একমাত্র আশ্রয় কি?	দান।
	স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি?	সত্য।
	সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?	শীল।
ঢ।	মনুষ্যের আত্মা কে?	পুত্র।

দৈবকৃত সখা কে ? ভার্য্যা।
উপজীবিকা কি ? মেঘ।
প্রধান আশ্রয় কি ? দান।
প। ধন্যের মধ্যে উত্তম কি ? দাক্ষ্য।
ধনের মধ্যে উত্তম কি। শাস্ত্র।
লাভের মধ্যে উত্তম কি ? আরোগ্য।
সুখের মধ্যে উত্তম কি ? সন্তোষ।
ত। প্রধান ধর্ম্ম কি ? আনৃশংস্য।
কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্ ? বৈদিকধর্ম্ম।
কাহারে সংযত করিলে শোক থাকে না ? মনকে।
কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি
ভঙ্গ হয় না ? সাধুর সহিত।
থ। কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয় ? অভিমান।
কি ত্যাগ করিলে শোক যায় ? ক্রোধ।
কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় ? কামনা।
কি ত্যাগ করিলে সুখী হয় ? লোভ।
দ। ব্রাহ্মণকে দান করিবার আবশ্যক কি ? ধর্ম্মের নিমিত্ত।
নট ও নর্ত্তককে দান করিবার আবশ্যক কি ? যশের নিমিত্ত।
ভৃত্যকে দান করিবার আবশ্যক কি ? ভরণের নিমিত্ত।
রাজাকে দান করিবার আবশ্যক কি ? ভয়ের নিমিত্ত।
ধ। লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত থাকে ? অজ্ঞানে।
লোক সকল কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে ? তমোদ্বারা।
লোক সকল কি জন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে ? লোভ হেতু।
লোক সকল কি জন্য স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয় ? সঙ্গ হেতু।
ন। মৃত পুরুষ কে ? দরিদ্র পুরুষ।
মৃত রাষ্ট্র কি ? অরাজক রাজ্য।
মৃত শ্রাদ্ধ কি ? অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ।
মৃত যজ্ঞ কি ? অদাক্ষিণ্য যজ্ঞ।

	প্রশ্ন	উত্তর
গ।	দিক্ কি?	সাধুগণই দিক্।
	জল কি?	আকাশই জল।
	অন্ন কি?	ধেনুই অন্ন।
	বিষ কি?	প্রার্থনাই বিষ।
	শ্রাদ্ধের কাল কি?	ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।
ক।	তপের লক্ষণ কি?	স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্ব।
	দমের লক্ষণ কি?	মনের নিগ্রহ।
	ক্ষমার লক্ষণ কি?	দ্বন্দসহিষ্ণুতা।
	লজ্জার লক্ষণ কি?	অকার্য্য হইতে নিবৃত্তি।
ব।	জ্ঞান কাহারে কহে?	তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান।
	শম কাহারে কহে?	চিত্তের প্রশান্ততাই শম।
	দয়া কাহারে কহে?	সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া।
	আর্জ্জব কাহারে কহে?	সমচিত্ততাই আর্জ্জব।
ভ।	পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়?	ক্রোধ।
	কোন্ ব্যাধি অনন্ত?	লোভ।
	কীদৃশ লোক সাধু?	সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তি।
	কীদৃশ লোক অসাধু?	নির্দ্দয় ব্যক্তি।
ম।	মোহের লক্ষণ কি?	ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতা।
	মানের লক্ষণ কি?	আত্মাভিমানিতা।
	আলস্যের লক্ষণ কি?	ধর্ম্মানুষ্ঠান না করা।
	শোকের লক্ষণ কি?	অজ্ঞান।
য।	স্থৈর্য্যের লক্ষণ কি?	স্বধর্ম্মে স্থিরতা।
	ধৈর্য্যের লক্ষণ কি?	ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।
	স্নানের লক্ষণ কি?	মনোমালিন্য পরিত্যাগ।
	দানের লক্ষণ কি?	প্রাণিগণকে রক্ষা করা।
র।	পণ্ডিত কে?	ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি।
	নাস্তিক কে?	মূর্খ।
	মূর্খ কে?	নাস্তিক।

কাম কি? — সংসার হেতুই কাম।

মৎসর কি? — হৃত্তাপই মৎসর।

ল। অহঙ্কার কি? — অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার।

দম্ভ কি? — ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ।

দৈব্য কি? — দানের ফলই দৈব্য।

পৈশুন্য কি? — পরের প্রতি দোষারোপ করা।

ব। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ইহারা পরস্পর বিরোধী; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয়? — যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

শ। কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়? — যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই' বলিয়া বিদায় করে; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে; এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে; তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।

ষ। কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুতি, ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ? — কুল, স্বাধ্যায় বা শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ; অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হন না; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত

হয়, সেই নাম যত দিন থাকে, ততদিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন।

সকলের মধ্যে ধনী কে?

যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ ও প্রিয়, অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সকলের মধ্যে ধনী।

য। ব্রাহ্মণ কে?

যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

(অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলে যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র। বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম; এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতিবিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে; অতএব মনুষ্যজাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের এইরূপ সঙ্করবশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে "যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ" এই আর্ষপ্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদ বিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বলাভের হেতু বলিয়া নালিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়; তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হন। তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদ পাঠ না করেন, ততদিন অবধি শূদ্রসমান থাকেন; জাতিসংশয়স্থলে স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্করজাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত; এই নিমিত্ত বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।)

বেদ্য কি?

যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না, সেই সুখদুঃখ বর্জ্জিত নিরুপম পদার্থ বেদ্য।

কি কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়?

অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয় বাক্যের সহিত সংপাত্রে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়।

দান ও সত্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান এবং অহিংসা ও প্রিয় ইহার মধ্যেই বা কোন্‌টির গৌরব অধিক?

দান, সত্য, তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট; কখন সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর; এইরূপ কোন স্থলে প্রিয় বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক; কোন স্থলে বা অহিংসা অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক।

আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গ গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার?

মানবজাতির স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার; মানবজন্মপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদি-কর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয়; ইহার বিপরীত-কর্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ; কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; কিন্তু কখন কখন গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা

যায়; অতএব জীবসকল কর্ম্ম
বশতই এতাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইয়া
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে।
দেহাভিমানী আত্মা সুখকামনায়
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহ-
যোগজনিত দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু
নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতা-
তিশয়নিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব
অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক
সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমা-
হিত করেন।
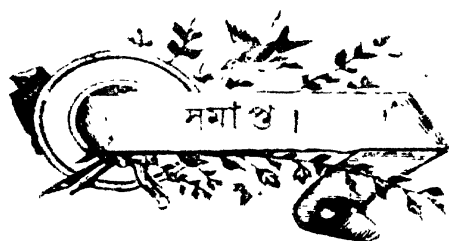
অর্থ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৭	শাশ্বত	নিত্য, অবিনশ্বর।
	নির্ম্মৎসর	মৎসর রহিত, পরশ্রীকাতরাবহান।
	বিঘসাশী	ভোজনশেষভোজী অর্থাৎ দেব সেবা, অতিথি সেবা প্রভৃতির অন্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যাঁহারা ভোজন করেন।
১০	সাত্বিক	সত্বভাবাপন্ন, সাধু, সরল ও মৃত।
	নিরপেক্ষ	স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অনবহিত, পক্ষপাতরহিত অপেক্ষারহিত।
	তামস	তমোগুণ বিশিষ্ট, অন্ধকারময়, খল, ক্রূর।
১১	দ্বেষ	শক্রতা, বৈর, বিদ্বেষ, ঘৃণা।
	ধর্ম্মধ্বজী	ধর্ম্মভন্ড, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ জটাদি বেশধারী কপট সন্ন্যাসী।
	শম	অন্তঃকরণের স্থিরতা, শান্তি, ইন্দ্রিয়-দমন।
	দম	শাসন, দমন, বশীভূতকরণ, আত্মসংযম ক্লেশ সহন, তপক্লেশ সহন।
১৩	বিলীন	লয়প্রাপ্ত, অন্তর্হিত, বিনষ্ট, দ্রবীভূত মগ্ন, নিবিষ্ট, মিশ্রিত, মিলিত।
	পরাঙ্মুখ	বিমুখ, প্রতিকূল।
	মারুতোদ্ধূত	বায়ুচালিত।
১৫	শৌচ	শুচিতা, পবিত্রতা, নির্ম্মলতা।
	কলত্র	ভার্য্যা।
	মমকার	মমতা, "আমার" এই জ্ঞান

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	নির্ম্মমতা	মায়াশূন্যতা, স্নেহশূন্যতা, ঔদাস্য, নিরীহতা।
	প্রবর্ত্তিত	চালিত, অনুষ্ঠিত, সম্পাদিত।
	অবিনশ্বর	বিনাশশূন্য, যাহার ধ্বংস নাই।
	বিনশ্বর	অনিত্য, ধ্বংসশীল।
[illegible]	দুর্ব্বিনীত	অবিনীত, উদ্ধত, দুষ্ট।
	মোহ	অবিদ্যা, মায়া, ভ্রম, দুঃখ, ক্লেশ, মূর্চ্ছা।
	নিরাশ	আশাশূন্য, হতাশ, নিস্পৃহ।
	স্থাবর	অচল, অজঙ্গম, স্থায়ি দ্রব্য, বৃক্ষ, ভূম্যাদি।
	জঙ্গম	চলনক্ষম, গমনশীল, অস্থাবর।
[illegible]	বৃষণ	মুষ্ক, অণ্ডকোষ।
	আততায়ী	বধোদ্যত। (যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নি প্রদান করে, যে বিষ প্রয়োগ করে, যে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বধ করিতে প্রস্তুত হয়, যে ধন ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহরণ করে।)
২১	প্রভাব	সামর্থ্য, মহিমা, প্রতাপ, গৌরব।
	প্রতিষ্ঠা	সুখ্যাতি, পৃথিবী, আশ্রয়, পুষ্করিণ্যাদির উৎসর্গ।
	অনাসক্ত	আসক্তি বিহীন, অনুরাগ বিহীন।
	অনুরাগ	আসক্তি, অত্যন্ত প্রীতি।
২৬	আয়াস	শ্রান্তি, শ্রম, অতি যত্ন।
	অধ্যয়ন	পাঠ।
	বিভীষিকা	ভয়ের বস্তু।
	বিসর্জ্জিত	পরিত্যক্ত।
৩২	অ[illegible] ঐশ্বর্য্য	অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব এই ছয় প্রকার বিভূতি(ঐশ্বর্য্য)। যে শক্তি দ্বারা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করা যায় তাহাকে অণিমা কহে।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	প্রজ্ঞাপ্রভাবে	বুদ্ধিবলে।
৩১	প্রাদুর্ভাব	আবির্ভাব, প্রকাশ।
	অন্যতর	দুই এর মধ্যে এক, অপর, ভিন্ন।
৭৪	বিপর্যয়	বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম।
	বৃক	নেকড়ে বাঘ।
	অনাকুলিত	স্থির, অব্যাকুল, একাগ্র।
	আতুর	রোগী, কাতর।
	বুভুক্ষা	ক্ষুধা।
	অস্তিত্ব	বিদ্যমানতা, সত্তা।
	শ্যাবদন্ত	যাহার দাঁতগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট।
৪১	অযাজ্য	যাজনের অনুপযুক্ত, শূদ্র।
	তির্য্যগযোনি	পশু পক্ষী।
৪২	আজ্য হোম	ঘৃত দ্বারা হোম।
	পতিত	স্বধর্মচ্যুত, অধোগত।
	প্রব্রাজিত	প্রবাসগত, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, বুদ্ধ শিষ্য।
	অভিযাচিত	ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রার্থিত।
৪৩	অধ্যবসায়	যত্ন, উৎসাহ।
	অসূয়া	গুণে দোষারোপ, নিন্দা, দ্বেষ, ক্রোধ।
৪৪	মৎসর	পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, লোভ, কৃপণ।
৪৬	পরদারাভিগমন	পরস্ত্রী গমন।
৪৭	মিতভাষী	পরিমিত ভাষী।
	বিরত	নিবৃত্ত, ক্ষান্ত।
	আস্তিক	ঈশ্বর বাদী।
	নাস্তিক	অনীশ্বর বাদী, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোক বিশ্বাস করে না।
	দাম্ভিক	আত্মশ্লাঘী।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৪৮	অভিগমন	প্রত্যুদগমন, প্রাপ্তি, লাভ।
	আজ্য	ঘৃত, হবি।
	প্রাজ্ঞ	নিপুণ, বিজ্ঞ, পণ্ডিত।
	প্রবৃত্তি	ইচ্ছা, যত্ন, চেষ্টা, প্রবাহ, বার্ত্তা, অধ্যবসায়, উৎপত্তি।
	নিরত	আসক্ত, অনুরক্ত, প্রবৃত্ত, নিযুক্ত।
	প্রায়োপবেশন	ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশন।
	শ্লেষ্মাত্মক	শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন কীট।
	শস্য বর্জ্জিত	শস্যশূন্য।
	মণ্ডুক	ভেক, বেঙ।
	ভাস	ভাস পক্ষী, কুক্কুট, গৃধ্র।
	সুপর্ণ	কুক্কুট, গরুড়।
	চক্রবাক	প্রসিদ্ধ পক্ষী।
	প্লব	ভেক, বানর, জলচর পক্ষী, মেষ।
	মদ্গু	জলচর পক্ষী।
	গৃধ্র	শকুনি পক্ষী।
	শ্যেন	বাজ পক্ষী।
	উলূক	পেচক।
	বড়বা	সমুদ্র ঘোটকী।
	অবীরা	পতিপুত্র হীনা।
	বৃদ্ধিজীবী	সুদখোর।
	স্ত্রীজিৎ	স্ত্রী বশীভূত পুরুষ।
	অগ্নীষোমীয়	যে ক্রিয়ায় অগ্নি ও চন্দ্র দেবতা।
	প্রেতান্ন	মৃতব্যক্তির উদ্দেশে দেয় খাদ্য, পিণ্ড।
	সূতিকান্ন	নব প্রসূতার প্রস্তুত অন্ন।
	অনির্দ্দিষ্টান্ন	অনিশ্চিত অন্ন।
	পর্য্যবসিত	পুর্ব্বাদবসায়, বাসি।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	শক্তু	যবাদি চূর্ণ, ছাতু।
	বিকার	প্রকৃতির অন্যথা ভাব, অস্বাস্থ্য।
৪৯	ভণ্ড	ভাঁড়, অপ্রকৃত।
	অসম্যক্	অসম্পূর্ণরূপে।
	প্রতিগ্রহ	স্বীকার, গ্রহণ।
	প্রতিগ্রহীতা	যে গ্রহণ করে।
	নরকপাল	মড়ার মাথা।
	খদির ফলক	খয়ের গাছের তক্তা।
	দারুময়	কাষ্ঠনির্ম্মিত।
	নির্মন্ত্র	মন্ত্রবিহীন।
	হব্য	হোমীয় দ্রব্য। ঘৃত, হবি।
	কব্য	পিত্রন্ন, পিতৃ সম্প্রদানকান্ন। পিতৃলোকোদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন।
৫০	অবসন্ন	বিষন্ন, ম্রিয়মান, অবনত, শেষ।
	নিঃসারিত	বহিষ্কৃত, নিষ্কাসিত।
	গুরুতল্পগমন	বিমাতৃগমন, গুরুপত্নীগমন।
	ভ্রূণ	গর্ভস্থ প্রাণী, গর্ভস্থ শিশু।
	কষাঘাত	চাবুক মারণ।
৫৪	ঋত্বিক	পুরোহিত।
৫৫	নিষণ্ণ	উপবিষ্ট, স্থাপিত। উৎকণ্ঠিত, নিবেশিত, বিষণ্ণ, শায়িত, বহির্গত, বিশ্রান্ত, স্থিত, অবলম্বিত।
৫৬	নিবন্ধন	হেতু, কারণ
	বিশারদ	নিপুণ।
	মাহাত্ম্য	মহত্ব, গৌরব, ঔদার্য্য।
	প্রত্যুত	বৈপরিত্যে।
৫৮	যাজন	ক্রিয়াকরান, যাগাদি সাধন, পৌরহিত্য।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অধ্যাপন	অধ্যয়ন করান, শিখান।
৫৯	গোমিথুন	গোযুগ্ম, একযোড়া গোরু।
	অনাস্থা	অযত্ন।
৬০	বেষ্টন	উষ্ণীষ।
	উপানৎ যুগল	একযোড়া বিনামা।
	উদ্বৃত্ত	অতিরিক্ত, অবশিষ্ট।
	স্বাহাকার	"স্বাহা" শব্দোচ্চারণ।
	বষট্কার	দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান, হোম।
	বৈশ্বদেব	বিশ্বদেবের উদ্দেশে দত্ত।
৬৪	প্রাণায়াম	নাসিকার একছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্য ছিদ্র দ্বারা প্রশ্বাসবায়ুর পূরণ, ও উভয় ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া অন্তরে, ঐ বায়ুরোধরূপ কুম্ভক পরে অন্য ছিদ্র দ্বারা ঐ বায়ু রেচনরূপ ব্যাপার।
	জিতেন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয় জয়কারী, যে ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে।
	অবিনশ্বর	বিনাশ শূন্য, যাহার ধ্বংস নাই।
৬৫	জ্যাকর্ষণ	ধনুর্গুণআকর্ষণ।
	বৈরনির্য্যাতন	শত্রুতার প্রতিক্রিয়া, দাদতোলা।
	কুসীদ	বৃদ্ধি জীবিকা, সুদ খাওয়া ব্যবসায় ঋণদান ব্যবসায়ী, সুদ।
	গ্রামদৌত্য	গ্রামের দূতের কর্ম্ম, ঘটকতা।
	দান্ত	জিতেন্দ্রিয়, তপঃক্লেশসহিষ্ণু, দাতা।
	সোমপায়ী	যজ্ঞে সোমরস পায়ী, অমৃতপায়ী।
	সহিষ্ণু	সহনশীল।
	অনৃশংস	যে ক্রূর, নির্দ্দয়, পরানিষ্টকারী নহে যে হিংসা করে না।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	পরিণতবয়া	বৃদ্ধ।
	অভিষেক	অভিষেচন, রাজ্যাধিকার জন্য অভিষেচন, কর্ম্মে নিয়োগ।
৬৯	অল্পোদক প্রদেশ	যে স্থানে জল অল্প।
	বর্ণসঙ্কর	মিশ্রিত জাতি।
	প্রতিকূলাচরণ	বিরুদ্ধাচরণ, বিপক্ষতাচরণ।
	সমীরিত	নিক্ষিপ্ত, প্রেরিত।
	প্রিয়চিকীর্ষু	প্রীতিকর কার্য্য করিতে ইচ্ছুক।
৭২	পরিবর্দ্ধন	বৃদ্ধি, উন্নতি।
	নিরাময়	নীরোগ, সুস্থ।
	পরিব্যাপ্ত	সর্ব্বোতভাবে বিস্তৃত।
৭৩	পরিহার	ত্যাগ, উপেক্ষা।
	আত্মশ্লাঘা	আত্মপ্রশংসা।
	ঔদ্ধত্য	ধৃষ্টতা, অশিষ্টতা, অনম্রতা, প্রগল্‌ভতা।
৭৬	উরু	জানুর উপরিভাগ, ঊরু।
৮৪	হিরণ্য	স্বর্ণ, হেম।
	তিমির	অন্ধকার।
৮৫	উন্মূলিত	উৎপাটিত, উপড়ান।
৮৬	নির্ব্বাসিত	দেশান্তরীকৃত, দেশাদি হইতে তাড়িত।
	বনস্পতি	বৃক্ষ, পুষ্প ব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ।
	ধনলুব্ধ	ধনলোভী।
৮৭	আনুকূল্য	সাহায্য।
৮৮	প্রগল্‌ভ	সাহসী।
৮৯	শ্রোত্রিয়	বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যায়ী, সচ্চরিত্র, শিষ্ট, বিনীত।
	পরিকীর্ত্তিত	কথিত, প্রশংসিত।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	ধর্ম্মাধিকারী	ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী।
	দেবল	দেব পূজোপজীবী, পূজারি ব্রাহ্মণ।
	নক্ষত্র-যাজক	ইতরজাতির পুরোহিত।
	গ্রাম যাজক	গ্রামস্থ নানাবর্ণের পুরোহিত।
	শুল্ক	মাশুল, বিবাহের পণ, যৌতুক, প... বাজী।
	উপেক্ষা	ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য, অবহেলা, ত্যাগ, বর্জ্জন।
	স্নাতক	ব্রহ্মচর্য্যানন্তর গার্হস্থ্যে প্রত্যাগমন সময়ে কৃতস্নান।
	বৃত্তি	জীবিকা, আহার।
	ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প	ব্রহ্মতুল্য ও দেবতুল্য।
৯০	প্লব	ভেলা।
	বলীবর্দ্দ	বৃষ।
	উষর ক্ষেত্র	লোণাভূমি, মরুভূমি।
৯১	সমুদ্যত	উদ্যত, প্রস্তুত।
	স্বতঃ	নিজ হইতে, স্বয়ং, স্বভাবত, আপনা হইতে।
৯২	অমাত্য	মন্ত্রী।
	নিগ্রহ	শাসন, তাড়না, সংযম, নিরাশ।
	প্রমাদ	অনবধানতা, ভ্রম, উপদ্রব, আপদ, উন্মত্ততা।
	সনাতন	নিত্য, চিরস্থায়ী, চিরন্তন।
৯৩	স্বরবান্	যাহার উৎকৃষ্ট কণ্ঠস্বর আছে।
৯৪	মূক	বোবা, বাকশক্তি হীন।
৯৮	পর্য্যালোচনা	অনুশীলন, চর্চ্চা।
	শাশ্বত	অবিনশ্বর, নিত্য।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৯৯	মুখরতা	বাচালতা, কটুভাষীতা।
	অরাতি	শত্রু, বিপক্ষ।
১০০	রন্ধ্র	ছিদ্র, দোষ।
১০১	অনবধান	অমনোযোগ।
১০২	অবহিত	নিবিষ্ট, জ্ঞাত, অবধান যুক্ত।
১০৩	অনাগত	অনুপস্থিত, ভাবী, অজ্ঞাত, ভবিষ্যৎকাল।
	বিপুল	মহৎ, বড়, বৃহৎ, গভীর।
১০৪	মহীয়সী	সুমহৎ।
	আহবনীয়	যজ্ঞাগ্নি বিশেষ, আহুতি দিবার যোগ্য।
	গার্হপত্য	যজ্ঞীয় অগ্নি বিশেষ।
	দক্ষিণাগ্নি	দক্ষিণদিকস্থ যজ্ঞাগ্নি বিশেষ।
	অপ্রমত্ত	সাবধান; সতর্ক।
	শুশ্রূষা	সেবা।
	পরিচর্য্যা	সেবা, উপাসনা, পূজা।
১০৫	আচার্য্য	শিক্ষাগুরু, বেদাধ্যাপক।
	উপাধ্যায়	উপদেশক, বেদাধ্যাপক।
	উপদেষ্টা	গুরু।
	অকৃত্রিম	যথার্থ, ছলশূন্য।
	বিদ্বেষ	ঈর্ষা, বৈর, শত্রুতা।
	কৃতজ্ঞতা	উপকারজ্ঞতা, উপকার স্মরণ বা স্বীকার করা।
১০৬	সৎকার	সমাদর, সম্মান, পূজা, সেবা।
	মিত্রদ্রোহী	বন্ধুর অনিষ্টকারী।
	কৃতঘ্ন	অকৃতজ্ঞ, কেহ উপকার করিলে যে তাহা স্বীকার করে না।
১০৭	অভ্যুদয়	উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, উদয়।
	উত্তমর্ণ	ঋণদাতা, মহাজন।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অধমর্ণ	ঋণী, খাতক।
	ধর্ম্মাধিকরণ	বিচারালয়, আদালত।
	শঠ	ধূর্ত্ত।
	অপাংক্তেয়	একপংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য, অশ্রেণী-ভুক্ত, যে এক সমাজের অন্তর্গত নহে।
১০৮	সংযম	দমন, শাসন।
	অতিথি সংকার	অতিথি সেবা।
	স্বাধ্যায়	বেদাধ্যয়ন, জপ।
১০৯	আয়ত্ত	অধীন, বশতাপন্ন।
	বিযোজিত	পৃথক্ কৃত।
১১১	অবসন্ন	শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ম্রিয়মান, শেষ।
	অভিজ্ঞতা	জ্ঞান, নিপুণতা।
	বেতস	বেত্র, বেৎ।
১১২	টিট্টিভ	পক্ষী বিশেষ, টিটির পক্ষী।
	বিরাগ	ঔদাস্য, বৈরাগ্য।
	ভাজন	পাত্র, আধার, যোগ্য ব্যক্তি।
	কল্প	তুল্য, তৎসদৃশ।
	জারজ	বিজন্মা, উপপতিজাত।
১১৩	প্রত্যক্ষে	সাক্ষাতে।
	পরোক্ষে	অপ্রত্যক্ষে, অসাক্ষাতে।
	সংশ্রব	সম্পর্ক।
	প্রখ্যাপন	প্রকাশ।
	শালাবৃক	শৃগাল, বানর, বিড়াল, কুক্কুর (এ স্থানে কুক্কুর নহে)।
	উচ্ছৃঙ্খল	স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধত।
	সমাগম	আগমন, মিলন, সঙ্গম।
	ত্বস্ত	পাংশু।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	দশন	দাঁত।
১১৪	ত্রিবর্গ	ধর্ম্মার্থকামঃ উৎপত্তি স্থিতি বিনাশ, বৃদ্ধি স্থিতি ও ক্ষয়, উন্নতি স্থিতি ও অবনতি, সত্ব রজঃ তমঃ।
	নীলোৎপল দল	নীলবর্ণ পদ্মের পাপড়ি।
	শ্যামল	কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, গাঢ় নীলবর্ণ।
	আস্য	বদন, মুখ।
	বিশসন	হত্যা, বধ, খড়্গ।
	শ্রীগর্ভ	বিষ্ণু।
১১৫	ক্ষুত	হাঁচি।
	আমিষ	মাংস।
	গৃধ্নু	লোলুপ, লোভী।
	অংশুমান্	সূর্য্য।
	অবধারণ	নিশ্চয় করণ, স্থিরীকরণ।
১১৬	অনুশীলন	আলোচনা, পুনঃপুনঃ অভ্যাস।
	সংসৃষ্ট	মিলিত, সংসর্গবিশিষ্ট, মিশ্রিত।
	সঙ্কল্প	মানস, মনোরথ, প্রতিজ্ঞা, কার্য্যসিদ্ধির আশা, অভিপ্রায়।
	সিদ্ধি	ফলোৎপত্তি, কৃতকার্য্যতা।
	উপযোগিতা	উপযুক্ততা, আবশ্যকতা, প্রয়োজন।
	সম্পাদন	কর্ম্মসাধন, নির্ব্বাহ।
	নিবৃত্তি	সমাপ্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি।
	অনাসক্ত	অনুরক্ত বিহীন।
	প্রমোদ	হর্ষ।
	পরাঙ্মুখ	বিমুখ, প্রতিকূল।
	মল	কলঙ্ক।
১১৭	প্রাদুর্ভূত	আবির্ভাব, প্রকাশ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	প্রভাব	সামর্থ্য, মহিমা, তেজঃ, প্রতাপ।
	অনুবৃত্তি	সেবা।
১১৮	আয়ত্ত	অধীন, বশতাপন্ন।
	বসুন্ধরা	পৃথিবী।
১২০	পুরুষকার	পৌরুষ, উৎসাহ।
	শ্লাঘনীয়	প্রশংসনীয়।
১২১	আশাবান্	অকাঙ্খাবিশিষ্ট।
	কৃশ	দুর্ব্বল।
	দুর্ল্লভ	দুষ্প্রাপ্য, বিরল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মহার্ঘ, বহুমূল্য, প্রিয়।
১২২	ধৈর্য্য	ধীরতা, স্থিরতা।
	অর্থী	ভিক্ষুক।
	বিরল	অন্তর্হিত, ব্যবহিত, আচ্ছাদিত, কম, অল্প।
	বিদ্যমান	বর্ত্তমান, উপস্থিত, স্থিতিশীল।
১২৩	শ্রেয়ঃ	সৌভাগ্য, ধর্ম্ম, মোক্ষ, মুক্তি।
১২৪	সমর্থ	পারগ, যোগ্য, উপযুক্ত, বলবান্, শক্তিবিশিষ্ট।
	বিপন্ন	বিপদ্গ্রস্ত।
	পরিগৃহীত	স্বীকৃত, সম্মত।
	পরিগণিত	সংখ্যাত, যাহা গণনা করা হইয়াছে।
১২৭	যুগপৎ	এককালে, এককালীন, একত্রে, একসঙ্গে।
	পার্থিব	পৃথিবী সম্বন্ধীয়।
	নিপুণ	কার্য্যক্ষম, দক্ষ, পটু।
	সদ্গতি	মুক্তি, মোক্ষ, পবিত্রলোক প্রাপ্তি।
১২৮	সর্ব্বাত্মা	সর্ব্বব্যাপী।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	সংস্কৃত	সম্মানিত, আদৃত, পূজিত, পুরস্কৃত।
১২৯	বিঘ্ন	বাধা, প্রতিবন্ধক।
	অনুতাপ	পশ্চাতাপ, অনুশোচনা।
	ত্রয়ী	ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড।
	দর্শন বাক্য	ধর্ম্ম বাক্য।
	পাণিগ্রহণ	বিবাহ।
	মিত	পরিমিত, অল্প, নিয়মিত।
	অপলাপ	অস্বীকার, গোপন।
১৩৪	প্রতিপন্ন	খ্যাত, গৃহীত, অবধারিত।
	স্বার্থ	নিজ প্রয়োজন, নিজোদ্দেশ্যবিশিষ্ট।
	বিশ্বস্ত	বিশ্বাস পাত্র।
	বিরুদ্ধ	বিপরীত, উল্টা, বিরোধী।
	পতিত	অধোগত, স্বধর্ম্মচ্যুত।
	অনির্ব্বচনীয়	বর্ণনাতীত।
১৩৬	নিষ্কারণ	কারণ শূন্য, হেতু শূন্য।
	দম্পতী	পতি পত্নী।
	সংযত	কৃত সংযম, বদ্ধ, নিয়মিত।
১৩৮	ইষ্ট	প্রিয়, বাঞ্ছিত।
১৩৯	প্রতারণা	ঠকান, প্রবঞ্চন।
	হৃদয়ঙ্গম	হৃদ্গত।
১৪০	বয়স্য	সখা, সমান বয়স্ক।
১৪২	উপশম	শান্তি।
	বিমোহিত	বিশিষ্টরূপ মুগ্ধ, অচেতন, প্রতারিত।
	করেণু	হস্তিনী।
	মাতঙ্গ	হস্তি।
১৪৩	প্রচ্ছন্ন	গুপ্ত।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১৪৫	উদার	মহাত্মা, দাতা, বদান্য।
১৪৭	তিন্দুক কাষ্ঠ	গাবগাছের কাঠ।
	প্রধূমিত	ধূম্রা বিশিষ্ট।
১৫১	প্রতিবোধিত	জাগরিত।
১৫২	দ্যূত	পাশাদি ক্রীড়া, জুয়াখেলা, অক্ষক্রীড়া।
১৫৩	কষায়	রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ, রক্তবর্ণ।
	প্রত্যুত্থান	আগতের সম্মানার্থ উত্থান।
	তুণ্ড	মুখ, বদন, আস্য।
	তিতিক্ষা	ক্ষমা।
১৫৪	কাম	সম্ভোগেচ্ছা।
	মুখ্য	প্রধান, শ্রেষ্ঠ, মূল।
১৫৫	লুব্ধ	লোভী।
১৫৭	অবৈধ	বিধি বিরুদ্ধ, অন্যায়।
	মৈথুন	বিবাহ-কর্ম্ম, সংসর্গ, মিলন, শৃঙ্গার।
১৫৮	প্রকটিত	প্রকাশিত, বিস্তৃত।
১৫৯	সংশয়	সন্দেহ।
১৬০	সঙ্কুল	পরিব্যাপ্ত।
১৬৫	বনিতা	ভার্য্যা।
	আর্ত্ত	ক্লেশিত।
১৬৬	পরিণয়	বিবাহ।
	দাবাগ্নি	বনোদ্ভব অগ্নি, দাবানল।
১৬৯	পঞ্চযজ্ঞ	গৃহস্থের পঞ্চ প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; যথা, বেদাধ্যয়ন, হোম, অতিথি পূজা, পিতৃতর্পণ ও ভূতবলি বা প্রাণিগণকে খাদ্য দ্রব্য অর্পণ।
১৭০	পর্য্যটন	ইতস্ততঃ ভ্রমণ।
	অচিরাৎ	অবিলম্বে, শীঘ্র।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১৭৩	অভিমান	গর্ব্ব, অহঙ্কার, অল্প কারণেই দুঃখ বা অপমান বোধ করা।
১৭৪	অরাতি	শত্রু, বিপক্ষ।
	জড়	নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট, মুগ্ধ, অবসন্ন, মোহ-প্রাপ্ত।
	বধির	শ্রবণশক্তি হীন, কালা।
১৭৫	অবজ্ঞা	হেয়জ্ঞান, অনাদর, অবমান।
	আবেগ	তীব্রতা, চিত্তবেগ, চিত্তের সম্ভ্রম।
	ঔদারিক	উদরম্ভরি, পেটুক।
	উরগ	সর্প।
	মাৎসর্য্য	দ্বেষ, পরহিংসা।
	অপনোদন	দূরীকরণ।
	উন্মূলিত	উৎপাটন, উপড়ন।
	আস্থা	অবলম্বন, শ্রদ্ধা, যত্ন, মনোযোগ।
১৭৬	বিচলিত	স্খলিত, চ্যুত, চঞ্চল, অস্থির, কম্পিত।
	বিলুপ্ত	নষ্ট, আক্রান্ত।
	বিবর্জ্জিত	বিশিষ্টরূপে পরিত্যক্ত।
	সমদর্শী	সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী, অপক্ষপাতী।
	অপ্রমত্ত	সাবধান, সতর্ক।
	অর্চনা	উপাসনা, আরাধনা।
১৭৭	নিরয়	নরক, যন্ত্রণাভোগস্থান।
১৭৮	তন্দ্রা	অল্পনিদ্রা, আলস্য।
১৮০	অনর্থ	অনিষ্ট।
১৮১	ধৃতি	ধৈর্য্য, ধারণ, যোগভেদ, তুষ্টি, সুখ, উৎসর্গ, বলি।
	অদীনতা	দৈন্যতা বিহীন, দারিদ্রতা বিহীন।
	অনসূয়া	অসূয়া শূন্য।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	গ্রাম্য	নীচ, জঘন্য, অসভ্য, অশ্লীল, লজ্জা-জনক বাক্য।
	আরণ্য	বন্য, অরণ্যজাত।
	চরম	অন্ত, শেষ।
	অবিরোধী	অপ্রতিকূল, শত্রু বিহীন।
	সহিষ্ণু	সহনশীল।
১৮২	অনশন	উপবাস।
	স্থাবর	অচল, অজঙ্গম, স্থায়ি দ্রব্য।
	গুরুতল্প	গুরুপত্নী।
১৮৩	সঙ্কর	মিশ্রণ, মিলন, বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র মিশ্রণ।
	অবিকৃত	বিকার বিহীন।
	তিতিক্ষা	ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য।
	অব্যয়	অক্ষয়।
	ক্ষন্তব্য	ক্ষমার যোগ্য।
	অক্ষন্তব্য	ক্ষমার অযোগ্য।
	মানদণ্ড	পরিমাণদণ্ড, মাপকাঠি।
১৮৪	অনবহিত	অমনোযোগী।
	নিরাকৃত	দূরীকৃত, নিরস্ত।
	বৈরাগ্য	বিবেক, অননুরাগ।
	মদ	গর্ব্ব, অহঙ্কার, কাম, ইচ্ছা।
	তত্ত্বজ্ঞান	যথার্থজ্ঞান, আত্মজ্ঞান।
	প্রসঙ্গ	সম্বন্ধ।
	যাথার্থ্য	সত্যতা, প্রকৃতত্ব।
১৮৫	বিহার	ক্রীড়া, আমোদ।
১৮৭	শাস্তা	শিক্ষক।
	সংস্কার	শোধন,মন্ত্রাদি দ্বারা শোধনরূপ অনুষ্ঠান

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
২০১	চাস	নীলকণ্ঠ পক্ষী।
	মণ্ডূক	ভেক, বেঙ্ড।
২০৭	অনূঢ়	অবিবাহিত।
	কৃচ্ছ্র	কষ্টদায়ক।
২০৮	চমরী	মৃগ বিশেষ, যাহাদের লাঙ্গুলে চামর প্রস্তুত হয়।
	ব্যসন	বিষয়াসক্ত, কামজ ও কোপজ দোষ।
	বিশারদ	নিপুণ।
	মাধুর্য্য	মধুরতা, সৌন্দর্য্য।
	ব্যায়াম	শ্রম।
২১৩	প্রথিত	প্রসিদ্ধ।
	বিরাগ	বৈরাগ্য, ঔদাস্য।
	লোষ্ট্র	মৃৎখণ্ড, ঢিল।
২১৪	ব্রহ্মঘ্ন	ব্রাহ্মণহিংসক।
২১৫	আত্মজ্ঞান	আত্মার জ্ঞান।
২১৭	অবশ্যম্ভাবী	যাহা নিশ্চয় হইবে।
	চিন্ময়	জ্ঞানময়।
২১৮	অকৃতার্থ	অকৃতকার্য্য।
	সিকতাময়	বালুকাময়।
	অনুকূল	সহায়।
	সুষুপ্তি	সুনিদ্রা।
	নির্ব্বিকল্প	নিত্য, সংশয় রহিত।
	সমাধি	ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, ধ্যান।
	ব্রহ্মভূত	ব্রহ্মজ্ঞাত।
	ঐহিক	এই কালের, সাংসারিক।
২১৯	জরা	জীর্ণতা, বার্দ্ধক্য।
	আত্মসাৎ	আত্মায়ত্ত, হস্তগত।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	বিপণী	পণ্যবীথিকা, হট্ট।
	সংসৃক্ত	সংযুক্ত, আসক্ত।
	আগম	বেদাদি শাস্ত্র।
	বিরক্তি	বিরাগ, বৈরাগ্য।
২২১	অকিঞ্চন	দরিদ্র।
	নিদান	মূল কারণ, আদিকারণ।
	উপাধান	বালিশ।
	ভ্রূকুটি	কটাক্ষ, রোষদৃষ্টি।
	উন্মার্গ	অসৎপথ, গর্হিত আচরণ।
	প্রস্থিত	গমনোদ্যত।
	পরস্ব	পরধন।
২২৪	পরাকাষ্ঠা	শেষসীমা, অন্ত।
	অনুবর্ত্তন	পশ্চাদ্গমন, সেবা।
২২৭	উদ্বেজিত	ক্লেশিত।
২২৮	অদূরদর্শী	যাহা পরিণাম দর্শী নহে।
	দুরাকাঙ্ক্ষা	যে আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।
২৩১	ব্যাল	শ্বাপদ।
	বদান্য	দানশীল, চারুভাষী।
	পুলাক	তুচ্ছধান্য, আগড়া।
	ব্রহ্মজ্ঞ	তত্ত্বজ্ঞানী।
২৩২	সঙ্কাশ	সদৃশ।
...	স্বয়ম্ভু	বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব।
২৩৩	বিজৃম্ভিত	বিকসিত, ব্যাপ্ত।
২৩৪	কর্ণিকা	পদ্মবীজকোষ।
২৩৯	ধূপ	সর্জ্জরস।
	উৎপলনাল	পদ্মের ডাঁটা।
	পাদপ	বৃক্ষ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	প্ররোহিত	অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত।
	লাবণ্য	সৌন্দর্য্য, কান্তি।
২৮০	ব্যান	সর্ব্বশরীরব্যাপীবায়ু।
	অপান	গুহ্যদেশস্থ বায়ু, বাতকর্ম্ম।
	উদান	কণ্ঠস্থবায়ু।
	সমান	শরীরান্তর্গত বায়ু।
	বিশদ	মনোহর, সুন্দর, পরিষ্কার।
	রুক্ষ	উগ্র।
	কটু	কর্কশ।
	মধুর	মাধুর্য্যযুক্ত, মিষ্ট।
	বিচিত্র	নানারূপ।
	স্নিগ্ধ	শীতল।
	বর্ত্তুল	গোলাকার।
	খর	উত্তাপ, তেজঃ।
	পটহ	ঢকা, নাগরা।
	বাতাত্মক প্রাণ	প্রাণবায়ু।
২৪১	বস্তিমূল	তলপেট, মূত্রস্থলী।
	সাহচর্য্য	সংসর্গ, সঙ্গ।
	প্রতিহত	নিরস্ত, প্রেরিত।
	উৎক্ষিপ্ত	উর্দ্ধেনিক্ষিপ্ত।
	তির্য্যগ্ভাব	বক্রগতি বিশিষ্ট।
২৪২	সমিধ্	হোমাগ্নি জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি।
২৪৩	সঙ্গত	মিলিত।
২৪৪	নির্গুণ	সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত।
২৪৫	পর্য্যবেক্ষণ	সম্যক্‌রূপে আলোচনা।
২৪৭	পরমার্থ	যাথার্থ্য, শ্রেষ্ঠ বস্তু।
	আদিদেব	ব্রহ্মা।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
২৪৮	অদ্রোহ	জিঘাংসা রহিত, অনিষ্ট চিন্তা বিহীন।
	শ্রী	লক্ষ্মী, সম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, ত্রিবর্গ, কীর্ত্তি।
	বিভব	প্রভুত্ব।
	নির্ব্বাণ	মুক্ত।
	আস্পদ	স্থান, প্রতিষ্ঠা।
২৪৯	অনৃত	মিথ্যা।
২৫৪	প্রসাদ	অনুগ্রহ।
	লব্ধ	প্রাপ্ত, উপার্জ্জিত।
	পরিব্রাজক	ভিক্ষুক।
	অভিবাদন	প্রণাম, বন্দনা।
	পরুষবাক্য	কর্কশ বচন, কঠোর বাক্য।
	দাম্ভিকতা	আত্মশ্লাঘা।
	চর্ব্ব্য	যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়।
	চুষ্য	যাহা চুষিয়া খাইতে হয়।
	লেহ্য	যাহা চাটিয়া খাইতে হয়।
	পেয়	যাহা পান করিতে হয়। তরল বস্তুর গলাধঃকরণের নাম পান।
	চরিতার্থ	কৃতার্থ, কৃতকার্য্য, সিদ্ধকাম।
	উঞ্ছবৃত্তি	ত্যক্ত ধান্যাদি আহরণ দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
২৫৫	প্রস্রবণ	নির্ঝর।
	সঞ্চরণ	গমন।
	ওষধি	জ্যোতির্লতা, যে সকল লতা রাত্রি-কালে জ্বলে, যে সকল তরু লতা ইত্যাদি ফল পক্ক হইলে শুষ্ক হইয়া যায়।
	বলি	ভূতযজ্ঞ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	সমিৎ	ইন্ধন, জ্বালানি কাঠ।
	সংমার্জ্জিত	উত্তমরূপে মার্জ্জিত।
	শ্লথ	শিথিলিত।
২৫৬	জরায়ুজ	গর্ভাশয় জাত, মনুষ্যাদি জীব।
	অণ্ডজ	অণ্ড হইতে জন্মে যাহারা, পক্ষী, সর্প, মৎস্য ইত্যাদি।
	স্বেদজ	ঘর্ম্ম, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি জাত।
	উদ্ভিদ্	যাহা ভূমিভেদ করিয়া জন্মে, তরু, লতা, গুল্মাদি।
	পুলিন	তট, চড়া।
	যদৃচ্ছালব্ধ	স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত।
	সাগ্নিক	অগ্নিহোত্রী দ্বিজ।
	ইন্ধন শূন্য জ্যোতিঃ	কাষ্ঠ শূন্য অগ্নি।
২৫৬ক	পরিবাদ	নিন্দা, অপবাদ।
	তির্য্যগ্ যোনি	পশু পক্ষ্যাদি জাতি।
	সমন্বিত	যুক্ত।
২৫৭	দুশ্চেষ্ট	মন্দচেষ্টা, কুঅভিপ্রায়।
	চৈত্যবৃক্ষ	অশ্বত্থ বৃক্ষ।
	প্রদক্ষিণ	চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ। দেবাদিকে বা সম্মানার্হ ব্যক্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া বেষ্টন।
	যবাগূ	যাউ, ক্ষুদ দিয়া প্রস্তুত খাদ্য।
	সুশৃত	সুপক্ক।
	তিলৌদন	তিলমিশ্রিত পরমান্ন।
	পুরীষ	বিষ্ঠা।
২৫৮	সংশয়	সন্দেহ।
	বিদিত	জ্ঞাত।
	চিদাত্মা	অন্তরাত্মা।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	উর্ম্মিমালা সমাকুল	তরঙ্গ সমূহ পূর্ণ।
	বেলাভূমি	সমুদ্রতীর অথবা যে পর্য্যন্ত জোয়ারের সময়ে সমুদ্র জল উঠে।
	শম	অন্তঃকরণের স্থিরতা, শান্তি।
	বিষাদ	খেদ, দুঃখ।
২৬০	দুরপনেয়	যাহা দুরীকরণ করা কঠিন।
	অভিব্যক্ত	প্রকাশিত।
	নিয়ন্ত্রিত	সংযমিত, বদ্ধ।
২৬১	দুর্নিবার	অনিবার্য্য, দুর্দ্দান্ত।
	মনস্বী	জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্।
	ব্যসন	বিষয়াসক্তি, পাপ।
	অভিনিবেশ	মনোনিবেশ, প্রণিধান
২৬২	প্রতিপক্ষ	বিপক্ষ, শত্রু।
২৬৩	উদ্‌ভ্রান্ত	উদ্বেগযুক্ত, ভ্রান্ত।
	বিতর্ক	আলোচনা, সন্দেহ, তর্ক।
	বিবেক	বিবেচনা, বিচার, ভেদ, বৈরাগ্য, বিভিন্নতা, তত্ত্বজ্ঞান, দেহ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ জ্ঞান করিবার ক্ষমতা।
	সমাধি	ধ্যান।
	নির্ব্বেদ	আপনাকে ধিক্কার দেওয়া, আপনার প্রতি অভক্তি প্রদর্শন, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, অনুতাপ, বেদবহির্ভূত, বেদ রহিত।
২৬৪	প্রণব	ওঁ, ওঙ্কার।
	মনঃ সমাধান	মন অর্পণ।
	বীত	নিবৃত্ত, মুক্ত।
	স্পৃহ	ইচ্ছা, লোভ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	সংহিতা	স্মৃতিশাস্ত্র।
২৬৫	অণিমা	ঐশ্বর্য্য বিশেষ।
২৭১	ব্যাপ্যাখ্য	যাহার নাম ব্যাপ্য।
	ব্যাপকাখ্য	যাহার নাম ব্যাপক। (যাহা অল্প বিষয়ক তাহা ব্যাপ্য এবং যাহা বহু বিষয়ক তাহা ব্যাপক)।
	উপনেত্র	চসমা।
২৭২	সত্বা	স্থিতি।
২৭৩	ইন্দ্রিয়গ্রাম	ইন্দ্রিয় সমূহ।
	আদর্শ	দর্পণ।
	প্রতিসংহার	নিবর্ত্তন, প্রত্যাকর্ষণ, সংকোচন।
২৭৪	সংস্কার	নির্ম্মল।
	সংযুক্ত	মিশ্রিত।
	নিকষ	কষ্টিপাথর।
	প্রবোধক	জ্ঞান, বিকাশ।
	উপলব্ধি	জ্ঞান, প্রাপ্তি, লাভ।
	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা।
	অব্যক্ত	ব্রহ্ম।
	স্বরূপ	প্রকৃতি, স্বভাব।
	অপ্রতিহত	বাধা শূন্য, প্রতিঘাত বিহীন।
	সুষুপ্তি	গাঢ় নিদ্রা, সুনিদ্রা।
	বিনশ্বর	অনিত্য, ধ্বংসশীল।
	বীতস্পৃহ	লোভহীন।
২৭৫	অনুসরণ	পশ্চাদ্গমন।
	মুমুক্ষু	মুক্তীচ্ছুক।
২৭৬	উদ্ভাবন	কল্পনা, উদ্ভব, চিন্তন, উৎপত্তি।
	জন্য পদার্থ	যে সকল পদার্থের উৎপত্তি আছে।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অর্ণবস্থ	সমুদ্রস্থ।
২৭৮	কিম্পুরুষ	কিন্নর।
২৮১	নিবদ্ধ	বদ্ধ, গ্রথিত।
২৮৭	ধৃতি	ধৈর্য্য, তুষ্টি, সুখ।
	স্মৃতি	স্মরণ, বোধ।
	অসন্দেহ	নিশ্চয়তা।
	প্রমাদ	অনবধানতা, ভ্রম, আপদ।
	আয়াস	শ্রান্তি, শ্রম।
	অনার্য্যতা	নিকৃষ্টতা।
	পুরীষমূত্রক্লিন্ন	বিষ্ঠামূত্রক্লেদ যুক্ত।
২৯০	অধ্যবসায়	যত্ন, উৎসাহ।
	সম্যক্	সম্পূর্ণরূপে, উত্তমরূপে।
২৯১	কৃচ্ছ্র	কষ্টদায়ক, প্রায়শ্চিত্ত।
	অঘমর্ষণ	পাপনাশক বেদের মন্ত্র বিশেষ।
	উপস্থের	পুংলিঙ্গের।
	সুষুম্না নাড়ী	দেহ মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী প্রধান নাড়ী আছে। যখন প্রাণ শেষোক্ত নাড়ীতে গমন করে তখনই মোক্ষলাভ হয়।
২৯২	দুর্নিবার	অনিবার্য্য, দুর্দ্দান্ত।
	ভূতানুকম্পা	জীবের প্রতি দয়া।
	অমোঘ	অব্যর্থ।
	মাষ	মাষকলায়।
	উপহত	দূষিত
	অবস্থাত্রয়াতীত	তিন অবস্থার অতীত।
২৯৩	বিষয়ব্যাসক্ত	ইন্দ্রিয়ার্থে অত্যন্ত আসক্ত।
	প্রবণ	রত।
	ঐশিক গুণ	ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গুণ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
২৯৪	অনাতুর	অরোগী, সুস্থ।
	অবিদ্যা	মায়া, অজ্ঞান।
	সুদূর পরাহত	তাৎপর্য্যার্থ বহুদূরবর্ত্তী
২৯৫	সমাহার	মিলন, প্রকারভেদ।
	চিৎপ্রতিবিম্ব	মনের প্রতিবিম্ব।
	সংন্যাস	সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণরূপ ব্যাপার।
২৯৬	আকাশাখ্য	আকাশ নামক।
	আধারাধেয়	যাহাতে থাকে তাহা আধার এবং যাহা থাকে তাহা আধেয়।
	উপরত	নিবৃত্ত।
২৯৭	অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ	যাঁহারা আত্মসংক্রান্ত চিন্তায় অত্যন্ত রত।
২৯৮	অতিবাদ	অত্যুক্তি, অতি কর্কশ উক্তি।
	দান্ত	জিতেন্দ্রিয়।
	ধৃতিমান্	স্থিরমনা, সন্তুষ্ট।
	অনায়াস	আয়াসশূন্যতা, ক্লেশশূন্যতা, অক্লেশ।
৩০০	বিঘসাশী	যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দেবতা পিতৃলোক ও অতিথিদিগকে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্টান্ন ভোজন করে।
৩০২	মায়িকজ্ঞান	যে জ্ঞান মায়াপ্রভাবে উৎপন্ন হয়।
৩০৪	দুরবগাহ	অতলস্পর্শ, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না।
৩০৫	বিধিৎসা	বিধান করিবার ইচ্ছা।
	ভূতি	ঐশ্বর্য্য।
	দুঃসহা	অসহনীয়া, অতি ক্লেশদায়িকা।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	শ্রী	সম্পদ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য।
৩০৯	অয়ন	পথ।
৩১০	নশ্বর	অনিত্য, ক্ষয়নীয়।
	নিয়ন্তা	শাসনকর্ত্তা, শাস্তা, বিধি।
	ভবিতব্য	অবশ্যম্ভাবী।
	ব্যসন	বিপদ, দুঃখ, নিষ্ফলোদ্যম।
	ধুরন্ধর	উত্তম গুণবিশিষ্ট, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশিষ্ট।
৩১১	মেধা	ধারণাবতী বুদ্ধি, স্মরণশক্তি।
	সন্নতি	উন্নতি।
	প্রসাদগুণ	শান্তিগুণ।
	যতব্রত	সংশিত ব্রত, নির্ণীতব্রত, নিশ্চিতব্রত।
	সুস্নাত	মাঙ্গল্যদ্রব্যে স্নাত।
	প্রযত	পবিত্র, নিয়মযুক্ত।
	অসম্প্রীতি	হর্ষবিহীন, অনুরক্তি বিহীন, অপ্রেম।
	অভ্যুত্থান	গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমাদর।
	প্রখ্যাপিত	ঘোষিত।
	কুদ্দাল	কোদাল।
	দাত্র	দা।
	সম্ভূয়সমুত্থান	বহুলোক মিলিয়া কারবার করা।
	সংবর্দ্ধন	বৃদ্ধি, পালন, সম্মানন।
	ক্ষান্তি	সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি।
৩১২	উদ্বেজিত	ক্লেশিত।
৩১৪	বহুধাগামী	বহুপ্রকারে গমনকারী।
৩১৬	বিশুদ্ধসত্ত্ব	বিশুদ্ধ স্বভাব।
	নিত্যকর্ম্ম	দৈনন্দিন কার্য্য, যে সকল কার্য্য প্রতি-দিন করিতে হয়।
	নৈমিত্তিক কর্ম্ম	পুত্রজন্মাদি কারণে করণীয় শ্রাদ্ধাদি।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	ধারণা	ন্যায্যপথে স্থিতি, নিশ্বাসরোধ পূর্ব্বক বাহ্য বিষয় হইতে চিত্ত নিবৃত্ত করিয়া মনের একাগ্রতার সহিত পরম ব্রহ্মের ধ্যান।
	বেদপ্রতিপাদ্য	বেদসংস্থাপিত বা বোধিত।
	অদ্বৈত	ব্রহ্মন্।
	নিষ্ঠ	অনন্যচেতা, অভিনিবিষ্ট।
	কাম্য	বাঞ্ছনীয়, সুন্দর।
	জ্বালাপটল	অগ্নিশিখা সমূহ।
৩১৭	চন্দ্রসংজ্ঞক	যাহার নাম চন্দ্র।
৩১৮	সমাবর্ত্তন	গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন।
	নিখিল	সমুদায়, সম্পূর্ণ।
	যতিধর্ম্ম	সন্ন্যাসধর্ম্ম।
	যজন	পূজন, যাগকরণ।
	অধ্যয়ণ	পাঠ।
	অধ্যাপন	অধ্যয়ন করান, শিখান।
	বুভুক্ষু	ক্ষুধার্ত্ত।
৩২০	বরূথ	রথগুপ্তি, শত্রু প্রহার হইতে রক্ষিত হইবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থান বিশেষ।
	কূবর	যে স্থানে যুগকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, যুগন্ধর।
	অপান	গুহ্য-দেশ।
	অক্ষ	চক্র।
	যুগকাষ্ঠ	যোয়াল কাষ্ঠ।
	সার	বল, শক্তি।
	ফলক	পাটা, কাষ্ঠাদি পট্ট।
	সংশ্লেষ	সংযোগ, মিলন।
	নেমি	চক্রের প্রান্ত।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	প্রতোদ	তাড়ন দণ্ড।
	পুরঃসর	নেতা, অগ্রগামী।
	চেট	দাস, দাসী, ক্রীতদাস।
	মুমুক্ষু ব্যক্তি	মুক্তীচ্ছুক ব্যক্তি।
৩২৮	ওতপ্রোত ভাবে	বহিরন্তর্বিদ্ধভাবে, সর্ব্বস্থান ব্যাপ্তভাবে।
	তির্য্যক	পার্শ্ব, বক্রভাবে।
	ইয়ত্তা	সীমা।
	নিরুপাধিক	উপাধি শূন্য।
৩৩১	প্রপঞ্চ	সংসার মায়া।
৩৩৪	বিঘস	ভোজনশেষ অন্ন।
	অমৃত	যজ্ঞশেষ ঘৃত বা অন্ন।
	জিতক্লম	শান্ত।
	কপোতবৃত্তি	ভিক্ষা বৃত্তি।
৩৩৫	নীবার	ধান্য বিশেষ।
	পঞ্চতপা	অগ্নি চতুষ্টয় এবং সূর্য্য এই পঞ্চাতপ মধ্যবর্ত্তী তপস্বী।
৩৩৮	কষায়বস্ত্র	রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ বস্ত্র।
	দ্যুলোক	স্বর্গলোক।
৩৩৯	উপরত	নিবৃত্ত, বিরত, ক্ষান্ত।
	স্বরূপস্থ	প্রকৃতিস্থ।
	নিবাত	বায়ুরহিত।
৩৪৫	সংঘাত	সম্যক্‌রূপে আঘাত।
	শৈত্য	শীতলতা, শীতগুণ।
	করক	বর্ষোপল, শিলা।
	উর্দ্ধপ্রয়াণ	উর্দ্ধে প্রস্থান।
	শৌর্য্য	সাহস, পরাক্রম, বীরত্ব।
	উৎক্ষেপণ	উর্দ্ধে ক্ষেপণ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অন্যালম্ব	নিরাবলম্বন, আশ্রয় শূন্য।
	অপ্রতিঘাত	প্রতিবন্ধ বিহীন, ব্যাঘাত রহিত।
	বিকৃতি	প্রকৃতির অন্যথাভাব।
	ভূতত্ত্ব	তত্ত্বানুসন্ধানত্ব।
৩৪৯	যূপ	যজ্ঞীয়পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠস্তম্ভ।
৩৫১	অরণি	ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ।
৩৫৬	ব্রহ্মঘ্ন	ব্রাহ্মণহিংসক।
	অসূয়া	দ্বেষ।
	নিকৃতি	শঠতা।
৩৫৮	তত্ত্বজিজ্ঞাসু	তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানলাভেচ্ছুক।
৩৫৯	ষড়্‌বর্গ	কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও, মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু।
	অন্তরায়	বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।
	দীনতা	কাতরতা।
	উদ্বেগ	উৎকণ্ঠা, ভয়।
৩৬০	অভ্যবহারার্থ	ভোজনার্থ।
৩৬১	কর্ম্মেন্দ্রিয়	বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়।
	জ্ঞানেন্দ্রিয়	নেত্র, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও ত্বক্।
	নিত্য	চিরস্থায়ী, সনাতন।
	অবিনশ্বর	বিনাশ শূন্য, যাহার ধ্বংস নাই।
	প্রারব্ধ	শরীরারম্ভক অদৃষ্ট।
৩৬২	কৃতকৃত্য	সফল।
	নিরাময়	সুস্থ।
৩৬৩	বিরতি	বিরাগ, শান্তি, নিবৃত্তি।
	পরোক্ষে	অপ্রত্যক্ষে, অন্তর্হিতে।
	অনুকূল	স্বপক্ষপাতী।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	প্রতিকূল	বিপক্ষ, বিরুদ্ধ।
	অবান্তরভেদ	কোন বিভাগের অন্তর্গত বিভাগ।
৩৬৬	অবান্তর	অন্তর্ভূত, প্রধানের অঙ্গভূত।
	অবরোহণ	অবতরণ।
	কল্প	ব্রহ্মার দিবাভাগ।
৩৬৮	নাগগণের	হস্তি সকলের।
	নির্ম্মোক	খোলস।
৩৬৯	ঊর্ম্মিমালা	ঢেউ সকল।
	ভূতকর্ত্তা	প্রাণিগণের উৎপাদক।
	ভূতভাবন	সৃষ্টিকর্ত্তা।
	কল্পিত	আরোপিত।
৩৭০	বিরহিত	ত্যক্ত, বিমুক্ত।
	সরিৎ	নদী।
	বেলা	সমুদ্রতীর।
	প্রমাদ	ভ্রম, উন্মত্ততা, আপদ, অনবধানতা।
	দৈন্য	দীনতা,দারিদ্রতা,শোচনীয়তা,কার্পণ্য।
	প্রমোহ	মায়ার উৎকর্ষ।
	অপ্রতর্ক্য	যাহার বিষয়ে তর্ক করা যায় না।
	অবিজ্ঞেয়	জ্ঞাতব্য নহে, জানিবার যোগ্য নহে।
৩৭১	ঊর্ণনাভি	মাকড়সা।
৩৭৩	নিগ্রহ	ঘৃণা, অকৃপা।
	অম্বর	আকাশ।
	বদান্য	দানশীল, চারুভাষী।
	বর্ণসঙ্কর	মিশ্রিত জাতি।
	আমিষ	খাদ্য।
৩৭৪	যদৃচ্ছালব্ধ	স্বেচ্ছায় উপার্জ্জিত।
	জীবিকা কর্ষিত	জীবিকানির্ব্বাহার্থ আকৃষ্ট।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	কদন্ন	কুৎসিত অন্ন, কুৎসিত খাদ্য।
	বল্কল	বৃক্ষের ছাল।
	বলীপলিত	জরাবিশ্লথ চর্ম্ম ও বার্দ্ধক্য হেতু কেশাদির শুক্লতা।
	পুংস্ত্বের উপঘাত	সহবাসে অসমর্থতা।
৩৭৯	স্বাধ্যায়	বেদাধ্যয়ন, জপ।
	আহিতাগ্নি	সাগ্নিক। (অগ্নি ত্রিবিধ, যথা দক্ষিণাগ্নি গার্হপথ্য ও আহবনীয়।)
৩৮১	উপভোগ	সুখাদি ভোগ, মৈথুন।
	কাকিনী	পাঁচ গণ্ডা কড়ি।
৩৮২	নাট্য বহুরূপ প্রদর্শন	নটবৎ নানারূপ দেখান।
৩৮৩	অপকর্ষ	নীচতা, অপকৃষ্টতা।
	রাজপুত্র	রাজপুত জাতি।
	বৈদেহক	ব্রাহ্মণীগর্ভে বৈশ্যজাত জাতি বিশেষ।
	শ্বপাক	ব্যাধ, কুক্কুর পালক।
	পুক্কস	চণ্ডাল, নীচ জাতি বিশেষ।
	স্তেন	চোর
	নিষাদ	ধীবর বিশেষ, ব্যাধ।
	সূত	সূত্রধর জাতি।
	মাগধ	রাজাদের ও সৈন্য সমূহের অগ্রে স্তুতি পাঠক।
	অযোগ	জাতি বিশেষ।
	করণ	শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যজাত, জাতি বিশেষ।
	ব্রাত্য	পতিত ব্রাহ্মণের সন্ততি।
৩৮৪	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা।
	তিতিক্ষা	ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য।
৩৮৫	সংস্কার	মন্ত্রাদি দ্বারা শোধনরূপ অনুষ্ঠান।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৩৯০	উত্তরায়ণ	সূর্য্যের উত্তরে গতি, মাঘ হইতে আষাঢ় এই ছয় মাস।
৩৯১	ষড়ঙ্গ	ছয় অঙ্গযুক্ত, (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ বেদের এই ছয় অঙ্গ)।
৩৯৪	শিশ্নোদর	উপস্থ ও উদর।
	পরায়ণ	অনুরক্ত।
৩৯৬	অভিনিবেশ	আবেশ, প্রণিধান।
	পারত্রিক	পারলৌকিক।
	আস্তিক্য	ঈশ্বরে এবং পরলোকে বিশ্বাস।
৩৯৭	প্রতিচিকীর্ষা	প্রতিকার করিবার ইচ্ছা।
	অমানুষ	মনুষ্য ভিন্ন জীব।
	আক্রোশ	ভৎসনা।
	বাচাল	বহু কুৎসিতভাষী, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, অসার বহুভাষী।
৪০৩	চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব	আট প্রকৃতি, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন।
৪০৬	স্তম্ভন	নিবারণ, জড়ীকরণ।
	স্থাণু	স্তম্ভ।
	ব্রহ্মাত্মবোধক	ব্রহ্মাত্মজ্ঞাপক।
৪০৮	প্রপঞ্চ	সমূহ।
৪১০	প্রতিবুদ্ধ	জাগরিত।
	দ্বন্দ্ববিহীন	যুগ্ম বিহীন, জোড়া বিহীন।
৪১৩	সবর্ণা	সজাতীয়া।
৪১৫	বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয়সৃষ্টি	যে সকল সৃষ্টি বুদ্ধির বিষয়ীভূত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় সৃষ্টি অর্থাৎ অহঙ্কার সৃষ্টি।
	ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি	ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	আর্জ্জব	সরলতা।
	হিরণ্য ডিম্ব	হেম ডিম্ব (হিরণ্য ডিম্ব মধ্যে নারায়ণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রহ্মার নাম হিরণ্যগর্ভ)।
৪১৮	অধ্যাত্ম	ইন্দ্রিয়।
	অধিভূত	বিষয়।
	অধিষ্ঠাত্রী	অধ্যক্ষ।
৪১৯	প্রপুঞ্জ	মায়া।
	আনৃণ্য	ঋণমুক্তি।
	অচপলতা	অচঞ্চলতা।
	ঋজুতা	সরলতা, অকাপট্য।
	অভ্রান্ততা	অভ্রমতা, ধীরতা।
	নিরপেক্ষতা	স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা।
	অলুব্ধতা	নির্লোভতা।
	অতিবাদ	কঠোর বাক্য, অত্যুক্তি।
	পরুষতা	নির্দ্দয়তা।
	মদ	আনন্দ, আহ্লাদ, মত্ততা।
	মোহ	মূর্চ্ছা, মায়া, দুঃখ, ভ্রম।
৪২১	সন্নিপাত	ত্রিদোষজ বিকার।
৪২৩	নিঃসঙ্গ	সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত।
৪২৪	ইষীকা	কাশতৃণ।
	শরমুঞ্জ	তৃণ।
	উড়ুম্বর	যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষ।
৪২৫	অণিমাদি ঐশ্বর্য্য	অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব এই ছয় প্রকার বিভূতি। যে শক্তি দ্বারা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করা যায়, তাহাকে অণিমা কহে।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	মূলাধারাদি চক্র	দেহমধ্যে সাতটি চক্র আছে, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার বা শিরোমধ্যস্থিত সহস্র দল পদ্ম, এই সাতটি চক্রকে ষট্চক্র কহে। চক্র সাতটি কিন্তু নাম ষট্চক্র।
	বাতাধিক্য	বায়ুর আতিশয্য।
	শেষযামে	শেষ প্রহরে।
৪২৬	জানু	হাঁটু, উরুসন্ধি।
	জঙ্ঘা	গুল্ফোর্দ্ধ ও জানুর অধোভাগ, জংঘা, ঠ্যাং।
	জঘন	কটিদেশ, কোমর, কাঁকাল, নিতম্ব, শ্রোণীদেশ।
	উরু	জানুর উপরিভাগ, উরৎ।
	গ্রীবা	ঘাড়।
৪২৭	অরুন্ধতী	আকাশস্থ তারকা বিশেষ। অথবা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া চাপ দিলে যে জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়।
	সুরভি	সদ্গন্ধবিশিষ্ট।
৪৩১	পৌর্ব্বাপৌর্য্য	আদ্যন্ত।
	ক্রম	প্রণালী, পদ্ধতি।
	সার্থক	অর্থযুক্ত।
	প্রসাদ গুণসম্পন্ন	যাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।
	সংক্ষিপ্ত	অল্পীকৃত।
	অসন্দিগ্ধ	সংশয় বিহীন।
	অশ্লীলপদ	সাধু ব্যক্তির অনুচ্চার্য্য পদ।
	অমূলক	ভিত্তিহীন, মূলশূন্য।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অসংস্কৃত	কর্কশ।
	অসঙ্গত	অন্যায়।
৪৩২	অনুকূল	স্বপক্ষপাতী।
	স্বার্থ	নিজপ্রয়োজন।
	বিন্যাস	রচনা।
৪৩৩	সংশ্লিষ্ট	মিলিত।
	জতু	লাক্ষা।
	অভিজ্ঞানার্থ	স্মরণের প্রকাশ জন্য।
	স্বরূপ	স্বভাব।
	তন্মাত্র	সাঙ্খ্যমতে সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত, যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।
	অনুমিত	অনুভূত।
	অবিদ্যা	অজ্ঞান।
	দ্বন্দযোগে	যাহাতে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে।
৪৩৪	কলল	জরায়ু।
	কৌমারাবস্থা	জন্মাবধি পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত (তন্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত)।
৪৩৫	স্বর প্রণিধান	কণ্ঠধ্বনিতে যত্ন।
	অপরিগ্রহ	গ্রহণ না করা।
৪৩৭	প্রাক্তন	পূর্ব্বজন্মান্তরীণ।
৪৪০	উষ্মজ	উষ্মাতে উৎপন্ন।
	অবষ্টম্ভন	স্তব্ধীভাব।
	পরিক্ষীণ	ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত।
৪৪১	নিদান	মূল কারণ, আদিকারণ।
	কোষকার কীট	গুটিপোকা।
	ক্ষেপণি	দাঁড়।
	পারম্পর্য্য	পরম্পরা গতি, পরপর গতি, অনুক্রম।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অনুমেয়	অনুমান যোগ্য।
	চিরাচরিত	চিরকাল অনুষ্ঠিত।
	সম্যগ্দর্শী	সর্ব্বদর্শী।
৪৪৩	অপক্রান্ত	প্রস্থান, পলায়ন।
৪৪৪	মতিমান্	বুদ্ধিমান্।
৪৪৫	স্থাবির্য্য	বার্দ্ধক্য।
	প্রাণরোধ	মৃত্যু।
৪৫২	স্বতঃসিদ্ধ	আপনা হইতে প্রসিদ্ধ।
৪৫৭	পুরুষকার	সাহস, ক্ষমতা, উৎসাহ।
	সংশিত ব্রত	ব্রত সম্পন্ন।
	নির্দ্ধন	দরিদ্র, ধনশূন্য।
৪৫৮	অভ্যাগত	অতিথি, আগন্তুক।
	অদৃষ্টপূর্ব্ব	যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই।
	স্থণ্ডিলশায়ী	যজ্ঞভূভাগে শয়নকারী। (ব্রতী)।
	চীর	জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড।
	বল্কল	বৃক্ষত্বক্।
	পাদ্য	পাদপ্রক্ষালনার্থ জল।
	আস্থা	শ্রদ্ধা, মনোযোগ।
	সোমযাগ	যে যজ্ঞে সোমরস পান করা হয়।
৪৬৫	উদার	বদান্য, দাতা।
	দ্রুম বিভূষিত	বৃক্ষ দ্বারা শোভিত।
	করিকর সমালোড়িত	হস্তীর শুণ্ড দ্বারা যাহার সম্যগ্ আলোড়ন হইয়াছে।
৪৬১	ব্যায়াম সহিষ্ণুতা	শ্রম সহন।
	বীর্য্যবত্তা	বীরত্ব।
	মৃদুত্ব	নিরীহত্ব।
	কোমলত্ব	মনোহরত্ব।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	কাতরত্ব	ভীতত্ব।
৪৬২	পরদারাভিমর্ষণ	অন্যের স্ত্রীতে গমন।
,,	অসৎপ্রলাপ	মন্দ অনর্থক বাক্য।
৪৬৪	প্রবৃদ্ধ	অতিবৃদ্ধিযুক্ত।
৪৭৪	বিলুপ্ত	আক্রান্ত।
৪৭৫	ধর্ম্মসঙ্করকারক	ধর্ম্মমিশ্রণকারী।
৪৭৬	প্রতিপাদিত	সম্পাদিত।
৪৭৭	অনুদ্ধত	বিনীত।
৪৭৮	অবলীঢ়	যাহা চাটিয়াছে।
	পরিবিষ্ট	যাহা পরিবেশন করা হইয়াছে।
৪৮০	কৃতবিদ্য	শিক্ষিত, বিদ্বান্।
	জড়	স্পন্দহীন, মোহপ্রাপ্ত।
	অপস্মার রোগ	মৃগী রোগ।
	মৃতনির্য্যাতক	যে মৃতদেহ অপসারিত করে।
	গ্রামণী	গ্রামের প্রধানলোক।
	পুত্রিকাপুত্র	যে কন্যাকে পুত্রিকারূপে রাখা হইয়াছে, তাহার পুত্র।
	কুসিদ জীবি	সুদখোর।
	স্ত্রীজীবী	যে স্ত্রীর উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করে।
৪৮১	সাবিত্রী জ্ঞান	গায়ত্রী জ্ঞান।
	মৌর্ব্বী	ধনুকের ছিলা।
	মেখলা	কটিসূত্র।
	ব্যপদেশ	ছল, নামোল্লেখ।
৪৮৩	পারদারিক	পরস্ত্রীগামী।
	উদপান	কূপ।
	বৃদ্ধিজীবী	সুদখোর।
	বিরোধী	প্রতিকূল, বিরুদ্ধ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	কৃতশ্রম	পরিশ্রমী।
	শিলা	প্রস্তর।
	শঙ্কু	গোঁজ, শল্য।
	বিবর	গর্ত্ত।
	শস্ত্র	আয়ুধ, খড়্গ ইত্যাদি।
৪৮৮	আদর্শ	অনুকরণের জিনিষ, নমুনা।
	নিয়ামক	নিয়মকর্ত্তা, ব্যবস্থাপক।
৪৯০	শম	অন্তঃকরণের স্থিরতা, শান্তি।
	দৃষ্টপূর্ব্ব	যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে।
	শ্রুতি বিরোধী	বেদ বিরোধী।
	সর্ব্বাভিশঙ্কী	সকলের প্রতি সন্দেহকারী।
	অব্যবস্থিত	অস্থির, চঞ্চল।
৪৯১	সুরত ক্রীড়া	স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ।
৪৯৪	গোমিথুন	গাভী ও বৃষ (এক জোড়া গরু)
৪৯৫	স্বাতন্ত্র্য	স্বাধীনতা।
৫০২	সৈরিন্ধ্রী	পরগৃহস্থা স্ববশা শিল্পকারিণী নারী।
	বাগুরা	জাল, ফাঁদ।
৫১০	কাংস্য	পানপাত্র।
৫১২	পাদপ	বৃক্ষ।
	উরগ	সর্প।
৫১৩	স্বদার	নিজের ভার্য্যা।
৫১৫	মৃতকল্প	মৃত সদৃশ।
৫১৬	অর্থকৃচ্ছ্র	অর্থক্লিষ্ট।
৫২৪	আয়তন	আলয়।
	প্রত্যাখ্যান	অস্বীকার।
৫২৮	করীষ	শুষ্কগোময়।
	সুরভী	দেবগবী।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	সৌরভেয়ী	সুরভী হইতে উৎপন্না ধেনু।
৫২৯	ঘৃতাবর্ত্ত	ঘূর্ণিঘৃত।
৫৩৩	বাধ্রীনস ছাগ	বৃদ্ধ শ্বেতবর্ণ ছাগ।
	গণ্ডক	গণ্ডার।
	কালশাক	শ্রাদ্ধীয়শাক।
	গজচ্ছায়া	তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ।
	দক্ষিনায়ন	সূর্য্যের দক্ষিণে গতি। শ্রাবণ হইতে পৌষ এই ছয় মাস।
৫৩৫	পংক্তিদূষক	যাহাকে লইয়া এক পংক্তিতে আহার করা কর্ত্তব্য নহে।
	পংক্তিপাবন	যাহার সহিত এক পংক্তিতে আহার করিলে পবিত্রতা জন্মে।
	কুণ্ডাশী	অগ্নিস্থাপনের গর্ত্তে ভোজনকারী।
	সামুদ্রিকবেত্তা	শরীর চিহ্নের শুভাশুভ ফল প্রকাশক দৈবজ্ঞ।
	কূটকর্ত্তা	প্রতারণাকারী, জালকারী।
	পুংশ্চলী	বেশ্যা।
	অনাবৃত মেঢ্র	যাহার পুংলিঙ্গ বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত নহে।
	গুরুপত্নীহর্ত্তা	যে গুরুদেবের স্ত্রীতে গমন করে।
	পৌনর্ভব	পুনর্ভূর পুত্র।
	পুনর্ভূ	দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী।
	কাণ	একনেত্র বিহীন।
	শ্বিত্র	ধবল রোগ।
	বেষ্টিত শিরা	আবৃত মস্তক।
	দক্ষিণাস্য	দক্ষিণ মুখ।
৫৩৬	তৃণাচিতকেত	তৃণাবৃত আগার।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	ত্রিসুপর্ণ	ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদের অংশ বিহিত।
	সামগাতা	সামবেদ গানকর্ত্তা।
	যতব্রত	সংযম ব্রত।
	যতী	সন্ন্যাসী।
	ভাষ্য	সূত্রব্যাখ্যানগ্রন্থ।
৫৩৭	শ্রাদ্ধোদক	শ্রাদ্ধের জল।
	উষ্মপ	পিতৃলোক।
	অগ্নিস্বাত্ত	মরীচি সন্তান।
	স্বয়ম্ভূ	ব্রহ্মা।
৫৩৯	কোদ্রব	মন্দ ধান্য বিশেষ।
	হিঙ্গ	হিং।
	পলাণ্ডু	পেঁয়াজ।
	শোভাঞ্জন	শজিনা।
	কোবিদার	রক্তকাঞ্চন।
	গৃঞ্জন	সালগাম, গাঁজর, রক্তবর্ণ মূলবিশেষ, বিষাক্ত পশুমাংস।
	কুষ্মণ্ড	কুমড়া, কাঁকুড়।
	অলাবু	লাউ।
	অপ্রোক্ষিত	অসংস্কৃত।
	বিড়ঙ্গ	ঔষধ বিশেষ।
	শৃঙ্গাটক	পাণিফল।
	জম্বুফল	জাম।
৫৪০	নিবাপান্ন	মৃতোদ্দেশে দেয় অন্ন।
	রজস্বলা	ঋতুবতী স্ত্রী।
৫৪৫	নিষ্ক	চারিমোহর, ১০৮ মাষা সুবর্ণ।
৫৪৭	ইয়ত্তা	সীমা।
৫৫৭	অব্যাজ	অকপটতা, সাধুতা।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৫৬১	অনুরুদ্ধ	আবৃত, রক্ষিত।
৫৬৫	বলিকর্ম্ম	ভূতযজ্ঞ, জীবগণকে খাদ্য দান।
	মধুপর্ক	দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা, জল এই পঞ্চ দ্রব্যমিশ্র উপকরণ।
	শ্বপচ	ব্যাধ, চণ্ডাল।
৫৬৬	অভিচার	মারণ উচাটনাদি।
৫৬৭	শল্লকী	বাবলা গাছ।
৫৬৮	নির্য্যাস	আটা, ক্বাথ।
	চৈত্যবৃক্ষ	অশ্বত্থ বৃক্ষ, পূজনীয় বৃক্ষ।
৫৬৯	প্রযত	পবিত্র।
	অতন্দ্রিত	আলস্য বিহীন।
	সুরালাজ পিষ্টক	মদ্য ও খই দ্বারা প্রস্তুত পিটা।
	উৎপল	জলপুষ্প।
৫৭০	অসবর্ণ	অসমান বর্ণ, বিজাতীয়।
	ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত	রাত্রির শেষ প্রহরের অংশ।
	দন্তধাবন	দন্তমার্জ্জন।
	বনস্পতি	বৃক্ষ। পুষ্প ব্যতিরেকে ফলজনক বৃক্ষ।
	পরিজ্ঞাত	বিদিত, জানিত।
	চতুষ্পথ	চৌরাস্তা।
	বৃথামাংস	অসংস্কৃত মাংস।
	পরশু	কুঠার।
	নিঃস্ব	দরিদ্র।
	সংযাব	ঘৃতাদি পক্ব গোধূম চূর্ণ।
	কৃশর	তিল মিশ্রিতান্ন, খিচুড়ী, দ্বিদলান্ন, ত্রিসর।
	শস্কুল	একপ্রকার পিষ্টক।
	পায়স	পরমান্ন।
	নগ্ন	ন্যাংটা, অবাসা।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	সংহত	মিলিত, সংলগ্ন।
	কণ্ডূয়ন	চুলকান।
	বিতণ্ডা	বিতর্ক, স্বমত স্থাপণার্থ ও পরমত খণ্ডণার্থ যে বাগাড়ম্বর।
	কুবলয়	নীল পদ্ম।
	বর্ণক	গাত্রানুলেপনী, চন্দন।
	দশাবিহীন বস্ত্র	ছিলা বিহীন বস্ত্র, মুড়ো কাপড়।
	তগর	টগরফুল।
	কেশর	বকুল ফুল।
	উদ্ধৃতসার দুগ্ধ	ননিতোলা দুগ্ধ।
	পর্য্যুষিতান্ন	বাসি ভাত।
	সমাহিত	পবিত্র।
	অভ্যুক্ষণ	সেচন।
	নিষ্ঠীবন	থুথুফেলা।
	ক্ষুত	হাঁচি।
	পারাবত	কপোত, পায়রা।
	শুক	পক্ষী বিশেষ, টিয়াপাখী।
	সারিকা	শালিক পাখী।
	তৈলপায়িক	আর্শলা।
	গৃধ্র	শকুনি পক্ষী।
	খদ্যোৎ	জোনাকী পোকা।
	উৎক্রোশ	কুরর পক্ষী, ঈগল পক্ষী।
	ভ্রমর	ভোমরা।
	স্থপতি	শিল্পী, রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর।
	নিমজ্জন	নিমগ্ন।
	বিকলাঙ্গ	হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খঞ্জ প্রভৃতি।
	প্রব্রজিত	প্রবাসগত, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক।

উপা সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	পিঙ্গলবর্ণ	নীলপীতমিশ্র বর্ণ।
	পরদার	পরস্ত্রী।
	অনুরাগ,	আসক্তি।
	প্রযত	পবিত্র।
	চর্য্যা	গমন, আচরণ।
	দুর্দ্ধর্ষ	অধর্ষণীয়, যাহার তেজ বা বিক্রম এরূপ যে তাহার নিকট যাইতে ভয় হয়।
	অযুগ্ম	বিজোড়।
৫৭১	দীর্ঘদর্শী	দুরদর্শী, পরিণামদর্শী।
	বাহনাঢ্য	যান সম্পন্ন।
৫৭৩	অনশন	উপবাস।
	পাবন	পবিত্র।
৫৭৫	শাশ্বত	নিত্য, অবিনশ্বর।
	অনর্থিত্ব	বিষ্ণুত্ব।
	নিষ্পরিগ্রহ	সন্ন্যাসী।
	নিগৃহীত	বশীকৃত, শাসিত।
	স্পৃহা	ইচ্ছা, বাঞ্ছা।
	মনঃপ্রসাদ	মনের প্রসন্নতা।
	অহোরাত্র	দিবারাত্রি।
৫৭৬	জাতিস্মর	যাহার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ আছে।
৫৮১	তাদাত্ম্য	অভিন্নতা।
৫৮৩	খর	গর্দ্দভ।
	শল্লকী	শজারু।
	কুলত্থ	কলাই বিশেষ।
	সর্ষপ	সরিষা।
	মুদ্গ	মুগ কলাই।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	অতসী	মসিনা।
	কুক্কুট	মোরগ।
	দংশ	ডাঁশ, বনমক্ষিকা।
	রাজমাষ	বরবটী কলাই।
	উলূক	পেচক।
	বায়স	কাক।
	হারীত	বনকপোত।
	ধৌতকৌশেয় বস্ত্র	শুভ্র রেশমী কাপড়।
	কৌশেয় বস্ত্র	রেশমী কাপড়, কৃমি কোষাদি জাত পট্ট বস্ত্র।
	কুকর পক্ষী	কয়ার পাখী।
	ক্রৌঞ্চ	কোঁচ বক।
	ক্ষৌম বস্ত্র	রেশমী কাপড়।
	শশ	খরগোস।
	ছুছুন্দরী	ছুঁচা, গন্ধমূষী।
	তিলকল্কমিশ্রিত	তিল ঘৃত তৈলাদি মিশ্রিত।
	দাত্যূহ	ডাক পক্ষী।
	দণ্ডকাক	দাঁড়কাক।
	ন্যস্ত	গচ্ছিত, স্থাপিত।
৫৮৪	নির্ম্মোক	সাপের খোলস।
৫৮৫	সনাতন	নিত্য, চিরস্থায়ী।
৫৮৮	অধৃষ্য	প্রগল্‌ভ, অধর্ষনীয়, অপরাজিত।
৫৮৯	অপ্রোক্ষিত	পিতৃগণ ও দেবগণ উদ্দেশে অনিবেদিত।
৫৯০	ব্রীহি	ধান্য।
৫৯৪	আক্রুষ্ট	অভিশপ্ত।
৫৯৫	পরদ্রোহ	পরপীড়ন।
৫৯৬	পরান্ন	পরকীয় অন্ন।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৫৯৯	তৈলিক	তৈল বিক্রয়কারী।
	শৌণ্ডিক	শুঁড়ী; মদ্য বিক্রেতা।
৬০৫	তিলোদক	তিল মিশ্রিত জল।
৬০৬	উৎখাৎ মৃত্তিকা	তিলকমাটি।
	গোরোচনা	গোমস্তকস্থ শুষ্কপিত্ত, উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ।
৬০৭	প্রিয়ঙ্গু	সুগন্ধি লতা বিশেষ।
	ভূতগণের	জন্তুগণের।
	অপসারণ	দূরীকরণ।
৬০৯	প্রতিনিবৃত্ত	প্রত্যাগত।
৬১০	মহোদধি	চন্দ্র, মহাসাগর।
৬১২	পর্ব্বকালে	প্রস্তাব সময়ে, উৎসব কালে।
	সংক্রামিত	সম্যকরূপে অধিষ্ঠান।
	কপিলা	ধেনু।
৬২৩	গোঘ্ন	গোহন্তা, গোহত্যাকারী।
	জায়াজীবী	যাহারা স্ত্রীর উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করে।
	পূয়	পুঁজ, ক্লেদ।
৬২৪	প্রমথ	শিবানুচর।
	অবৈধ	বিধি বিরুদ্ধ।
	আমিষ	মাংস।
	বচ	ঔষধ বিশেষ।
	পিশিতাশন	মাংসাশী।
৬২৫	ধ্বজ	মেঢ্র।
৬২৮	পুংশ্চলী	ভ্রষ্টা স্ত্রী।
	দেবল	দেবপূজক।
	শবর	ব্যাধ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
৬২৯	যাবক	বোরধান্য, খিচুড়ী, অর্দ্ধপক্ক যব, বরবটী কড়াই, কাঞ্জী, মাষ, রাজমাষ।
	দ্বাদশাহ	দ্বাদশ দিবস।
৬৩০	ঈর্ষা	পরশ্রীকাতরতা, হিংসা।
	অর্থী	প্রার্থী।
৬৩১	পরদার বিরতি	পরস্ত্রীতে বিরাগ।
	মধুমাংস	সুরা ও মাংস।
৬৩২	উপনীত	উপনয়নে সংস্কৃত।
৬৩৪	আরব্ধ	আরম্ভিত।
	অধ্যবসায়	যত্ন, উৎসাহ।
৬৩৭	বৈদিক	বেদবিহিত।
	স্মার্ত্ত	স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত।
	শিষ্টাচার সম্ভূত	সাধু ব্যবহার উৎপন্ন।
৬৩৯	ঝটিতি	শীঘ্র।
	কুটীচক	পুত্রান্নজীবী।
	বহূদক	দানশীল।
	হংস	সন্ন্যাসী বিশেষ।
	পরমহংস	মহাযোগী।
৬৪২	স্বাগত	শুভাগমন।
	পিশুন	ক্রূর।
৬৪৩	মেধাবী	পণ্ডিত।
৬৪৫	ব্রহ্মরাক্ষস	ব্রহ্মদৈত্য।
৬৫০	সহস্রশীর্ষ	সহস্রমস্তক।
৬৫৭	অর্চ্চনা	উপাসনা।
	অষ্টকা শ্রাদ্ধ	ঋগবেদস্থিত মন্ত্রযুক্ত শ্রাদ্ধ।
	অভিনন্দন	আহ্লাদ প্রকাশ।
	অনায়াস সাধ্য	অক্লেশে সাধনযোগ্য।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	দীর্ঘায়ুরস্তু	দীর্ঘ আয়ুঃ হউক।
৬৫৮	দংশ কীট	ডাঁশ মশা ইত্যাদি।
৬৬৩	বৈষম্য	বৈসাদৃশ্য।
৬৬৪	আস্পদ	স্থান, পদ।
৬৬৯	উচ্ছ্বাস	নিশ্বাস।
৬৭৯	প্রবুদ্ধ	জাগরিত।
৬৮২	প্রহর্ষ	প্রমোদ, সুখ।
	দ্বেষাভিনিবেশ	হিংসার আবেশ।
	অন্তঃসম্ভার	স্বভাব সমূহ।
৬৮৩	নির্গুণ	গুণহীন।
৬৮৫	অক্ষুব্ধ	অবিচলিত।
	ক্ষুভিত	সঞ্চালিত।
	পরিহীন	ক্ষীণ।
	তামিস্র	অবমাননা বা অবজ্ঞাজনিত ঘৃণাবিশিষ্ট কোপ।
	অন্ধতামিস্র	নিবিড়ান্ধকারযুক্ত নরক বিশেষ।
৬৮৬	পরিবাদ	নিন্দা, অপবাদ।
	ভূত	অতীত।
	ভব্য	ভাবী।
৬৮৮	প্রভব	উৎপত্তিস্থান।
	অনুদ্রিক্ত	উদ্রেক শূন্য।
	ধ্রুব	নিশ্চয়।
৬৯৬	নিঃশঙ্ক	নিরাপদ।
	ধাতু	কফ, বাত ও পিত্ত।
	অপরিহার্য্য	যাহা বর্জ্জনীয় নহে।
	অভিদ্রোহ	হিংসা, অনিষ্টচিন্তা।
৬৯৭	মধু	আম গাছ।

উপদেশ সংখ্যা	শব্দ	অর্থ
	শাল্মলি	শিমুল বৃক্ষ।
	শিংশপ	শিশু বৃক্ষ।
	মেষশৃঙ্গ	লতা বিশেষ।
	কীচক বেণু	বায়ু সংযোগে শব্দ কারক বংশ, ফাঁপা বাঁশ।
৭০০	প্লক্ষ	পর্কটী বৃক্ষ, পাকুড় গাছ।
৭০১	বিশদ	মনোহর।
৭০২	বিবেকজা	বিবেক হইতে উৎপন্ন।
৭০৯	উদ্বেজিত	ক্লেশিত।
৭১০	অনন্তগতি	গত্যন্তর বিহীন।